শোন ! শোন !!

এক মজার কথা !!!

অতি আশ্চর্য্য !!!

প্রথম পর্ব্ব।

আদ্য পরিচ্ছেদ।

সহরপ্রান্তে।—পরিবার পরিচয়।—অপূর্ব্ব পরিণাম!

"চিরকালং বনে বাসশ্চলদ্বৃক্ষং ন পশ্যতি।
অবিচারপুরিদোষাৎ যঃ পলাতি স জীবতি॥"
ইতি কবিতারত্নাকর।

বাগবাজার পঞ্চানন্দ ব্রাহ্মণের বাটীতে আমার বাস। জেতে কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা। অবিবাহিতা নই।—বিবাহ হোয়েছে।—কোথায় হোয়েছে,—জানিনা,—মনে পড়ে, এই মাত্র।—মাতা এখনও বর্ত্তমান আছেন,—পিতাও আছেন কি-না সন্দেহ!—কারণ, তিনি আমার শৈশবাবস্থায় পরিচর্য্যাবেশে বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন কোরে বিবাগী হোয়েছিলেন,—তাতেই তাঁকে জ্ঞান চক্ষে দেখি নাই,—জানিনা।—আমিই আমার মাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিলাম। কারণ, আমার আরও এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল।—পাঠক মহাশয়! তাঁহার অদ্ভুত, অপূর্ব্ব কাহিনী,—ও যে প্রকারে তিনিও পূর্ণ যৌবনাবস্থায় শয়নগৃহ হোতে অপহৃত হন, তাহাও পূর্ব্বে কতক

কতক আমার জানা ছিল।—এ সওয়ায় আমার আরও এক বৈমাত্রেয় ভগ্নি ছিল।—তিনি সধবা।—কিন্তু ভাগ্যদোষে কুলটা!—তাতেই তাঁর আমাদের উপর সর্ব্বদাই শত্রুভাব, উত্তেজনা, বিড়ম্বনা, আমাদের অমঙ্গল,—এই সমস্ত কুচিন্তায় সর্ব্বদাই তাঁর মন আন্দোলিত থাক্‌তো!—আমার বিমাতা আছেন,—জানি।—কিন্তু দেখি নাই।—পূর্ব্বে মার মুখে শ্রুত আছে,—যে তিনি অদ্যাপিও ভৈরবী-সিদ্ধ-পিশাচিনী বেশে বনে বনে কাল অতিবাহন করেন।

পঞ্চানন্দ কে,—তারে চিনিনা,—জানিনা!—বিবাহের পর, বাসর শয্যা! আর সেই রাত্রে এই দুর্দ্দশা!—পঞ্চানন্দের ঘরই শ্বশুরালয়! কোথাও যাবার পথ নাই,—সুরাহা নাই!—অবলা!—কুলবালা!—তাহে সম্পূর্ণ যৌবনাবস্থা! কি করি,—দায়ের কুম্‌ড়া!—হীরের ধার:—মাছি এড়ায় না!—নিরুৎসাহ! ভয়ের উদ্রেক্!—নিরুপায়!—নাচার্!—এক্ষণে আমি কেন যে পঞ্চানন্দ বামুনের নিকট থাকি,—আর আমার সে ভাই যে কোথায় নিউদ্দেশ হোয়েছে, তা আমি জানিনা।—আর যৎকিঞ্চিৎ আমার যা জানি, সে ভয়ানক কথা!—এখন কারুর কাছে ব্যক্ত কোর্‌বো না।—সে বোল্‌তে গেলে অনেক গোলের কথা!—অনেক রহস্য!—বিবাহের গণ্ডগোল উপস্থিত হবে!—গুপ্ত কথা ব্যক্ত হবে!—মূলাধার "মজার কথা" আনন্দদায়ী হবে না।—এই নিমিত্তে এখন সে কথা কারেও বোল্‌বো না,—কেউ শুন্‌তে পাবেন না।

পঞ্চানন্দের বিষয় কর্ম্মের মধ্যে একটী হোটেল্।—হোটেল্‌টী দোতলার উপর, এবং নীচে একজন মোছল্‌মান পাতীনেড়ের মাংসের দোকান। তাতে কোরে হোটেল্‌টীর পসার আরও দিব্বি সর্‌গরম্! হোটেল্‌টী ঠিক্ গঙ্গার্ ধারেই। [illegible] আছে, ব্রাহ্মণটী অল্পদিন হলো, "বন থেকে বেরুলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে!"—ইনি পরিচয়ে রাঢ়ি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ,—নিবাস পেঁড়ো।

কারবারের দরুণ চিরকাল সহরেই বাস।—ইদানী দিব্বি পসার হোয়ে পড়াতে ছাই মুটোটা ধোল্লে, সোনা মুটোটা হতো!—দেখে শুনে লক্ষ্মীও নূতন জল খেগো কোলাব্যাঙের মতন লাফিয়ে তার হাতে ওঠাতে,—কাজে কাজেই গরিবআনা বেচারিকে হুড়্‌কো বোয়ের মতন টেনে দৌড়্ দিতে হোয়েছিল! ইনি বিষয় কর্ম্মেও মস্ত ধড়িবাজ্ লোক!—মুরুব্বি আনাটাও বিলক্ষণ আছে।—গাঁতের মাল কিন্‌তে!—লোক্‌কে কুপরামর্শ দিতে!—কাগচ পত্র বেনামি ও জাল্ কোত্তে; ইনি একজন পাকা জালিয়াৎ,—ও দাগাবাজ্!—মাম্‌লা মোকদ্দমা তো গলার মালা ও অঙ্গের আভরণ!—এমন কি, আদালতের কুকুর শেয়ালটা পর্য্যন্ত এঁরে চেনে!—দুনিয়ায় এর জোড়া খুঁজে মেলা ভার!—কেবল একজন পাঁতীনেড়ে মোছল্‌মান ভিন্ন!—এঁরে চাই কি সাক্ষাৎ কূর্ম্ম অবতার বোল্লেও বলা যায়!

ব্রাহ্মণ লম্বায় তাল গাছ।—বয়স দেখ্‌লে বোধ হয় সেটের কোলে ঘাটে পা দিয়েছেন।—হাত পা গুলি বান্‌মাছের মতন পাতলা পাতলা।—পা দুখানি বেমাফিক্ লম্বা।—চক্ষু দুটী হলুদে রং,—নাক্‌টী বাঁশীর ন্যায়,—কান দুটী দীর্ঘাকার! সম্মুখ মস্তকে ঘুসরির ট্যাকের মতন টাক পড়া; কেবল ঘাড়ের দিগে অল্প অল্প চুল আছে। গোঁপ জোড়াটী সুগঠন, মধ্যে মধ্যে দু এক গাছিতে পাক ধরাতে কলব্ মাখিয়ে চাড়া দেওয়া হয়! কর্ত্তার বুক থেকে তল্‌পেট পর্য্যন্ত কাঁচায় পাকায় চুলের বন।—রং ডেমাডিনের্ মত। এবং সর্ব্বাঙ্গ ছুলিতে পরিপূর্ণ।—পাঠক মহাশয়!—ঐ যে কথায় বলে, "কৃষ্ণবর্ণ বামুন, কটা শুদ্র, তিলে মোছল্‌মান,"—এঁরা কোনো কালেই ভাল মানুষ নন্!—যদিও দেখ্‌তে বর্ণচোরা আঁবের মত,—তথাচ এদের মনে মনে কালনেমীর মতন লঙ্কাভাগ, গেঁটে গেঁটে বুদ্ধি,—ও তোধোড়্ ধড়িবাজ্!—হঠাৎ এঁদের ভাব ভঙ্গি দেখ্‌লে ও কথা বার্ত্তা শুন্‌লে, মহৎ পরোপকারী বোলেই বোধ হয়!—কিন্তু এঁরা

ভয়ানক জুয়োচোর ও বদ্‌মায়েসের জড়!—এমন কি এক একজন সাক্ষাৎ যরাহুয়ণী বোল্লেই হয়!”

ব্রাহ্মণের পরিবারের মধ্যে বুড় মা, আপনি, ও একটী ছেলে।—এবং অনুগত ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব্বলিখিত ঠক্‌চাচা নামে একজন মুসলমান।—এবং একজন মেরুস্নাবাদী চাকর।—এ সওয়ায় আরও হোটেল সংক্রান্ত চাকর নফর আছে। ছেলেটীকে, কখন কখন দেখি, বয়স আন্দাজ ২০৷২২ বৎসর।

ঠক্‌চাচার বাড়ী পঞ্চানন্দ বামুনের গ্রামের নিকটেই। দেশে ঠক্‌চাচার ঠক্‌চাচী আছে,—কিন্তু সুখের বিষয় এই যে ঠক্‌চাচীকে জামান্ পাত্তে হয়নি। ঠক্‌চাচা অত্যন্ত গরিব।—দেশে মাটীর কাঁথের উপর উলুখড়ের ছাউনির ঘর। চায বাসের জমীজারাৎ নাই।—কেবল দিন গুজ্‌রাণের জন্যে চারটি হেলে গরু ও দুখানা লাঙ্গল বন্দোবস্ত। এ ছাড়া বাড়ীটী মুর্‌গী, বক্রা, বক্‌রি, পাতিহাঁস, নেড়ী কুকুরের ছানা, ও পেদো পোকা ও পাঁকে পরিপূর্ণ।

পঞ্চানন্দের হিল্লেয় থেকে ঠক্‌চাচার এক রকম গুজ্‌রাণ চোলে যায়। আর মাংস বিক্রি কোরে যৎকিঞ্চিৎ যা উপার্জ্জন করেন, তা ঠক্‌চাচীর জন্যে সঞ্চয় কোরে দেশে পেটীয়ে দেওয়া হয়।—ঠক্‌চাচী নিজেও কিছু কিছু পয়সা কড়ি কামাতে পারেন।—পালপার্ব্বন উপলক্ষে গুড়িয়া পুতুল, রঙ্গকরা পোটের শিকে,—ও মড়া ফেলা চার পেয়ের দড়ি পাকাতে খুব নিপুণ। এ ছাড়া সাজুম্মা পীরের দর্‌গাতে যাওয়া আসার দরুণ,—“মুস্কিল আসান্!—সিন্নি চড়ানো,—জানের মত,—খোঁনার বচন,—ঝাড়ান্, ফোঁফান্,—টোট্‌কা, টাট্‌কা বশীকরণ প্রভৃতি কাজের দরুণ গৃহস্থের বৌ ঝির কাছে এঁর সত্যপীরের পিসির মতন আদর! এবং সময়ে সময়ে এঁর দ্বারা পঞ্চানন্দেরও অনেক ভয়ানক ভুয়ানক গুপ্তকার্য্য সম্পন্ন হয়!—তাতেই দুজনায় এক প্রাণ, একজীউ!—এককাট্টা!—উভয়ে হরিহর আত্মা।

এক মজার কথা !!!

প্রিয় পাঠক ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে আপনারা আড্‌ডাধারী পঞ্চানন্দ ঠাকুরের অনেকটা পরিচয় পেলেন, কিন্তু তার সঙ্গে বিশেষ চেনা পরিচয় না হওয়াতে আপনাদের মনটা কতক মুষ্‌ড়ে যেতে পারে, স্বীকার করি। কিন্তু "সবুরে মেওয়া ফলে"—এটী আর আপনাকে অধিক বোলে জানাতে হবেনা। এক্ষণে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরুণ,—আবার চাই-কি দরকার মাফিক্ ঠাকুরকে ও ঠক্‌চাচাকে সং সাজিয়ে আসোরে নামিয়ে রং করা যাবে! এক্ষণে আপনি হঠাৎ পরিচিত পঞ্চানন্দ ও ঠক্‌চাচার নক্‌সা, চেহারা,—ও বিষয় কর্ম্ম উত্তমরূপে মনোগত কোরে রাখুন।—তবে এক্ষণে আমিও বিদায় হোলেম।—যদিস্যাৎ বেঁচে থাকি,—তা হোলে পুনরায় আপনাদের সঙ্গে একদিন না একদিন সাক্ষাৎ হবেই!—নতুবা আজ থেকে আপনাদের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত শেষ দেখা শুনো! কিছু মনে কোর্‌বেন না।—এক্ষণে আপনারা দেদার হাসুন্ আর ক্লেপ্ দিন!—আমি চোল্লেম।

প্রথম কাণ্ড।

নির্জ্জন বাগানে। উপকূল মন্দিরে।

এরা আবার কে?—গুপ্ত পরিচয়।—সন্দিগ্ধ নিরেণব্বুয়ের ধাক্কা!!!

"Fathful;
Remembrancer of one so dear;—
O welcome guest, though unnexpected here!"

গভীরা যামিনী! বিজন বিপিনে, কণক-নূপুর নিক্কণ,
শুনিনু যতনে!—ঝিল্লী-রবে,—নিশীথিনী নীরবে
পল্লব দোলে পবন-হিল্লোলে,—সেই বকুল-বিটপী-মূলে,
প্রফুল্ল-বদনে!—দাঁড়ালো চন্দ্রমা কিরণে;
নীরব নূপুর তবে,———

১ গ্রীষ্মকাল।—ধরণী তপনতাপে পরিতপ্ত।—ভগবান্ অংশুমালী মধ্যব্যোমে উপস্থিত হোয়ে এতক্ষণ পথিকদের বৃক্ষমূলে, উত্তপ্ত বর্ত্মে, ও পান্থনিবাসে আটক্ কোরে তাদের গতিরোধ কোচ্ছিলেন,—কিন্তু এখন আর সে উত্তাপ নাই,—সে রৌদ্র নাই,—ক্রমে বেলা অবসান হোয়ে এলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সূর্য্যদেবও অস্তগিরি চূড়াভিমুখগামী হোলেন।—কমলিনীর মুখখানি বিষণ্ণ হলো,—আলুলায়িত কেশে মনোদুঃখে ঘোম্‌টাটী টেনে দিলেন। চক্রবাক্ চক্রবাকী নিশানাথকে আগত প্রায় দেখে, অঝ্‌ঝরে কাঁদ্‌চে।—প্রকৃতি সতী তিমির বসন পরিধান করত অবগুণ্ঠনবতী হোয়ে নিশানাথের আগমন প্রতীক্ষা কোচ্চেন। বিহঙ্গমেরা একত্রে পঞ্চমস্বরে পূরবীগৌড়ী রাগিণী ভাঁজ্‌ছে। গাছগুলি আহ্লাদে আট্‌খানা হোয়ে পবনের সঙ্গে তোঘোর ইয়ার্‌কিতে মেতে একবারে গায়ে গায়ে ঢলে পোড়্‌ছে। লম্পট ভ্রমর,

সকলকে আমোদে উন্মত্ত দেখে, অবসর পেয়ে কমলিনীর ঘোম্‌টা খুলে মুখ দেখ্‌বার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।—অন্য অন্য ফুলেরা কমলিনীর দুর্গতি দেখে ঘাড় দুলিয়ে খিল্ খিল্ কোরে হাঁস্‌চে!—তাই দেখে, চাম্‌চিকে ও পেঁচাগুলো আহ্লাদে হুড়োমুড়ি কোরে ইতঃস্তত কেন্নোখেগো ঘুড়ির মত ঝির্ ঝির্ করে ঘুরে ঘুরে কমলিনীর দুর্গতি নিবারণ কোচ্চে। লম্পট ভ্রমরের সঙ্গে পদ্মিনীকে প্রেমালাপে উন্মত্ত দেখে, সূর্য্যদেব মনদুঃখে প্রজ্জলিত হোয়ে, লজ্জায় মুখমণ্ডল আরক্তিম বর্ণ কোরে পশ্চিম সাগরে ঝাঁপ দিলেন। তাই দেখে পাখীরা ছি!—ছি!—ছি! ডুবে মোলো! ডুবে মোলো! বোলে পদ্মিনীকে ধিক্কার দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো!—শৃগালেরা "ক্যাহুয়া?—ক্যাহুয়া?—সন্ধ্যা ওক্তে ক্যাহুয়া?" বোলে রব কোর্ত্তে লাগ্‌লো। আকাশ চন্দ্রদেবের আগমন প্রতীক্ষা ভেবে ভেবে বালাবধূর ন্যায় শরীর রোমাঞ্চ ও মুখমণ্ডল পাটল বর্ণ হোয়ে উঠ্‌লো। তাই দেখ্‌তে কুচক্রী লোকেরাও মনোভীষ্ট সিদ্ধি মানসে মিলে মিশে বেরুলো! আসুন পাঠক! আমরাও দুজনে এই সময় একবার বেড়িয়ে আসি!—আসুন?—ঘাড় হেঁট্‌কোরে কি গাঁই গুঁই কোচ্চেন? কাকে সঙ্গে চান? প্রাণের বন্ধু?—তা আচ্ছা মনে করুন, এক্ষণে সে আমিই আপনার এক অপরিচিত বান্ধব!—"

বাগ্‌বাজার সদর রাস্তার ধারেই গঙ্গা তীর। তার কিয়দ্দূরে গঙ্গার ধারেই একটী প্রকাণ্ড বাগান। বাগানের সাম্‌নেই দিব্বি একখানি দোতলা বারাণ্ডাওয়ালা বৈঠকখানা। বৈঠকখানার সাম্‌নেই দিব্বি সাঁন বাঁদানো ঘাট। মার্‌বেল পাথরের সিঁড়ি। ঘাটের চারিদিকে লোহার কৌচ পাতা। তারির্ পাশে পাশে নানা রকমের দেশী ও বিলাতি কেতার ফুলগাছে কেয়ারি করা। রাস্তাগুলি সুর্‌কি ফেলা লাল,—টুক্‌টুকে লাল। বাগানটীর চারিধারেই লোহার রেলিং করা। রাস্তার সম্মুখেই ফটক। ফটকের সাম্‌নেই

বৈঠক্খানা এবং নীচেই সুরধুনী গঙ্গা প্রবাহিত। তাতেই গঙ্গাজলের সুনীল বিমলাম্বরে অস্তাচল চূড়াবলম্বী ভগবান মরীচিমালীর সিদূরে কিরণজালে, বৈঠক্খানার প্রতিবিম্ব পড়াতে ভাগীরথী-সতী অতিশয় চমৎকার শোভাই ধারণ কোরেছেন।

এমন সময় হঠাৎ একটী যুবা হঠাৎবাবুর মতন ও আর একজন খোঁড়া মাম্দোভূতের মতন, নাক্কাটা!—দুজনে কথায় বার্ত্তায় সেই বাগান-বাড়ীর নির্জ্জন ঘাটে এসে বোস্লো।

যুবা লোক্টীর বয়স আন্দাজ ২৩।২৪ বৎসর। শরীরের গঠনটী দোহারা ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মাথায় বাব্রিকাটা চুল। গোঁপ দাড়ীতে মুখখানি একেবারে ঢাকা। কপালে একটী ছোটো সাইজের উল্কি! চোখ দুটী ড্যাবডেবে নাক্টী কুমড়ো বড়ির মত উচু। পরিধান একখানি ধোপ্দস্ত ফিন্ফিনে চুড়ি পেড়ে কাপড়। বাম স্কন্ধে একখানি উড়ুনি, গলায় পৈতে, চোখে একখানি সবুজ্ গেলাসের ঠুলি তক্মা। হঠাৎ দেখ্লে বোধ হয় যেন ঘানিগাছ ছেড়ে এসেছেন!

অপর লোক্টী খোঁড়া।—বয়স আন্দাজ ৪০।৪৫ বৎসর। মস্তকটী নেড়া, ওল্কামানো নেড়া! কেবল গালপাটীর দুধারে একটু একটু জুল্পি আছে। কাণ ছোটো, চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ, মিট্মিটে ও খালা খালা হলুদে রং। নাক সূর্পণখা! পোঁচ্মেরে কাটা! খুব লম্বালম্বা দাড়ী। সর্ব্বাঙ্গ দাদে পরিপূর্ণ। ডান পাটা কিছু সরু, আর বাঁটা কিঞ্চিৎ মোটা। চলন খঞ্জন পক্ষীর ন্যায়!—হঠাৎ দূর হোতে চেহারাখানি দেখ্লে অপরূপ মাম্দোভূত বোলেই প্রত্যয় হয়!

পাঠক মহাশয়! এদের আন্তরিক ভাব ভঙ্গি কি কিছু বুঝ্তে পাচ্চেন? না!—বুঝ্তে পারবেন-ই বা কেমন কোরে?—তা আচ্ছা,—এটী ভদ্রলোকের

ছেলে হোয়ে এমন ভরসন্ধ্যে বেলা একটা পাতীনেড়ে মাম্দোপিশাচের সঙ্গে গঙ্গার ধারে কেন?—তবে বোধ হয় এদের মনে কোনো কুহক অভিসন্ধি আছে!—নতুবা এমন ত্রিসন্ধ্যা গোধুলী সময় বাগান বাড়ীর নির্জ্জন ঘাটে ভূতের সঙ্গে কেন? যা হোক্, আসুন! আমার সঙ্গে আসুন? ঐ বারাণ্ডার এক পাশ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সব কাঁণ্ডই দেখ্তে পাবেন এখন।

ক্রমে সময় যাচ্চে,—না জলের স্রোত যাচ্ছে।—দেখ্তে দেখ্তে সন্ধ্যে উৎরে গেলো, রাস্তায় সব গ্যাস্ জেলে দিলে। এদিকেও গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং টুং টাং কোরে ৭টা বেজে গেলো। বাবুটী, ও সেই বিকটমূর্ত্তি খোঁড়া উভয়ে সেই বাগান বাড়ীর ঘাটের ধারে একখানি লোহার কৌচের উপর এসে বোস্লেন। নিস্তব্ধভাবে গালে হাত দিয়ে কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে বোসে রৈলেন!—"পাঠক! বোধ হয়, ইনি কোনো কিছু ভাব্ছেন!—নৈলে গালে হাত দিয়ে এত মৌনভাব কেন?—বোধ হয় কোনো দাও ঠাওরাচ্ছেন!—নতুবা হাঁস্তে হাঁস্তে কথা বার্ত্তা কইতে কইতে এসে আবার পেঁচার মত গম্ভীরভাব ধারণ কোল্লেন কেন? এর ভাব কি,—কিছুই তো বুঝ্তে পাল্লেম না।"

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই মৌনভাবনত বাবুকে নাঁককাটা বোল্লে,—"বাঁবু? তাঁ ওঁর্ লেঁঙে আঁপ্ঁডি আঁর দোঁসরাঁ কিঁ মঁৎলঁব কোঁর্ঁচেঁঙ্!—মঁই আঁপ্ঁণাকেঁ যোঁ হোঁদিস্ বেঁৎলেঁচিঁ, এঁটাঁ ক্যাঁমঁঙ্ আঁছেঁ!—সঁমঁজঁ কঁরেঁঙ্ তোঁ?—ওঁর লেঁগেঁ——"

বাবুটী ফোঁস্ কোরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অন্যমনস্ক হোয়ে বোল্লেন, "না!—আর ভাব্বো কি,—যখন সন্ধান পেয়েছি, তখন যা হয় এক কাণ্ড হবেই!—তা কি মৎলব্ ভাল হয়, সেইটে ভাব্ছি!"

"আঁপ্ঁডি কোঁঙ্ মঁৎলঁব ঠেঁউঁরেঁচেঁঙ্!—এঁ সঁব য়্যাঁত্ঁণা পঁঞ্চাঁঙন্দেঃ

হিঁর্ফিঁতিঁ !—ঐঁ বেঁটাঁইঁ তোঁ আঁমাদেঁর্ ফাঁকী দেঁচ্চেঁ !—তাঁ এঁখঁঙ্ আঁপঁঙার্ বিঁবেঁচঙায়ঁ যাঁ ভাঁলোঁ হঁয়, তেঁই কঁরেঁ্যঙ্ !”

“হির্ভিতি আবার কি ?—আমার কাছে আবার ও বেটার হির্ভিতি ! হোয়ে কেন মরিনি—হুঁ !—‘আমার নাম’—যে ভেবেছি তাই সিদ্ধি কোরে, তবে আর অন্য কথা ! আচ্ছা সেকের পো ?—তুমি বোল্‌তে পারো, ও ব্যাটা এর সব তদন্ত ক্যামন্ কোরে পেলে ?—আর ভক্ত বেটাকে-ই বা জোটালে ক্যামন্ কোরে ?—আর তুমিই বা এসব খবর ক্যামন্ কোরে পেলে ?—আমাকে———”

নাককাটা সেকের পো বোল্লে,—“তাঁ বুঁজি আঁপ্ঙি মাঁলুঁম্ ঙঙ্ !—হুঁ ! তঁবেঁ শোঁঙেঙ্ !—যঁখঁঙ পঁঞ্চাঁঙন্দোঁ আঁর সেঁই ভঁণ্ডব্যাটাঁ দুঁজঁঙে এঁক্ সাঁতেঁ খুঁব্ দঁস্তি !—এঁক্সাঁতেঁ খাঁঙা, পিঁঙা, তঁখঁঙ্ এঁক্সাঁতে দুঁজঁঙেই খাঁঙাকুঁল-কেঁযোঁঙঙরে এঁক জঁমীদাঁর বাঁমুঙের ঘঁরেঁ চাঁকঁরীঁ কোঁরেঁ, ঙাকিঁ অঁঙেক্ টাঁকাঁ পাঁয়,—মোহঁর পাঁয় !—মালীঁঙিরিঁ কোঁরেঁ শিঁউঁলিঁ ফুঁলঙাছঁ তঁলাঁয় পাঁয় !—তাঁরঁ পঁরঁ দুঁজঁঙে বঁক্রা হঁলো, এঁক হাঁজাঁরঁ-ঙিরেঁঙব্বুঁই খাঁঙাঁ মোহঁরঁ সেঁই ঙাছঁ তঁলাঁর ঊঁচু থেঁকেঁ কুঁপোঁ সঁমেদঁ্ ওঁঠেঁ !—দুঁজঁঙে সেঁই মোহঁর বঁক্রাঁ কোঁরেঁ অঁবঁশেঁষঁ ঙিরেঁঙব্বুঁয়েঁর ধাঁক্কাঁয় পোঁড়্লোঁ !—এঁক খাঁঙা মোহঁর বঁক্রাঁয় জেঁস্তিঁ হঁলোঁ, কেঁ ঙেবেঁ, বঁক্রাঁ কঁরে কঁ্যামঙ্ কোঁরে !—অঁবঁশেঁষঁ পঁঞ্চাঁঙন্দোঁ ঙিলেঁ !—ঋঁঙ্দাঁরী হঁলো !—বোঁল্লেঁ এঁ আঁদেঁক্ ঘঁরে যেঁয়ে দেঁবোঁ। এঁই পঁর্য্যন্তঁ মোর শোঁঙা বাঁং !—তাঁর পঁর আঁপঁঙার আঙে দেঁ্যকেঁচি,—সঁঙ্যাসঁজাঁদাঁ মোকেঁ সাঁতেঁ কোঁরেঁ রোঁজ রোঁজ ‘মোহঁরেঁর ভাঁঙাদাঁ কঁরে !—কঁ্যাঙো কঁরে,—কিঁসেঁর লেঁঙে কঁরে .তঁখঁঙ মুঁই কুঁচ্ মালুঁম্ ঙুই !—শেঁষকাঁলেঁ উঁভঁয়েঁই চাঁতুঁরী খেঁল্তেঁ লাঁঙ্লোঁ !—ঙিরেঁ-

ঙব্বুঁয়েঁর থাঁক্কিঁ। ছুঁজঁঙ্কেঁই সাঁম্লাঁতেঁ হঁলোঁ!—পঁঞ্চাঁঙন্দোঁ মুর্দ্দাঁ হঁলোঁ!—বঁক্রাঁ দেঁবাঁর ভুঁয়েঁ, প্রঁবঞ্চঙা মৎলঁবেঁ, মুর্দ্দাঁ হঁলোঁ!—ব্যাঁটাঁরাঁ ছুঁজঁঙেঁই বুঁজঁরুঁক্! তোঁঘোঁড় ধঁড়িবাঁজঁ! ঠঁকঁচাঁচাঁ খাঁট্ আঁঙ্লেঁ! দঁরিঁয়াঁ কিঁঙারাঁয় আঁমরাঁ তিঁঙ জঁঙে লিঁয়ে ঙেলেঁম, খাঁট্ ঙাবাঁলেঁম! তঁখঁঙও বিঁটাঁল্ বাঁমুঙ ঙিস্তঁব্ধ! আঁকঁট্ মেরেঁ পোঁড়েঁ আঁছেঁ! মোঁহঁরেঁর বঁক্রাঁ দেঁবেঁঙা! দিঁষ্টিঁ কিঁপ্পঁঙ্! এঁ বঁল্যেঁ মোরেঁ দ্যাঁকঁ, ওঁ বঁল্যেঁ মোরেঁ দ্যাঁকঁ! ভাঁরি মজাঁ!"

বাবুটী এস্তভাবে সচকিতে বোল্লে, "উঃ!—বেটার কি ভণ্ডাম!—কি অর্থলোভ!—কি কুচক্র!—কি অর্থপিশাচ!—ভাল সেকের পো? তুমি এসব খবর পেলে কেমন কোরে?"

"মোকেঁ সঁঙ্যাসঁজাঁদাঁ তাঁঙাদাঁ কঁর্বাঁর উঁক্তে সাঁথে কোঁরে লিঁয়েঁছিঁলেঁঙ্!—আঁরঁও কোঁয়েঁছিঁলেঁঙ কিঁ তোঁকেঁ কিছুঁ দেঁবোঁ! তাঁ আঁমরাঁ কঁজঁঙায় মিলেঁ, এঁক সাঁথেঁ ব্যাঁটাঁকে ঘাঁটেঁ লিঁয়েঁ যাঁবোঁ! তাঁতেঁইঁ মোকেঁ বেঁবাঁক্ কোঁয়েঁছিঁলেঁঙ! মুঁইঁ জাঁঙি, মোকেঁ মালুঁঙ্——"

ধূম্রাক্ষলোচন বাবুটী সেকের পো-র কথায় বাধা দিয়ে এস্তভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, তারপর কি হলো?"

তাঁর পঁর আঁমরাঁ সেঁইখাঁনেঁ খাঁট্ ঙেম্বিয়ে পোঁড়াঁবোঁ কিঁ ঙোর্ দেঁবোঁ এঁই পঁরাঁমর্শঁ কোঁচ্চিঁ, অ্যাঁমঙ্ সঁমে আঁপঁঙাদেঁর দঁল্ বঁল যেঁয়ে পোঁড়্লোঁ। মুঁর্দ্দা দ্যেঁকঁ্লেঁ, মঁদ খেঁলেঁ, শেঁষঁকালেঁ কিঁরাঁ কোঁরেঁ বোঁল্লেঁ, "দ্যাঁক্ মুঁর্দ্দা!—তোঁর কেঁড়াঁমোতেঁ ডাঁকাঁতিঁ লুঁট্ কোঁত্তেঁ যাঁচ্চি,—যঁদি ইঁচ্ছাঁর অঁতিঁরিক্ত মাঁল পাঁই—তঁবে তোঁকে চঁঙ্ঙোঙ্ কাঁটে পুঁড়িঁয়ে যাঁবোঁ!—ঙচেঁৎ এঁই তঁরোঁয়াঁল্ দিঁয়েঁ কুঁচিঁকাঁটুাঁ কোঁরেঁ যাঁবোঁ!"—

এঁই বোঁলেঁই আঁপঙারাঁ মুর্দ্দাঁরেঁর চাঁর্‌দিঁকেঁ প্রঁদক্ষিঙ্‌ কোঁরেঁ চোঁলেঁ গ্যোঁলেঁঙ্‌!—আঁম্‌রাঁ তঁখঁঙ সঁব্বাঁই পাঁইঁল্যোঁচিঁ !

"তোমরা তখন কোথায় পালিয়েছিলে ?"——

"কোঁথাঁয় আঁবাঁর পাঁলাঁবোঁ বাঁপ্‌ !—যেঁ আঁধাঁর সেঁ রাঁত্তিঁরেঁ ! ধূঁর থেঁকেঁ তোঁমাদেঁর আঁস্‌তেঁ দেঁকেঁ সেঁইঁ খাঁনেঁই এঁক্‌টাঁ শ্মঁশাঁঙ্‌ চাঁড়াঁল ঙাছেঁ তিঁঙজঁঙে, পীঁর্‌বাঁবাঁ, আঁমি, তাঁর ঠঁক্‌চাঁচাঁ ছিপিঁয়েঁ থাঁক্‌লেঁম্‌ !"

"কি আশ্চর্য্য !—আমরা জান্‌তেম সেটা মড়া !—তাই বোলেছিলাম, শুভযাত্রা !—আস্‌বার সময় গুগ্‌গুলে পুড়িয়ে যাবো !—উঃ ! এর ভেতর এত কাণ্ড !—তা কে জানে !—আচ্ছা তার পর কি হলো ?"

"তাঁর পঁর, যাঁ যাঁ হোঁয়েচেঁ, তাঁ আঁপ্‌ঙি সঁবঁইঁ জাঁঙেঙ্‌ ! এঁখঁঙ সেঁই সঁব্‌ টাঁকাঁ মোহঁর্‌ ঙিয়েঁ ওঁর অ্যাঁৎঙাঁ আঁমিরীঁ !—যাঁর ধঁঙ তাঁর ধঁঙ ঙয়, ঙেতোঁয় মারেঁ দঁই !—তাঁই এঁখাঁঙে অ্যাঁৎঙাঁ পঁসাঁড় !—যাঁ আঁম্‌রাঁই ফাঁকেঁ পোঁড়েঁচিঁ !—কিঁন্তুঁ পীড়্‌বাঁবাঁ আঁর ওঁ ব্যাঁটাঁর কঁপাঁল্‌ খুঁব কেঁরাঁমতিঁ ! চোঁরেঁর্‌ ধঁঙ্‌ বাঁট্‌পাঁড়ে ঙেয়, কেঁউ থাঁবেঁ তোঁ বোঁলেঁ-দ্যায় !"

চস্‌মা চোকো বাবু একটী ১৷৹ হাতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোল্লে, "বাট্‌পাড়ি-ই বটে !—নৈলে আম্‌রা এক চাঁই !—আমাদের ফাকী !—আর ঐ ঠক্‌চাচা বেটা মৎলবের সর্দ্দার !—ও বেটা নাকি আবার কুহক জানে !—কি রকম হাত গুনতে পারে।—ঐ বেটারই কুহক মায়াতে আমরা কত কষ্টের ধন গুলো ফেলে পালালেম !—আর ডাকাত-ই হই, মানুষ-ই খুন কোরি, ঘরবাড়ীই পোড়াই !—কিন্তু তবুও ভূতের ভয় আছেই!—আর পঞ্চানন্দ বেটার কি অভ্যাস !—বেটাকে যখন শয্যে শয়ন করান হলো, তখন একবারে আকট্‌ !—অপরূপ বাস্‌মড়া !—আড়ষ্ট !—তার পর যখন উপর্য্যোপরি চাপা দিলেম, তখন নোড়্‌লোও না

চোড়্‌লোওনা !—তার পর আগুন দিতেই না এই ভয়ানক কাণ্ড !—বাবা ! অবশেষ প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ খুজে পাইনে ! "ভাল সেকের পো ? আমরা যে যেদিকে পেলুম, সে সেই দিকে পালালুম ! তার পর আমাদের সে সব মাল পত্র কি হলো ?"——

"তাঁর পঁর, গাছ থেঁকে পোঁড়্‌তেঁই মোঁর পাঁয়ে অ্যাঁৎগা দঁরঁদ লাঁগ্‌লোঁ, যেঁ দোঁস্‌রা আঁর এঁক পাঁও চোঁল্‌তেঁ পাঁল্লেঁম ণা,—সেঁইখাঁণেই বোঁসেঁ পোঁড়্‌লেঁম ! পাঁয়েঁর লেঁগেই ব্যস্ত !—তাঁর পঁর ওঁণারা কিঁ মৎলঁব কোঁল্লেঁণ্‌ কিঁছুঁই মালুঁণ কোঁত্তেঁ পাঁল্লুঁম্‌ ণা !—পঁরে দেঁক্‌লেম, পঞ্চাণন্দো, পীঁর্‌বাঁবা, আঁর ঠঁক্‌চাঁচা তিঁণ জঁণে হাঁস্‌তেঁ হাঁস্‌তেঁ শঁণাঁও হোঁতেঁ টাঁকাঁ, য্যাঁৎণা মাঁল পঁত্তঁর, সঁব উঠিঁয়ে লিঁয়ে এঁলেঁণ্‌ ! আঁর মুই এঁক্‌লাঁ সেঁইখাঁণে পোঁড়ে থাঁক্‌লেঁম !—তাঁর পঁর ঠঁক্‌চাঁচার মুয়ে শুঁণ্‌লেঁম্‌, ঝ্যাঁৎণা মালপঁত্তর, মোহঁর সঁব্‌কঁই পীরবাঁবাঁর লেঁড়্‌কীঁর কাঁছে জিঁম্মা আঁছেঁ !—মুই জাঁণি !"

আচ্ছা সেকের পো—"তোমাকে কি পীরগোঁসাই কিছুই দিলেনা" আর লাভের মধ্যে কেবল ঠ্যাঙ্গভাঙ্গা !"

"হাঁ ! খোঁড়াখুঁড়ি ! তেঁম্‌ণি পঞ্চাণন্দোর এঁক মস্ত কেঁড়াঁমতি কোঁরেঁ লেঁকিণ্‌ লাঁবেঁ মূলেঁ মোরই জঁণম্‌সেঁ ঠ্যাঁঙ্গ্‌টী ল্যাঁণ্‌ড়া হঁলোঁ ! আঁর আঁপণ্‌ ণাক্‌টী কেঁটে পঁরেঁর যাঁত্রাঁ ভেঁঙিয়ে দেঁওয়া হঁলোঁ !"

বাবুটী গিরগিটের ন্যায় ঘাড় তুলে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আচ্ছা সেকের পো ? তোমার ঠ্যাঙ্গটাই যেন গাছ থেকে পোড়ে খোঁড় হোয়েছে ! ভাল, নাক্‌টা কাটা পোড়্‌লো ক্যামন কোরে ?—আর এ কদ্দিনের কাটা !—আমাকে এই কথাটী বোল্‌তেই হবে ?"————

বিড়ালব্রত সেকের পো বাবুর প্রশ্নে অধোবদনে গাঁইগুঁই কোরে বোঁল্লে, "আঁর বাঁবুঁ ! সেঁ দুঁক্ষুঁর কঁথা, আঁর মোকেঁ পুঁচ্‌ কোঁরবেঁণ্‌ ণা !—বোঁল্‌তেঁ মুই

পাঁর্বোঁঙা!—এঁখাঁণে পঁরেঁর জঁমীও্! পঁরেঁর বাঁড়িচাঁ! মোর ভঁয় লাঁগে!—মুই চোঁল্লেঁম্! তঁখঁণ শঁড়িচঁর রোঁজে ফেঁর্ মোলাঁকাঁৎ হঁবে, বোঁল্বোঁ! মোর রাঁৎ হঁলোঁ, মাঁদাঁ জাঁও্,—ভাঁরি অঁসুখে আঁচি!—মুই চোঁল্লেঁম বাঁবুঁ!—এই বোলেই নাক্‌কাটা পাতীনেড়ে চোঁ কোরে বাগান থেকে চোলে গেলো। পাঠক! লোক্‌টী ভূত কি পিশাচ! এই সময় উত্তমরূপ ঠাউরে ঠাউরে নিরীক্ষণ কোরে রাখুন। নতুবা এ বড় সাধারণ লোক নয়! যার পেটে হারামের ছোরা, সেই বিশ্বাসঘাতক এখনও পালায়! ধরুণ!—দাগাবাজ, খুনি,—যায়! এক কথার চোটে মৌনব্রত! বোল্‌বেনা!—গুপ্তকথা!—নাকের কথা!—'কাটলো কেন?'—জিজ্ঞাস্য এই। আর বোস্‌লো না? কথা শুন্‌লে না!—'শনিচরে মোলাকাৎ হবে!'—তা সে এখন অনেক দিনের ফের্! বোল্লেনা! নৈলে সেকের পো বাছাধনের হালেহাল্ আজ দ্যাখে কে?—এর ভিতর ভারি রং!—ভারি গোপনীয় কথা! অপূর্ব্ব রহস্য!—"ব্যাটার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,—মশা মার্ত্তে গালে চড়!"

নাক্ কাটা মান্‌দা-নরপিশাচ চোলে গেলে পর, কিয়ৎবিলম্বে একজন উড়ে খানসামা একটী থেলো ডাবা হুঁকো কোরে বাবুকে তামাক দিয়ে গেলো। তিনিও সেই গাঁদা পেটের উপর আড় হোয়ে ঠেসান দিয়ে ভড়র্ ভড়র্ কোরে টান্‌তে লাগ্‌লেন! এদিকে হুঁকোটীও খুড়ো খুড়ো কোরে চেঁচাতে লাগ্‌লো!—এমন সময়, একটী তরুণ বয়স্কা যুবতী অপর একটী প্রবীণা স্ত্রীলোকের সঙ্গে সেই বাগান বাড়ীতে এলেন।

যুবতীর বয়স প্রায় ১৬।১৭ বৎসর। রূপে এমন কি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বোল্লেই হয়। একে শুধু অঙ্গে শুধু সোনা, আবার তার উপরে অলঙ্কারে অষ্টাঙ্গ খচিত ও ঝলাবর। তা পাঠক মহাশয়! রূপের পরিচয় এখন থাক্,—চাই কি এর পরে দেখ্‌লেও চোল্‌তে পারবে।

বৃদ্ধাটীর বয়ক্রম আন্দাজ ৪০।৪২ বৎসর। শরীর পাৎলা ও একহারা। রংটী পাকা আঁবের মত। অঙ্গ সৌষ্ঠবও এমন বড় কুৎসিত নয়। দোষের মধ্যে মুখখানি ও হাত পা গুলিন ঢেঙ্গা ঢেঙ্গা। দাঁতগুলিন অত্যন্ত পরিপাটী! এমন কি মুলোর ক্ষেৎও ঝক্ মেরে যাচ্চে! নাক্‌টী টিয়া পাখীর ঠোঁটের মতন, কপাল খানি পাট্‌কেলের মত উচু ও ঢিপি পানা হওয়াতে চোখ ছুটীও তারকা রাক্ষসীর ন্যায় কোঠরে ঢুকোনো! গলায় একগাছি দানা ও ডান্‌হাতে একগাছি রূপার তাগা। পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে একখানি শাদা ধুতি। এমন কি হঠাৎ দূর হোতে দেখ্‌লে, 'গোপাল উড়ের ভাঙ্গা দলের মালিনী মাসী বোল্লেও বলা যায়।'

দেখ্‌তে দেখ্‌তে স্ত্রীলোক ছুটী বরাবর সেই উদ্যানের এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কোল্লে।—তখন সেই যুবা পুরুষটীও ক্রমে ক্রমে তাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হলো।—পাঠক মহাশয়! এক্ষণে এদের ভাব ভঙ্গি কি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চেন? আচ্ছা,—এরা ভদ্রলোকের মেয়ে হোয়ে এমন ভরসন্ধ্যে বেলা ছুটীতে গঙ্গার ধারের নির্জ্জন মন্দিরে কেন?—তবে অবশ্যই এদের আন্তরিক কোনো কুহক অভিসন্ধি আছেই আছে!—এর আর কোনো অন্যথা নাই।—নিঃসন্দেহ নিগুড় কথা!

"কি জাতি কি নাম ধরে, কোথায় বসতি করে,
আমিত চিনিনে তারে, চেনে মম দুনয়ন!"

স্ত্রীলোক ছুটী গৃহে প্রবেশ কোল্লে পর, সেই যুবা পুরুষটী বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে থাক্‌লো!—কেন দাঁড়ালো, কেউ জানেনা!—অভিপ্রায়!—কানাড়ি পাতা! কথানো?—সেই জানে।—স্বার্থসিদ্ধি, অভীষ্ট সিদ্ধি মানসে কৃতসঙ্কল্প। কিছু শুন্‌বে,—তাদের ঘরাও কথা। গোপনীয় অন্তরের কথা।—কি কথা তারাই জানে! কিন্তু আজ এই ছদ্মবেশী যুবাটীরও জান্‌তে ঔৎসুক্য হোচ্চে।

জেনে কি কোর্‌বে,—তা সেই জানে, আর সেই অভাগিনী কুলকামিনী রমণীই জানে।—উরির মধ্যে পোড়ে কিছু কিছু আমিও জানি।—আর ধর্ম্মদেব তিনিই জানেন।—কিন্তু তারা দুজনে যে সব কথা বোল্‌তে লাগ্‌লো, সে অতি নিগুড় কথা।—সকলের অজানিত।—স্ত্রীলোকটীর আন্তরিক ও বাহ্যিক আশ্চর্য্য কথা। কতক হর্ষ ও বিষাদ সাগরে নিমগ্ন।

প্রথম যে স্বরে প্রশ্ন হলো, সে স্বরটী বামাস্বর, অথচ অতি মৃদু। আন্দাজে বোধ হলো, সেই যুবতী কণ্ঠনিঃসৃত স্বর।—সে এই কথা। "আচ্ছা তুই তাঁকে চিঠি খানা দিতে তিনি কি বোল্লেন?"

অপর প্রবীণা বোল্লে, "বোল্‌বেন আবার কি?—যেনো আকাশের চাঁদ হাতে বাড়িয়ে পেলেন। চিঠিখানা খুলে পোড়্‌তে পোড়্‌তে মুখখানি কাঁদো কাঁদো হয়ে এলো।—টপ্ টপ্ কোরে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো। হ্যাঁ বৌমা?—আপনি চিঠিকে কি ল্যাকেছিলেন?—যে তাই দেখে তিনি কেঁদে ফেল্লেন? তবে তুমি কি আইবড়?—আজও কি তোমার ব্যে হয়নি?"

"আদুরী সে কথা, অনেক দুঃখের কথা!—যিনি জানেন, তিনিই বোল্‌তে পা—আমি আইবড় নই, বিধবাও নই। আমার স্বামী, না—না আমার মা বাপ এখনও বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু আমার পোড়া কপাল, পুড়ে গেছে! কি কোর্‌বো, অদৃষ্ট মন্দ! ভাগ্যের দোষ! বিধিলিখিত ললাটেরপূর্ব্ব জন্ম-কুকৃত মহাপাতক!—আদুরি! তিনি আমার পর নন্। আমি তাঁর, তিনি আমার। এই হতভাগিনীর জন্যই তাঁর এত কষ্ট!—এতাধিক সন্ধান।—না আমি কি কোর্‌বো,—আমার কি হবে!"—এই বোল্‌তে বোল্‌তে কামিনীর চোখ দিয়ে প্রবল-বিগলিতধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো। পাঠক এ প্রবীণা স্ত্রীলোকটীর নাম, আদুরী।

আদুরী বোল্লে, "বৌমা! সে এমন কি কথা!—যে আমাকে বোল্‌তে

আপনার ক্ষেতি আছে!—এত তাঁড়াতাঁড়ি!—বল্‌বার নয়! গোপন কথা! তা আর এখানে কাঁদ্‌লে কি হবে, এখন চুপ কর।”

তখন দাসীর সান্ত্বনা বাক্যে অভিসারিণী—সধবা চক্ষের জল মুছে একটু স্থির হোয়ে বোস্‌লো। দাসী আবার পূর্ব্বমত জিজ্ঞাসা কোল্লে, “ভাল বৌমা? তুমি তবে পঞ্চানন্দের কাছে কেন?—কে আন্‌লে,—আর বাবুই বা তোমার কে,—আমায় বোল্‌তেই হবে?—তোমার দুটী পায়ে পড়ি বৌমা!”

নবীনা ত্রস্তভাবে চোম্‌কে উঠে বোল্লে, “সে কি?—সে কি?—পা ছাড়ো, বোল্‌চি? কিন্তু দেখো যেনো কোথাও প্রকাশ না হয়,—কেউ জান্‌তে না পারে! আমার মাথার দিব্বি!—গুরু গঙ্গার দিব্বি! কাকেও বোলো না, কেউ যেন শোনেনা,—যা তুই জান্‌লি, আর আমি জান্‌লুম!—কিন্তু এ ভিন্ন যদি অপর কেউ টের পায়, তা হোলে আমারও বিপদ,—তোরও বিপদ,—তাঁরও বিপদ!—খবর্‌ দার!—খবর্‌ দার!—আদুরী খুব সাব্‌ধান!!!”

“তার জন্যে তোমার কোনো চিন্তা নাই। প্রাণ গেলেও পেটের কথা কখন কারুর কাছে ব্যক্ত হবেনা। বরং তোমার যাতে উপকার হয়, তা সাধ্যমতে চেষ্টা কোর্‌বোই কোর্‌বো!”

দাসীর এবম্প্রকার স্নেহগর্ভ বাক্যে তখন যুবতীর মনে কিঞ্চিৎ সাহসের সঞ্চার হলো। বোল্লে, “আদুরি! তুই আর আমার কি উপকার কোর্‌বি! যাঁরা আমার চিরকালের উপকার কর্ত্তা,—আমি যাঁদের অপত্যবাৎসল্য ও স্নেহের একমাত্র পাত্রী!—সেই জন্মদাতা পিতাও আমার এ দুর্ব্বিপাকে উপকার কোর্ত্তে পাল্লেন না। যে পর্য্যন্ত আমার ভায়ের অদর্শন শেল তাঁর শোকসন্তপ্ত হৃদে বিদ্ধ হোয়েছে, সেই নিদারুণ শোকে তিনি সেই অবধি পাগল হোয়েছিলেন, তার পর ব্রহ্মপরিচর্য্যা সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে নিউদ্দেশী হোয়ে ঘুরে ঘুরে তার উদ্দেশ কোচ্চেন। তা নৈলে আজ আমার সে ভাই

থাক্‌লে,—আমার এ দুর্দ্দশা! আছুরী আমার আর কেউ নাই!—আমার স্বামী সত্বেও———”

“ক্যান ক্যান!—তোমার ভায়ের কি হোয়েছে?”

সধবা অভিসারিণী—একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোল্লে, “আর কি হবে!—আমার ভায়ের বয়স যখন ১৬।১৭ সতেরো, তখন সে যে কোথায় বিবাগী হোয়ে বেরিয়ে গেছে, তা বোল্‌তে পারিনে। তার পর আমার বিবাহ হলো। যে রাত্রে বিয়ে হলো, সেই রাত্রেই বাসরঘর থেকে আমিও পঞ্চানন্দের কাছে!—কোথায় মা।—কোথায় বাপ।—কোথায় ভাই।—কোথায় স্বামী,—আর কোথায় যে শ্বশুর বাড়ী, তার কিছুই নিশ্চয় নাই!”

“তা তোমার ভায়ের নাম কি?”

যুবতীর চোখ ছল্‌ছলিয়ে এলো, “বোল্লে আছুরি! আর কেন সে মনাগুণ, উথ্‌লে দিচ্চিস্‌।—আর কি আমার সে প্রাণের সহোদর বিনো———”

দাসী সচকিতে ত্রস্তভাবে বোল্লে, “কি?—কি?—কি নাম বোল্লে, কি? বিনো কি?—তা বিবাগী কি জন্যে হলো?”

বিধুনী কি—কে তারে নিদ্রাবস্থায় আমার মতন ঘর থেকে চুরি কোরেছে, তা জানিনা। সে আমার বিবাহের আগে প্রায় পাঁচ ছ বছরের কথা। সেই অবধি তার কোনো সংবাদ নাই।—আর পুনশ্চ যে সেই প্রাণাধিক সহোদরের চন্দ্রানন দেখ্‌তে পাবো, এমন বিশ্বাসও নাই। তবে যদি কখন এ কুচক্রী কুলীন পাষণ্ডের ঘরকন্না থেকে, অধীনতা থেকে, পালাতে পারি তা হোলে কখন না কখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ হবেই হবে। আর তিনি-ই যদি আমার এ সব বিপদের কারণ ঘুনাক্ষরে টের পেতেন, তা হোলে এখানে আমার এ দুর্দ্দশা! তা যিনি আমাদের সোনার ঘরকন্নাকে খানেখারাপ্‌ নাস্তানাবুদ কোরেচেন, তাঁর কখনই ভাল হবেনা।—ধর্ম্ম যিনি, চার যুগের কর্ত্তা, আমার

তিনিই সাক্ষী।—তিনি কখন না কখন দুরাচার কুলীন-পাষণ্ড পঞ্চানন্দকে না—না—সেই কুলকলঙ্কিনী ভগ্নীকে,—উচিত প্রতিফল দেবেন-ই দেবেন!

"তবে পঞ্চানন্দ কুলীন বামুন ক্যামন কোরে জান্‌তে পাল্লে?"

"সে অনেক কথা।—অনেক ষড়চক্র!—আমার বয়স যখন ১১।১২ বৎসর, তখন মা আমার বিয়ের জন্যে সদাই ব্যস্ত। দেশ বিদেশ থেকে ঘটকেরা সম্বন্ধ নিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। অবশেষ একটা বুড়ো প্রত্যহ মার কাছে যাওয়া আসা করে, কেন করে, তা মা-ই জানে!—একদিন মা আমায় নির্জ্জনে ডেকে বোল্লেন, দ্যাক্ মা বিমলা? একজন ঘটক আজ কদিন হলো যাওয়া আসা কোচ্চে;—বোল্লে, 'একটী কুলীনের ছেলে, খুব ধনী, রূপবান ও বড় নিন্দের নয়, নাম পঞ্চানন্দ,—বাড়ী নাকি পেঁড়ো। এতে তোমার মত কি?' পাঠক। এক্ষণে আমিই মার সবে ধন নীলমণি। বিশেষ মায়া অধিক। বিদেশে বিভূঁয়ে ব্যে দেবেন না, বেশ জানি।—কিন্তু অর্থলোভে যদি-ই দেন। এই উদ্দেশে আমি ঐ পেঁড়ো নাম শুনেই বিরক্তি ভাবে বোল্লেম, "আপনি যা ভালো বোঝেন্, তাই করেন।—বিশেষ যদি ও আমার কতক লেখা পড়া বোধ বুদ্ধি আছে, তবুও আমি তোমার মেয়ে।—তুমি আমার মা।—যা বিবেচনায় ভাল হয়,—তাই করুন! এতে আমার আর মতামত কি?" যাহোক্, আমার সে বিষয়ে নিতান্ত অমত থাকাতে তাঁর সে পাত্র মনোনীত হলোনা। কাজেই ঘটক ঠাকুরকে আস্তে আস্তে সে দিবস বৈমুখ হোতে হলো।—পরদিবস আবার সেই বুড়ো দেখি যে মার নিকট উপস্থিত! কিন্তু মায়ের অমত।—অবশেষ গহনা দেখিয়ে ঝুলোঝুলি।—কোনোমতেই সম্বন্ধ ধার্য্য হলোনা, কাজেই ঘটক ঠাকুরের আর কোনো কেরামতি, দম্‌বাজী খাট্‌লোনা। একেবারে নির্ভরসা! সাধের ঘটকালীর আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে নিরস্ত হোতে হলো। অবশেষ যাবার সময় বোলে গ্যালো, 'হরিহর দাদা থাক্‌লে এ সম্বন্ধ

সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান অপমান,
ওরে বিধি ! তারে কি-রে জন্মান্তরে পাবনা ?
মরমেতে মরে, বুঝিবারে নারে, বৃন্ত-ভাঙ্গা যার মন,
ক্ষণে ক্ষণে, নিশি দিনে, জাগে অপার ভাবনা !

"হৃদয়নাথ !

কল্য দিবসাবধি তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে বঞ্চিত হইয়া অবধি আমা মন যে কি রূপ চঞ্চল হইয়াছে, তাহা আর আপনকার নিকট কি ব্য করিব !—এমন কি গতকল্য নিশিতে উত্তমরূপে নিদ্রা হয় নাই, কেব তোমার-ই মুখচন্দ্রিমা ও অপার ভাবভঙ্গি নিয়তই মন মধ্যে উদয় হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। নাথ ! বিধাতা কুলবালা মজাইবার জন্যেই কি তোমা নয়নবাণ সৃজন করিয়াছেন ! আর আমি যে অবধি তোমাকে দেহ, প্রা সমর্পণ করিয়াছি, সেই অবধি মন আর একদণ্ডও ধৈর্য্যাবলম্বন করে ন কোলে অনবরত কলঙ্কের ডালি সাজাইয়া মাথায় করিতে ইচ্ছা করে হৃদয় বল্লভ ! আমার স্বামী সত্ত্বেও, জীবন, যৌবন তোমার শ্রীচরণে সমর্প করেছি ;—কিন্তু তুমি আমায় তদ্রূপ ভাল বাস কি-না,—সন্দেহ ! আজু আজ সকাল বেলা তোমার একখানি চিঠি আনিয়া দিয়াছিল ;—সেখা য়ে কতবার পাঠ করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না,—এমন কি স্নানাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কেবল সমস্ত দিবস চিঠি লইয়াই কাটাইয়াছি প্রাণবল্লভ ! আমার মন যেমন বিচ্ছেদ গরলে জর্জ্জরীভূত হোচ্ছে, আপনার ি তদ্রূপ হোচ্ছে না ? এক্ষণে অধিক আর কি লিখিব,—আমি অদ্য রা ১০ দশটার সময় নিশ্চয়-ই যাইব, কোনো সন্দেহ নাই।

তব চির-প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী

শ্রীমতী———"

চিঠি পোড়্‌তে পোড়্‌তে বাবুর বড় বড় চোখ্ দুটী আবার জলে পরিপূর্ণ হলো !—পূর্ব্বমত রুমাল দিয়ে মুছ্‌লেন। মুছে, খানিকপরে আবার চিঠিখানি আগাগোড়া একটী একটী কোরে পোড়্‌লেন, এ দিকেও মেকাবি ক্লকে টুং টাং কোরে ১১টা বেজে গেল। বাবুটী চিঠিখানি একবার বুকের উপর রাখ্‌লেন, পরে দুবার চুম্বন কোরে শিরোনামাটী আবার ভাল কোরে পোড়্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর চোখ্ দুটী একদৃষ্টে চিঠির উপর-ই রয়েছে, স্পন্দহীন ! হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ্ হয় যেন কাঠের পুতুল ! পাঠক মহাশয় ! আপনারা যদি কখন এমন অবস্থায় পোড়ে থাকেন, তবে সেই অবস্থার সঙ্গে এই অবস্থাটী একবার মিলিয়ে দেখুন !

এমন সময় হঠাৎ সিড়িতে পায়ের খস্ খসানি শব্দ হলো ! বাবুটী তবুও একদৃষ্টে চিঠিই দেখ্‌ছেন ;—এখনও তাঁর পূর্ব্বমত চৈতন্য হয়নি ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটি আধ-বয়িসি স্ত্রীলোক, একখানি থানফাড়া কাপড় পরা, আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর এলো ! তখন বাবু চেয়ে দেখ্‌লেন। অমনি একটু ফিক্ কোরে হাঁস্‌লেন ! বোধ হোলো যেন কোনো ভালবাসার সামগ্রী তাঁর হাতে হলো !—বোল্লেন, "কে-ও আহ্লরি!" চারিদিক চেয়ে—আবার বিরস বদন !

আহ্লরী একটু কাছে সোরে গিয়ে চুপি চুপি বোল্লে, "এসেছেন !—নীচে আছেন !—আপনাকে খবর দেবার জন্যে আমি উপরে এলেম !"

"অ্যাঁ !—অ্যাঁ !—নীচে ?—কৈ ?—কৈ ?—চল দেখি ?" বোল্‌তে বোল্‌তে দুড় দুড় কোরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন ;—আহ্লরীও সঙ্গে সঙ্গে গেলো। তার খানিক পরে একটী স্ত্রীলোক মুখখানি ঘোমটায় অর্দ্ধেক ঢাকা,—আস্তে আস্তে উপরে এলো,—কিন্তু লজ্জায় জড়সড় ! আহ্লরী হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বোল্লে, "প্রাণধন বাবু ? যার জন্যে এতক্ষণ ভাব্‌ছিলেন, এই তাঁকে নিন্ !" পাঠক ! বাবুটীর নাম প্রাণধন।

প্রাণধন বাবু একটু মুচ্‌কে হেঁসে বোল্লেন, "তোমায় আর ব কি দেব?—মোলেও ভুল্‌তে পার্‌বো না! এই নাও, সোনার হার নাও বোল্‌তে বোল্‌তে সোনার চেইন্‌ গাছটী গলা থেকে খুলে আহ্লরীর হ দিলেন। আহ্লরীও একটু মুচ্‌কে হেঁসে, চেইন্‌ ছড়াটী গলায় পোর্‌তে পোরে বোল্লেন, "যেন এম্‌নি সুখের দিন চিরকাল-ই থাকে!—তবে ত এখন চোল্লেম।"—এই বোলেই আহ্লরী চোলে গেল।

আহ্লরী চোলে গেলে পর প্রাণধন বাবু বিমলার হাত ধোরে বোল্লে "প্রেয়সি! এই কি উচিৎ?—তোমার শরীরে কি একটুও দয়া মায়া নাই এসো প্রিয়ে!—কৌচে বোসো?" এই কথা বোলে প্রাণধন বাবু বিমল হাত ধোরে কৌচের উপরে বসালেন। লজ্জায় বিমলার ঘাড়্‌টী একটু হেঁ হলো! মাঝে মাঝে ঘোম্‌টার ভিতর থেকে এদিক্‌ ওদিক্‌ আড়চক্ষে দেখ্‌ লাগ্‌লেন। নিস্তব্ধ;—কোনো কথাই নাই। প্রাণধন বাবু খানিক্ক্ষণ বিমল মুখের দিকে চেয়ে থেকে বোল্লেন, "প্রেয়সি! এখনও লজ্জা!"- বিমলা কিছু বল্‌বার উপক্রম কোচ্ছেন্‌—এমন সময় কে যেন তাঁর মু চেপে ধোল্লে—আর কোনো কথা কইতে পাল্লেন না।—পাঠক! সে কে,- জানেন্‌?—আর কেউ নয়,—স্ত্রী স্বাভাবিক সুলভ লজ্জা!

বিমলা স্থির ভাবে বোসে আছেন। লজ্জায় ঘাড়টী অবনত! ইচ্ছে কথা কন,—কিন্তু কি করেন, লজ্জা এখনও তাঁকে পরিত্যাগ করেনি এখনও কষ্ট দিচ্ছে! প্রাণধন বাবু বিমলার মুখের দিকে চেয়ে বোল্লেন "বিমলা? এই কি তোমার——"

বিমলা তখন আর চুপ্‌ কোরে থাক্‌তে পাল্লেন না। অত্যন্ত পেড়াপিড়ি দেখে লজ্জাও সোরে দাঁড়ালো। বোল্লেন, "যাও যাও! তুমি যত ভাল বাসে তা জানা গিয়েছে!—একখানা চিটিও——"

৮ হু—হু কোরে দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি !
হেরিলে বিরলে বসি, গভীরা নিশিথে,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে !
তবুও অপরে না বরিল প্রেমময়ী ! ত্যজিবে জীবন,
কিন্তু পুরুষ, রমণী হেরে কে করে যতন ?

প্রাণধন বাবু বিমলার কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে, বাঁ হাতে গালটী টিপে ধোল্লেন ! তখন ক্রমে ক্রমে বিমলার ও লজ্জা ভেঙ্গে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মাথার কাপড় ও সোরে পোড়্লো। কেবল বুকে একটু কাপড়ের আচ্ছাদন মাত্র আছে, কিন্তু সে ক্ষণেক ! কালভুজঙ্গ বিউনি গাছ্টী পিঠের উপর শোভা পাচ্ছে। স্তন দুটী অপ্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় দুল্ছে, এক একবার বাতাসে বুকের কাপড় উড়ে যাচ্ছে, আবার বিমলা সিপাই পেড়ে ঢাকাই কাপড় দিয়ে আধ ঢাকা ঢুকো রাখ্চেন। পাঠক ! বিমলার হাব ভাব দেখ্লেন,—কিন্তু এখনও চেহারা দেখেন্‌নি, বোধ করি চেহারা দেখে ঘুরে পোড়্বেন ! সাবধান ! সাবধান !!

রাগিণী আলেয়া। তাল আড়া।

আমরি কি রূপ হেরি, অপরূপ এ কামিনী।
নিন্দিত শরদ শশী, কিম্বা স্থির সৌদামিনী !
মুখ শোভা শতদল, আঁখি জিনি নীলোৎপল,
উরসে কুচ-কমল, সরসে যেন নলিনী !
চরণ রাজীব রাজে, কুটীল কুন্তল সাজে,
তড়িৎ জড়িত যেন, শোভে নব কাদম্বিনী !
উরু গুরু মনোহর, কটী-তট ক্ষীণতর,
ভুবনমোহিনী ধনী, সু-নিবিড় নিতম্বিনী !

বিমলার বেণীর শোভা ঠিক্ কেউটে সাপের মত, সেই জন্য সর্প লজ্জায় গর্ত্তে গিয়ে লুকোলো। চক্ষু দুটী হরিণ শিশু অপেক্ষাও সুশ্রী, ও ভ্রু-যুগল ফুলধনুর ন্যায়। নাক্‌টী গৃধিনী অপেক্ষাও সুন্দর! গৃধিনী দেখ্‌লে যে বিমলার নাসিকা যদি আমার চেয়েও ভাল হলো, তবে আর আমার লোকালয়ে থেকে কি আবশ্যক? এই বোলে মনদুঃখে শ্মশান অঞ্চলে গিয়ে মিশ্‌লো। গাল দুখানি দুদে আল্‌তায়, ঠোঁট দুখানি তেলাকুচো অপেক্ষাও লাল,—সেই দুঃখে তেলাকুচো গুবন ও আঁস্তাকুড়ে জন্মাতে লাগ্‌লো। স্তন দুটী বিন্ধ্যাচলের ন্যায় উচু, সেই জন্য বিন্ধ্যগিরি ভাব্‌তে ভাব্‌তে লজ্জায় নত-মস্তক হোয়ে আছেন! হাত দুটী মৃণালের ন্যায়। মৃণাল মনোদুঃখে জলে গিয়ে ঝাঁপ্ দিলেন! হাতের তেলো দুখানি রক্তপদ্ম অপেক্ষাও কোমল ও সুন্দর! তা পাছে লোকে নিন্দে করে, সেই জন্যে পদ্ম পেঁকো পুকুরে যেয়ে লুকিয়ে রৈলো। দশ অঙ্গুলের নখ, দশ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জল। চন্দ্র ভাব্‌লেন বাবা! আমিই-তো এক চন্দ্র! আবার দশ চন্দ্রের উদয় কোথা থেকে হলো! তবে তো আর আমার মান থাক্‌বেনা! এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হোতে লাগ্‌লেন,—ও সোণার বর্ণ তাতেও কলঙ্ক পোড়েছে। কোমরটী সিংহের ন্যায় সরু। সিংহ সেই লজ্জায় সহর ছেড়ে বন বাদাড়ে ল্যাজ গুড়িয়ে পালালো। নিতম্ব দুখানি ইষ্টারণ্ ও ওয়েষ্টারণ্ হেমিস্পিয়ারের মত! যখন চলে যান তখন দুখানিতে ঠেকাঠেকি হওয়াতে, ওয়েষ্টারণ্ হেমিস্পিয়ার সাগর পারে যেয়ে রৈল!

দ্বিতীয় কাণ্ড।

নির্জ্জনে,—গুপ্ত নিগূঢ় তত্ত্ব।

——————— "প্রেম আলিঙ্গনে,
সঁপিতে হৃদয়, বাদ সাধিল দুর্জ্জন!
ত্যজে গৃহবাস, হয়ে সন্ন্যাসিনী,
ভ্রমি পথে পথে! হৃদয় বল্লভ—
প্রাণাধিক-তরে, সতীত্ব রতন,
দিয়ে বিসর্জ্জন, কলঙ্কের হার
পরেছি, গলেতে বাসনা কোরে!
মায়া মোহ ক্ষুধা তৃষ্ণায় জলাঞ্জলী দিয়ে।"

দশমি।—কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, প্রায় দুই প্রহর অতীত। ঘোর অন্ধকার,—জগৎ নিস্তব্ধ! এ সময় কুচক্রী লোকেরা কি করে,—তাই দেখ্‌বার জন্যে, নিশানাথ শরীর আধ-ঢাকা কোরে পা টিপে টিপে গাছের আড়াল থেকে উঁকি মাচ্চেন! দেখ্‌লেন, সচ্ছ-সরোবরে কুমুদিনী মন্দ মন্দ মলয়-মারুতের সঙ্গে পরকীয়া রসে আশক্ত হোয়ে ঘাড় দুলিয়ে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাঁস্‌ছে। গাছের পাতা গুলি, একটু একটু নোড়্‌চে, বোধ হচ্চে যেন,—প্রকৃতি সতী, পবনের দুরভিসন্ধি বুঝ্‌তে পেরে হাত নেড়ে তারে নিষেধ কোচ্চেন! এমন সময় প্রাণধন বাবু বোল্লেন, "বিমলা? চলো একটু বাগানে বেড়াইগে!" এই বোলে দুজনায় গলাগলি কোরে বৈঠকখানার বারাণ্ডা থেকে বাগানে এলেন। সেখানে গঙ্গার ধারেই একটী মার্‌বেল পাথরের হাওয়াখানা ছিল। প্রাণধন বাবু বিমলাকে সঙ্গে কোরে সেইখানে গিয়ে বোস্‌লেন। সে জায়গাটী অতি চমৎকার! চারিদিকে মেদিপাতার বেড়া

দেওয়া। তরুলতা ও মাধবীলতা এঁকে বেঁকে মেদিপাতার বেড়ার গা জোড়িয়ে ধোরেছে। তারির পাশে পাশে রজনীগন্ধার ঝাড়, এবং ভিতরে ভিতর নানা প্রকার কুসুম প্রস্ফুটীত হওয়াতে সৌগন্ধে স্থান্‌টী মাতিয়ে তুলেছে মধ্যে মধ্যে দু একটা লম্পট নিশাচর সুপক্ক ফলভরাবনত বৃক্ষান্তরাে ঝটাপটী কোচ্চে,—বোধ হয়, তাই রক্ষার্থে জোনাকীপোকা গুলো, আঁধার সঙ্গে কোরে আড়ালে আব্‌ডালে গোপনভাবে চৌকী ফিরে বেড়াচ্ছে!

প্রাণধন বাবু বিমলার গলাটী বাঁ হাত দিয়ে জোড়িয়ে ধোরে মার্বেল পাথরের উপর বসে আছেন। মনে মনে স্বর্গ সুখ অনুভব কোচ্চেন খানিকক্ষণ এই অবস্থায় থেকে প্রাণধন বাবু বোল্লেন, "আচ্ছা,—বিমলা তুমি, কি বোলে বাড়ী থেকে এলে?"

"কি বোলে আবার আস্‌বো?—ঠাকুরুণকে বোল্লেম,—যে আমার দ্যাকন্‌হাঁসির ভারি বিয়ারাম হোয়েছে, একবার দেখে আসি?"

প্রাণধন বাবু বিমলার কথা শুনে একটু মুচ্‌কে হেঁসে বোল্লেন, "মেয়ে মানুষের কি বুদ্ধির দৌড়,—বুকের পাটা!—সে যা হোক্‌, এখন রোজ্‌ রোজ্‌ তোমাকে আমার কাছে——"বোলেই চুপ কোল্লেন।

বিমলা ব্যস্ত হোয়ে বোল্লেন, 'কি?—কি?—বলোনা? বলোনা? বলো—'

প্রাণধন বাবু বিমলার মুখে হাত চাপা দিয়ে বোল্লেন, "চুপ কর!—চুপ কর!!"—বোলেই এক মনে কাণ পেতে রৈলেন!

রাত্রি দুই প্রহর অতীত। স্থান্‌টী নির্জ্জন,—অতি নির্জ্জন। কেবল অনিল-সঞ্চালিত লতামণ্ডপের খস্‌ খস্‌ শব্দ ব্যতীত, অন্য চুঁ শব্দটী নাই! এমন সময় বোধ হলো যেন কে এক জন মানুষ মেদিপাতার বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে! প্রাণধনবাবুর স্পষ্ট নজর পোড়্‌তেই উভয়ে তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ কোল্লেন। ভয়ে বিমলার বুক গুড়্‌ গুড়্‌ কোর্ত্তে লাগ্‌লো! চারিদিগে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ কোরে

চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। প্রাণধন বাবু একটু এগিয়ে গিয়ে, বকের মত ঘাড়টী উঁচু কোরে দেখ্‌লেন, কিন্তু চিন্‌তে পাল্লেন না।—পরে কাছে এসে, বিমলাকে চুপি চুপি বোল্লেন, "বিমলা! যদি মত হয় তবে কাল নয় পরশু;—আমি তোমায় চিঠি লিখ্‌বো।—তবে এখন আর এখানে বিলম্বের প্রয়োজন করে না! চলো যাওয়া যাক্‌,—কেউ আবার জান্‌তে পারবে!"—এই বোল্‌তে বোল্‌তে দুজনে বাগান থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে উঠ্‌লেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ী খানিও সটান গুড়্‌ গুড়্‌ কোরে চোলে গেল।

পাঠক! যে লোকটী গুপ্তভাবে বনের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, তিনি কে!—চিন্‌তে পারেন কি?—আর ইনি একাকী রাত্রিকালে বনের ধারেই বা দাঁড়িয়ে কেন?—তবে বোধ হয়, অবশ্য ইহার ভিতর কোনো গুপ্ত কারণ আছে।

এঁরা দুজন বাগান থেকে বেরিয়ে গেলে পর, এ লোক্‌টীও তখন আস্তে আস্তে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে, বরাবর বাগান থেকে চোলে গেলেন, তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত।

তৃতীয় কাণ্ড।

রজনী প্রভাত।—লোক্‌টী কে?—"[illegible] সেই আমি—"

> "পারোনা পারোনা চিনিতে, পারি চিনিতে,
> কাল নিশিতে দেখেছি শ্যাম চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেতে।"

রজনী সু-প্রভাত।—যার পক্ষে কু,—তার পক্ষে কু-ই ঘটে।—তা আম ভাগ্যে কু-প্রভাত।—এ সময় সকলেই আমোদে প্রফুল্ল! উদয়াচলে দিনপা অশুংমালীর আরক্তিম্ চেহারা দেখে, লজ্জাবতী ঊষা নম্রমুখী হোয়ে ঈষ হাস্‌লেন। সেই সুমধুর হাসি, সকলের পক্ষে সমান সুখের হলোনা কারো কারো পক্ষে কাল হলো! সন্ধ্যা-কালে সুধাংশু যখন উদয় হন, তখ তাঁর মনোহর শোভা দেখে, প্রকৃতি সতী মোহিনী সেজে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হে ছিলেন। তাঁর সেই সাজ দেখে, দুর্ব্বৃত্ত নিশাচরেরা দুষ্কর্ম্ম কোত্তে প্রবৃ হোয়েছিল। পেঁচা আর বাদুড়েরা আহ্লাদে মত্ত হোয়ে মধুবন ছিন্ন ভি কোত্তে মেতেছিল। তখন তাদের যে কত দুষ্ক্রিয়া, তা সুধাকর নি রজনীকান্ত হোয়েও, সে সকল ভাব দেখ্‌তে পান্‌নি!—কারণ কুমুদিনী সন্তোষ করবার জন্য তিনি সমস্ত যামিনী ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এখন লম্পা ভাব গুপ্ত করবার জন্য লজ্জাতে মলিন হোয়ে, মুখ লুকুতে শশব্যস্ত হোলেন কুমুদিনীও সারারাৎ পরপতির সঙ্গে রঙ্গরসে ভোর হোয়েছিল।—এখনি চন্দ্রে জ্যেষ্ঠ সূর্য্যদেব এসে দেখ্‌বেন, সেই লজ্জাতেই মস্তক অবগুণ্ঠনাবৃতা কোল্লেন পাখীরা লম্পট স্বভাব নিশানাথকে পালাতে দেখে, আর শ্রী-ভ্রষ্ট কুমুদিনী মুখ ঢাকতে দেখেই যেন, ছি! ছি! ছি! বোলে ধিক্কার দিয়ে চেঁচি উঠ্‌লো। সেই সঙ্গে অপরাপর নানা পক্ষীর সুমধুর হরবুলি একত্রি

হওয়াতে, যেন বনস্থল মাতিয়ে তুলেছে। পুংকোকিলেরা পঞ্চমস্বরে প্রভাতি আলাপ কোত্তে লাগ্‌লো। কমলিনী সমস্ত নিশা বিরহ যাতনা সহ্য কোরে, এখন ফুল্লমুখে, ঘোর ঘোর চক্ষে, দিনপতির আগমন প্রতীক্ষায় অল্প অল্প আড়দৃষ্টিতে কটাক্ষপাৎ কোত্তে লাগ্‌লেন। ভ্রমর ও মৌমাছিরা পুষ্পের সৌরভে আকুল হোয়ে চতুর্দ্দিকে ঝঙ্কার দিয়ে, বার বার প্রেম কথা বোল্‌তে আস্‌চে, ও এক একবার মধুলোভে মত্ত হোয়ে ফুলে ফুলে বোস্‌চে আর উড়্‌চে। এই সময় ফুরসুৎ পেয়ে, প্রভাত-পবনও ধীরে ধীরে নলিনীকে স্পর্শ কোল্লে। পাখীরা প্রভাত-সমীর স্পর্শ কোরে বাসা ছেড়ে উড়ে বেরুলো। তাই দেখে নব-মঞ্জরীত পাদপরাজীরও পত্র-নেত্র থেকে টস্ টস্ কোরে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো। কারণ, শান্ত শান্ত বিহঙ্গমেরা সমস্ত শর্ব্বরী শাখা প্রশাখায় আশ্রয় নিয়েছিল, এখন তারা উড়ে গেল, সেই দুঃখে সেই শোকে গাছেরা কাঁদচে! চক্রবাক চক্রবাকী নিশাকালে জোড়া ছাড়া হোয়ে সরোবরের উভয়তীরে বিরহে চীৎকার কোচ্ছিল, এখন নিশাপতিকে ধিক্কার দিয়ে, দিনপতিকে প্রণাম কোরে একত্রে এসে মিল্‌লো। সমস্ত দিনের মত রজনীর সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ হলো। রজনীদেবীও জগতের নিকটে সারাদিনের মত বিদায় নিলেন।

ক্রমে প্রভাকর নিজ প্রভা বিস্তার কোরে ধরাধরে প্রকাশ হোলেন। গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, শিখরে শিখরে, স্বর্ণ বর্ণ রৌদ্র এলো। বোধ হলো যেন, প্রকৃতি সতী লক্ষ্মী ললাটে একটী চীনের সিঁদুরের টিপ্ কেটে সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা পোরে শোভা পেলেন। এখন পৃথিবীর নূতন ভাব!—নূতন শোভা!—পৃথিবীর বহুরূপীদেরও নূতন ভাব!—রজনীর দুর্জ্জনেরা প্রভাতে সাধু হবার জন্যে নূতন বেশে ভূষিত হোচ্চে, এবং সাধুর সঙ্গে মিলে মিশে ভাব গোপনের চেষ্টা কোচ্চে!

সহরের প্রান্তভাগে ঠিক বড় রাস্তার ধারেই একখানি মস্ত লম্বা বাড়ী।— দরজায় ল্যাংগা তলয়ার পাহারা। বাড়ীর সাম্‌নে ও আশ্‌পাশে নানা রকমের ফুলগাছ টপে সাজান রয়েছে। বোল্‌তে কি,—দূর হোতে বাড়ীখানির বাহার অতি চমৎকার !

পাঠক ! বাড়ীর বাহিরের বাহার দেখেইতো, আপনার পেটের পিলে চোম্‌কে গেল, তবু এখনও ভিতরের বাহার দেখেন্ নি !—আসুন ? দেখ্‌বেন আসুন !—আড়ষ্ট হোলেন কেন ?—ল্যাংগা তলয়ার দেখে কি যেতে ভয় হোচ্চে ?—ভয় কি ?—আসুন আমরা দুজন আছি।

বাড়ীর পিছনেই অন্দর মহল। অন্দর মহলের পার্শ্বেই একটী পুকুর ধার। পুকুরের চতুঃপার্শ্বে ইটের গাঁথনির ছোটো প্রাচীর, মধ্যস্থলে একটী খিড়্‌কী দরজা। সেই দরজা দিয়ে অন্দর মহলে যাতায়াতের নির্ব্বিঘ্ন পথ। পাঠক মহাশয় ! বোধ করি, এ দরজাটী আপনার গত-পরিচিত স্মরণ করুন।

সেই সময় আমি ঘরের বারাণ্ডায় একখানি চৌকি পেতে বোসে, মনে মনে. নানা রকম তোলাপাড়া কোচ্চি,—গত রজনীর ঘটনা সকল কত রকমই ভাব্‌চি,—রাত্রে উত্তমরূপ নিদ্রা না হওয়াতে চক্ষু আচ্ছন্ন হোয়ে আস্‌ছে, এমন সময় কে একজন অকস্মাৎ আমার সম্মুখে এলো। এসেই একটু তফাতে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন, কোনো কথা কইলেন না। আমিও তাঁর মুখপানে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেম,— আশ্চর্য্য !—বোধ হলো, লোক্‌টী চেনো চেনো। মলিন বেশ, মলিন বস্ত্র, মুখখানি বিষণ্ণ।—কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার প্রতি পলকশূন্য দৃষ্টিপাৎ কোরে, আবার ফিক্ কোরে একটু মুচ্‌কে হাস্‌লেন। আমি চৌকি থেকে উঠে দৌড়ে গিয়ে বোল্লেম, "কে তুমি !" তিনি আমার কথার কোনো

উত্তর না দিয়ে, ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। আমিও অত্যন্ত আশ্চর্য্য হোলেম।—একেবারে তটস্থ!

খানিকপরে আবার আমি ব্যগ্র হোয়ে বোল্লেম, "মহাশয়! আপনি কে, ব্যাপার কি?—আর কাঁদ্‌চেন-ই-বা কেন?"

আগন্তুক বোল্লে, "আমায় চিন্তে পাচ্চনা!—আর পারবে-ই-বা কেমন কোরে,—কারণ, তুমি যখন ছেলেমানুষ, তখন আমি কোনো দুষ্ট লোকের কুচক্রে পোড়ে দেশত্যাগী হয়েছিলেম, তাতেই বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। এক্ষণে অনেক তল্লাস কোরে খুঁজে খুঁজে এসেছি, কাজেই চিন্তে পাচ্চ না,—আমি তোমার সেই বিনো———"

এই বোল্‌তে বোল্‌তে তার চোখ্ দুটি আবার ছল্‌ছলিয়ে এলো,—অবশেষে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বোল্লেন, "কে—ও বিনোদ দাদা!—মাপ্ কোর্‌বেন, অনেক দিনের পর দেখা শুনো, তাতেই হঠাৎ চিন্তে পারিনি। এস দাদা এস!—ঘরে এস?—আহার হোয়েছে?—"উত্তর দিলেন হোয়েছে।" তবে দাদা ভাল আছ, মা ভাল আছেন,—পাঠক! এ আগন্তুক লোক্‌টীর নাম বিনোদ।

বিনোদ একটী দেড়হাতি দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বোল্লে,—আর মা!—এ যাত্রা বাঁচেন কি না সন্দেহ!

আমি বোল্লেম, "কেন!—কেন!—কি হোয়েছে?" দাদা বোল্লেন, "আর কি—ভারি বিপদ, হুলস্থূল্ বেয়ারাম! ভাগিগস্ আমি এসে পড়েছিলুম, তা নৈলে! তবে এ কেন বোল্লে,—শ্বশুরবাড়ী থেকে দেখ্‌বার ইচ্ছা থাকে চোরের সাথি চোর! না!—ডাকাতের সাথি ডাকাত! না—আমার ভাই বিনোদ! কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চিনে! এখন কি করি!—ভয়ে আকাশ পাতাল ভাবনা হোচ্চে!—হা ভগবান! রক্ষা কর! এই রকম

বিনোদ বোল্লেন, "তবে আমি এখন আর দেরি কোত্তে পারিনে সেখানে তিনি একলা আছেন।—এমন আর কেউ নাই, যে তাঁকে দ্যাখে।—তা আমি এখন চোল্লেম, না হয় তুমি তখন——"

আমি বোল্লেম, "আবার আমি কার সঙ্গে যাব,—তবে যাও! একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে এস, এখনি চলো।

বোল্‌তেই বিনোদ চোঁ কোরে একখানা ক্যারাঞ্চি ছক্কর ভাড়া কোরে নিয়ে এলো। আমিও গয়নাগাঁটি পোরে, আর গোটাকতক টাকা সঙ্গে নিয়ে আহুরীকে বোলে গাড়ীতে উঠ্‌লেম। বিনোদও সেই গাড়ীর কচুবাক্সের উপর বোস্‌লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ীখানি সহর ছাড়িয়ে ক্রমে বার রাস্তায় এসে পোড়্‌লো।

চতুর্থ কাণ্ড।

কিম্ভূত কিমাকার!—ছদ্মবেশ।—ভারি বিপদ!!!

Beware of desp'rate steps. If succeed,
Live till to-morrow,—will have pass'd away!

"—বোধ হলো, লোক্‌টী চেনো চেনো। মাথায় ... সমাচ্ছন্ন। মুখখানি-বিষণ্ণ।—কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার প্রতি পলকশূন্য দৃষ্টি কোরে, আবার ফিক্ কোরে একটু মুচ্‌কে হাস্‌লেন। আমি চৌকি থেকে উঠে দৌড়ে গিয়ে বোল্লেম, "কে তুমি!" তিনি আমার কথার কোনো

টেঙ্গস্ টেঙ্গস্ শব্দে ধুলো উড়িয়ে চোলেছে। দেখ্তে দেখ্তে সূর্য্যদেবও পাটে বোস্লেন। রাস্তার দুধারে-ই বড় বড় গাছ। মধ্যে মধ্যে এক একটা কুক্বসন্ত পাখী মনদুঃখে শশব্যস্ত হোয়ে মাথা নেড়ে দিনপতিকে অস্তাচল-গামী হতে প্রাণপণে নিষেধ কোচ্চে। এমন সময় গাড়ী খানি ঝুনু ঝুনু শব্দে ঢিকি ঢিকি চোলেছে। আমি গাড়ীর দরজা অল্প ফাঁক কোরে দেখ্তে দেখ্তে যাচ্চি, কেবল পথের দুই ধারেই নিবিড় বন। খানিকদুর গেছি, এমন সময় গাড়ীর ঝিলিমিলি দিয়ে দেখি, একজন দীর্ঘ কদাকার যুবাপুরুষ এই দিকেই আস্ছে!

লোক্টী আমাদের গাড়ীর নিকটে এসেই থোম্কে দাঁড়িয়ে, খানিক পরে বিনোদকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আরে কেডা?—কিষ্টগণ্যাইশ নাকি? কই যাইছিলে?" বিনোদ বোল্লে, "এই ভাই শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলাম, তাই সেখানে থেকে পরিবার নিয়ে আস্‌ছি।"

অবিলম্বে এই কয়েকটী কথা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ হবামাত্রেই, অকস্মাৎ আমার গা শিউরে উঠ্লো, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হলো, জড়সড়! আত্মাপুরুষ কণ্ঠাগত, শ্বাসরুদ্ধ, একেবারে আড়ষ্ট! মনে মনে কোল্লেম, যে ব্যক্তি আমার ভাই,—"বিনোদ"—বোলে পরিচয় দিয়ে আমাকে নিয়ে এসেছে,—সে কি বিনোদ নয়!—প্রতারক!—প্রবঞ্চনা কোরে আমাকে এনেছে! হোতেও পারে!—না-এর-ই মনে কোনো দুষ্টাভিসন্ধি আছে!—আটক্ কি!—ডাকাত!—তাতো চেহারাতেই বিলক্ষণ প্রমাণ হোচ্চে! তবে এ কেন বোল্লে,—শ্বশুরবাড়ী থেকে আস্‌ছি! তবে কি চোরের সাথি চোর! না!—ডাকাতের সাথি ডাকাত! না—আমার ভাই বিনোদ! কিছুই তো বুঝ্তে পাচ্চিনে! এখন কি করি!—ভয়ে আকাশ পাতাল ভাবনা হোচ্চে!—হা ভগবান! রক্ষা কর! এই রকম

সাত পাঁচ তোলা পাড়া কোচ্চি, ও সেই অভূতপূর্ব্ব কিম্ভূত-কিমাক পুরুষের চেহারা আগাপাস্তলা দেখ্‌ছি।

পুরুষটী লম্বা। এত লম্বা যে, মাপে ৪॥০ চার হাতের কম নয়। শরী দোহারা, মুখ তোলোহাঁড়ি, মুষুকের মত পেট, একটা হাত ছোটো, একা তার চেয়ে কিছু বড়। পাছুটো ঈষদ্ বাঁকা, মাথায় ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ সবচুল্, মোচড় দেওয়া গোঁফ, কাণ ছুটো লম্বা লম্বা, নাক কুম্‌ড়ো বড়ি মত উচু, সর্ব্বাঙ্গে ঘন ঘন দীর্ঘলোম। সম্মুখের দাঁতগুলিন প্রায় এ ইঞ্চি লম্বা, তাও আবার বেরুনো, যেন মূলোর খেৎ বোল্লেই হলো। চক্ষু ছুটো ভাঁটার মতন গোল, ও জবা ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। চাউনি কটমটে, বর্ণ মিস কালো। তুহাত বহরের একখানা আদ্‌ময়লা থা পড়া। গলায় একগাছি কৃষ্ণবর্ণ যজ্ঞসূত্র। স্কন্ধে একগাছি বেউড় বাঁশে কোঁৎকা, ও একখানি রং করা গাম্‌ছা। হঠাৎ লোক্‌টীকে দেখ্‌লে, ঠিক কুকু) মারা বোলে-ই বোধ হয়। বাস্তবিক্ তার বে-আড়া চেহারা দে ...র অত্যন্ত ভয় হলো। তখন কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "বিনোদ দাদা? আর কতদূর আছে?—এ কোন রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছ আমি কথ——"

বিনোদ—(কৃষ্ণগণেশ) একখানা ছোরা বার কোরে, আমার মুখে কাছে ধোরে, কর্কশস্বরে বোল্লে, "চোপ্‌রাও! চুপ্ কোরে থাক্ ফের কথা কোচ্চিস্! কতধুর আছে জানিস্‌নে?—সেবার দাগাবাজী কোরে মামদোগোলামের নাঁক কেটে নিয়ে পালিয়ে ছিলি! এবার কি কোরে পালাবি!—তা এখন যদি চেঁচাবি কি কথা কোবি, তা হোলে এই ছোরা তোর গলায় বসিয়ে দেবো!—হারাম্‌জাদী!—শালি ছিনাল্!— বেহায়া!— খুনি!—বজ্জাৎ!"

স্বরটী যেন বজ্রগর্জ্জন সদৃশ বোধ হলো। আমি প্রাণের ভয়ে নিস্তব্ধ !—ভয়ে গায়ের রক্ত শুকিয়ে গেল। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বোল্লেম, "সে আমি নই,—ওগো সে আমি নই !–তোম——"

কৃষ্ণগণেশ আমার কথায় থাবাড়ি দিয়ে,——রাগে দাঁত কিড়িমিড়ি কোরে বোল্লে, "তুই না-কি ?—আমি না—আমি না,—না-কি ?—খাট থেকে পালালি,—গাছে চোড়্‌লি,—মামদুগোলামের নাক কাট্‌লি, সুর্পণখা কোল্লি,—ডাকাতদের মড়ার বস্তা ফেলে ঠকালি, পঞ্চানন্দকে বিষ খাওয়ালি,—না কোরেছিস্ কি ?—আমরা আগে সব খবর পেয়ে, তবে তোরে খুঁজে খুঁজে তল্লাস কোরে ধোরে এনেছি। দেখ্ !—আজ তোর কি দশা হয় !—গন্তানি !—জোচ্চোর শালী খুনি !"

আমার প্রাণ উড়ে গেলো।—কতক ভয়ে, কতক বিনোদের ধম্‌কানিতেও উড়ে গেলো। একেবারে নিঃসাড় হয়ে পোড়্‌লেম। অদৃষ্টে আজ যে কি আছে, তা কেবল অদৃষ্ট-ই জান্‌তে পাচ্চে ! এখন উপায় কি ?—একবার মনে হোচ্চে, কোনো কথার উত্তর করি,—কিছু বলি।—কিন্তু সে কেবল অরণ্যে রোদন করা মাত্র। বরং বাঘের মুখ থেকে এক সময় নিস্তার পাওয়া সম্ভব ! কিন্তু, যখন পুনশ্চ এদের করালগ্রাসে পোড়েছি,—তখন নিশ্চয়-ই মৃত্যু ! নিশ্চয়-ই প্রাণ যাবে !—আর এরা বোধ হয়, সেই রঘু ডাকাতের সাথি,—তা নইলে আমাকে চিন্‌লে কেমন কোরে ?—কিন্তু আমায় যখন চিন্তে পেরেচে, তখন আর প্রবঞ্চনা কথা শুন্‌বে না।—বার বার চাতুরী খাট্‌বে না !—আর এ হুস্ত দুস্ত পানা, এ লোক্‌টীই বা কে ?—ভাবে বোধ হোচ্চে, যেন কোথাও দেখে থাক্‌বো,—স্পষ্টরূপ স্মরণ হোচ্চে না।—কি করি ?—এরা আমাকে নিয়ে চোল্লোই বা কোথায় ?–এখন ক্ষমা চাইলেই কি আমায় ক্ষমা কোর্‌বে ?—যখন একবার এদের

ফাঁকী দিয়েছি,—ছলনা কোরেছি,—তখন এরা যে আমার সে দোষ মার্জ্জনা কোরে ছেড়ে দেবে, এমন তো বোঝায় না। বরং উত্তর উত্তর আরো দ্বিগুণ রাগ বৃদ্ধি হবে, হয়ত মেরে ফেল্‌বে, নয়তো কয়েদ্ কোর্‌বে, কি যে কোর্‌বে তা ওরাই জানে!—আবার ভাবলেম, তাই-ই যদি হবে, তবে আবার চুপ্ কোত্তে বলে কেন!—কথা কইলে গলায় ছুরি দেবে, একথাই বা বলে কেন!—ভগবানের মনে যে কি আছে, তা তিনিই জানেন!—বিপদে মনে মনে তাঁর নাম স্মরণ কোল্লেম।—হা পরমেশ্বর!—এতদিন এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সহ্য কোরেও, যে প্রাণ বেঁচে আছে, সেই হতভাগ্য প্রাণ আজ নিষ্ঠুর ডাকাতের হাতে বিসর্জ্জন দিতে হলো!—হা জীবনসর্ব্বস্ব!—তোমার চির-প্রণয়ের বিমলা আজ জন্মের মত বিদায় হোচ্চে!—এই বিদেশে দস্যু হস্তে প্রাণত্যাগ কোচ্চে!—জন্মের শোধ তোমার সঙ্গে সেই বাগানে শেষ দেখা শুনো!—

এই রকম আপনার মনে মনে সাত পাঁচ তোলাপাড়া কোচ্চি, চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্চে,—ভয়ে,—ভাবনাতে,—অন্তঃকরণ ক্রমিক অস্থির হোচ্চে, তখন অত্যন্ত কাতর হোয়ে পোড়্‌লেম।—এই অবস্থায় খানিক্ থেকেই, মনে কোল্লেম, কাঁদ্‌লে আর কি হবে?—তখন দুহাতে চক্ষের জল মুছ্‌তে লাগ্‌লেম্। এমন সময় গাড়ীখানি থাম্‌লো।—বেলার আন্দাজে ও গাড়ীর গতিতে বোধ হলো, সহর ছাড়িয়ে ১০।১২ ক্রোশ আসা হোয়েছে। রাত্রিও প্রায় তোপ্ পোড়ে গেছে,—এখন প্রায় ১০টার আমল্।

পঞ্চম কাণ্ড।

গুপ্তদ্বন্দ,—মনোভাব প্রকাশ।—প্রবঞ্চনা।

"মনস্যন্তদ্বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যন্যদ্দুরাত্মনাং।"

রাত্রি ঘোর অন্ধকার,—কৃষ্ণপক্ষ,—একাদশী তিথি।—তাতে রাস্তার দু-ধারে বড় বড় গাছের ছায়া পড়াতে, সেই স্থানটী অত্যন্ত অন্ধকার। সেই স্থানে গাড়ীখানি পেণ্ডুলামের মত হেল্‌তে দুল্‌তে উপস্থিত হলো। বিনোদ জোর কোরে আমার হাত ধোরে টেনে হিঁচ্‌ড়ে গাড়ী থেকে নামালে। আমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। তারাও দুজনে আমার অগ্রপশ্চাৎ যেতে লাগ্‌লো। যে পথে আমাকে নিয়ে চল্লো,—দেখ্‌লেম কেবল তার উভয় পার্শ্বে ভয়ানক সুবিস্তীর্ণ মাঠ।—অন্ধকারে পরিপূর্ণ।—জগৎ নিস্তব্ধ! কেবল গাছের ডালপালায় পাখীগুলোর ডানার ঝটাপটী শব্দ হোচ্চে। আকাশে নক্ষত্রেরা ঝিক্‌মিক্ কোরে শোভা পাচ্চে। নিশাচর পেচকের কর্কশ চীৎকারধ্বনি অনবরত কর্ণপথের পথিক হোচ্চে। জোনাকীপোকা গুলো টিপ্ টিপ্ কোরে গাছের ঝোঁপে ঝাঁপে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্চে। প্রায় পোয়াটাক্ পথ ছাড়িয়ে এসে, তারা আমাকে একটী বাড়ীতে নিয়ে গেল, সে বাড়ীর সাম্‌নেই একটী মস্ত দোতলা বাড়ী, বাড়ীর ফটকে একটী আলো জ্বোল্‌ছিল।—তাতেই দেখ্‌তে পেলেম, যে বাড়ীতে আমাকে নিয়ে গেলো, সে বাড়ীখানি এঁটেলমাটীর কাঁথের, এবং ঘরের চালগুলি সব উলুখড়ের ছাউনি। চতুর্দ্দিকে মাটীর উচ্চ প্রাচীরে ঘেরাও করা। মধ্যে একটী পূর্ব্বমুখো সদর দরজা। সদর দরজার কপাট বন্ধ ছিল। বিনোদ আগে আগে যেয়েই খট্ খট্ কোরে দরজার কড়া নাড়্‌লে। "কে—গা?"

এই কথার আওয়াজ্‌টী বাড়ীর ভিতর থেকে স্পষ্টরূপে বায়ুদেব বহন কোরে এনে দিলেন, বিনোদ বোল্লে,—"আমি—কৃষ্ণগণেশ।" প্রায় পাঁচ মিনিট্‌ পরে, একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রদীপ হাতে কোরে দরজা খুলে দিয়ে গেলো। এরাও তুজনে বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌লো, আমিও অগত্যা তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঢুক্‌লেম। দরজাও পূর্ব্বমত বন্ধ হলো।

সদর দরজা ঢুক্‌তেই ডানহাতি একখানি চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়াটী প্রায় তিন হাত উচু। চণ্ডীমণ্ডপের বাঁ দিকে একটী ট্যার্চ্চা দরজা ছিল। কৃষ্ণগণেশ সেই পূর্ব্বমুখো দরজা দিয়ে আমাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। দেখ্‌লেম, সাম্‌নেই সারি সারি থান্‌কতক চকবন্দী করা ঘর। ঘরগুলিন ছোটো ছোটো, এবং শতজীর্ণ। মাটীর দেয়াল, উলুর চাল। দেওয়ালে খড়ুটী করা। মাঝে মাঝে দীর্ঘ দীর্ঘ গবাক্ষ, "ঠিক যেমন বার হাত লাউ, তার তের হাত বিচি!" তাতে আবার রং দেওয়া। ঘরের প্রাঙ্গণেই একটী ঝাঁঝ্‌রি পানাওয়ালা পুকুর। পুকুরের চতুপার্শ্বে অনেক রকম গাছপালাতে পরিপূর্ণ। একে রাত্রিকাল, তাতে আবার ঘোর অন্ধকার বোলে কিছুই স্পষ্টরূপ ঠাওর হলো না,—তখন সেইখান থেকে হাত পা ধুয়ে, বরাবর একটী ঘরের ভিতর প্রবেশ কোরে দেখি, সেখানে একটী তুর্গপ্রদীপ মিটির্‌ মিটির্‌ কোরে জ্বোল্‌ছে ও তুজন মেয়েমানুষ সেই ঘরের মেজেয় মাতুরি পেতে বোসে আছে। কিন্তু তাদের চেহারা দেখে বোধ হলো, তুই জনেই সধবা। ঘরটী দিব্বি পরিষ্কার, দেওয়ালগুলি শুক্নো খট্‌ খট্‌ কোচ্চে। তাতে আবার নানারকম আন্‌পোনা ও গেড়ীমাটীর রংঙে চিত্রবিচিত্র করা। এক পাশে একখানি তক্তাপোষ, তক্তাপোষের উপর দেওয়াল ধারে কতকগুলি বিছানা ঠেসানো আছে। এবং ঘরে থানকতক বাঁকারি বাঁধা পরবের ছবি টাঙ্গাণো। এ ছাড়া, একজোড়া

গোঁপদাড়ী ও একখানি তলয়ার ঝুল্‌ছে। যে দুইজন স্ত্রীলোক বোসে ছিল, তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা, আর একজন যুবা। বৃদ্ধাটীর বয়স আন্দাজ ৪০।৪২ বৎসর, ও যুবাটীর বয়স প্রায় ১৬।১৭ হবে।

আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে, স্ত্রীলোক দুটী আমায় দেখে মুখ চাওয়া চাউই কোত্তে লাগ্‌লো। খানিক পরে যুবাটী আমার মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে গা তুমি ?" আমি কি বোলবো,—কিছুই ঠাওর কোত্তে পাচ্চিনা। এমন সময় কৃষ্ণগণেশ এসে বৃদ্ধার কাণে কাণে চুপি চুপি কি বোল্লে,—ভাল শুন্‌তে পেলুম্‌ না। কিন্তু কথার আভাষে বোধ হলো,—আমারি কথা।

এই রকম দুজনে খানিকক্ষণ কি বলাবলি কোরে,—কৃষ্ণগণেশ বাইরে চোলে গেলো। পরে কিয়ৎ বিলম্বে বৃদ্ধা একখানি রেকাবে কিয়ৎ মিষ্টান্ন জলখাবার হাতে কোরে আবার সেই ঘরে এসে আমাকে বোল্লে, "বাছা কিঞ্চিৎ জল খাও ?" তা—আমি জল খাব কি,—একে তো আমার আত্মাপুরুষ ভয়ে উড়ে গেছে, তাতে আবার কতরকম ভয়ানক চিন্তাতে অনবরত মনকে আন্দোলিত কোচ্চে, কি হবে,—কোথায় এলেম,—এরাই বা কে ?—কেনই বা প্রবঞ্চনা কোরে নিয়ে এলো।—আর আমি এদের এমন কি অপরাধ কোরেছি।—এদের আমি কোনো জন্মেও চিনিনে, তবে এরা আমাকে চিন্‌লে কেমন কোরে ?—এই রকম সাত পাঁচ আপনার মনে মনে চিন্তা কোচ্চি, এমন সময় বৃদ্ধা আবার বোল্লে, "কৈ খেলে না ?—খাওনা ?"—তখন কি করি, যদি এদের কথা না শুনি, তা হোলে পর কি জানি,—যদি কোনো বিভ্রাট্‌ ঘটে, এই ভেবে অগত্যা তাতে সম্মত হোতে হলো। তখন সেই রেকাবি হোতে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন মুখে দিয়ে ঢক্‌ ঢক্‌ কোরে এক ঘটী জল খেয়ে ফেল্লেম। পরে বৃদ্ধা আমাকে সেই ঘরের

তোক্তাপাষের উপরে বিছানা কোরে দিয়ে বোল্লেন,—"তবে তুমি এইখানে শোও?" এই বোলে তারা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, আমিও দরজায় খিল্ লাগিয়ে সেই তক্তাপোষের উপর শুলেম, তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর।

দুর্ভাবনায় নিদ্রা হলো না। রাত্রি প্রায় এক্টার পর, আমার ঘরের পিছনে চণ্ডীমণ্ডপে একটা হাসির গররা ও বিবাদের গণ্ডগোল উঠ্লো। তার ভিতর থেকে এই কটী কথা শোনা গেল!

"অয়্তো ছুড়িড্যারে দ্যাও, নয়তো অলঙ্কারগুলি দ্যেও। দুইড্যের এড্ড্যা করো। নয়তো আমুইনি কোতো কোষ্টো, কোতো ইক্মুৎ কৈরে তোমাগর সাতে লাগাইর দিলাম,—ক্যান্!—কিহ্যের ল্যেইগে?—তুমিই-নিতো আমারে ব্যজন দিয়্যা লয়্যা আইল্যে?—হু,—হু,—তুমিনি ব্যেড়াও ডাইল্যে ডাইল্যে, মনে কর আমুই বোড্ডো চালাইক্,—বারি দড়িবাজ্, হিন্তু আমুইনি বেড়াই পাতায় পাতায়।—বালো মান্যের বালাই ন্যেই। ফো!—মুই চাই-কি সেইহানেই তো কর্ম্ম নিক্যাশ্ করবার পার্তাম?—অহ্ন্ চুপ্ দিচো ক্যান্!—কি কইবে তা কও?—বালো———"

আর একজন বোল্লে, "বল্বো আবার কি?—আমি শালা কত কষ্ট কোরে কতধুর থেকে ফন্দী খাটীয়ে নিয়ে এলুম, এখন ওঁয়াকে বক্রা দাও। একজন ভেঁনে কুটে মরে, আর একজন ফুঁ দিয়ে গালে পোরে। এও কখন হোতে পারে?"

"কি বোলো?—বাগ্ দিবানা!—কিহোর ল্যেইগ্যে দিবানা!—অচ্ছ্যা!—ব্যেস্!—দ্যেখ্মু ক্যেম্বাই না দিবার চাও?—আইজি রাইত্র্যে কি না আইল কোর্ছ্যি!—বালো বালো-কৈয়ে গেলাম কেলোর মার কাছে—কেলোর মা কৈলো আমার জামার সাথে আছে!—ফাকী দিবার চাও? না!—ফাকী!—ন্যা?—ন্যা?—"

আর একস্বর রেগে প্রত্যুত্তর কোল্লে, "হাঁ—! হ্যাঁ—! ফাঁকী!—তা কি কোর্‌বে—কি কোত্তে চাও! শাসাও যে,—তোমার চোখ্ রাঙ্গানিতে কে ভয় করে, ওঁয়ার চোখ ঘুড়ুনিতে তো মুই থরহরি কেঁপে গেলুম! ভাগ দেবে!—কেন দেবে? কিছু খতে পতে লেখা-পড়া আছে না কি! তা ছুঁড়িটে, নয়তো অলঙ্কার দেবো!—তুমি আমায় কি হিক্‌মুৎ বাৎলেছো? —কি যোগাড় দিয়েছ?—আমি তোমায় ভজন দিয়ে নিমন্তন্ন কোরে ডেকে এনেছিলুম,—বলি রাঘব দাদা,—এসো? উনি পাতায় পাতায় বেড়ান্! তাতে আমার কি যায় আসে?—আমি তো আর কারুর ঋণ দায়ী নই!—যে অত চড়াচড়া কথা শুন্‌বো!—কর্ম্ম নিকাশ!—মগের মুল্লুক আর কি!"

আমি শুয়ে শুয়ে তাদের এই সব কথা বার্ত্তা আগাগোড়া শুন্‌লেম;— কিন্তু কথার আঁচে বোধ হলো, এসব আমার-ই কথা। আর যারা আমাকে জোচ্চুরি কোরে নিয়ে এসেছে, তারাই এরা। তারাই দুজনে ঝগ্‌ড়া কোচ্চে, কোনো সন্দেহ নাই।

এই সব কথা শুনে আমার মনে তখন কিঞ্চিৎ জ্ঞান ও বিষম ভয়ের সঞ্চার হলো। মনে কোল্লেম, এখন কি করি,—উপায় কি!—কেমন কোরে এখান থেকে পালাবো!—এইরূপ সাত পাঁচ ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে রাত্রি আর নিদ্রা হলোনা। কতক ভয়েও হলোনা, কতক ভাব্‌নাতে ও হলোনা।

পরদিন সেই রকম ভাব্‌না চিন্তায় কেটে গেলো। ক্রমে সন্ধ্যে হলো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি ১১টা বাজ্‌লো,—আমিও আমার সেই নির্দ্দিষ্ট ঘরে কপাট বন্ধ কোরে শুলেম। এমন সময় শুনি, ডানদিকের ঘরে কে যেন দুজন কথা কোচ্চে।—দাওয়া পার হোয়ে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখি, দরজাটী ভেজানো,—কপাটের ফাঁক থেকে উঁকি মেরে দেখ্‌লেম,

ঘরে আলো জ্বোল্‌চে।—দুটী স্ত্রীলোক একখানি তক্তাপোষের উপর বোসে মুখোমুখি হয়ে গল্প কোচ্চে,—হাত নাড়্‌চে,—মুখ নাড়্‌চে,—চোখ্‌ ঘুড়ুচ্চে,—এক একবার ফুস্‌ ফুস্‌ কোরে কি কথা কোচ্চে,—ও একবার একবার একটু চেঁচিয়ে চেঁচিয়েও বোল্‌চে।—কে এরা ?—সেই বৃদ্ধা !—আর সেই যুবতী সধবা !—কি গল্প কোচ্চে,—তা সব ভাল শুন্‌তে পেলুম না।—কেবল আমার কাণে এই কয়েকটী কথার আওয়াজ এলো।——

"বৃদ্ধা বোল্‌চে শুন্‌তে পেনু নাকি ?—যে ছুঁড়িটেকে একবার ধোরে এনেছেলো।—এ নাকি সেই ছুঁড়ি—ঐ না মাম্‌দোগোলামের নাক্‌ কেটে পালায় ?—আবার——"

যুবাটী বোল্লে,—"শুদ্‌ নাক কেটে ?—ঠাকুরকে ঐ তো বিষ খাইয়ে চট্‌ থলিতে পুরে,—বলে কি,—বলে,—কাঁধে কোরে নিয়ে আমাদের কাছে ফেলে দিয়েছিলো! তারপর—"

"কে বোল্লে,—আমাদের কাছে ফেলে দিলে ?"——

"ক্যানো ?—তোমার ছেলে বোল্লে ?—ও কি কম স্যায়না মেয়েমানুষ, কম চালাক্‌ !—কম ধড়িবাজ্‌ !—ঐ তো——"

বৃদ্ধা বোল্লে,—"যাহোক বাছা মুক্তকেশী,—তাই বোলে ওদের এটী করা ভাল কাজ হয়নি—ছি !—ছি !—কেষ্ণাগণার কি একটু খানিও বুদ্ধি সুদ্ধি নেই, আহা !—ওর মনে যে এখন কত ভাব্‌না হোচ্চে,—তা ঐ-তি জান্‌তে পাচ্চে—বাবা !—ধন্নি যা হোগ্‌ !—ওদের বুকের পাটাকে !—মা !—মা !—বলিহারি যাই !"—পাঠক ! সধবা স্ত্রীলোকটীর নাম মুক্তকেশী।

মুক্তকেশী এই কথা শুনে, একটু চুপ্‌ কোরে থেকে হাত মুখ নেড়ে বোল্লে, "ওনারও কর্ম্মটা করা ভালো হয়নি বটে, তা এখন কাকে কি বলি,—

বাপ্‌রে! যেন রাঘব বোয়াল!—আর ছুঁড়িটাও বোধ হয় রাজী হোয়েচে।—তাইতে দুকুরবেলা আমার সঙ্গে কত কথা বার্ত্তা কইলে! পেটের কথা সব ভেঙ্গে চুরে বোল্লে,—"যে আমার আর ও এক বোন আছে,—তার ও অগাদ্ বিষুই,—গহণা গাঁটীও অনেক—তা ওঁরা কেন মিচে আপনা আপনি ঝগ্‌ড়া করেন, তা তাকে আন্‌তে পাল্লে সব দিকেই ভাল হয়, আর আমরাও——"

এই সব কথা হোচ্চে,—এমন সময় আবার পূর্ব্বরাত্রের মতন সেই চণ্ডীমণ্ডপে তুমুল গণ্ডগোল উঠ্‌লো।—আমি ও তাড়াতাড়ি সেই চণ্ডীমণ্ডপের পাশের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাদের বাক্‌যুদ্ধ হোতে হোতে অবশেষ,—যখন ভীম কীচকের মতন হাতাহাতি হবার উদ্যোগ হলো, তখন আমি সেই দরজার পাশ থেকে তাদের এই কয়েকটী কথা বোল্লেম।

"দ্যাকো?—তোমরা কেন মিচে দুজনে ঝগ্‌ড়া কচ্‌কচি কোচ্চো,—তা যদি আমার একটা কথা রাখ,—অবিশ্বাস না কর,—তা হোলে পর বলি।—আমার এক ছোটো বোন আছে,—তার যেমন রূপ আর বিষয়ও তেম্‌নি।—তা তাকে যদি আন্‌তে পারো, তা হোলে তোমাদেরও ভাল হবে,—আর আমরাও দুটী বোনে মিলে মিশে থাক্‌বো।—"

এই কথা শুনে, কৃষ্ণগণেশ বোল্লে, "তা হোলে তো ভালই হয়,—হ্যাঁ,—এ বেস্ কথা!—শুন্‌চো রাঘব!—তবে আমিই——"

কৃষ্ণগণেশের কথা শেষ হোতে না হোতেই রাঘব বোল্লে, "সে আবার কুণ্‌হানে?—ইহান্‌থ্যে কতো দূর?—তার নাম কি?"

পাঠক! আমি ইতিপূর্ব্বেই গাড়ী কোরে আস্‌বার সময়, যে ব্যক্তি বিনোদকে জিজ্ঞাসা কোরেছিল, "কিহে কিষ্ণগণ্যাশ—কই যাইছিলে?"

ইনিই সেই লোক ! এরই নাম রাঘব ! আপনকার পূর্ব্বপরিচিত সেই কিম্ভূত কিমাকার !

আমি বোল্লেম, "তার নাম কমলা। নামেও কমলা, এদিকে রূপেও সাক্ষাৎ কমলা।—বাড়ী সেই খানারকূল কৃষ্ণনগর !

তখন এই সব কথা শুনে, কৃষ্ণগণেশ ও রাঘব, এরা দুজনেই তো একেবারে আহ্লাদে আট্‌খানা নেজামুড়ো দশ্‌খানা পেয়ে নৃত্য কোত্তে কোত্তে সেই রাত্রেই বাড়ী থেকে বেরুলো। তখন আমিও এক প্রকার কালান্তক কৃতান্তের গ্রাস হোতে পরিত্রাণ পেয়ে, আমার যথাস্থানে যেয়ে শয়ন কোল্লেম।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

চিন্তা !—এ আবার কি ?—গুপ্তবেশ।

আজও আমার নিদ্রা হোচ্চেনা।—কেবল শুয়ে শুয়ে অনিদ্রায় এ পাশ ও পাশ কোরে ছট্‌ফট্‌ কোচ্চি,—একবার উঠ্‌ছি,—একবার বোস্‌চি, চক্ষে নিদ্রা নাই।—চিত্ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন !—দুটী চিন্তা।—দুটীই প্রবল !—কিসের চিন্তা ?—এত রাত্রে স্ত্রীলোকের হৃদয়ে কিসের চিন্তা ?—প্রথম চিন্তা,—বিনোদ—(কৃষ্ণগণেশ) ও সেই হুস্ত দুস্ত পুরুষ, যার নাম রাঘব, সেই বা কে ?—আর কৃষ্ণগণেশ-ই বা আমার ভায়ের নাম জান্‌তে পাল্লে

কেমন কোরে ?—তা এখন জান্‌লেম, কোনো দুষ্ট কুচক্রিলোকের প্রতারণাতেই এরা আমাকে এনেছে।—তাতেই প্রাণধন বাবু আমার মুখে হাতচাপা দিয়ে বোলেছিলেন, "চুপ্ কর!—চুপ্‌কর?"—উঃ!—এতক্ষণে এর তদন্ত পেলেম। যা হোক্,—এখন পালাবার উপায় কি?—এ রকমে আর দু একদিন থাক্‌তে হোলেই মারা যাবো। এখন বোধ হয়, দুই ধিঙ্গিতে সেইখানেই গেছে,—যদি খুঁজে না পায়, তবে আরও দ্বিগুণ রাগ বৃদ্ধি হবে, শাঁথের করাৎ হবে,—প্রাণ নিয়ে টানাটানি কোর্‌বে,—নয়ত মেরে ফেল্‌বে,—তা হোলেও প্রাণ যাবে!—আর অনুগ্রহ কোরে যদি না মারে, তা হোলেও অনাহারে এ * * * বামুনের বাড়ী প্রাণ যাবে।

দ্বিতীয় চিন্তা।—এখন উপায় কি?—ভাব্‌লেম এক কর্ম্ম করি।—এই সময় উঠি।—দেখি বাড়ীর সকলে ঘুমিয়েছে কি না।—তখন বিছানা থেকে উঠে বোস্‌লেম,—তার পর আস্তে আস্তে আমার ঘরের দরজা খুল্লেম। পা টিপে টিপে,—দাওয়ায় বেরিয়ে এসে দেখ্‌লেম সকলেই নিস্তব্ধ!—অগাধ নিদ্রায় অচেতন!—নিবিড় অন্ধকার,—সময় নিশীথ,—এ সময় একটী স্ত্রীলোকের পায়ের শব্দ পায় কে?—কেউ না!—যদি কেউ না,—তবে এত সাবধান কেন?—এত সতর্ক কেন?—এত ভয় কেন?—পা টিপে টিপে যাওয়া কেন?—পাছে যদি কেউ জেগে ওঠে, কৌশল ভেসে যাবে,—কেবল এই ভয়!—এই নিমিত্তই সাবধান!—তথাচ আস্তে আস্তে সকল ঘরের দরজায় শিক্‌লি এঁটে দিলেম। ভয়ে ও ভরসাতে সর্ব্বশরীর থরহরি কাঁপ্‌চে,—তখন আবার আপনার ঘরে ফিরে এলেম। দেখ্‌লেম মাল্‌সায় ছাই চাপা আগুন গন্ গন্ কোচ্চে। আস্তে আস্তে প্রদীপ জাল্লেম। দেয়ালে যে গোঁপদাড়ীটী ছিল, সেটী পোর্‌লেম। কাপড়খানাও মদ্দ কোরে পোর্‌লেম, গায়ে যে গহনা গুলো ছিল, সে সব খুলে, আর

আমার সঙ্গে যে টাকাগুলো ছিল, সে গুলো সব একত্র কোরে কি কোর্‌বো ভাব্‌চি,—এমন সময় হঠাৎ তক্তাপোষের নীচে নজর পোড়্‌লো, একটা তাঁবার কলসির গলায় শিক্‌লি জড়ানো দেখ্‌তে পেলেম। কিছু আহ্লাদের সঙ্গে সাহস হলো। তখন সেটাকে টানা হেঁচ্‌ড়া কোরে তক্তার নাবল থেকে বার কোল্লেম। সন্দেহ হলো,—এত ভারি কেন?—অবশ্যই ইহার ভিতর কিছু না কিছু আছেই আছে! প্রদীপ ধোরে দেখ্‌লেম। কিছুই দেখ্‌তে পেলুম না। কলসীর মুখ জো দিয়ে বন্ধ করা। বুদ্ধি খাটীয়ে খান্‌কতক আগুন চাপিয়ে দিলুম, দিতেই গোলে গেল। একখানা ঢাক্‌নি বেরুলো। কলসীর ভিতরও দেখা গেল। কেবল থান থান মোহর! আশ্চর্য্য হোলেম! এর ভিতর মোহর কেন?—কে রেখেছে!—কার এ মোহর!—কিছুইতো জান্‌তে পাল্লেম না।—অবশেষ আপনার গহণা ও টাকাগুলো সব কলসীর ভিতর রেখে, আবার তেম্‌নি কোরে ঢাক্‌নি খানা চাপা দিলেম।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হোয়েছে বাড়ীর পিছনেই একটা পেঁকো পুকুর। সেইখানে কলসীটাকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে যেয়ে, তারি এক কোণে পুঁৎলেম। সেখানে এক্‌টা শিউলি ফুলের গাছ ছিল। সেই গাছের গোড়ার সঙ্গে আর কলসীর সঙ্গে বেশ শক্ত কোরে বাঁধ্‌লেম। কলসীও ডুবে গেলো, আমিও আপনার ঘরে ফিরে এসে একখানা কাপড় পীঠের সঙ্গে আর বুকের সঙ্গে খুব জোর কোরে চেপে বাঁধ্‌লেম, তখন আর গিরিশৃঙ্গ উচ্চ রৈলোনা,—বুকের সঙ্গে মিশিয়ে গেলো। যদিও গ্রীষ্মকাল, তথাচ গা ঢাকবার জন্যে একটা হাতকাটা কালো বনাতের মের্‌জাই গায়ে দিলেম, খুব টাইট্‌ হলো। তরোয়াল খানা বগলদাপা কোল্লেম। তখন এই যুক্তিই সিদ্ধ,—এই জীবনের শেষ উপায়!—আজ তাই কোরে পালাবো,—তার পর অদৃষ্টে যা থাকে,—তাই হবে।

সপ্তম কাণ্ড।

ভয়ঙ্কর ঘটনা!—মুক্তিলাভ!!—মহাশঙ্কট!!!

এই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি সেই দরজার পাশে প্রদীপটী হাতে কোরে দাঁড়ালেম। রাত্রি দুই প্রহর। ঘোর অন্ধকারে কৃষ্ণবর্ণ। জনমানবের বাক্য শ্রুতিগোচর হোচ্চে না। আকাশে নক্ষত্রেরা ঝিক্‌মিক্ কোরে শোভা পাচ্চে। পশু পক্ষী সকলেই গভীর নিস্তব্ধ! জগতের জীব জন্তু সকলেই ঘুমে অচেতন! জগৎ নিস্তব্ধ! নীরব!—ভয়ানক নিস্তব্ধ!—কেবল থেকে থেকে চমকিত নিদ্রিত বিহঙ্গের পক্ষপুটের ঝটাপট্ শব্দে ও ঝিল্লিকুলের ঝিল্লীরবে কাণ্ ঝালাপালা কোচ্চে,—তা শুনে লোকের মনে ভয়ে হোচ্চে। বোধ হয়, যেন সেই রবেই তারা ভয়কেই আহ্বান কোচ্চে! পথে জনমানবের সমাগম নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে নিশাচর পেচকের কর্কশ রব, এবং বহুদূরে গ্রামস্থ সারমেয়াদের ঘেউ ঘেউ রব শোনা যাচ্ছিলো। এমন সময় বড় বাড়ীর ঘড়ি থেকে এক, দুই, তিন, চার কোরে ১২টা শব্দ নিঃসৃত হোয়ে, জানালে রাত্রি দুই প্রহর।

এ সময় সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত!—সকলেই কি নিদ্রিত?—কে বোল্‌তে পারে?—তিমিরাবৃতা রজনীতে কত অদ্ভূত অদ্ভূত এবং কত ভয়ানক ভয়ানক কার্য্য সম্পন্ন হয়!—সকলেই জানে, দুষ্টলোকে অন্ধকারেই দুষ্কর্ম্মের অবসর ভাল পায়!—সকলেই জানে, দুষ্কর্ম্ম আপনি-ই এই তিমিররূপ অবগুণ্ঠনে গুপ্ত হোয়ে পথে পথে ভ্রমণ করে,—তাতে কোরে দুষ্টলোকের চেহারা আরও অধিক ভয়ানক হয়!—কেউ চুরি করবার মানসে অস্ত্র হাতে কোরে বেরিয়েছে।—কেউ কুলবধূর গুপ্তপ্রেমের অনুসারে সকলের

খানিকদূর দৌড়ে এসে অত্যন্ত হাঁপানি পেলে, তখন সেইখানে একটু থোম্‌কে দাঁড়িয়ে কাণ পেতে স্থির হোয়ে শুন্‌লেম, পিছনে কোনো শব্দ নাই, নিরাপদ হোয়েছি! ঈশ্বর-রক্ষা কোরেছেন! কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম কোত্তে সাহস হলো না!—কি জানি,—যদি কেউ সন্ধান কোরে পিছনে পিছনে এসে থাকে, এই ভেবে আবার চোল্লেম।—ধীরে ধীরে,—পায়ে—পায়ে,—যেতে লাগ্‌লেম। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, ও পথের দুধারে কেবল ভয়ানক মাঠ আর জঙ্গল।

অনেকদূর গেলাম, কিন্তু কোন পথে গেলে যে লোকালয় পাওয়া যায়, তার কিছুই জানিনা।—রাত্রিকালে যাই কোথা!—যাচ্ছিই বা কোথা!—অচেনা পথ, চতুর্দ্দিকে বন, পথ ভূলে যদি আবার সেই কৃষ্ণগণেশ বামুনের হাতে পড়ি, কিম্বা তারা যদি আমার মন পরীক্ষা কর্‌বার জন্যে কোথাও লুকিয়ে থাকে,—আর যদি খোঁজ তল্লাস কোরে ধোত্তে পারে,—তা হোলেই তো গেলেম। এবার ধরা পোড়্‌লে নিশ্চয়ই মেরে ফেল্‌বে। অপঘাতে প্রাণ যাবে,—নিঃসন্দেহ!—নিরুপায়!

এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে ধীরে ধীরে যাচ্ছি, এমন সময় মরুৎ কোণে বিদ্যুৎ চোম্‌কে উঠ্‌লো। পশ্চিম কোণে একখানা মেঘ দেখা দিলে, আকাশ ঘোর অন্ধকার হয়ে উঠ্‌লো! একে নিবিড় বন, তাতে গগণ মণ্ডল গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন! মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎলতা সখি কাদম্বিনীর সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌তে লাগ্‌লো।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাতাসের তেজও ক্রমে ক্রমে বাড়্‌লো,—জলদজাল্ ছিন্নভিন্ন। মাঝে মাঝে হড়্‌মড়্ গড়্‌গড়্ কোরে মেঘগর্জ্জনও হোচ্চে, বায়ু ক্রমেই সজোর,—চঞ্চল।

অষ্টম কাণ্ড।

দুর্য্যোগ রজনী।—বিষম বিভ্রাট্!!!

কৃষ্ণপক্ষ,—অমানিশি,—জলদ্‌জাল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন,—ঘোরতর অন্ধকার,—এমন কি অন্ধকারে ঘুরঘুট্টি,—কোলের মানুষ দেখা ভার।—প্রকৃতি সতী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ কোল্লেন। আকাশে অনবরত মেঘ চোল্‌তে লাগ্‌লো।—চতুর্দ্দিকে মেঘ,—ঘোর অন্ধকার!—আকাশ নিশ্বব্দ!—জগৎ স্তম্ভিত!—দশদিক থম্‌থোমে!—চাতকেরা পালে পালে "ফটিক্ জল, ফটিক্ জল" বোলে উর্দ্ধমুখে আকাশ পানে তাকিয়ে কলরব কোচ্চে,—বিদ্যুৎ-চর্ক্ মক্ কোচ্চে,—মধ্যে মধ্যে আকাশের গড়্ মড়্ শব্দে মেদিনী কম্পবান ও জীব জন্তু সকলেই নিস্তব্ধ!—মাটী থেকে আগুণের ভাব্‌রা বেরুচ্চে,—এমন সময় এলো মেলো ঝঞ্ঝাবাতের ঝাপ্‌টা পূর্ব্বদিক থেকে আস্‌তে লাগ্‌লো, তার সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পোড়্‌লো,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রচণ্ড বাতাসের সঙ্গে ক্রমে বৃষ্টির ধারাও বাড়্‌তে লাগ্‌লো,—শিলা বৃষ্টিও হোতে লাগ্‌লো,—অবিশ্রান্ত ঝমাঝম্ বৃষ্টি।

এই গভীরা নিশিথে আমি জঙ্গল দিয়েই চোলেছি,—একাকীই চোলেছি।—অদূরে নালা দিয়ে ঝরণার জল শোঁ—শোঁ কোরে যাচ্চে,—স্থানে স্থানে কতকগুলি ভেক বিকৃত স্বরে চীৎকার কোরে ডাকুচে,—বোধ হয় তাহারা সেই বৃষ্টিতে অসন্তুষ্ট হোয়ে "জলদেরে,—জলদেরে" বোলে দেবরাজ ইন্দ্রের মঙ্গলাচরণ প্রার্থনা কোচ্চে।—জলে জলে সমস্ত জলাময়,—সেই জন্য ঝিল্লিগণ ইতস্ততঃ লম্ফ প্রদান কোচ্চে,—এবং মণ্ডুকদের বারি যাচিঞাতেই যেন বিরক্ত হোয়ে প্রাণপণে চীৎকার কোরে নিষেধ কোচ্চে।—

নবম কাণ্ড।

আনন্দ সঞ্চার!!!—কার গৃহাবাস?

এখন আর এ রাত্রিকালে ভয়ানক বিজনে একাকী কাঁদলেই বা কি হবে,—কে দেখ্‌বে,—কে শুন্‌বে,—তখন সেই জনশূন্য অরণ্যে মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ কোল্লেম।—তিনিই এ বিপদ শঙ্কট হোতে উদ্ধার কর্ত্তা। আর আমি তো কাহারো দোষের দূষি নই, কাহারো কখন অগ্রে অনিষ্টতা সাধন করি নাই,—তবে আমাকে এত লোক প্রবঞ্চনা করে কেন!—হা পরমেশ্বর! হয় আমাকে এ বিপদ ঘোর হোতে উদ্ধার করুন—নতুবা আমার মস্তকে এই দণ্ডেই বজ্রপাৎ হউক!—আমার যে এত কষ্ট, তা কেহই জান্‌তে পাচ্চে না!—হা অনিলদেবতা! তুমি এই কষ্টাবহ দুঃসংবাদ আমার আত্মীয়দের ও আমার প্রাণের হিতকারী গুরুলোকের নিকট বহন কোরে লয়ে যাও!—বোলো,—যে তোমাদের প্রাণের বিমলা এ জন্মের শোধ বিদায় হোয়েচে!

এখন আর ভাব্‌লে চিন্তালে কি হবে,—ক্রমে অল্পে অল্পে এগুতে লাগ্‌লেম। কোথায় যে যাচ্ছি, তার কিছুমাত্র নির্ণয় কোত্তে পাচ্ছিনা। চারিদিকে কেবল বালুকাময় মাঠ ও ভয়ানক নিবিড় জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার উচ্চ বৃক্ষের অন্তরালস্থ ভীষণ জলস্রোতের গর্জ্জন মাত্র আমার চক্ষু ও কর্ণপথের পথিক হোচ্চে। রাত্রি অন্ধকার।—পথ দুর্গম!—নিকটে লোকালয় নাই।—অনবরত বৃষ্টিধারা পতিত হোচ্চে, বিপদের সীমা নাই! হাত পা অবসন্ন, একেবারে শীটে মেরে গেছে,—কোনো কোনো স্থানে হঠাৎ আজানু পর্য্যন্ত জল-মগ্ন হোচ্চে, কখন বা অল্প, কখন বা অধিক।—দারুণ শীত,—গায়ে একটীমাত্র বনাতের ফতুই আচ্ছাদন, সর্ব্বশরীর কম্পিত ও ক্রমে সঙ্কুচিত

হোয়ে অবশ হোয়ে আস্‌চে,—তথাচ গতির,—যদিও মৃদুগতি,—তথাচ গতির বিরাম নাই। বসিবার স্থান নাই,—দাঁড়াবারও স্থান নাই,—চক্ষেও কিছু দেখা যায় না,—ঘোর বিপদ! এ নিদারুণ কষ্টের চেয়ে—সেই কৃষ্ণগণেশের বাড়ীতে মরাও যে শ্রেয়কল্প ছিল! আর তারা কিছু আমার জীবনহন্তাও হয় নাই। তবে বিজাত,—অস্বাধিন,—দেহ কষ্ট,—এই মাত্র। তাও যে আমার পক্ষে ভাল ছিল। তাতে প্রাণ থাকে,—থাক্‌তো,—যায়,—যেতো, কিন্তু—তথাচ এ ভয়াবহ যন্ত্রণা আর সহ্য হোচ্চে না।—আর এ রাত্রিকালে যখন এতদূর কষ্টে পতিত হোয়েছি,—তখন অবিশ্রান্ত চলাই পরামর্শ। এই ভেবে সাহসে ভর কোরে দ্রুতপদসঞ্চারে চোল্‌তে লাগ্‌লেম।

পাঠক মহাশয়! তিমিরাবৃতা অমানিশিতে এমত দুর্য্যোগে ও ভয়ঙ্কর স্থানে কি কখন পতিত হোয়েছেন?—এমন বিপদ? এমন অসহায়?—সঙ্গে একটীও লোক নাই,—বিশ্রামের স্থান নাই,—এমন দুর্দ্দান্ত বিপদের সহিত কি কখন সাক্ষাৎলাভ কোরেছেন?—এমন ভয়ানক সিংহ শার্দ্দূল পরিবেষ্টিত নীহার বিজনে?—তাহে আবার অবলা কুলকামিনী?—সেই তিমিরময়ী অরণ্যে একাকী,—ভয়ে, ভাবনাতে, কষ্টেতে, নিদারুণ যন্ত্রণাতে, সর্ব্বশরীর আপাদমস্তক কাঁপ্‌চে,—কোথাও আজানু পর্য্যন্ত জলমগ্ন হোচ্চে, আবার উঠ্‌ছে, আবার ডুব্‌ছে,—হস্ত, পদ, বক্ষ, মস্তক ক্রমে সব শিথিল হোচ্চে, বাক্যস্ফূর্ত্তি হোচ্চে না।—মনে করুন, সে সময় মনের ভাব কেমন হয়?—বলুন না?—আচ্ছা—আপনি যখন রাত্তিরে বাহিরে উঠেন, তখন একলা উঠেন,—কি স্ত্রীর আঁচল ধোরে,—কেমন!—আঁচল ধোরে,—না?—আচ্ছা,—মনে করুন, সে দিন যদি অমাবস্যার রাত্রি হয়,—আর কিছু দূরে যদি কারেও অন্ধকারে খই খেতে দেখেন,—তা হোলে আপনি কি মনে করেন?—"পেত্নী মনে করে আঁৎকে পড়েন তো?"

অনন্তর আমিও সেই ভয়াবহ অন্তঃকরণে তখন আরও অধিকতর ভয়-বিহ্বলা হয়ে পোড়লেম। শুন্‌লেম, কিয়দ্দূরে একটী অস্ফুট-বামা-কণ্ঠ-স্বর প্রতিধ্বনিত হচ্চে। প্রাণ চোম্‌কে উঠ্‌লো,—ভয়ের উপর ভয়! গভীরা নিশিথ সময়ে এ প্রকার ঝঞ্ঝাবাত ও উল্কাপাতের পর এ বিজন বনে রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত আর্ত্তনাদ কেন? এই আন্দোলন কোচ্চি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সহসা সেই ভয়াবহ আর্ত্তস্বর আমার পশ্চাতে আবার স্পষ্টরূপে বায়ুদেব বহন কোরে এনে দিলেন। সেই ভয়ঙ্কর কথা!—বজ্রনিনাদীয় গর্জ্জনের ন্যায় আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কোল্লে! "ওরে আপনার মন্দ আগে আঁচলে বাঁধ্‌তে বলেছিনু, তবে পরের অনিষ্ট খুঁজ্‌তে যেও! সে কথা কাণে না যায়গা দিয়ে চলে গেলে, এখন তোমার মুক্তকেশীর দুর্দ্দশাটা দেখে যাও! পঞ্চানন্দ তার কি হাল কোচ্ছে, কি বে আব্‌রু কোচ্ছে!—এদের নারীবধে কি ভয় নাই! শাশুরি ঠাকুরণ! এখন তুমি কোথায় রৈলে,—তোমার দুর্দ্দশা আমায় স্বচক্ষে দেখ্‌তে হয়েছে! উদ্ধার কর্ত্তে সক্ষম হলেম না, মনে বড় ক্ষোভ থাক্‌লো! আর্য্যপুত্র! তুমি যে বিমলাকে প্রবঞ্চনা কোরে ধরে এনেছিলে, সে এক্ষণে সমুচিত দণ্ড দিয়ে পালিয়ে গেছে, এখন তোমার অবর্ত্তমানে 'মুক্ত' তোমার রাহু কেতুর গ্রাসে পোড়েছে, এ সময় একবার এসে রক্ষা কর!"

কথার মাত্রা শুনেই তো আত্মাপুরুষ চোমকে গেল, তখন তদস্ত বজায় রেখে—আবার সেখান হতে দৌড়!—এক দৌড়ে প্রায় পোয়াটাক্ পথ ছাড়িয়ে এসে, দূরে একটী আলোক দর্শন হলো।—লোকালয় নয়,—কেবল একটী মাত্র উচ্চ গৃহ,—অন্ধকারে স্পষ্ট ঠাওর হলোনা।—বোধ হয় সেই গৃহের গবাক্ষ অনাবৃত ছিল। তাতেই আলোক কিছু উচ্চ স্থাপ্য বোধ হলো।—তখন সেই আলোক দৃশ্য হতে, আমার মনে অত্যন্ত আহ্লাদের সঞ্চার হলো, যেমন সতরঞ্চ খেলায় দাবা মাল্লে,—ও

আঁটকুড়োর ঘরে ছেলে হলেও তত আহ্লাদ হয় না।—তখন দ্রুতপদসঞ্চারে নীহার অরণ্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হোয়ে সেই আলোক লক্ষ্য কোরে হন্ হন্ শব্দে চোল্‌তে লাগ্‌লেম!—পুনঃ পুনঃ মরীচিকাভ্রান্ত রবিতপ্ত তৃষ্ণার্ত্ত পান্থ সহসা সম্মুখে জলাশয় দেখ্‌লে তার মনে যেমত আনন্দের সঞ্চার হয়,—আমিও তদ্রূপ আনন্দ সহকারে সেই গৃহাভিমুখে হন্ হন্ কোরে চোল্‌তে লাগ্‌লেম। তখন কিঞ্চিৎ ভরসা হলো,—এক প্রকার নিরাপদ! ভয়াকুল অন্তঃকরণে অনেক আশ্বস্ত!

পাঠক মহাশয়! এখন আসুন—যে গৃহে আলো জ্বোল্‌ছে, সেটী কার ঘর,—কি বৃত্তান্ত,—অগ্রে একবার তত্ত্ব নিয়ে আসি। আসুন?—এখন বৃষ্টিও থেমেছে,—প্রচণ্ড অনিলও মৃদু মৃদু সঞ্চালন হোচ্চে, নভোমণ্ডলে আর তদ্রূপ মেঘ নাই,—নির্ম্মল,—ও স্থানে স্থানে গ্রহমালাও দৃশ্য হোচ্ছে! চন্দ্রদেবও কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী বোলে আপনার—নগর কীর্ত্তনের খুন্তির ন্যায় মুখের কলঙ্ক দেখ্‌বার জন্য, নালার জলকে মুকুর বানিয়ে বোসেছেন,—বোধ হোচ্ছে, যেন জল থেকেই চন্দ্রমার উদয় হোচ্ছে। মৃদু মৃদু বাতাসে নালার জল সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত হোয়ে যাচ্ছে,—আবার পুনর্ব্বার একত্রে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোথাও একটী মুড়ো গাছের উপর হাজার হাজার জোনাকী পোকা জ্বলাতে, গাছটী যেন কদ্‌মা তুপ্রির মত পুড়্‌চে, ও কতক বা আশ্‌পাশ চতুর্দ্দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—বোধ হোচ্চে চন্দ্রের মলিন বেশ দেখে, ও তারাগণকে জ্যোতির্বিহীন দেখে এক হাত ঠাট্টা নিচ্ছে। প্রকৃতিসতী এতক্ষণ তিমির বসন পরিধান কোরে অবগুণ্ঠনবতী হয়েছিলেন,—এখন নিশানাথকে দেখ্‌তে পেয়ে, তিমির বসন ত্যাগ কোরে ধোপদস্ত শাড়ী পোরে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাঁস্‌চে। চকোর চকোরিণী, লম্পট নিশানাথকে কুমুদিনীর সঙ্গে বিহার কোত্তে দেখে, তারাও সুধাপান করবার জন্যে ব্যস্ত হোয়ে ছুটোছুটী হুটোপাটী কোচ্ছে। কিন্তু কমলিনীর মুখ শুষ্ক, ও কেশপাশ আলুলায়িত। কমলিনীত প্রতিদিন রাত্রিতেই মলিনী হয়,—

কিন্তু আজ তার চেয়েও অধিক মলিনী ! ধূর্ত্ত ও খলের আহ্লাদের সীমা নাই। সেই আহ্লাদ দেখবার জন্যে ধূর্ত্ত শিরোমণি শৃগাল আর খলস্বভাব সর্পেরা সহচর অন্ধকারের গলা ধোরে এদিক্ ওদিক্ কোরে আহারের অন্বেষণে বেরিয়েছে। দিবাকর আর আন্‌তে পার্‌বেনা—তবে কমলিনী আমাদেরই হলো, এই ভেবেই যেন ব্যাংঙেরা আহ্লাদে কড় কড় শব্দে ডাক্‌ছে,—ও লাফাচ্ছে। অন্ধকারের পদভরেই যেন জগতের উপর গম্ গম্ কোরে শব্দ হোচ্ছে। সিন্দেলারা সিঁদ্‌কাটী হাতে কোরে ভাঙ্গা ভিৎ আর মেটে ঘর খুঁজে খুঁজে মহোল্লাসে বেড়াচ্ছে। ঝিঁঝিঁ পোকারা লোক্‌কে সাবধান করবার জন্যে ডাক ছেড়ে চেঁচাচ্চে। এমন সময় যে আলোটীর উদ্দেশে ধাবমান হোয়েছিলেম, সেই আলো ক্রমে বিশহাত, দশহাত, পাঁচহাত, চারহাত কোরে সম্মুখে এগুতে লাগ্‌লো। যখন তার নিকটে গিয়ে পৌছিলাম ,—দেখি সেটী একটী প্রাচীন মন্দির।

দশম কাণ্ড।

নিভৃত মন্দিরাশ্রয়।—যোগমায়া প্রতিমূর্ত্তি।

যচিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি,
যচ্চেতসা ন গণিতং তদহাভ্যুপৈতি।
"——সোহং ব্রজামি বিপিনে জটীল তপস্বী।"

ইতি রামায়ণম্।

মন্দিরের চারিদিকে পরিবেষ্টিত নীচু নীচু ইটের প্রাচীর ঘেরা। চূড়াটী হটাৎ দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন বিন্ধ্যাগিরি অগস্ত্যের আজ্ঞা প্রতিপালন

মানসে অধোমুণ্ড হয়ে আছে;—সেই জন্যেই যত গাছ, আগাছা, ঘাস, আর বনফুলের লতারা তার শিরদেশে অবলীলাক্রমে বিহার করাতে, মন্দিরটীর সর্ব্বাঙ্গ ঠাঁই ঠাঁই ক্ষতবিক্ষত ও কতক কতক বা ভেঙ্গেও পড়েছে।—এ সওয়ায়,—মন্দিরের চতুর্দ্দিগে নানাবিধ ফল ফুলের গাছ, ধুঁৎরো, আকন্দ, ও শিয়ালকাঁটার গাছে পরিবেষ্ঠিত জঙ্গল।—বিশেষ, অন্ধকার রজনী এক এক পক্ষীর পক্ষে আমোদিনী;—কারণ, ফলগাছ গুলি ফলভরে অবনতমুখী হওয়াতে, পেঁচা, চাম্‌চিকে, ও কলাবাদুড়েরা, ফড়্ ফড়্ শব্দে তমসাবৃত শাখা প্রশাখায় ঝটাপটী কোচ্চে, কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তর নিশুতি!—ভয়ানক অভিভূত!—কেবল ঝিল্লীকুলের ঝিল্লীরব ব্যতীত অন্য চুঁ শব্দটী নাই।—তখন আন্তরিক নিতান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এদিক ওদিক কোরে বেড়াতে লাগ্‌লেম।

দেখ্‌লেম।—মন্দিরের সাম্‌নেই একটী হাড়কাঠ্ গজগিরি কোরে পোতা রয়েছে। তারির সাম্‌নে একটী লালরঙ্গের বাতা মারা দরজা।—দরজার সাম্‌নেই ধাপ। ধাপগুলি শাদা পাথরের, কিন্তু পুরাতন হওয়াতে নানাবিধ শৈবাল ও গাছপালায় পরিপূর্ণ জঙ্গল।—দরজাটী বন্ধ ছিল।—কিন্তু ঠেল্‌বা মাত্রেই উন্মোচন হোয়ে গেল, বোধ হয় ভেজানো ছিল।—তখন ভিতরে প্রবেশ কোরে দেখি,—একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ মিটির্ মিটির্ কোরে জ্বোল্‌চে,—চতুর্দ্দিকে সাহসে ভর বুকে কাস্তে কোরে বেড়ালেম;—কিন্তু জন মানব ও দেখ্‌তে পেলেম না।—বিষম ভয়ের সঞ্চার হলো,—কিন্তু হোলেই বা যাই কোথা,—একে রাত্রিকাল, তাতে নিবিড় বন, ঐ যে কথায় বলে, "যেখানে বাঘের ভয়, সেই খানেই সন্ধ্যা হয়"—তা আমারও প্রায় সেই গোত্রহলো।—

মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ মাত্রেই এক উলঙ্গিনী ভৈরবীর প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হলো!—মূর্ত্তিখানি বিকটাকার!—হঠাৎ দূর হোতে দেখ্‌লে যোগমায়া নরপিশাচী বোলেই প্রত্যয় হয়!!!

শোন! শোন!!

[illegible] আপাদমস্তক খাড়াইয়ে কিছু বেশকম ৬।৭ হাত পরিমিত শরীর, মস্তকে পিঙ্গল বর্ণের এলোকেশ,—চক্ষু দুটী কোঠরে ঢুকোনো ও ঈষৎ নীলবর্ণ।

কপোলদেশ উচ্চ,—তাতে আবার ধেবড়া ধেবড়া সিদূর মাখানো,—দাঁতগুলি তাড়কা রাক্ষসীর ন্যায় ভীষণাকার!—কাণ দুটী অজাকর্ণের ন্যায় দীর্ঘাকার!—জিহ্বাটি শ্বানের ন্যায় লেলিহানা!—হস্তের সংখ্যা চারটি, বুকের বিক্ষ্‌পঞ্জরগুলি প্রত্যক্ষ জাজ্জ্বল্যমান, তায় আবার লম্বোদরী, তলপেট্‌টা আঁৎমারা ও শাদা ধপ্‌ ধপ্‌ কোচ্চে!—ঠ্যাঙ্গ দুটো ঝল্‌সানে গড়ানের মত, ও লম্বায় তিন চার হাতের কম নয়, অপরূপ ব্রহ্মদৈত্যের ন্যায় অবয়ব! দক্ষিণ হস্তে নৃমুণ্ড ও বাম হস্তে একখানি সাবেকী ভোঁতা পড়া খাঁড়া!—কঙ্কালে সারি সারি মনুষ্যের ছিন্ন হস্ত পরিধান, বিকটমূর্ত্তি!—ভয়ানক বিকট মূর্ত্তি!—সাদৃশ্যে সাক্ষাৎ ভগবান মরিচীমালীর সহোদরী বা কালান্তক কৃতান্তের পিতৃস্বসা বোল্লেও বলা যায়।

একাদশ কাণ্ড।

জটাধারী!—সেই পর্ণ কুটীর।—একি ভণ্ড তপস্বী?

আমি মন্দিরের ইতস্ততঃ চতুঃপার্শ্বে পরিভ্রমণ কোচ্চি, স্থানটী নির্জ্জন, অতি নির্জ্জন।—এমন সময় মন্দিরের বাহিরে যেন মানুষের পায়ের খট্‌খটানি শব্দ শ্রুতিগোচর হলো,—বোধ হলো—যেন একজন লোক মন্দিরের দিকেই আস্‌চে।—সন্দেহ হলো,—খাঁনিক থোম্‌কে দাঁড়ালেম। পিছন দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, জনমানবও দেখ্‌তে পেলেম না, আর কোন সাড়া শব্দও পেলেম না।—মনে কোল্লেম, তবে হয়তো কোনো নিশাচর জীবজন্তুর

অঙ্গ সঞ্চালন ধ্বনি, কিম্বা গাছ পালার শব্দ হবে!—নতুবা এমন ভয়ানক গভীরা নিশিথে এই বিজন মন্দিরে আবার কে আস্‌বে?—তখন পূর্ব্বমত আবার বেড়াতে লাগ্‌লেম। এক মনেই বেড়াচ্চি, খানিক পরে আবার সেই প্রকার শব্দ শোনা গেল।—সন্দেহ বাড়্‌লো, আবার দাঁড়ালেম, কাণ্ডখানা কি জান্‌বার জন্যে আবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখ্‌লেম। দেখি,—একব্যক্তি বিকটাকার মন্দিরের এই দিকেই আস্‌ছে,—কিন্তু স্পষ্ট ঠাওর হলোনা।—তখন সেই ভয়াকুল অন্তঃকরণে আবার ভয়ের সঞ্চার হলো, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কতক সাহসও প্রকাশ পেলে। মনে মনে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কোর্ত্তে লাগ্‌লেম,—যে এমন ঘোর গভীর নিশিথে নিবিড়, নিস্বহায়, নীহার অরণ্যেও মনুষ্যের সমাবর্তা পেলেম। যা হোক, ভগবানের কি অপার লীলা!—এই সমস্ত চিন্তা কোচ্চি,—এমন সময় দেখ্‌তে দেখ্‌তে একজন বিকটাকার তেজঃপুঞ্জ তপস্বীর ন্যায় মহাপুরুষ ঝনাৎ করে মন্দিরের অপর দ্বার দিয়ে প্রবেশ কোল্লেন। দেখ্‌লেম তাঁর বামহস্তে একখানি নৈবিদ্য,—দক্ষিণহস্তে একটী প্রদীপ, ও স্কন্ধে একখানি খাঁড়া! খাঁড়াখানিতে টাট্‌কা রক্তমাখা ডগ্‌ ডগ্‌ কোচ্চে।

মহাপুরুষের কায় অতি দীর্ঘাকার!—বর্ণ মিস্‌ কালো, বেস্‌ নাদুষ নুদুষ মোটাসোটা।—মস্তকের জটাভার মস্তকেই বেষ্টন করা। নেয়াপাতী গোছের ভুঁড়ি, তার উপর চাঁপ চাঁপ কটা শশ্রু লম্বমান।—চক্ষু দুটী গোলাকার ও মিট্‌মিটে, এবং কিঞ্চিৎ ঘোলা ঘোলা হলুদে রং। নাক কিছু আগাতোলা, সর্ব্বাঙ্গে কটা কটা লোম, হাতে পায়ে ঋক্ষকররুহের ন্যায় লম্বা লম্বা নুখ। পরিধান একখানি গেরুয়া বস্ত্র, ঠেঙ্গ-ঠেঙ্গে, আঁটুর উপর তোলা। গলদেশে একগাছি পাঁচনর রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো। দুইপায়ে একজোড়া মাচা গোদ, তাতে আবার বিঘত প্রমাণ উঁচু খড়ম ব্যবধান।

প্রদীপের আলোয় তাঁর শরীরের ছায়া পড়াতে সমস্ত অবয়ব স্পষ্ট ঠাওর হলোনা।—কিন্তু আমার মনে বনবাসী তপস্বী বোলেই বোধগম্য হলো।

প্রায় ৫।৬ মিনিট পর্য্যন্ত আমি এক দৃষ্টে তাঁকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, কি ভাবের লোক !—এমন ঘোর রাত্রে অস্ত্র ও নৈবিদ্য হস্তে কেনই বা পূজার আয়োজন !—কেনই বা লোকালয় ছেড়ে এই ভয়ঙ্কর স্থানে একাকী এসেছে !—এই প্রকার আপনার মনে তোলাপাড়া কোচ্চি বটে, কিন্তু কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্ছিনা।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে জটাধারী খড়ম রেখে থপ্‌ থপ্‌ কোরে সেই ভয়ঙ্কর প্রতিমার সম্মুখে নৈবিদ্য ও প্রদীপটী রেখে ভক্তিভাবে ভূমিষ্ঠ হোয়ে প্রণাম কোল্লেন্‌। প্রায় ৫।৬ মিনিট পরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এদিক্‌ ওদিক্‌ চার্‌দিক্‌ তাকিয়ে কি খুজ্‌লেন,—শেষে আমার উপর নজর পোড়্‌লো, পোড়্‌তেই যেন আমাকে কিছু বল্‌বার উপক্রম কোচ্চেন,—এমন সময় আমি ভূমিষ্ঠ হোয়ে নতমস্তকে প্রণিপাৎ পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম।

তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"কে উ গা তুমি ?"—আমি উত্তর কোল্লেম, শ্রীমতি,—পথিক, অনাহার, নিরাশ্রয় ! ! !

এই কথা শুনে তিনি গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বিড়্‌ বিড়্‌ কোরে কি বোল্লেন,—স্পষ্ট শুনতে পেলেম না,—উরির মধ্যে দু একটা যা শুন্‌তে পেলেম, তা এই কথা।

"প—তি—ক !—ছী—মতি ?—এত রাইৎকে পতিক !—হুঁ !—তবে কোথাথ্যে আইছ্যো, যাইছ্যো বা কথাকে ?—আর এমতি দুর্য্যোগ রাইৎকে এ বন দিয়া ?—কারণটা কি ?—ব্যেশটাও তো দেখ্‌ছি ছদ্ম !—তা তুমি——————"

এই কটী কথার পর তিনি ব্যস্ত সমস্ত হোয়ে দাঁড়িয়ে, গম্ভীর স্বরে আমারে বোস্‌তে বোলেই ভাঁরঘড়ার দিকে সট্ কোরে চোলে গেলেন।

এই সব দেখে আমার ভয় হলো,—ভারি ভয় হলো!—ভাব্‌লেম, ইনি আমাকে বোস্‌তে বোলে ক্ষিপ্তের ন্যায় চোঁ কোরে চোলে গেলেন কেন?—এরই বা কারণ কি?—তবে কি এ ক্ষিপ্ত?—উন্মাদ?—না ভণ্ড তপস্বী!—না এটা জঙ্গলে পাহাড়ে ভূত!—ভূতই হবে!—নিশ্চয়ই ভূত! তা নৈলে এত রাত্রে এ ভয়ানক নিবিড়ারণ্যে আস্‌বে কেন।—বিচরণই বা কোর্‌বে কেন!—উঃ! কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি!—পিশাচ!—পিশাচসিদ্ধ!—নিশিভোর রাত্রে,—ঘোরবন, কালীতলা, হাতে নৈবিদ্য, কাঁধে খাঁড়া, পায়ে গোদ, বোধ হয় এই খানেই আমার জন্মের শোধ!!!

এই সমস্ত চিন্তা কোচ্চি,—এক বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আবার একি বিপদ!—ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হোলেম!—দাঁতে দাঁতে ঠেক্‌চে, হাত পা থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌চে,—ক্ষুধা তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে,—গলা শুষ্ক, কাঠ!—কি করি,—পালাবো নাকি?—এই সব চিন্তা কোচ্চি, এমন সময় সেই জটাধারী একগাছি জবাফুলের মালিকা প্রায় পাঁচহাত লম্বা, সেই বিকটমূর্ত্তি শ্মশানবাসিনী যোগমায়ার গ্রীবাদেশে ঝুলিয়ে দিয়ে, নৈবিদ্য ও খাঁড়াখানি নিয়ে আমাকে বোল্লে,—"তবে আইস?"—তখন কি করি,—কাজেই সাহসে ভর বুকে কাস্তে কোরে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগ্‌লেম।

পথে যাচ্চি,—জ্যোৎস্না মিট্ মিট্ কোচ্চে, দুইজনে চোলেছি।—সেই ভয়ানক বন!—কিন্তু এখন আর ততোধিক ভয়ানক নয়,—নিঃশব্দে চোলেছি। এমন সময় জটাধারী বনবাসী আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হেঁ্য বাপ্‌পা এত রাইত্রে কথাকে যাইছিল্যে,—আর কোথাথ্যে বা আইছো?—আর

এমনি ঘোর গভীরা যামিনীতে এই সিংহ শার্দ্দুল পরিবৃতা ভয়ানক নীহার বিজনে একাকীই বা কোনে হেঁ্য বাপ্‌পা ?"

আমি তার কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে, জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "গোঁসাই ?—আপনি জানেন, কৃষ্ণগণেশ জুয়াচোরের বাড়ী এখানথেকে কত দূর ?"

এই কথা শুনেই জটাধারী চোম্‌কে উঠে, আমার মুখপানে চেয়ে মৃদুস্বরে বোল্লে,—"কি বোল্লু ?—কিষ্ণগণ্যেশ ?—সেতো ডাকাইৎ !—দাগাবাজ !—তায় ক্যানে ?—তোমার তাদের খপরে আবিশ্যক কি হ্যে বাপ্‌পা ?"

আমি বোল্লেম, "প্রয়োজন আছে,—বিশেষ প্রয়োজন আছে। পরশু সন্ধ্যার পর, সেই কৃষ্ণগণেশ ও আর একজন তার সঙ্গী—নাম (রাঘব) তারা দুজনে আমাকে দম্‌সম্‌ দিয়ে এক পাষণ্ডের ঘরথেকে ধোরে এনে ছিল,—আমি কোনো পাকে-চক্রে তাদের গ্রাসথেকে পালিয়ে এসেছি।—তার পর—"

জটাধারী আমার কথায় বাধা দিয়ে বোল্লেন, "তবে তুমিতো রাইৎকে ভারি-ই কষ্টটা পাইছ্যো ?—তা প্যাইছ্যো প্যাইছ্যো,—কিন্তু যে বুদ্ধি কইর্যো তাদের গ্রাস হোতে পাইল্যো আইছ্যো, এই সোইভাগ্য, পরম সোইভাগ্য !—তা তাদের আড্‌ডা এখান থেকে প্রায় ৮।৯ ক্রোশ দূরে।"—এই বোলে তিনি আমার মুখপানে ঈষৎ কটাক্ষ ও মুখ ভঙ্গিমা কোরে অন্যদিকে মুখ ফিরালেন। তখন তার সেই কটাক্ষ দৃষ্টিতে যেন মূর্ত্তিমান চাতুরী খেল্‌তে লাগলো।

আমিও মৌখিক নম্রভাবে বোল্লেম,—"আপনার নিকট যে আশ্রয় পেলেম, এটীও আমার পরম সৌভাগ্য।"—কিন্তু মনে মনে, তার উপর আমার সন্দেহ হলো !—সন্দিগ্ধ মনে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয় ?—একটা কথা আপনকার নিকট জান্‌তে আমার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মাচ্ছে।"

জটাধারী গম্ভীরভাবে কট্‌মট্ চাউনিতে তীব্রদৃষ্টি কোরে বোল্লে, "আচ্ছা,—সে এখনকার কথা কি হ্যে বাপ্‌পা!—আগে চলো, বাসাকে চলো, —ক্লান্ত আছ একটুকু বিশ্রাম কইর‍্যে,—তার পর তোমার মনকে যা ইচ্ছা তাই জিজ্ঞাসা কোরো!"

ভণ্ড ছদ্মপাতনের এবম্প্রকার কপট স্নেহগর্ভ বাক্যে আমার ক্রমশঃ ভয়ের সঙ্গে ভাব্‌না বৃদ্ধি হতে লাগ্‌লো।—মনে কোল্লেম, লোকটা আমার সঙ্গে ছলনা কোচ্ছে।—এই প্রকার নানা কারণে ক্রমে সন্দেহ বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো,—এবং চার পাঁচটী চিন্তা ও একত্রিভূত হোয়ে শারীরিক অতিশয় নিস্তেজ ও হতাশচিত্ত হোয়ে পোড়্‌লেম।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বনবাসী জটাধারীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ও ভাব্‌না, চিন্তায় প্রায় আধক্রোশ পথ ছাড়িয়ে এলেম। আকাশে মেটেমেটে জ্যোৎস্না ছিল, তাহাতেই অনতিদূরে একখানি ভগ্ন কুটীর দৃষ্ট হলো।—জটাধারী দ্রুতপদসঞ্চারে সেই কুটীরের আগোড় বিমুক্ত কোরে প্রবেশ কোল্লেন, আমি সেই কুটীরের বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। এক্ষণে পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাক্‌তে পারে, আমি ইতিপূর্ব্বেই ঝড় বৃষ্টির সময় যে কুটীর খানির কথা উল্লেখ করেছিলাম, এ সেই কুটীর!!!

খানিক পরে আশ্রমবাসী কুটীর হোতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমাকে সঙ্গে কোরে ভিতরে লয়ে গেলেন, এবং একখানি কাষ্ঠাসন্দিতে আমার বিশ্রাম স্থান নির্দ্দিষ্ট কোরে বোল্লেন, "তুমি এই খান্‌কে বৈস, মুই অতি ত্বরায় আস্‌তেছি," বোলেই তিনি চোলে গেলেন।

এই অবকাশে আমি ঘরটীর শোভা দেখে নিলেম। ঘরটী অতি ক্ষুদ্র। সাম্‌নেই একটী প্রশস্ত চাতাল। চাতালের মাঝ্‌খানেই যাতায়াতের পথ। পথ টুকি আচ্ছাদনের জন্যে একখানি তাল্‌চটার আগোড় বন্দোবস্ত। ঘরখানি

দেখ্‌তেও দিব্বি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। একপার্শ্বে কতকগুলি ফলমূল ও একটী জলপূর্ণ ঘট। সেইখানে একটী বর্ত্ত্যাধার অনুজ্জ্বলরূপে প্রজ্জ্বলিত ছিল। পরে পিছন ফিরে নজর কোরে দেখি দুখানা বড় বড় খাঁড়া ঝুল্‌ছে। তার মধ্যে একখানিতে টাট্‌কা রক্ত মাখা, বাতাসে শুকিয়ে সব চাপ-বেঁধে গেছে,—এবং দু এক ফোঁটা ভূমিতেও পতিত হোয়েছে!—তাই দেখে আমার আরো দ্বিগুণ ভয় হলো,—মনে কোল্লেম, এ মানুষের রক্ত!—নৈলে এত চাপ কেন?—এত গাঢ় কেন?—এই সমস্ত দেখ্‌ছি ও আপনার মনে সাত পাঁচ তোলাপাড়া কোচ্চি,—এমন সময় সেই জটাধারী আপনার স্বাভাবিক গম্ভীর ও কর্কশ স্বরে যেন কাকেও ডাক্‌লে, "সিদ্ধজটা?"—সেই স্বর শুনে একটী যুবাপুরুষ তাড়াহুড়ি সেই চাতালের পাশে এলো।—দুজনে চুপি চুপি কি বলাবলি কোল্লে,—শুন্‌তে পেলুম না।—ভাবলেম্ এরা যা বলাবলি কোচ্চে, তা হয়ত আমারই কথা,—নতুবা এত চুপি চুপি কাণে কাণেই বা বোল্‌বে কেন?—যাই হোক্ মনে বড় ভয় হলো!—বিশেষ তার বিকট চেহারা দেখ্‌লেই বাস্তবিক সকলের মনেই ভয় হয়!—যেন অপরূপ কালান্তক নরপিশাচ!!!

এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে স্থির কোল্লেম,—দূর হোগ্‌গে, কি হোতে কি হবে,—এখানে এসেও তো সুস্থির হোতে পাল্লেম না।—তবে এখান হোতে এই দণ্ডেই সোরে পড়াই উচিত।—এইটী ভাবচি,—এমন সময় একটী বাধা পোড়্‌লো,—যা ভাবছিলাম, তাই-ই ঘোট্‌লো!

৯ম—সংখ্যা Printed by Babooram Sircar, at the Roy Press. No 11 College Square.

দ্বাদশ কাণ্ড।

কুচক্র প্রকাশ!—সাক্ষাৎ শত্রু!!—অন্ধকূপ!!!

জটাধারী বাহিরে চোলে গেলে পর, সেই যুবা পুরুষটী ঘরে এলো। এসে আমাকে কতকগুলি ফলমূল, মিষ্টান্ন খাদ্যসামগ্রী এনে দিলেন। তখন আমিও পরিতোষরূপে সেই গুলি প্রত্যবসান করত কিঞ্চিৎ সুস্থানুবোধ কোল্লেম, অবশেষে এক অলাবুপাত্র পরিমিত জলপান কোরে তৃপ্ত হোলেম। আহারান্তে তিনি আর আমি দুজনে সেই ঘরে বোসে অনেক রকম কথাবার্ত্তা হোতে লাগ্‌লো,—পরিচয়ে জান্‌লেম, তার নাম সিদ্ধজটা।—যে স্বরে সিদ্ধজটা আমার সঙ্গে কথা কইতে লাগ্‌লো,—তাতে বোধ হলো,—যেন মানুষটী চেনো চেনো,—বিশেষ স্বরেও হলো,—ও পূর্ব্বে কতক চেহারাতেও ঠাওর পেয়েছিলেম।—তাতেই আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেম।

হঠাৎ সিদ্ধজটা আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "মহাশয়! আপনকার নাম কি?—আর আপনি এতরাত্রে একাকী এ ভয়ানক নিবিড় বনে কেন এসেছিলেন?—আপনি কি জটাধারীকে জ্ঞাত নন্?—তা জটাধারীকে—"

আমি কি বোলবো,—অবশেষে ভেবে চিন্তে বল্লুম, "পথিক—নিরাশ্রয়!" এই বোলেই চুপ্ কোল্লেম। কিন্তু সিদ্ধজটা আমার ছদ্মবেশ ও মুখের গোপনভাব দেখে বুঝ্‌লে আমি কি ভাবের লোক!—ও কেন অন্যমনস্ক। তাই দেখে সিদ্ধজটা পুনর্ব্বার আমার মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি ভাব্‌ছো?"—আমি বোল্লেম, না!

"তবে আমার কথার উত্তর দিচ্চনা কেন?"——

তখন আমি আর মনের ভাব গোপন রাখ্‌তে পাল্লেম না। বিষন্ন মনে

বোল্লেম, দেখ?—"তোমাদের এখান থেকে রাঘব ও কৃষ্ণগণেশ জুয়াচোরের বাড়ী কত দূর?"—

সিদ্ধজটা চুপি চুপি বোল্লে,—"কেন?—কেন?—হোয়েছে কি?—কাণ্ডখানা কি?"——

আমি বোল্লেম,—"হুঁ!—প্রয়োজন আছে,—বিশেষ প্রয়োজন আছে।—তারা আমাকে ছলনাক্রমে চোরের ধনে বাট্‌পাড়ী কোরে আমায় বাড়ীথেকে ভুলিয়ে এনেছিল। তার পর কোনো রকম পাক চক্রে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি।—কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পথে বেরিয়ে ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাত, মেঘগর্জ্জন, শিলাবৃষ্টি, ক্ষণপ্রভা হোতে লাগ্‌লো, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় অদূরে ঐ শ্মশানালয়বাসিনী ভৈরবী যোগমায়ার মন্দিরায় আশ্রয় পেয়েছিলেম। সেইখানে এই ছদ্মপাতন জটাধারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ!—তাতেই এর সঙ্গে সঙ্গে এলেম, কতক আশ্রয় পেলেম—কতক কৃতকার্য্য হোলেম!—কিন্তু এখন এই ভয় হোচ্চে,—যদি পাছে তারা কোনো মতে টের পায়,—তা হোলে এবার আর বাঁচ্‌বোনা,—নিশ্চয়ই মৃত্যু!—থেকে থেকে আমার কেবল সেই কথাটাই মনে পোড়্‌চে!—তাতেই বোধ হয় তুমি আমাকে অন্যমনস্ক দেখে থাক্‌বে।

এই কথা সবে মাত্র বোলেছি!—এমন সময় দেখি,—হুড়্‌মুড়্‌ ঝঁনাৎ কোরে আগড় নিক্ষেপণপূর্ব্বক সেই জটাধারী পরুষস্বরে তর্জ্জন কোর্ত্তে কোর্ত্তে একখানা খাঁড়া হাতে রক্তাক্ত দেহে সম্মুখে উপস্থিত!—একেই তো তার চেহারা বিদ্‌কুটে ও ভয়ঙ্কর!—তাতে রেগে আরও অধিক বিকটাকার হোয়েছে!—দেখেই তো ভয়ে আম্‌রা দুজনেই চোম্‌কে উঠ্‌লেম!—সে এসেই সিদ্ধজটাকে ধোরে দুই চক্ষু পাকল রক্তবর্ণ কোরে, "পাজী!—দুষ্ট!—নচ্ছার!—কি বোল্‌ছিস্?"—এই কথা বোলে গালাগালি দিয়ে ঠাস্ কোরে এক চড় মাল্লে! শেষে আমার হাতদুটী জোর কোরে বেঁধে, বগল থেকে তলোয়ার

খানি কেড়ে নিয়ে,—মুখে একখান কাপড় জোড়িয়ে টেনে হিঁচ্ড়ে নিয়ে চোল্লো!—কোথায় যে নিয়ে চোল্লো, তার কিছুমাত্র নির্ণয় কোর্ত্তে পাচ্চিনা!—ভয়ে আড়ষ্ট হোয়ে নাচারে পোড়ে কাঁদ্দে কাঁদ্দে তার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম! পাপীষ্ঠ আরো বা কি করে,—সেই আশঙ্কাতেই প্রাণ উড়ে গেলো!—বোধ হয় আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের ঐ সব কথা শুনেছিল!

খানিকদূর গিয়ে জটাধারী ভণ্ডতপস্বী আমার হাত খুব শক্তকোরে ধোল্লে, তখন আমার প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল!—মনে কোল্লেম,—এইবারে বুঝি কাট্‌বে,—বিষম বিভ্রাট্ উপস্থিত!—কি করি!—কাট্‌লেও কাট্‌তে পারে,—রাখ্‌লে ও রাখ্‌তে পারে!—নিরুপায়!

ছদ্মতাপস আমার হাত ধোরে নিয়ে যেতে যেতে শাসিয়ে বোল্লে, "কামন!—আমাদের ফাঁকী দাউ!—বড় মাম্‌দোগোলামের নাক কেটে পালিয়ে ছিলু,—না!—এবার যদি পালাতে পারুস্, তা হোলে তোরে সাবাসি আছে! মেয়ে মানুষের এত বুদ্ধির দৌড়!—এত বুকের পাটা!—এবার যদি পালাতে পারুস্, তা হোলে জান্‌বো তুই খুব সুচতুর!"

তখন তার কথায় আমি আর কোনো উচ্চবাচ্য কোল্লেম না। নিস্তব্ধ হোয়ে থাক্‌লেম!—মানুষটা কে,—তাও উত্তমরূপ ঠাওর কোর্ত্তে পাল্লেম না!—আর এ ব্যক্তিই বা এ সব কথা জান্‌তে পাল্লে কেমন কোরে!—তবে বোধ হয়, এ ব্যক্তিও ঐ দলের একজন, গুপ্তবেশে এই খানেই বাস করে!—এই সব চিন্তা কোচ্চি, এমন সময় জটাধারী আমায় বোল্লে "ভাব্‌চুস্ কি? তোর অদৃষ্টে যে কি আছে,—তা রাং পায়ালে তখন টের পাবি!—তোদের দুজনার জন্যেই আমার এই কষ্টটা হইছ্যে!—এই গুপ্তব্যেশ!—সে বারে পাইলো—মনে করিস্‌ন্যো যে তুই বেঁচে গ্যেলু!—তুই যখন মোদেরকে খানেখারাব্ নাস্তানাবুদ্ কোরোছুস্,—তখন-ই জান্‌ছি,—যে এবার তুই ধরা

পোড়্‌লেই প্রাণ গ্যেছে!—তা আজ সে আশা সফল হইছো!—যমের সঙ্গে চাতুরী!—শালী!—ছিনাইল্‌!—এখন তোর ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ কর?”

এইরূপ ভৎসনা কোত্তে কোত্তে ছদ্মপাতন তাপসবেশধারী আমার হাত ধোরে নিয়ে যাচ্ছে,—এমন সময় পায়ের আট্‌কালে বোধ হলো,—যেন একটা পাথরের মেঝের সাঁন্‌। থেকে থেকে পৈটে।—বোধ হলো সেটা রোয়াক্‌!—এই আট্‌কাল কোচ্ছি,—এমন সময় হুড়্‌মুড়্‌ কোরে কিসের এক্‌টা শব্দ হলো!—বোধ হলো যেন কড়াৎ কোরে চাবী খুল্লে।—আমি কলুর বলদের মতন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় জটাধারী আমায় ধাক্কা মেরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বোল্লে,—থাক! “এখন এই খানেই থাক!—পৃথিবীতে এমন কেহই নাই,—যে তোকে এখান থেকে উদ্ধার কোরে নিয়ে যায়!—এটী নিশ্চয় জান্‌্যেস্‌!—এই কথা বোলে শিক্‌লি বন্ধ কোরে দরজায় চাবী দিয়ে চোলে গেলো। আমি জীবনে হতাশ হোয়ে একাকী সেই অন্ধকূপে থাক্‌লেম! কিন্তু মুখের কাপড় খুলে তখন হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচি!

রাত্রি অন্ধকার,—ঘরটিও অত্যন্ত অন্ধকার!—অত্যন্ত দৃঢ়, ও তেমনি ছোট।—কোনো দিকে একটীও গবাক্ষ নাই। কেবল আলো আস্‌বার জন্যে ছাতের দুই এক জায়গায় ঝাজ্‌রির মতন ছোটো ছোটো ফোঁকর আছে। তখন সেই ফোঁকর দিয়ে চেয়ে দেখি,—আকাশ ঘোর অন্ধকার,—ভয়ানক অন্ধকার!—তারাগুলি অমাবস্যার উপবাস কোরে সমস্ত নিশিপালন কোরে ছিলেন, এখন দুটী একটী পারণ কর্‌বার মানসে খোসে খোসে পোড়্‌ছেন। প্রায় রাত্রি অবসান।—সুখ তারা দেখা দিচ্ছে,—এদিকে দুঃখেরও অবসান!

সেই ভয়ঙ্কর গহ্বরে প্রায় আধ ঘণ্টা অতিবাহিত হলো।—শয়ন কর্‌বার যো নাই, দেয়ালে পা ঠেকে,। সুতরাং একবার বোসে একবার দাঁড়িয়ে কত রকমই চিন্তা কোচ্ছি, কি হোতে আবার একি হলো!—এক বিপদ হোতে মুক্ত

হোয়ে আবার একি বিপদ!—আমি হোলেম কুলকামিনী,—এ হলে বনবাসী তপস্বী,—এর সঙ্গে আমার কোনোকালেই আলাপ পরিচয় নাই,—তবে এ আমার শক্রতা করে কেন?—এই ভাব্চি, ও এদিক্ ওদিক্ পায়েচারি কোচ্চি, দৈবাৎ আমার পায়ে একটা কাঠের মতন্ কি ঠেক্লো!—ভাব্লেম্, এ আবার কি?—কিছু সন্দেহ হলো!—অন্ধকারে মেঝেতে হাত বুলিয়ে দেখি, সেটী একটী ক্ষুদ্র কবটী!—ঘরের মেঝেয় কপাট কেন?—তবে অবশ্যই এর ভিতর কোনো কারণ আছে!—হয়ত সুড়ঙ্গ হবে!—ঈশ্বরেচ্ছায় যদি তাই-ই হয়, তবে আমি এই পথ দিয়েই পালাতে পার্বো,—এই ভেবে হাঁৎড়ে হাঁৎড়ে তার হুড়্কো খোলবার চেষ্টা কোল্লেম।—কিন্তু সহজে পাল্লেম না।—শেষে অনেক কষ্টে, অনেক নাড়্তে চাড়্তে কপাট্টা খুলে গেলো। ভিতরে পা দিয়ে দেখি যথার্থই সুড়ঙ্গ!—যা হোক, তবুও কিঞ্চিৎ আশ্বাস পেলেম। কিন্তু এ অন্ধকারে যাই কেমন কোরে,—এই ভাব্না ভাব্তে ভাব্তে রাত্রি প্রভাত হলো। ক্রমে ঘরের ভিতর অল্প অল্প কোরে আলোও আস্তে লাগ্লো।

ত্রয়োদশ কাণ্ড।

গৃহগুহা ভেদ!!—ভয়ঙ্কর অট্টালিকা!!!

"অটলেন মহারণ্যে সুপন্থা যায়তেঃ শনৈঃ।
শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা, পর্ব্বত লঙ্ঘনং শনৈঃ॥"

ইতি কবিতারত্নাকর।

তখন আমি অল্পে অল্পে সেই গহ্বরে পা বাড়িয়ে দিলেম। হঠাৎ একটা ইঁপঠের মতন ঠেক্লো!—আস্তে আস্তে নাব্লেম।—কিন্তু এখনও অন্ধকার

যায় নাই।—হাঁৎড়ে হাঁৎড়ে নাব্‌তে লাগ্‌লেম। সিঁড়ি গুলো ঘুরোনো সিঁড়ি। মাপে দুইজন মানুষ সহজে যাতায়াত কোত্তে পারে। দু ধারেই ঘুল্‌ঘুলি আছে। সেইখান দিয়ে অল্প অল্প আলো আসে। আশ্চর্য্য হোলেম! মাটীর গহ্বর!—তার ভিতর আলো কেন?—অধিক আশ্চর্য্য হোলেম!—তবে কি এটা মায়াবীগৃহ?—না! নাগবংশীয় পাতালপুরী!—না ডাকাতদের গুপ্ত বসবাসের আড্‌ডা!—যাই হোক্,—যখন নামা গেছে, তখন দেখাই যাক্,—আর যাবারও তো কোনো উপায় নাই!—তখন শনৈঃ শনৈঃ পাদসঞ্চারে ক্রমশঃ নাম্‌তে লাগ্‌লেম। খানিক্ পরে একটী দরজা দেখা গেলো। দরজাটী আন্দাজে বোধ হলো লৌহনির্ম্মিত ও অতি ক্ষুদ্র। আন্দাজ দীর্ঘ প্রস্থে তিন হাত। তখন অতি সাবধানে সেই দ্বার দিয়ে বহির্গত হোয়ে, অপূর্ব্ব এক অট্টালিকায় উপস্থিত হোলেম!

অট্টালিকার প্রথম শোভা,—ভোঁ—ভাঁ!—দ্বিতীয় শোভা,—যেন খাঁ—খাঁ কোচ্চে!—তৃতীয় শোভা,—চকবন্দী করা লোহার ঘর!—চতুর্থ শোভা,—প্রত্যেক দ্বারে শৃঙ্খলাবদ্ধ!—পঞ্চম শোভা,—বায়ুগতির শোঁ—শোঁ বোঁ—বোঁ শব্দ!—ষষ্ঠ শোভা,—মশানভুমির বিকট পচা দুর্গন্ধ অনুভূত!—সপ্তম শোভা,—জনসঞ্চারশূন্য বৃহৎ অট্টালিকা যেন বাত্যাতরঙ্গ-তাড়িত আরোহীশূন্য তরণীর ন্যায় বিভীষণাকার!—অষ্টম শোভা,—রৌদ্রের লেশমাত্রও নাই!—বাড়ী যেন হাঁ—হাঁ কোরে গিল্‌তে আস্‌ছে!—তাতে আবার চতুর্দ্দিকে বায়ুর প্রতিঘাত ধ্বনি!—শব্দ বিনাও শব্দ আশঙ্কা!—আমার অষ্টাঙ্গ অবশ,—অবশাঙ্গ প্রতিক্ষণেই সকম্পিত,—হৃদয়ে চিন্তা তরঙ্গ দোদুল্যমানা!—নবম শোভা,—একটী অস্ফুট্ গোঁঙানি আর্ত্তনাদ!—দশম শোভা,—আমার থরহরি কম্প!!!

এখন আমি বন্দী!—বিনা দোষে বন্দী! তখন কোথা হোতে সেই

বিকট বিপদসঙ্কুল ভয়াবহ আর্ত্তনাদ প্রতিধ্বনিত হোচ্ছে,—জান্তে অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মালো।—কিন্তু জানে কার সাধ্য!—ভয়ানক অট্টালিকা! যদিও ইন্দ্রভবন তথাচ সাক্ষাৎ যমালয়!—পিশাচালয়!—চোলে গেলে পর গম্ গম্ শব্দ হয়; ও একটী লোক বাঙ্নিষ্পত্তি কোল্লে,—কাঁসরের ন্যায় প্রতিঘাৎ হয়!

আমি একাকিনী বন্দীদশায় সেই ভীষণ জনশূন্য স্থানে দাঁড়িয়ে! কি কোচ্চি,—কি কোর্‌বো,—কিছুই নিরাকরণ নাই!—থ হোয়ে দাঁড়িয়েই আছি!—অপরূপ কাঠের পুঁতুল!—এমন সময় আবার সেই গোঁঙানি আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হলো!—আবার নিস্তব্ধ!—কোনো সাড়া শব্দ নাই!—গা কেঁপে উঠ্‌লো,—ভয়ের উপর ভয়! আবার গা কেঁপে উঠ্‌লো! ভাব্‌লেম, এই অট্টালিকার প্রকোষ্ঠে কি কোনো রোগী আছে?—তারি-ই কি এই করুণ স্বর?—আবার ভাব্‌লেম, তাই-ই বা কেমন কোরে সম্ভব হয়! এতক্ষণ রইছি, কই তো কোনো রকম উচ্চবাচ্য পাচ্চি না,—রোগী হোলে বার বার চীৎকার কোর্ত্তো,—আর কণ্ঠস্বর ও কিঞ্চিৎ যাতনানুযায়িক বোধ হোতো!—না!—এ ভাল কথা নয়!—এ রোগী নয়!—এর ভিতর কিছু ভয়ানক কাণ্ড গুপ্ত আছেই আছে!—ভয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হলো!—কিন্তু সে ভয়ে সাহস নিস্তেজ প্রকাশ পেলে না,—বরং একটু সতেজ সাহসের লক্ষণ প্রতিভাত হলো!—শরীরে ঘর্ম্ম নাই,—চক্ষে অশ্রু নাই,—ক্ষণেক স্থির,—ক্ষণেক চঞ্চল,—ক্ষণেক বা উদাসীন ভাবে বিস্ফারিত!

তখন আর অপেক্ষা না করত সেই শব্দাভিমুখগামী হোলেম। বাড়ী খানি দোতলা। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরে ঘেরাও করা। এবং চারধারেই শ্রেণীবদ্ধ ঝাউগাছ। এদিকে লম্বা চওরায়ও খুব পরিসর!—পাঠক মহাশয়? যদি কখন কোনো জনসঞ্চারশূন্য-সমূলস্ত-নির্ব্বংশময় পুরী আপনকার

দৃষ্টিগোচর হোয়ে থাকে,—তবে এ অট্টালিকারও [illegible] সেই প্রকার অনুভূত ! বাহুল্য বলা অনাবশ্যক।

চতুর্দ্দশ কাণ্ড।

আশ্চর্য্য হত্যা !—তুমি কেন এখানে ?—গুপ্ত পত্র।

ক্রমে সেই শব্দানুসরণ পুরঃসর শৈবাল-পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর কারাবিজনের দ্বারে উপস্থিত হোলেম। একটী গবাক্ষ অনাবৃত ছিল। তখন সেই খান দিয়ে উঁকি মেরে দেখি,—দুটী মানব দেহ !—একটী বন্ধনদশা গ্রস্থ ! ও অপরটী রক্তমাখা,—চৈতন্যশূন্য,—স্পন্দহীন মানবদেহ ! ! !

পাঠক ! এই বিজন-কারানিবাসের অন্ধকূপে, এ দুটী কার দেহ ?—কে এনেছে ?—কেন এনেছে ?—খুন্ !—ক্রমে পরিজ্ঞাত হবেন।—একটী সংজ্ঞাহীন,—ও অপরটীর সর্ব্বশরীর বস্ত্রাবৃতা,—মস্তকে কলাখোঁপা বাঁধা চুল, কেবল মুখটী জাগ্‌ছে,—কিন্তু ললাটোন্নতাক্ষ ধরণী পতিতা আছে !

যে কাণ্ড দেখলেম,—তা শুন্‌লেই শরীরের রক্ত জল হয় !—গা শিউরে উঠে !—তখন ধীরে ধীরে সেই গৃহের দরজা ঠেলে দেখ্‌লেম, দরজা বন্ধ,—ভিতর দিকে বন্ধ !—জানালা ঠেল্‌লেম একটা বাজু খুলে গেলো। তখন অতি কষ্টশ্রেষ্টে তার ভিতরে গোলে গিয়ে, পাশ কাটিয়ে ঘরের একপাশে দাঁড়ালেম।

দেখলেম,—যে ব্যক্তি বন্ধনদশায় পতিত রয়েছে, সেটি পুরুষ !—অপর কেউ নয়,—সিদ্ধজটা ! আশ্চর্য্য হোলেম !—একি !—সিদ্ধজটা এখানে কেন ?—বন্ধন দশায় কেন ?—কে আন্‌লে,—কে বাঁধ্‌লে,—কেনই বা বাঁধ্‌লে ?—কিছুই অনুভব কোর্ত্তে পাল্লেম না। বস্তুতঃ তখন আপনার

১ম—সংখ্যা।—Printed by Baboorам Sircar, at the Roy Press, No 11 College Square

সেই ভয়ানক বিপদসঙ্কুল হোতে পরিত্রাণের চেষ্টা ঘুরে গেলো!—তাড়াতাড়ি তার বন্ধন মোচন কোল্লেম।—তার পর সেই রক্তাক্ত দেহের বস্ত্রাবরণ বিমুক্ত কোরে দেখি,—সে একটী স্ত্রীলোক!—অপর কেউ নয়!—পাঠক! অপর কেউ নয়!—এ সেই আপনকার পরিচিতা—(কৃষ্ণগণেশ) অথবা ছদ্ম-বেশধারী বিনোদের স্ত্রী।—নাম মুক্তকেশী!

তখন যেন আমাকে ভেবাচথা লেগে গেলো!—আশ্চর্য্য হোলেম! ভয়ের সঙ্গে ভয়ানক আশ্চর্য্য হোলেম!—থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়, সিদ্ধজটা পাশ্‌মোড়া দিয়ে "উঃ!—মা!—কি অপরাধ!—কি কষ্ট!—ভয়ানক যন্ত্রণা!—এই কয়েকটী অর্দ্ধোক্তির পরে আমার দিকে চেয়ে হাঁউ মাঁউ কোরে চেঁচিয়ে বোল্লে,—কে তুমি?—ওগো, এখানে কে তুমি?————"

আমি বোল্লেম, "ভয় নাই, ভয় নাই,—আমি। কাল রাত্রে যার সঙ্গে কথা কয়েছিলে, সেই আমি,—বেঁচে আছি, কোনো ভয় নাই। এই বোলে সিদ্ধজটার হাত ধোরে টেনে তুল্লেম,—তখন উঠে বোস্‌লো।—জিজ্ঞাসা কোল্লেন, একি?—মুক্তকেশী খুন্ কেন?—কে খুন্ কোল্লে?—আর তুমিই বা এখানে বন্ধনদশায় এ অবস্থায় কেন?"—এত ভারি মজার কথা!!!

সিদ্ধজটা আমার সে কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে, গোঁঙিয়ে গোঁঙিয়ে সচকিতে বোল্লে, "কই?—কোথা?—তখন কাপড় ঢাকা খুলে দেখিয়ে দিলেম, 'রক্তে ঢেউ খেল্‌ছে!'—দেখেই তো সিদ্ধজটা আঁৎকে মাঁৎকে দাড়িয়ে উঠ্‌লো! ভয়ে আমাকে জোড়িয়ে ধোল্লে! আমি বোল্লেম, ভয় নাই, ধৈর্য্য হও, ব্যস্ত হোয়োনা, আগে এখানে থেকে পালাই চলো, তার পর অদৃষ্টে যা হবার তাই হবে এখন।"

তখন আমার সেই সারনীতিগর্ভবাক্যে সিদ্ধজটার মুমূর্ষুদশা ত্যাগ হলো,—বোধ হয় তখন আমার কথায় কিঞ্চিৎ সাহস প্রকাশ পেয়ে বোল্লে,

"তবে তাই চলো, আমি এখানকার সমস্ত পথ ঘাট চিনি। আর এখানে বিলম্ব করা বিধি নয়!" এই বোল্‌তে বোল্‌তে দুজনে সেই পূর্ব্বোক্ত বাতায়নদ্বারের ফাঁক দিয়েগোলে বেরিয়ে, সেই ঝাউতলার উঠনে এসে পোড়্‌লেম। সিদ্ধজটা দ্রুতপদে আগে আগে চোল্লো, আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেম।—কিন্তু কোন্‌দিক্ দিয়ে যে কোথায় নিয়ে চোল্লো, তার কিছুমাত্র নির্ণয় কোর্ত্তে পাল্লেম না। অবশেষ এক অন্ধকার সুঁড়ি জুলিপথে এসে পোড়্‌লেম। সেখানে ভয়ানক অন্ধকার,—কিছুই নজর হলো না।—যা কেবল হাঁৎড়ে হাঁৎড়ে আট্‌কালে পা টিপে টিপে যেতে লাগ্‌লেম।—এক খণ্ড কাগজের মতন কি ঠেক্‌লো।—পায়ে কোরে তুলে নিলেম। দেখি,—যথার্থ কাগজ, একখান পত্র।—জোড়িয়ে মোড়ক্ কোরে জামার বগ্‌লিতে রাখ্‌লেম। এমন সময়, হঠাৎ মধ্যাহ্নকালের মার্ত্তণ্ডতেজসম্ভূত একটী আলোপথ দেখা দিলে। তাড়াতাড়ি দুজনে সেইখানে গিয়ে দেখি, সে একটা খিড়্‌কী পথ। দুজন মানুষ নির্ব্বিঘ্নে গতায়াত কোর্ত্তে পারে। তখন আমরা একে একে সেই পথ দিয়ে বহির্গত হোয়ে এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দেখ্‌লেম, কেহই নাই।—তখন এক প্রকার পুনর্জ্জন্ম ও যমালয় হোতে নিষ্কৃতি লাভান্তর জীবনাশায় আশ্বস্ত হোয়ে, বরাবর সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে দুজনেই গঙ্গাতীরে উপনীত।

পঞ্চদশ কাণ্ড।

সেই ঘরের ঢেঁকী কুমীর!!—প্রবল চিন্তা!!!

"দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণং।
সুতপ্তমপি পানীয়ং শময়ত্যেব পাবকং॥"

ক্রমে আমরা দুজনে সেই তটিনীর তীরবর্ত্তী হোয়ে যেতে লাগ্‌লেম বটে,—কিন্তু যাই কোথা,—যাচ্চিই বা কোথা!—কার সঙ্গে?—একে?—"সিদ্ধজটা"—লোক্‌টা কে?—চিনেও চিনিনা।—কিন্তু রীতি চরিত্র ও সদ্ভাবে বোধ হোচ্চে লোক্‌টা অমায়িক, পরহিতৈষী।—তা পরিচয় কে জানে,—যার পরিচয় সেই জানে! কিন্তু একে দেখে পর্য্যন্ত চেনো চেনো বোধ হোচ্চে,—ও মন সদাই অপত্য-মায়াবশে লীন হোচ্চে। কিন্তু ভাল ঠাওর হোচ্চে না।—যা হোক্, একবার জিজ্ঞাসা করা যাগ্,—দেখি কি বলে,—"আচ্ছা সিদ্ধজটা?—তোমার কি যথার্থ নাম সিদ্ধজটা?"

সিদ্ধজটা বোল্লে, "না,—পূর্ব্বে আমার অন্য নাম ছিল বটে,—কিন্তু জটাধারী আমায় 'সিদ্ধজটা' বোলে আহ্বান কোর্ত্তো।"

"তা জটাধারীর সঙ্গে তোমার কি রকম সম্বন্ধ?"

"কিছুই না,—কি সম্বন্ধ তা আমি জানিনা,—আমি কে,—আমার কে, তাও চিনিনা।—তবে কিনা,———"

আমি সিদ্ধজটার কথায় বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম,—"হা দুরদৃষ্ট!—যদি সম্বন্ধ-ই নাই, তবে ওর কাছে তুমি কি নিমিত্ত ছিলে?"

"ছিলাম!—নরপিশাচদের কুচক্রে পোড়ে!—কি কোর্‌বো,—তবুও অনেক অভীষ্টসিদ্ধি!—আরও———"

"নরপিশাচ!—অভীষ্টসিদ্ধি!—কিসের অভীষ্ট?—বলোনা সিদ্ধজটা?—কিসের অভীষ্ট?—আরও—কি বলোনা সিদ্ধজটা?"

"সে দুঃখের কথা আর আপনার নিকট কি বোল্‌বো!—কিন্তু——"

"আচ্ছা তা না বলো নাই বোল্‌বে,—কিন্তু তোমার বাড়ী কোথায় বোল্‌তেই হবে, আর তোমার প্রকৃত নাম কি?—কেনই বা জটাধারী তোমায় রেখেছিল,—কেমন কোরেই বা তোমায় পেলে,—তার কাছে তুমি কেমন কোরে এলে,—আর এ সকল যোগাযোগ জোট্‌পাট্‌ কেমন কোরে হলো?—যদিও আমার এত বিপদ, তথাচ তোমার দুঃখের কথা শুন্‌তে আমার ভারি——"

সিদ্ধজটা আমার কথায় বাধা দিয়ে বোল্লে,—"তা আপনাকে সে সব কথা আর কি বোল্‌বো,—আর আগাগোড়া না বোল্লেও তো সব বুঝ্‌তে পার্‌বেন না।—তা আমার অদৃষ্টে যা ছিল, তাই-ই ঘটেছে, অন্যের দোষ কি?—তা এখন আমি তোমাকে সে সব কথা বোল্‌তে পারবো না,—আর বোল্‌বোও না। এখন চল, কোথাও কারুর বাড়ী একটু বিশ্রাম করিগে, তার পর যা হয়, করা যাবে এখন।"

আমি বোল্লেম, "এ স্থানে তো কারুর বাড়ী ঘর নাই। তবে চলো, আমরা এখান থেকে একেবারে নবদ্বীপে যাই। কারণ, শত্রু পায় পায়! কখন কে জান্‌তে পেরে ধরে! হঠাৎ কি হোতে কি হবে!—কাজ কি,—চলো যাই, সেই খানেই যাই,—তবুও অনেক নিরাপদে থাক্‌তে পার্‌বো।"

এই প্রকার কথাবার্ত্তায় কত মাঠ কত জঙ্গল উত্তীর্ণ হোয়ে যাচ্ছি, মার্ত্তণ্ডতেজে পৃথিবী উত্তাপিত। উভয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সেই তটিনীর তট দিয়ে যেতে যেতে অদূরে একটী দেবালয় দর্শন হলো। পরে নিকটে যেয়ে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, সেটী কাঁড়াদাস বাবাজীর আড্ডা। দরজায় একজন

লোক বোসে ছিল,—তারে বোল্লেম, "আমরা বিদেশী পথিক।—অদ্য এই বাড়ীতে থাক্‌বার ইচ্ছা করি।" বোল্‌তেই সেই লোক্‌টী আমাদের দুজনকে সঙ্গে কোরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে প্রবেশ কোল্লে।—দেখি সেখানে একটী পরম বৈষ্ণব ভক্তের মতন বোসে গ্রন্থপাঠ কোচ্ছে।—কিন্তু লোক্‌টীকে হঠাৎ দেখেই যেন চেনা চেনা বোধ হলো, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ লজ্জা ও চাতুরী আমাকে গুপ্তবেশে চিন্‌লে!

লোক্‌টী কিঞ্চিৎ ঢেঙ্গা। বয়স আন্দাজ ৫০।৬০ বৎসর। হাত পা গুলি রোগা রোগা, পা দুটী বেমাফিক্ লম্বা। মাথাটী নেড়া বটে, অথচ টাক্‌পড়া নেড়া, চৈতন্ আছে। সর্ব্বাঙ্গে ছুলি, গোঁপ্ নাই, ভুরু কামানো, এ ছাড়া বুকথেকে তলপেট পর্য্যন্ত কাঁচায় পাকায় চুলের বন। বর্ণ মিস্ কালো, চক্ষু দুটী হলুদে রং। এবং সমস্ত গায়ে গুলিখোরের মতন শির বার করা। গলায় পৈতে ও তিন নর তুলসীর মোটা মোটা মালা। নাক্‌টী কিছু আগাতোলা, তাতে আবার দীর্ঘাকার ডগিতোলা তিলক করা ও গায়ে একখানি পঞ্চতপা গিরগোবিন্দ। দৃষ্টিতে মূর্ত্তিমান চাতুরী জাজল্যমান। বাবাজী সেই খান্‌কার দাওয়ায় একখানি আসন পেতে বোসে সুর কোরে হস্তাক্ষরের পুঁথি পোড়্‌ছে। খানিকপরে বাবাজী আমাদের মুখপানে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে অনেকক্ষণ কি দেখ্‌লে, কি বুঝ্‌লে, কিছুই তার ঠাওর কোর্ত্তে পাল্লেম না।—আর তখন তত আবশ্যকও হলোনা। পরে যে লোক্‌টী দরজায় বোসে ছিল, তাকেই আমাদের সঙ্গে কোরে ভিতর বাড়ীতে নিয়ে যেতে বোল্লে,—তখন আমরাও তার সঙ্গে সঙ্গে গেলেম।

পাঠক! এ লোক্‌টীকেও যেনো কোথায় দেখে থাক্‌বো,—ভালো স্মরণ হোচ্চে না।—কে এ?—আর কেউ নয়! একজন উড়ে খান্‌সামা চাকর।—কোথায় দেখেছি ভালো ঠাওর হোচ্চে না!—বোধ হয় কলিকাতার সেই বাগান বাড়ীতে দেখে থাক্‌বো।

এখন বেলা প্রায় তুফুর। দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায় তুই প্রহর ছুটো হলো। এমন সময় হঠাৎ কাড়ানাগড়ার আওয়াজের সঙ্গে ঘণ্টা, কাঁসর, ও ঘড়ির আওয়াজ্ শোনা গেলো।—জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, "মদন গোপালের ভোগরাগের বন্দোবস্ত।"

কিন্তু যতক্ষণ আহার না হলো, ততক্ষণ কারেও কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। এদিক্ ওদিক্ চারদিকে দ্বাদশমন্দিরের শোভা দেখে বেড়াতে লাগ্‌লেম বটে,—কিন্তু আন্তরিক একটা বিষম খট্‌কা জন্মালো!—তার সঙ্গে অনেকগুলি তুশ্চিন্তাও একত্রীভূত হোয়ে মনকে সাতিশয় আন্দোলিত কোরে তুল্লে!

দ্বাদশ মন্দির গুলি ঠিক্ গঙ্গার ধারেই। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরে ঘেরাও করা। মধ্যস্থলে নাট্‌মন্দির। নাট্‌মন্দিরের সাম্‌নেই পাকা সান্‌বাঁদানো ঘাট।—প্রত্যেক মন্দিরে এক একটী শিবলিঙ্গ। এবং নাট্‌মন্দিরে যুগলরূপ একটী পাথরের বিগ্রহ। পূর্ব্বেই বলা হোয়েছে বিগ্রহটী মদনমোহন মূর্ত্তি!—সেই নাটমন্দিরে বিরাজমান।

আহারাদির পর বৈকালে সেই কাঁড়াদাস বাবাজী আমাদের একটী সুন্দর শয়নঘর নির্দ্দিষ্ট কোরে দিলেন, এবং আপনিও একটী পিত্তলের গুড়্‌গুড়িতে তামাক খেতে খেতে একখানি গ্রন্থ বগলে সেইখানে এসে বোসলেন। বোসেই ঘাড় হেট্ কোরে আমায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হেঁ্যা—বাবাজী?—আপনারা এদিগে কোথায় গিয়েছিলেন?—আর ও বাবাজীর নিবাস?"—

এই সময় তার উপর আমার একটু সন্দেহ হলো!—তখন তার কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে, সন্দিগ্ধ মনে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয়! আপনি কতদিন এই স্থানে আছেন?"

এই কথা শুনেই বাবাজী চোম্‌কে উঠে আমার কাছে সোরে এসে

মৃতুস্বরে বোল্লে, "এজ্ঞে !—সে বাৎ মোকে কেন পূছ্—ইয়াদ্ !—এই প্রায় তা—বা—গা—তা—তা—প্রায় এই তা—বা—গা—তা—তা—আন্দাজ পাঁচ ছ মাস কম্‌বেশ !"

এই সব কথা শুনে আমি উঠে দাঁড়ালেম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাব্‌লেম, লোক্‌টা আমার সঙ্গে ছলনা কোচ্চে ! এইরূপ নানা কারণে ক্রমে ক্রমে সন্দেহ বাড়্‌তে লাগ্‌লো ! এবং পর পর চার পাঁচটী চিন্তাও তার সঙ্গে একত্রে অনুভূত হোতে লাগ্‌লো।

প্রথম চিন্তা,—অধিকক্ষণ অস্থায়ী। ☞এ সেই ধূর্ত্ত ঠকচাচা ! পাঠক ! যার কলিকাতায় পঞ্চানন্দের হোটেলের নীচে মদের দোকান ছিল, সে এতবড় ধার্ম্মিক কেমন কোরে হলো !—যারে আদালতের কুকুরশেয়ালটা পর্য্যন্ত চিন্‌তো,—সে আবার এখানে কেন ?—এত অর্থ উপার্জ্জনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, এখানে দ্বাদশ মন্দির স্থাপন, নিরাশ্রয় পথিককে আশ্রয় দান, বেদ অধ্যয়ন, পরমেশ্বরের ভজনা, হঠাৎ এত স্বভাবের পরিবর্ত্তন কেন ? আর যে ব্যক্তি জুয়াচুরি, প্রতারণা ভিন্ন কিছুই জানেনা, তার শরীরে এত ভক্তি, এত ধর্ম্মচর্চ্চা কিসেই বা হলো ?—জান্‌লেম "অতি ভক্তি, চোরের লক্ষণ" স্পষ্ট প্রতিভাত হোচ্চে !——

দ্বিতীয় চিন্তা,—অল্পক্ষণ চিরস্থায়ি। এ ব্যক্তি সে সব কারবার পরিত্যাগ কোরে, এখানে এমন পরম বৈষ্ণবের বেশেই বা কেন ?—বোধ হয় কারুর কিছু অপহরণ কোরে থাক্‌বে, সেই ভয়ে দেশত্যাগী হোয়েছে !—আর আমাকেতো স্পষ্টই চিন্‌তে পেরেচে ! সেই জন্যেই এত সেবা শুশ্রূষা, এত ভক্তি, এতাধিক আড়ম্বর !—কিন্তু যেন চিনেও চেনেনা, মনের অগোচর পাপের প্রায়শ্চিত্ত ! জেনেও জানে না !—কে তো—কে !

তৃতীয় চিন্তা,—কিঞ্চিৎ নিগূঢ় !—কত দিনের বসবাস জিজ্ঞাসা করাতে

শিউরে কেঁপে উঠ্‌লোই-বা কেন?—আরো যখন চোম্‌কে উঠ্‌লো, তখন গাম্ভীর্য্যের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য হলো না, বরং অল্প ঘৃণার সঙ্গে বৈরাগীয় দ্বেষের সঞ্চার স্পষ্ট প্রতিভাত হলো! বোধ হয় কৃষ্ণগণেশের সঙ্গে এরও চেনা শুনো আছে।—চাই-কি যোগাযোগ্ থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে।

চতুর্থ চিন্তা,—অত্যন্ত জটীল্!—এর্ দেখ্‌ছি পূর্ব্বাপর তীব্রদৃষ্টি ও কট্‌মট্ চাউনি! যত কথা কয়, সব ফাঁকা ফাঁকা, ঘাড় গর্দ্দান নাই, হেলা গোচা নাই, অপষ্ট, ভয়ের সঙ্গে বিলুপ্ত, থতমত গোছের ঘরাও কথা। সকল কথাতেই তীব্র-প্রখর দৃষ্টির যোগাযোগ্,—এরই বা কারণ কি?

পঞ্চম চিন্তা,—আমার চিরপ্রতারক পঞ্চানন্দের সাথি ঠক্‌চাচা সহর ছেড়ে এ বিজনে কেন?—আর আমি তো ওদের নিকট হোতে পালিয়ে এসেছি, তবে আমার প্রতি এত চাতুরী প্রকাশ কেন?—এত সদয় কেন?—বোধ হয় আরো কিছু যন্ত্রণা দেবার মানসে এস্থানে আশ্রয় নিয়েছে। না,—তাই বা কেমন কোরে সম্ভব হয়। আমার এখানে এত বিপদ কেমন কোরে জান্‌বে,—কে বোল্‌বে,—না—তা নয়!—তবে সত্য সত্যই যদি এর পাপ কর্ম্মে আর মতি না থাকে, সত্য সত্যই যদি চিরভুক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরে থাকে,—তবে এর কথাতে ও চাউনিতে এত চতুরতা কেন? আর যে ব্যক্তি সংসারাশ্রমে বিসর্জ্জন দিয়ে ধর্ম্মপথাবলম্বী! যার কোনো বিষয়ে লোল্‌পাশা নাই,—স্পৃহা নাই,—তার আবার কারে ভয়।—যাই হোক্, [illegible] এর মনোগত ভাব কি,—কিছুই তো বুঝ্‌তে পাল্লেম না।—তবে এখান থেকে পালানই উচিত, গতিক বড় ভালো নয়!—যত ভাব্‌চি, যত চিন্তা কোচ্চি, ততই আমার ভগ্ন-বিশ্বাসরূপ-উদ্বন্ধন রজ্জু ক্রমে গলদেশ পর্য্যন্ত সংলগ্ন হবার উপক্রম হোচ্চে! এ ব্যক্তি পূর্ব্বে খানার-কুল কৃষ্ণনগরে যেরূপ ছিল, এখানেও দেখ্‌ছি তার চেয়ে কিছু বেশী বুজ্‌রুক!—বাগ্‌বাজারে যেরূপ ছিল,—

এখানেও দেখ্‌ছি আবার ততোধিক ভণ্ডতা !—যে ঠক্‌চাচা সেই ঠক্‌চাচাই আছে ! বেশীর ভাগ গুপ্তবেশধারী বকঃ ধার্ম্মিক !—মণিময় ফণা-শোভিত কালসর্প !—যাই হোক্, এক্ষণে এখান হোতে প্রস্থান করাই সু-পরামর্শ ! তখন এই স্থির কোরে বোল্লেম "মহাশয় ? এক্ষণে আমরা চোল্লেম। অদ্য আমাদের এস্থানে থাকা হবে না, এই রাত্রেই নবদ্বীপ যেতে হবে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কোন পথ দিয়ে গেলে নিরাপদে নগরে পৌঁছিতে পার্‌বো ?" তিনি বোল্লেন, "সেকি ?—রাত্রে যাবে কেন ?—তা যেতে চাও যাও,—জুলুম্ কি ! কিন্তু ফজির হোলে আমি তোমাদের খানিকদূর এগিয়ে রেখে আস্‌তেম্ !—তা আচ্ছা,—যদি একান্তই যাবে, তবে কাপড় চোপড় নাও, কোথায় কি রেখেছ দেখে শুনে সব একসাৎ কর !—মুই অ্যাংনা———"

এবম্প্রকার ভণ্ড-পাতীনেড়ে বৈরাগীর বাক্যবিন্যাস শুনে ভাব্‌লেম, তবে এর মনে কোনো দূষ্যভাব নাই। যাই হোক্, যখন স্থির-প্রতিজ্ঞ হোয়েছি, তখন আর কোনো ক্রমেই থাকা হোতে পারে না। এই ভেবে অগত্যা ঘরের ভিতর গেলেম,—কিন্তু আমাদের কাপড় চোপড় গুছোনো আর কি !—কেবল সিদ্ধজটাকে ইঙ্গিত, আর সোরে পড়া ! দেখি যে সিদ্ধজটা নিদ্রিত। কষ্টে, বন্ধনে, ও পথশ্রমে ঘুমিয়ে পোড়েছে। তখন তাকে পিছন ফিরে ডাক্‌তে গেছি, এই অবসরে ঠক্‌চাচা হন্ হন্ কোরে বাইরে যেয়ে দরজা বন্ধ কোরে অবশেষ শিক্‌লি এঁটে দিয়ে শৃঙ্খল বদ্ধ কোল্লে। আমি সিদ্ধজটাকে চিইয়ে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে দেখি, দরজা বন্ধ। বাহিরের দিগে তালা লাগানো। তখন কি করি,—দরজা ধোরে দুজনে অনেক টানাটানি কোল্লেম, কোনোমতেই খুল্লোনা। পরে অনেক ভাঙ্‌বার চেষ্টাও দেখ্‌লেম, কিন্তু কিছুই হলোনা। অবশেষ অনেক ধস্তাধস্তিতে দুজনেই ক্লান্ত হোয়ে বোসে পোড়্‌লেম। সেই সময় বৈরাগীর পো

ভোঁ—ভোঁ কোরে দৌড়ে গেলো!—বোধ হলো যেন তার আর কোনো কুচক্রী সঙ্গীকে খবর দিতে গেলো।

ষষ্ঠদশ কাণ্ড।

বিপদোদ্ধার!—নাককাটা মাঝির পো।—গুপ্তশিরোনাম।

"দুর্জ্জনো নার্জ্জবং যাতি সেব্যমানোপি নিত্যশঃ।
স্বেদনাভ্যঞ্জনোপায়ৈঃ শ্বপুচ্ছমিব নামিতং॥"
ইতি হিতোপদেশ।

বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমার অদৃষ্ট ভারি মন্দ! প্রাণপণ কোরে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে লাভের মধ্যে একটা ফাঁদ ছাড়িয়ে আর একটা ফাঁদে এসে জোড়িয়ে পোড়্‌লেম্। এখন বোধ হয়, ঠক্‌চাচা পঞ্চানন্দ বা জটাধারীর নিকট হয়ত খবর দিতে গেলো। তা আমি জটাধারীর নিকট হোতে পালিয়ে আসার কথা তো কিছু মাত্র প্রকাশ করি নাই,—ত— এ সকল বিপদের মূল-ই সেই প্রতারক, আমার চিরশত্রু দুষ্ট পঞ্চানন্দ। তাকে আমি বিশ্বাস কোরে ভাল কাজ করি নাই!—এখন আর কোনো উপায় নাই!—আর রক্ষা নাই!—মৃত্যু নিশ্চয়,—নিশ্চয়-ই প্রাণ যাবে, তথাচ একটু সাহস প্রকাশ কোল্লেম, অন্য মনে মরিয়া হোয়ে ঘরের চতুর্দ্দিগে বিচরণ কোর্ত্তে লাগ্‌লেম বটে,—কিন্তু সকল আশা প্রত্যাশাই বিফল হলো।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই নিবান্ধবা জন-সঞ্চার-শূন্য দেবালয় প্রকোষ্ঠে প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা অতিবাহিত হলো। রাত্রি প্রায় ৯।১০ দণ্ড অতীত হয়েছে। দেবালয় জ্যোৎস্নায় ফিন্ ফুট্‌ছে,—কিন্তু ঘরটী প্রগাঢ় অন্ধকার।—কেবল বায়ু সেবন জন্য একটী মাত্র গঙ্গামুখো জানালা আছে। সেইখান দিয়ে যা অল্প অল্প চন্দ্র রশ্মি আস্‌তে লাগ্‌লো, তাতেই চতুর্দ্দিক অনুভূত কোর্ত্তে লাগ্‌লেম। এক্ষণে আমরা উভয়ে এই গৃহে বন্দী!—পালাবার পথ নাই, সুরাহা নাই!—ঘোর তিমিরময়ী দ্বাদশ মন্দিরস্থিত নিবান্ধবা দেবালয় যেন জনশূন্য সমূলন্ত-নির্ব্বংশময় পুরীর ন্যায় খাঁ—খাঁ কোচ্ছে!—ব্যক্তিমাত্রের বাক্য বা কণ্ঠশব্দ শ্রুতিগোচর নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে প্রবল অনিল সঞ্চালিত বৃক্ষাগ্রের সাঁ—সাঁ ঝাঁ—ঝাঁ শব্দ, ও ঠাকুর বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বস্থিত স্রোতস্বতী ভাগীরথীর কল্লোল, এবং অন্যান্য দিগ্‌বিদিগস্থ জনপদশূন্য অরণ্যানীর ভয়ঙ্কর বালুকাময় প্রান্তরোত্থিত ঝিল্লিকুলের ঝিল্লীধ্বনি ও হিংস্র বন্যস্বভাব জন্তুদিগের ভীম-গর্জ্জিত নাদে পরিপূর্ণ! কিন্তু দেবালয়ের চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ ও প্রাণী-কোলাহল শূন্য!—অবিশ্রান্ত নির্ঝুম! আন্তরিক ভয়ানক অভিভূত! তখন সেই বন্ধনদশাগ্রস্ত বিপদ-সঙ্কুলিত অন্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক বিষম ভয় ও দুর্ভাবনা অনুভূত হোতে লাগ্‌লো!—কি উপায়ে কি করি,—কি কোর্‌বো,—সেই চিন্তা স্রোতই প্রবলরূপে ফল্গুস্রোতস্বতীর ন্যায় অন্তঃশীলা-রূপে পরস্পর আন্তরিক প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো।

এইরূপ নানা কারণে সেই বন্দীদশাগ্রস্ত ভয়াকুল অন্তঃকরণে নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও শারীরিক হীনচেতনা হোয়ে বোসে পোড়্‌লেম! আমার হা হুতাশে নিরুপায় ভেবে সিদ্ধজটাও ভেউ ভেউ কোরে কাঁদে লাগ্‌লো! আমিও নিতান্ত নিরুপায় এবং এই জীবনের অন্তিমদশা ভেবে অধৈর্য্য হোয়ে, মনে মনে সেই নাটমন্দির বিরাজিত ভববিপদ কাণ্ডারী অনাথের নাথ

করুণানিদান-পরন্তপ বিগ্রহমূৰ্ত্তি ভগবন্ ‘মদন গোপালের’ নাম স্মরণ কোর্ত্তে লাগ্‌লেম।

এমন সময় একটা শব্দ শোনা গেলো,—বোধ হলো কে যেন কড়াৎ কোরে শিকলি খুলে অল্পে অল্পে ঘরের ভিতর এলো!—পাঠক! একাকী বন্দীদশায় সেই জনশূন্য গৃহে তখন আমার যে প্রকার ভয় হলো, তা আপনাদের সকলের-ই অনুভূত হোচ্চে! তখন আমি সাহসে ভর কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “কে ও?”—একটী কিঙ্কিন্ধ্যাস্বরে উত্তর হলো,—“চুপ-দিঅ!—গোড়মাল করিব নেই! কাটিব পরা!—মরিতে হব! ইয়্যা ঘর দরজা খুড়ি দ্যেইচ্যৌ, ধীরে ধীরে গুটী গুটী চলি যা!—যাইকিড়ি ইয়্যা মন্দির পিছে গুটায় দেউল মিড়িব, তাকু পিছে করি গঙ্গাকিনার! সেইঠী থণ্ডে না বনা অছি পরা!—তাঙ্কর কণ্ডারীকু যিয়েঠী কহিবু সিয়েঠী নেই যিব!—যা চরিযা, আউ কিছি বিড়ম্ব করিব ন্যেই?—মু চালিঞ্চে! আর ইয়ে গুটা বারুদ সমেদ পিস্তড় দেইচ্যৌ, ইয়াকু রখ!” এই বোলে একটী দোনলির পিস্তল, বারুদ ও গুলি সমেদ আমার হাতে দিয়েই দ্রুত-গতিতে চোলে গেলো। তখন আমরাও দুজনে তার পিছনে পিছনে সেই ঘর হোতে নিষ্ক্রান্ত হোয়ে, নাট্‌মন্দিরের পিছনের সেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূৰ্ব্বক ইতঃস্তত বিচরণ কোর্ত্তে কোর্ত্তে হঠাৎ একটী খোঁনা খোঁনা শব্দ গঙ্গাগর্ভ হোতে প্রতিঘাৎ হোতে লাগ্‌লো!—সে এই কয়েকটী কথা

“ঙবোঁদ্বীঁপ্,—ঙবোঁদ্বীঁপ্,—কেঁ আঁচঁ গোঁ ঙবোঁদ্বীঁপ্!—এঁইঁ সঁমে এঁহোঁ, জুঁয়াঁর উঁত্তুঁরেঁ যাঁয়,—শিঁগ্রিঁ এঁহোঁ, চোঁল্‌তিঁ পাঁঙ্‌সিঁ!—ঙবোঁদ্বীঁপ্! ঙবোঁদ্বীঁপ্! ঙবোঁদ্বীঁপ্!”

তখন এবম্প্রকার বিজাতীয় খোঁনা-রবাহুত কর্ণধার বাক্যবোধে সেই দ্বাদশমন্দিরের প্রাচীর সীমা অতিক্রম পূৰ্ব্বক গঙ্গাতীরে উভয়েই উপনীত

হোলেম। পূর্ব্বেই বলা হোয়েছে দ্বাদশ মন্দিরের সাম্‌নেই একটী নাট্‌মন্দির। নাট্‌মন্দিরের সম্মুখেই ঘাট। দেখি সেই পাকা ঘাটে একখানি ডিঙ্গি বাঁধা। তাতে একজন লোক বোসে।—সম্মুখে একটা চুলো জ্বোল্‌চে, বোধ হলো পাকাদি কোচ্চে। আমরা উভয়ে সেইখানে উপস্থিত হবামাত্রেই সেই পান্‌সিস্থিত লোক্‌টী বোল্লে,—"এঁসেঁঙ্‌। বাঁবুঁ মঁশাঁই!—এঁইঁ পাঁঙ্‌সিঁ ঙবোঁদ্বীঁপ্‌ যাঁবেঁ! আঁপ্‌ঙারাঁ কিঁ ঙবোঁদ্বীঁপ্‌ যাঁবেঁঙ্‌?—মুই ঙবোঁদ্বীপেঁর মাঁজিঁ!—আঁমুঁই ঙবোঁদ্বীঁপেঁর———"

আমরা বোল্লেম "আমরা নবদ্বীপ যাবো, কিন্তু একটু শীগ্‌গির নিয়ে যেতে হবে।" মাঝির পো বোল্লে,—শীঁঙ্‌ঙিরঁ ঙয় তোঁ কিঁ দেঁ্যরিঁ আঁছেঁ!—আঁরঁ দেঁ্যরিঁ কিঁ জঁঙো! আঁসোঁ্যঙ্‌ বঁসোঁ্যঙ্‌।—আঁমুঁই এঁইঁ ঘঁড়ি লাঁ খুঁলেঁ দেঁবোঁ!—বাঁবুঁ আঁমুঁইঁ ———"

তখন আমরা উভয়ে সেই খোঁনার ডিঙ্গিতে চোড়ে বোস্‌লেম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ডিঙ্গিখানি মাঝ ডহরে গিয়ে পোড়্‌লো।—দেখি যে লোক্‌টী—নৌকার মাঝি,—সে আমার কতক কতক চেনা!—আশ্চর্য্য হোলেম!—অন্তরে আবার কিঞ্চিৎ ভয়ের উদ্রেক হলো,—কে এ লোক!—কোথায় দেখেছি,—স্মরণ হোচ্চেনা!—কি কোর্‌বো, শত্রু পায় পায়! যেখানে যাই সেইখানেই শত্রু, সেইখানেই বিপদ! যাহোক,—এক্ষণে ভালয় ভালয় নিষ্কৃতি পেলে হয়! এই প্রকার নানারকম দুর্ভাবনা উপস্থিত! এমন সময় যে পত্রখানা অন্ধকূপের সুঁড়িপথে কুড়িয়ে পেয়েছিলেম, সেইখানি সেই চুলোর আলোতে পোড়্‌তে লাগ্‌লেম। পোড়ে দেখি যে,—জটাধারী ও পঞ্চানন্দের নামে গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানা ঘোষণা!—বাবৎ খুন ও দস্যুবৃত্তি! তাতে উভয়ের চেহারা বর্ণন আর ২০০০ দুই হাজার টাকা পুরস্কার লেখা আছে। আরো অনেক কথা লেখা ছিল,—কিন্তু তখন

আপনার বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল, সকলগুলি ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না। কিন্তু নীচে একটী মোহরাঙ্কিত আছে। তাতে লেখা আছে, শ্রীযুক্ত বাবু প,——”

যা হোক কতক বা বুঝ্‌লেম, আর কতক বুঝ্‌তে পাল্লেমও না। কাগজ খানা মোড়ক্ কোরে বগ্‌লিতে রেখে দিলেম, পরে যে আলোটী জোল্‌ছিল, তাতেই সেই নাক্‌কাটার প্রতিমূর্ত্তিখানি স্পষ্ট প্রতীয়মান হোতে লাগ্‌লো! দেখেছিলেম যেমন,—আর এখনও দেখ্‌লেম তেম্‌নি, লাভের মধ্যে কেবল গুরুদণ্ড, নাক্‌টী কাটা!

চেহারাখানি যেন অপরূপ মাম্‌দোভূত! মস্তকটী নেড়া, ওল কামানো নেড়া,—কেবল গালপাটার দুধারে একটু একটু জুল্‌পি আছে। কাণ ছোটো, চোখ দুটী রক্তবর্ণ, মিট্‌মিটে ও খালা, নাক সূর্পণখা!—পোঁচ্‌মেরে কাটা! কে কাট্‌লে, কেন কাট্‌লে, সিদ্ধজটা কেবল তাই-ই ভাব্‌চে, আর তার আপাদ মস্তক চেহারা আগাগোড়া দেখ্‌ছে। পূর্ব্বে দাড়ী খুব লম্বা ছিল, এখন কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া দাড়ী, সর্ব্বাঙ্গ দাদে পরিপূর্ণ। ডান পাটা খুব সরু, আর বাঁটা কিঞ্চিৎ মোটা! গাছ থেকে পোড়ে অবধি ভেঙ্গে গেছে, আর আরাম হয় নাই, ফলে হাড় খোচে গেছে, পাটাও নোঙ্গরের মতন হয়ে গেছে। পাঠক মহাশয়! পূর্ব্বাবধি আপনারা যে মাম্‌দোগোলামের নাম ও গুপ্তরহস্য শুনে আস্‌ছেন,—এখন সেই ভয়ানক পাতীনেড়ের চেহারা দেখে নিন্। ইনি পূর্ব্বে “রাঘব ও কৃষ্ণগণেশের দলে ছিল, এক্ষণে অকর্ম্মণ্য হওয়াতে সে স্থান বিবর্জ্জিত”—কিন্তু তথাচ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই! ইনিই সেই পাপীষ্ঠ মাম্‌দোগোলাম!—এখন নাক্‌কাটা মাঝির পো!

সপ্তদশ কাণ্ড।

সন্দেহ বৃদ্ধি।—উভয় শঙ্কট!!—হাজৎ আসামী।

——————"রে পাষণ্ড নিষাদ!
এই কি রে রীতি তোর?—বিনে পরিচয়,
রে বিজাতি বর্ব্বর! ধূইব কৃপাণ অদ্য——"

কতপ্রকারই আপনার মনে ভাব্‌চি, সিদ্ধজটা কে!—কিছুই তো তার পরিচয় পেলেম না। আর এরা সবাই এখানে কেন?—ঠক্‌চাচা বৈরাগ্য ধর্ম্মাবলম্বী!—আর সেই নাক্‌কাটা নান্‌দোরামের এ ব্যবসায় কেন?—আর জটাধারী ভণ্ড-বেটাই বা কে?—এদের সকলেই একখুরে মাথা মুড়োনো, সকলের নামেই গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানা ঘোষণা!—বাবৎ খুন্ দাবী!—স্ত্রীলোক, মুক্তকেশী! নরপিশাচদের কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র!—কি দুষ্টাভিসন্ধি!—কি কুচক্র!—কি স্মরণ শক্তি!—বেটার আজও সে কথা স্মরণ আছে!—তাতেই আমাকে চিন্‌তে পেরে, আটক্ কোল্লে!—কিন্তু সিদ্ধজটাকে বাঁধ্‌লে কেন, মাল্লেই বা কেন, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। মুক্তকেশী-ই বা খুন হলো ক্যামন কোরে!—সে যদি কৃষ্ণগণেশের স্ত্রী!—তবে সে এখানে ক্যান?—কে খুন কোল্লে!—সতীত্বে খুন,—কি কুলটা বৃত্তিতে খুন্! কিছু-ই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে! উঃ!—তাই-ই বটে!—হোতেও পারে!—ঘরে আগুনের সময়!—চট্‌পটানির সময়,—সেই গোঁঙানি শব্দ!—একটী স্ত্রীলোক!—আর একটী পুরুষ!—দুজনে দৌড়দৌড়ি!—সেই দুরাত্মাই ঐ দুষ্ট নারীহন্তা!—নির্জ্জন গৃহে, মনের আক্রোশে, মনোরথ সিদ্ধি!—এখানে ছদ্মবেশধারী জটাবল্কল পরিচ্ছদে ভূষিত!—ভণ্ডতাপস,—ছদ্মপাতন জটাধারীরূপে পরিচিত!

অপর চিন্তা। এখানে কাড়াদাস, সেখানে ঠক্‌চাচা!—একবার চৈতন্, একবার টুপি!—কাশী যায়,কি মক্কা যায়,—সেই চিন্তাই প্রবল!—পরহিতৈষী বান্ধব! নাড়াবন পরিত্যাগ কোরে এখানে কীর্ত্তন কোচ্চে!—বুজ্‌রুকি দেখাচ্চে! দ্বাদশমন্দির স্থাপন!—ধর্ম্মনিষ্ঠা!—ঈশ্বরের উপাসনা!—অতিথি সৎকার! গ্রন্থপাঠ!—যার পেটে ক অক্ষর গোমাংস!—মাংস বিক্রয় উপজীবিকা!—তার এত ধর্ম্মচর্চ্চা কেবল আমারই জন্য!—কতক প্রাণের ভয়ে, কতক স্বার্থ-সিদ্ধি!—কতক বন্ধুর সাহায্য মানসে কৃতসঙ্কল্প!—অর্ব্বাচীনের প্রাচীন অবস্থা, তথাপি কুচক্র! প্রতারণা। আটক কোল্লে, দৌড়দৌড়ি কোল্লে, সিদ্ধি হলোনা!—কৃতকার্য্য হলোনা! মনে অত্যন্ত ক্ষোভ রৈল!—সন্তাপীর সন্তাপ নয়নে আরও দিগুণতর নৈরাশ জন্মালো!—আশায় নৈরাশ হলো!—নিরুপায়! অসারে জলসার!

এবম্প্রকার আত্মভয়াবহ অন্তঃকরণে চিন্তাতরঙ্গ দোদুল্যমান, কত কথাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে অন্য মনে বোসে আছি, ক্রমে কত দূর-ই যাচ্চি। হু—হু শব্দে ডিঙ্গিখানা স্রোত মুখে চোলেছে,—নিশাকর সিক্ত সুমন্দ দক্ষিণানিল ফুর্ ফুর্, ঝুর্ ঝুর্, শব্দে গাত্র স্পর্শ কোরে মনকে প্রফুল্লিত কোচ্চে। রজনী-কান্তের মনোহর রজতজ্যোতিতে রজনী শ্বেতাঙ্গিনী, শ্বেতবসনে শোভাময়ী! চতুর্দ্দিকে স্বভাবের শোভা দেখে নয়ন মন পুলকিত হোচ্চে, প্রকৃতি হাঁস্‌ছেন,—শোভাময়ী প্রকৃতি প্রফুল্ল ফুলশয্যায় শয়ন কোরে যেন প্রেমাবেশেই হাঁস্‌চেন। গঙ্গাজলের প্রতিবিম্ব রূপ সুনীল বিমলাম্বরে বসন্ত চন্দ্র হাঁস্‌চেন। পঞ্চমী তিথি, দশম কলা অপ্রকাশ। ঈষৎ বক্র রজতময় ওষ্ঠ বিকাশ কোরেই যেন বসন্ত চন্দ্র হাঁস্‌চেন।—নক্ষত্রমালা আমোদিনী!—তারাও প্রিয়দর্শনে প্রফুল্লিত হোয়ে, এদিক্ ওদিক্ চারিদিক উঁকি মেরে দেখ্‌ছে। গঙ্গার স্বচ্ছ

সলিলে নির্ম্মল শশীকলার সুচারু ছবি প্রতিবিম্বিত হোচ্চে, স-নক্ষত্র, স-অম্বর, স্বচ্ছ-চন্দ্রের মনোহর ছবি প্রতিবিম্বিত হোচ্চে। চমৎকার দৃশ্য! গঙ্গাদেবী কাঁপ্‌চেন! কেন কাঁপ্‌চেন?—সুশীতল মলয়ানিল উন্নত বক্ষদেশ স্পর্শ কোচ্চে, তাতেই মলয়ানন্দে কাঁপ্‌চেন্! ভাগীরথীর জলে হিল্লোল হোচ্চে, তরঙ্গ নয়! মলয় স্পর্শে মৃদু হিল্লোল,—সেই হিল্লোলে বোধ হোচ্চে, তলতলে আকাশও যেন ছুল্‌চে। একটী অখণ্ড চন্দ্র তরঙ্গিনীগর্ভে কত খণ্ডে খণ্ড খণ্ড দেখাচ্চে।—শত শত নক্ষত্রের ছায়াতে জাহ্নবীর সুনীল-সুচারু কণ্ঠ যেন মুক্তামালায় শোভা পাচ্চে।—শশধরের সুবিমল ছবি যেন তার-ই পদক হোয়ে ঝক্ ঝক্ কোরে জ্বোল্‌চে। আকাশের ছায়ায় গঙ্গাগর্ভ নীলবর্ণ। তাতেই যেন গর্ব্বিতা হয়ে ভাগীরথী সতী সগর্ব্বে ফুলে ফুলে উঠ্‌চেন!

দূরে দূরে বৃক্ষশাখায় পুষ্পকুঞ্জে বসন্ত-বিহঙ্গমেরা মনোহর স্বরে গান কোচ্চে। রাত্রি প্রায় ৯টা। গঙ্গার শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্চি, উভয় উপকূল নিশ্বঃব্দ! কোলাহল-শূন্য,—নির্জ্জন। মানুষের কণ্ঠ-ধ্বনি প্রায় একটীও শোনা যাচ্চে না। থেকে থেকে কেবল শীতল বসন্তবায়ু কর্ণ চুম্বন কোচ্চে।—পুষ্পের সুগন্ধ, পক্ষীগণের গান, অনিলের সঞ্চালন, আর ছুই একটা অস্পষ্ট শব্দ ভিন্ন প্রকৃতি নিস্তব্ধ! কিছুই নিরাকরণ হোচ্চে না। উভয় তীরে কেবল নিবিড় জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে কেবল বহিত্র-তরঙ্গ-তাড়িত কল্লোল শব্দে স্রোতপ্রবাহিত, ও ডিঙ্গির সতেজ গমনের বোঁ—বোঁ কল্—কল্ শব্দ উত্থিত হোচ্চে। এমন সময় পশ্চাতে একটা অস্ফুট্ আর্ত্তনাদ শোনা গেলো!—কাণ পেতে রৈলেম!—শুন্‌লেম, যথার্থ আর্ত্তনাদ!—পুরুষের পরুষ কণ্ঠধ্বনি!—গঙ্গাগর্ভে কাঁদে কে,—কোথায়!—বড়ই আশ্চর্য্য হোলেম! এমন সময় সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ হাত অন্তরে একটী আলোক দর্শন হলো, বিশহাত, দশহাত, পাঁচহাত, চারহাত কোরে সেটী ক্রমাগত যতই

আমাদের নিকটবর্ত্তী হোতে লাগ্‌লো, ততই সেই অস্ফুট্‌ আর্ত্তনাদ ক্রমশঃ স্পষ্ট হোয়ে কর্ণকুহর ভেদ কোর্ত্তে লাগ্‌লো। ক্রমে নিকটে পৌঁছিবামাত্র দেখ্‌লেম,—সেটী একটী ফৌজ্‌দারী আদালতের গ্রেফ্‌তারি শরকি পান্‌সি!

চক্ষুর নিমিষে শরকি পান্‌সিখানা আমাদের ডিঙ্গি অতিক্রম কোরে যেতে লাগ্‌লো। কিন্তু সেই চীৎকার-সূচক আর্ত্তস্বর আমাদের অগ্রে অগ্রে প্রতিধ্বনি হোতে লাগ্‌লো।

যে ব্যক্তি আর্ত্তস্বরে রোদন কোচ্চে,—তার সেই করুণা-শ্রুত কণ্ঠধ্বনি বিলুপ্ত হোয়ে, এক মেরুয়াবাদী স্বর চেঁচিয়ে বোল্লে,—"কি মিয়া ছলিরাম! আবি তোহার সাথি ঠকচাচে কাঁহা?—শালে চোট্টা!—বুড্‌ঢা ভেইল্‌ তব্বি নিমক্‌হারামী!—হামাকে সব কই মালুম আসে,—শালে ভোঁস্‌রি কা মামু! হামি তোহাদের ঘর্‌মে চাকর ছিলোয়া—না!—শালে বদ্‌মাস?—আচ্ছা চল্‌! আগারী গারেদ্‌মে চল্‌!—তব সব কই দোরস্‌ হোংগা!"

ছলিরাম তখন সেই কাঁকুতি ও রোদনমিশ্রিত স্বরে গম্ভীর-ভাবে উত্তর কোল্লে, "লালাজী!—ক্যানে বাপ আমাগর এমুনি ফৈজদ্‌ কোরো!—মুই কেডাগোর চুরি ডাকাতি কোর্য়েছি!—তা———"

পাঠক মহাশয়! স্মরণ করুন!—যে লোক্‌টী মেরুয়াবাদী স্বরে তিরস্কার কোচ্চে, তার নাম লালাজী।

লালাজী আবার পূর্ব্বমত স্বরে রেগে বোল্লে, "তুম্‌হি কুছু জানেনা!—চোরি!—ডাকাইতি!—দাগাবাজ্‌ সে বুরা কাম!—বাহান্‌চোৎ! বুড্‌ঢা ঠগ্‌!—শালা খুখুণ্ডি!—আবি ভালা বাৎসে বোল্‌, বহু ঠাকুর্য়াইণ কাঁহা?—নেহি তো পিছে তোহার বোড্‌ডো মুস্কিল হোবেক্‌!—শালে নিমক্‌হারাম!—ব্যেমান্‌!"

ছুলিরাম সচকিত ভাবে থতমত খেয়ে বোল্লে, "অ্যাঁ !—অ্যাঁ !—কি কও !—বহু ঠাকু—র—ণ, তা-তা—আমুই—মুই—কি—কি—জানি !—বাপ্ !—মুই—গ—গ—গরিব,—বা—বা—বামুন,—তা—তা—তুমি—কি—কও !—আমুই—কিছু—জানিন্যে !—দো—দোহাই—আরদালী বাপ্!"

আরদালী পূর্ব্বমত কর্কশ স্বরে বোল্লে, "ফ্যের জাঁহাবাজী !—ব্যেইমানী !—জুয়াচ্চোরি বাৎ ! তোম্ কুছ্‌হু নেহি জানোহো ?—ভালা,—জানো কি নেহি, পিছে মালুম দ্যেউঙ্গা !—আঙ্গলি সে ঘিউ কুর্ত্তা তুম্‌মে লাগানে কধ্যি সিধা হোতা নেই !—সোহি বিনা দোরস্‌মে কধি সিধা হোংগা নেহি !"—এই সব কথা হোচ্চে, আর পীড়ন কোচ্চে, তাড়না কোচ্চে,—কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ তুখানি ডিঙ্গি ও শরকি-পান্‌সি একসঙ্গে স্রোত মুখে চোলেছে।

অষ্টাদশ কাণ্ড।

গুপ্ত পরিচয়।—সন্দেহের ফল !—পরোয়ানা পত্র।

——"সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে,
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি !"

আমি নিস্তব্ধ !—বিস্ময়ে, আশ্চর্য্যে, কৌতূহলে, সন্দেহে ও ভয়ে আমি নিস্তব্ধ ! সিদ্ধজটা নিদ্রাগত। বন্দীর অধোবদন,—এবং আরদালীর রোষ-কষায়িত-নয়ন যুক্ত কর্কশ বাক্য ! এই সমস্ত অলৌকিক কাণ্ড দেখেই তো

অবাক!—একি!—এরা কারা!—বন্দী কে?—কার কথা!—ঘরাও কথা!—ছুলিরাম নাম।—কে ছুলিরাম!—জানিনা!—সন্দেহ বৃদ্ধি!—সবে এই সমস্ত শুন্‌ছি, এমন সময় একটী কণ্ঠস্বর আমার বক্ষস্থলে অকস্মাৎ প্রতিধ্বনিত ও তাঁর প্রতিমূর্ত্তি আমার হৃদয়-মন্দিরে অধিবেশন হওয়াতে আন্তরিক অনেক সাহসের উদ্ভাব হলো!—কে এ লোক! চেনা,—অথচ বিশেষ পরিচিত লোক! পাঠক! অপর কেউ নয়!—যাঁর প্রণয়রূপ আশা-লতা পাশে চিরবদ্ধ এই হতভাগিনী কুরঙ্গিনী!—তিনিই ইনি!—তা উনি এখানে কেন?—কি জন্য এত কাণ্ড!—তা উনিই জানেন!—কিঞ্চিৎ পরে আপনারাও জান্‌বেন!

তখন সেই ভয়াকুল অন্তঃকরণের ভগ্নাশায় আশ্বস্ত হোয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয়? আপনকার এ কিসের গোলযোগ!—আর এ রাত্রেই বা কোথায় যাবেন? আর ও বন্দিটী কে?—কি কারণেই বা বন্দীদশাগ্রস্ত!—একে রাত্রিকাল! ভয়ানক অভিভূত! আর আপনাকে দেখে বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে, যে ভবাদৃশ ব্যক্তি একজন ভদ্রবংশজাত ও মহৎকুলোদ্ভব, এর আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনকার নাম——"

আমার কথার শেষ না হোতেই বাবুটী বোল্লেন, "আজ্ঞা হয়, আপনি আমার পান্‌সিতে এসে পদার্পণ কোল্লে, পরম বাধিত হই! কারণ এ সমস্ত গুপ্ত বিষয় সকলের সমক্ষে বলিবার নয়!"

বাবুর এবম্প্রকার গুপ্ত-রসাচ্ছাদিত কৌতুকবাক্য শ্রবণ কোরে, তখন আমার সেই বন্দীদশাগ্রস্ত লোক্‌টীকে দেখ্‌বার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ জন্মালো। তখন আমরা উভয়েই তার পান্‌সিতে আরোহণ কোল্লেম। কিন্তু সেই নাঁক্‌কাটা মাঝির পো-র খালি পান্‌সি খানি আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্‌তে লাগ্‌লো।

নৌকায় উঠে মাত্রই একটী ভয়ানক মূৰ্ত্তি নজরে পোড়্‌লো ! শরীর রোমাঞ্চ হলো,— হাত পা কেঁপে উঠ্‌লো,—অন্তরাত্মা শিউরে উঠ্‌লো ;—গৃহদগ্ধ গাভী যেমন পিঙ্গলবর্ণ অংশুমালা পরিদৃষ্টে পূৰ্ব্ব গৃহদাহ বিপদসঙ্কুল স্মরণ পুরঃসর ব্যাকুলিতা হয়, তদ্রূপ আমিও তার সেই পূৰ্ব্বাপর আকার সাদৃশ্যে ও ভয়াবহ বিজাতীয় মূৰ্ত্তি দর্শনে মানসিক সাতিশয় ক্ষুব্ধ হোলেম ! পাঠক ! কে এ লোক্ !—এ সেই আপনকার পূৰ্ব্বপরিচিত ছদ্মবেশী। যা হোতে আমি গৃহ সংসার সমস্ত পরিবর্জ্জিত হোয়ে, শ্মশানে মশানে পরিভ্রমণ কোরে বেড়াচ্ছি,—এ সেই লোক !—যার বাগ্‌বাজারে হোটেল ব্যবসায় উপজীবিকা ছিল, এ সেই লোক !—যে ব্যক্তি দ্বারায় আমি বাসর গৃহ হোতে অপহৃত হই, এ সেই লোক !—ইহারই নাম 'ভুলিরাম।—এক্ষণে বন্দীদশাগ্রস্ত ! এ সেই দুষ্ট-প্রতারক,—পাষণ্ড,—দুশ্চরিত্র পঞ্চানন্দ। যার দরজায় ল্যেংগা তলবার পাহারা !—এক্ষণে সে বন্ধনদশাগ্রস্ত !—হাত পা শৃঙ্খলাবদ্ধ !—মৌনভাবে বোসে আছে,—চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে! অধৰ্ম্মিষ্ঠ পূৰ্ব্ব-স্মৃতি-জনক দুষ্কৰ্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত কোচ্চে !—আর এক একবার আমার মুখপানে তাকাচ্চে,—বোধ হয় চিন্‌তে পেরেচে।—যার দ্বারে ল্যেংগা সেপাই পাহারা, সে আজ বন্দী !—তার অপমানের শেষ !!—তাই ঈশ্বর সেনের পো বোল্‌ছে, "বড় হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে কাঁকুড় খেয়েছিলে, এখন অপানোৎসর্গ্যে বিচি বেরুবে,—বাবা !"

এইরূপে নানাকারণে চিন্তা তরঙ্গ আমায় সন্দিগ্ধ মনকে সাতিশয় আন্দোলিত কোরে তুল্লে !—কত প্রকারই ভাব্‌চি,—এমন সময় সেই মেরুয়াবাদী পূৰ্ব্বমত গম্ভীর কৰ্কশ স্বরে বোল্লে, "আবি তোম্ কাঁহা যানে মাংতা ?" পঞ্চানন্দ বোল্লে, "বাবা ! এখন তোমাগর হাতে পোড়্‌ছি, যেখান্‌কে আমাগর লয়ে যাবা, সেইহানেই যাওন্ !"

বাবু বোল্লেন "যেখানে নিয়ে যাবে,—সেই খানেই যাবো! ক্যান? তুই কি জানিস্না, তোর সঙ্গীলোক কোথায় থাকে?—যে স্ত্রীলোক্টা বাসরঘর থেকে চুরি কোরে নিয়ে গেছিস্, তাকে কোথায় রেখেছিস্?—এখন ব্যাটা যেন কতই ভাল মানুষটী!—কিছুই জানেনা! ন্যাকা!—চোর! মাম্লাবাজ!—পাজী!—নচ্ছার!—চাঁড়াল মৌরীপোড়া!"

বাবু এবম্প্রকার রাগোৎফুল্ল-নেত্রে পঞ্চানন্দকে নানা প্রকার তিরস্কার ও ভৎর্সনা পূর্ব্বক আমার দিকে দৃষ্টিপাৎ কোরে বোল্লেন, "মহাশয়? আপনারা কোথায় যাবেন?—আপনাদের নিবাস?"

"নিবাসের প্রস্তাব বা পরিচয় জিজ্ঞাসা কোর্বেন না! নিবাস পান্থ-নিবাসে,—গমন নবদ্বীপ। তা বিশেষ আপনাকে আর সে পরিচয় কি বোল্বো, কিন্তু আপনকার কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হোলেম। এক্ষণে অনুমতি হয় তো বিদায় হই। আর আপনাকে এই পত্রখানি দিলেম, দেখুন দেখি! এতে কার শিরনামা লিপি আছে। ফলতঃ এখানি পরে খুলে দেখ্বেন, কতক উপকারও দর্শাতে পার্বে!—দেখ্বেন, অতি সাব্ধান! যেন পুনশ্চ এখানি আর খোয়া না যায়! এই বোলে সেই পত্র, যে খানি সুঁড়িপথে কুড়িয়ে পেয়েছিলেম, তাঁকে দিলেম! তিনিও যথেষ্ট সমাদর ও যত্নাগ্রহ সহকারে গ্রহণ কোল্লেন। অবশেষে পরোয়ানা পত্রখানি পাঠ কোরে বোল্লেন, "মহাশয়! যথেষ্ট উপকৃত ও চিরবাধিত হোলেম! এইখানি কোনো কর্ম্মবশতঃ খোয়া যাওয়াতে যে আমার কত হানি, আশয়ে নৈরাশ, চিরার্জ্জিত অমূল্য-সতী-সত্ত্ব-ন্যস্ত ধনে বঞ্চিত,—পাপাত্মা দস্যুদলের ও দুরাত্মা লম্পটদের উচিতমত প্রতিনির্যাতনে বৈমুখ পারতন্ত্রি হোতে হোয়েছে!, কৃতিসাধ্যে জলাঞ্জলি দিতে হোয়েছে! তা আর আপনাকে অধিক কি জানাবো! এক্ষণে আপনকার অনুগ্রহে আজ সে আশা পুনঃ প্রবল হলো! আর শ্রীযুক্ত বাবু প,—

যে কে,—কার নাম,—তার কিছুমাত্র কৃত-নিশ্চয় হোতে পারি নাই।—কিন্তু আপনা হোতে আজ সে আশায় কতক সফল ও পরম সাহায্যকৃত হোলেম। এক্ষণে আপনকার নামটী আর ওখানি কোথায় পেলেন, জান্‌তে অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মাচ্ছে! কৃপাগুণে অনুকম্পা পুরঃসর পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক আমার সন্দেহ তিমির দূর করুন।

আমি কি বোল্‌বো,—কোনো উপায় না পেয়ে নিরুত্তর গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম।—জিজ্ঞাস্য 'নাম কি?' কি বোল্‌বো?—অপূর্ব্ব পরোয়ানা পত্র কোথায় পেলেম!—তাই-বা কি রূপে পরিচয় দিই!—মিথ্যা বা চাতুরী কোরে বোল্লে, তাতেই বা লাভ কি?—এই প্রকার কত রকম ভাব্‌ছি,—এমন সময় মাঝিরা "এই নবদ্বীপের ঘাট! নবদ্বীপের ঘাট! বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। তখন চেয়ে দেখি যথার্থই সেই নবদ্বীপের পাকা সাঁন বাঁদানো ঘাট। ঘাটে উঠেই দেখি যে, আমার সেই বৃদ্ধা দাসী আদুরী সম্মুখে! কিন্তু কোথায় বা সে পান্‌সি—আর কোথায় বা সে নাক্‌কাটা মাঝির পো!

উনবিংশতি কাণ্ড।

নবদ্বীপ।—আশ্চর্য্য ব্যাপার!—নানা কথা।

আদুরী কাঁদ্‌চে,—মুখে কাপড় দিয়ে কাঁদ্‌চে,—আশ্চর্য্য হোলেম! কেন কাঁদ্‌চে,—বুঝ্‌তে না পেরে ত্রস্ত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেও আদর! তা তুমি এখানে ———"

আদুরী আমায় চিন্তে পেরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে, কেও?—বৌমা! বৌমা! আমার আর কেউ নেই বৌমা! তোমারি-ই জন্যে আমার এই

হাল্!—পঞ্চানন্দ আমার এই দুর্দ্দশা কোরেছে!—আমি কোথা যাবো!—বিদেশে কে আমাকে আশ্রয় দেবে! আমি কার কাছে দাঁড়াবো!” এই সব কথা বোলে, আদুরী ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো!

কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না।—ব্যস্ত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “কেন?—তুমি অমন্ কোচ্চো কেন?—পঞ্চানন্দ গেলো কোথায়? সে কি তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েচে?”

আদুরী সেই স্বরে বোল্লে, “আর পঞ্চানন্দ!—বেটা পাষণ্ড! সেই তোমারও যে আসা,—আর আমারও এই নাজেহাল পেষ্‌মান! দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা নেই!—এই খানে ফেলে রেখে চোলে গেছে!”

আমার সন্দেহ হলো!—জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “তা এখানে তুমি আছ কোথা?” “তা আমি জানিনা,—এখানে কারেও চিনিনা,—আদুরী বোল্লে, সে একটী বাবু। এইখানে বাড়ী ভাড়া কোরে আছে,—নাম ইন্দিরাম ঠাকুর। সেইখানে আমি আছি,—চলো, সেইখানেই চলো, অনেক কথা আছে,—এখানে বোল্‌তে পারবোনা।—আমার গা কাঁপ্‌চে!

তখন আদুরী আমাদের দুজনকে সঙ্গে কোরে একটা বাড়ীতে ঢুক্‌লো। একটী নির্জ্জন ঘরে তারে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, ব্যাপার কি বলো দেখি? পঞ্চানন্দ কি জন্য পলাতক হোয়েছে?—”

আদুরী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বোল্লে, “ওয়ারিণের ভয়ে পালিয়েছে!” আমার শরীর রোমাঞ্চ হলো!—“অ্যাঁ—অ্যাঁ—কবে?—কবে?—কদ্দিন পালিয়েছে?—কিসের ওয়ারিণ?”

“পালিয়েছে!—ওয়ারিণ!—বাসর ঘরে মেয়ে চুরির ওয়ারিণ! তুমিও সেই তোমার ভায়ের সঙ্গে বাপের বাড়ী গেলে,—তারির খানিকপরে পঞ্চানন্দ হাঁপাতে হাঁপাতে এলো, সঙ্গে সেই মোছল্‌মান ঠক্‌চাচা! তাড়াতাড়ি

এসেই আমাকে বোল্লে, 'আহুরি ! তোর বৌমা কোথায় ?'—আমি বোল্লেম, "তিনি বাপের বাড়ী গেছেন, তাঁর মায়ের বড় বিয়ামো, তাই দেখা কোত্তে তাঁর ভায়ের সঙ্গে গেছেন।—এই মাত্র তাঁর ভাই এসেছিল নিতে, বোল্লে, 'মার বড় বিয়ামো ! বাঁচে কি না।' তাতেই তিনি তোমায় না বোলে কোয়ে গেছে।" আমার কথায় পঞ্চানন্দ চোম্‌কে উঠেই বোল্লে, 'অ্যাঁ !—অ্যাঁ !—ভাই এয়েছিল ?—ভাই এয়েছিল ?—তা—তা—জান্‌তে, জান্‌তে পাল্লে—' বোলেই তাড়াতাড়ি ঠক্‌চাচার সঙ্গে বিড়্ বিড়্ কোরে কি বলাবলি কোরে বোল্লে,—"ঠক্‌চাচা ?—চলো আমরাও তবে যাই !—এই বোলেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে একখানা নৌকো ভাড়া কোরে এইখানে.আমাকে ফেলে রেখে তারা দুজনেই পালিয়েছে !—তা আমি আজ দিন ৪।৫ হলো এইখানেই আছি, কে কোথায় গেলো,—যাই কোথা ! ভেবে চিন্তে কিছুই কুলকিনারা না পেয়ে এইখানেই আছি। ইন্দিরাম ঠাকুর বড্‌ডো ভদ্দর নোক। আমি বুড়ো মানুষ ! আমাকে——" এই সব কথা বোলে আহুরী আবার ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো !

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বোল্লেম, "চিন্তা কি ! আমার অদৃষ্টে যা ছিল, তাই-ই ঘটেছে ! কারুর দোষ নয়,—আহুরি ! কারুর দোষ নয় ! আমার কপালের দোষ ! তার আর ভাবনা কি ? কাঁদ কেন ! যা হবার তাই হোয়েছে, চুপ্ কর !"

দাসী আমার সান্ত্বনাবাক্যে চক্ষের জল মুছে স্থির হোয়ে বোস্‌লো। পরে সেই রকমে নির্জ্জনে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ভাল, তার পর তুমি এখানে এলে কেমন কোরে,—কার সঙ্গে ?"

"একজন আরদালীর মতন,—প্রথম তারে দেখে চিন্তে পারি নাই। তার পর, কথা বার্ত্তায় জান্‌লেম্ সে আমাদের সেই মেরুয়াবাদী চাকর,

লালাজী! পঞ্চানন্দ যে ময়রার দোকানে আমাকে বসালে,—দেখ্‌লেম, তারা কাণে কাণে চুপি চুপি তিন জনে কি বলাবলি কোল্লে,—কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না! অবশেষ যাবার সময় সেই ময়রাকে বোল্লে, "রাঘব জী? দেখো যেন ভুলে থেকো না! এতে যত টাকা লাগে আমি দেবো! কখন হাত ছাড়া কোরো না! আমরা অতি শীঘ্রই ফির্‌বো! এই বোলেই আমাকে বোল্লে, "আহুরি! তুই এইখানে বোস্! আমরা আস্‌চি!—তা সেই যে যাওয়া, একেবারেই যাওয়া;—এখনও আস্‌চে,—তখনও আস্‌চে! তার পর অনেক বিলম্ব হোতে লাগ্‌লো,—ক্রমে রাত্তির হলো,—কি করি!—বুড়ো মানুষ, রাত্রে এ বিদেশ বিভূঁয়ে কোথায় যাবো!—এই সব ভাব্‌চি, এমন সময় দুইজন লোক সেই দোকানে দৌড়ে এসেই বোল্লে, "এখানে রঘু ময়রা কার নাম?" ময়রা বোল্লে, 'ক্যানে,—তারে কি দরকার!' একজন আরদালীর মতন বোল্লে "দরকার্ আসে? কেঁও তোমার নাম রাঘব?" বোলেই তার হাত ধোল্লে, ধোর্ত্তেই ময়রা হাত ছাড়াবার জন্যে অনেক ধস্তাধস্তি কোল্লে, কিন্তু কোনো মতেই ছাড়াতে পাল্লে না। অবশেষ আর দু তিনজন তাদের নৌকো থেকে দৌড়ে এসে ময়রাকে হাতে পায়ে পীচ্‌মোড়া কোরে বেঁধে ফেল্লে পাতালীকোলা কোরে তাদের নৌকোয় নিয়ে গেলো। আমি এই কাণ্ড দেখেই তো অবাক্! এ কি, কে এরা!—কেন ধোল্লে!—ময়রার কি দোষ!—বাঁধ্‌লেই বা কেন!—কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লু না। কিন্তু সেই আরদালীকে দেখে চিন্তে পানুনু, সে আমাদের সেই মেরুয়াবাদী চাকর,—লালাজী!—পাঠক স্মরণ করুণ! পূর্ব্বেই বলা হোয়েছে, যে মেরুয়াবাদী চাকর পঞ্চানন্দের ঘরে চাকরী কোর্ত্তো এ সেই চাকর, নাম লালাজী। যা হোক্, এক্ষণে নামের পরিচয় পেলেন, কেবল ধামের পরিচয় শুন্‌তে বাকী রৈল!

লালাজী হঠাৎ আমাকে চিন্তে পেরে, জিজ্ঞেস কোল্লে, "কৌন্, আহুরি ? আরে ! তু হিঁয়া কাহে ?"—আমি বোল্‌নু, 'কে গা —লালাজী ? আর বাবা ! পঞ্চানন্দ আমার এই দুর্গতি কোরে গেছে ! বোলে আগাগোড়া আমার বেবাক্ তাকে ভেঙ্গে চুরে এক একটী কোরে বোল্‌নু, সে আমার দুঃখের কথা শুনে আমার সঙ্গে কোরে এই বাড়ীতে গিন্নীমার কাছে বোলে কোয়ে রেখে গেছে। গিন্নী ঠাকুরুণও আমায় যথেষ্ট স্নেহ যত্ন করেন ! শুন্‌লেম, ইন্দিরাম ঠাকুর এই বাড়ীর কর্ত্তা। পূর্ব্বে থানাকুল কেষ্ণনগরে ছিলেন, ডাকাতের দৌরাত্মিতে সেখান থেকে এখানে পালিয়ে এসেছেন। পরিবারের মধ্যে কেবল সঙ্গে একটী ছেলে। কপাল গুণে বৌটী নাই !—শুন্‌নু নাকি বো রাত্রে বাসর ঘর থেকে কে চুরি কোরে নিয়ে গেছে ! তাইতে কর্ত্তাবাবু তাদের নামে গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানা বার কোরে ধোর্ত্তে গেছেন। ছেলে বাবুকে দেখি নাই, জানি না !—কিন্তু যে দুজন সেই ময়রাকে হঠাৎ এসেই বাঁধ্‌লে, তার মধ্যে একটী বাবু———"বোলেই আহুরীর চোখ আবার ছল্ ছলিয়ে এলো !

"কি ?—কি ?—তার মধ্যে একটী বাবু কি ?—বলনা, তার আর কান্না কেন ?"

আহুরী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বোল্লে, "না !—এমন কিছু নয় !—বলি কি বলি—সেই বাবুটী যেন ঠিক্ কোল্‌কেতার প্রাণধন বাবুর মতন গড়ন, কোনো তফাৎ নেই !—অপরূপ সেই চেহারা, সেই নাক, সেই চোখ, সেই শরীর, সেই সাষ্টাঙ্গ ! তা—সে সব দুঃখের কথায় আর কাজ নেই, যা হবার তাই হয়েছে ! এখন কাপড় চোপড় ছাড়ো, জল টল খাও, তোমার এ বেশ কেন ?—ওটী কে ?"

"আমার এ বেশ,—আহুরী আমার এ বেশ ! কেবল দুষ্ট লোকের কুচক্রে আবৃত ! ভয় ও অন্তঃকরণের ভগ্নবিশ্বাস-রূপ উদ্বন্ধন-ছিন্নরজ্জু সংগোপন

মানসে! সতীত্বরত্ন পাপীষ্ঠদিগের অপহরণ আশঙ্কা হোতে নিষ্কৃতি অভিপ্রায়ে কৃতসংকল্প-রূপ বীরপুরুষ বেশে আচ্ছাদিত! আহুরী, সে অনেক কথা!—অনেক কুচক্র!—দুষ্ট নরহন্তাদের ষড়চক্রে আমার এ বেশ!—এই বেশে দুরাত্মা কৃষ্ণগণেশের ঘরে আগুণ”——

আহুরী ত্রস্তভাবে আমার কথায় বাধা দিয়ে বোল্লে, অঁ্যা!—অঁ্যা! নরহন্তা!—কৃষ্ণগণেশ!—ঘরে আগুন!—সেকি বৌমা, কৃষ্ণগণেশ কে? নরহন্তা!——”

“চুপ কর—চুপ কর! চেঁচিওনা! গোল কোরোনা! সে অনেক কথা! কেউ জানেনা, কেবল আমি জানি!—সেই পাষণ্ডেরা, সেই কুচক্রী নরহন্তা নরাধমেরা জানে! সে এখনকার কথা নয়, কে শুন্‌বে,—কে জান্‌বে! কুচক্রীদের কুচক্র!—বোল্‌বো, এখন না!—সময় আছে,—শুন্‌তে পাবে! আগাগোড়া বোল্‌বো, সময় আছে।”

আহুরী চুপ কোরে রৈল, তখন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। আহারাদির পর শয্যা প্রস্তুত হলো, (শীতকাল) তিনজনেই কাঁথামুড়ি দিয়ে শয়ন কোল্লেম, কিন্তু নানা রকম কথা বার্ত্তায় সে রাত্রি আর নিদ্রা হলোনা। কেবল পূর্ব্ব কাহিনী, পূর্ব্ব সূত্র, ছলনা, অত্যাচার, নিগুড় কৌশল, পরিত্রাণ! মহাশঙ্কট! দুর্য্যোগ! (বিনোদ)—কৃষ্ণগণেশ! রাঘব! জটাধারী! সিদ্ধজটা! কাঁড়াদাস! নাক্‌কাটা সেকের পো! বিড়ম্বনা! খুন! গুপ্ত রহস্য! কিম্ভূত ময়রা! হাজৎ আসামী! গুপ্তপত্র! দুলিরাম! এই সমস্ত পূর্ব্বাপর কথা বার্ত্তায় সে রাত্রি অতিবাহিত হলো।

পরদিন প্রাতেঃ আমরা উভয়ে সেই বাড়ীর গিন্নী ঠাকুরণের নিকট বিদায় যাচিঞা করাতে তিনি যথাসাধ্য স্নেহ ও যত্ন সহকারে বোল্লেন, “যাবে কেন, এই খানেই থাকো! তুমি আমার পেটের ছেলের মতন, এই

খানেই থাকো। বাবা! আমি হতভাগিনী!—আমার নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ! তা নৈলে, তোমার মতন এক উপযুক্ত ছেলে”——বোল্‌তে বোল্‌তে গিন্নীর চোখ্‌ ছল্‌ছলিয়ে এলো! পরে তাঁর বারম্বার অনুরোধে আমার নিতান্ত অস্বীকার পাওয়াতে তিনি আর অধিক আগ্রহ বা আপত্তি কোল্লেন না, কেবল বোল্লেন, “বাবা! এক্ষণে আমার অসময়, বিপদ!—কি কোর্‌বো, আমার কেউ নেই!—নাচার!—তা থাক্‌লে ভালো হতো!” এই বোলেই তিনি নীরব হোলেন। তখন আহ্লরী আমাদের নিতান্ত যাওয়া দেখে ভেউ ভেউ কোরে হাপুশ নয়নে কাঁদ্দে লাগ্‌লো! পরে অনেক সান্ত্বনা বাক্যে দাসীকে বুঝিয়ে সেখান থেকে সেই দিনেই প্রস্থান কোল্লেম।

বিংশতি কাণ্ড।

কাল্‌না। এখানে কেন নবীন তপস্বিনী!

——————“কে বসিয়ে ঐ
বকুল-বিটপী মূলে, তেজস্পুঞ্জ জটাধারী—
বিভূতি ভূষিত! তাপস বদনে কেন,
মালিন্য এমতি?”

মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। চোল্‌তে চোল্‌তে প্রায় দিবা দুই প্রহর অতীত। ধরণী তপন-তাপে পরিতপ্ত। দিবাকর মধ্যব্যোম পরিত্যাগ কোরে ঈষৎ পশ্চিমে বক্রগামী। (শীতকাল,) তথাপি রবি-কিরণ নির্জীব হোয়েও যেন সজীবের মত, মৃত পতিপুত্রশোকা নারীর ন্যায় অস্ফুট রব কোচ্চে! সেই রব স্পষ্ট শুনা যায় না। গভীরা নিশীথে ঝিঁ ঝিঁ পোকার স্বর যেমন

অস্পষ্ট,—কেবল অস্ফুট্ গুঞ্জন মাত্র। নিদাঘ মধ্যাহ্ন-দিবাকর সেই প্রকার ঝিল্লীস্বরের ন্যায় প্রতিধ্বনি কোচ্চেন। গগণবিহারী বিহঙ্গমেরা নিস্তব্ধ! কেবল চাতকেরা উর্দ্ধ-মুখে বারি প্রার্থনা কোচ্চে, কিন্তু কে দেবে? আকাশে মেঘ নাই। বোধ হয় যেন শচীপতি দেবরাজ সহস্র-লোচন নিদারুণ নিদাঘ-ভয়ে জলদ-মালা সহচর কোরে সুর-প্রমোদ পারিজাতীয় নন্দন-উদ্যানে পুলোমা-নন্দিনীর সঙ্গে গুপ্ত বাস আশ্রয় কোরেচেন। সেই লজ্জায় বায়ুদেবও নিস্তব্ধ ও উত্তাপিত।

এই সময় আমরা এক বৃহৎ অট্টালিকার প্রাঙ্গণে উভয়েই উপস্থিত। সেখানে দুজন লোক মৌনভাবে বোসে, কে তারা?--কেন সেখানে! কে জানে!—কিন্তু তাদের উভয়েই বিষণ্ণ বদন! আমাদের উত্তর দেয় এমন একটীও লোক নাই।

যে দুজন লোক মৌনভাবে বিষণ্ণ বদনে বোসে আছে, আন্দাজে বোধ হলো, তারা উভয়েই বিদেশী।—আকার প্রকারে উভয়কে অক্লেশেই চেনা যায়, কি ভাবের লোক! কিন্তু পাঠক মহাশয়কে তাদের পরিচয় এখন বোল্‌ছিনা। কে তারা,—এখন জান্‌বারও কোন আবশ্যক নাই।

ক্রমে বেলা অবসান। অরুণদেব প্রায় অস্তাচলগামী। রৌদ্র ঝিক্‌মিক্ কোচ্চে, কেবল বড় বড় গাছের মাথায় অল্প অল্প স্বর্ণ বর্ণ কিরণ আছে। তখনও আমরা উভয়ে সেই প্রাঙ্গণের প্রান্তভাগস্থ একটী পুষ্করিণী সমীপে (অশ্বত্থ ও পাকুড় উভয় বৃক্ষ যমজ) তাহারই মূলে উপবিষ্টাপরস্পর নানা চিন্তা ও কথোপকথনে বোসে আছি, বদন বিষণ্ণ, রৌদ্রের উত্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা, নিরাশ্রয়, যাই কোথায়!—এই রূপ চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন! এমন সময় সম্মুখে একটী রমণী নিকটস্থ সরোবরে বৈকালিক জল নিতে আস্‌ছে। বামকক্ষে কুম্ভ, থেকে থেকে দক্ষিণ হস্ত অনবরত দুল্‌চে, নারী-স্বভাব

সুলভ নারী-অঙ্গ থেকে থেকে অল্প অল্প হেল্‌ছে, মস্তক অনাবৃত, অর্দ্ধাবৃত বক্ষ, ঈষৎ চঞ্চল দৃষ্টি, চঞ্চল অথচ যেন একটু স্থির! অধরে সুমধুর মৃদু হাস্য, রমণী অধরে মৃদু অথচ সুমধুর হাস্য! অপূর্ব্ব মাধুরী! নিবিড় অন্ধকার নিশীথ সময়ে ঘনগর্জ্জনের মধ্যে ক্ষণপ্রভার প্রভা দর্শন কোল্লে পথভ্রান্ত পথিকের মন যেমন কতক আশ্বস্ত হয়, সেই লাবণ্যবতী কামিনীকে দেখে আমাদেরও উভয় অন্তঃকরণে অনেক আশ্বাস জন্মালো, কিঞ্চিৎ আনন্দও হলো! আনন্দ হলো বটে,—কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না!—নীরব, নিস্পন্দ, চক্ষু দুটী অচঞ্চল, স্বভাব দর্শনে অচঞ্চল, কেন অচঞ্চল?—চক্ষু জানে, মন জানে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কামিনিটী নিকটে এলো, বয়সের স্ব-ধর্ম্ম নয়নের ভাবে প্রকাশ পায়, নয়নের চঞ্চলতা নিদ্রিত স্বভাবকে উত্থিত করে, বৃক্ষমূলে এই তিন ভাব একত্র।

পাঠক! যে কামিনীটী জলকুম্ভ কক্ষে আমাদের জন্য অপেক্ষা কোচ্চে, সেটী কে?—আপনাদের সে পরিচয়েও এখন আবশ্যক নাই। ক্রমেই প্রকাশ পাবে।

কামিনীটী কিঞ্চিৎ মধুর-ভাষিণী! প্রথম আমাদের দিকে লক্ষ্য কোরে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমরা কে?" এক মাত্র প্রশ্ন।—নিরুত্তর! পুনর্ব্বার সেই স্বরে প্রশ্ন হলো, "তোমরা কে?" উত্তর নাই। তৃতীয় প্রশ্ন, "তোমরা কে, বাসা কোথায়? ভাবে বোধ হোচ্চে বিদেশী, তা এখানে কি অভিপ্রায়ে"———

"বিদেশী, বাসা নাই।"

কামিনীর মুখ একবার বিষণ্ণ, একবার প্রফুল্ল হলো! মুহূর্ত্ত নীরব,—প্রশ্ন নাই—উত্তর নাই,—মুহূর্ত্ত নীরব! "পরম সৌভাগ্য! আমি সধবা। আমার পিতা বনবাসী,—স্বামী সত্বেও নাই!—আমি একা! ঐ আমার বাড়ী।

ঐ বাড়ীতে আমি থাকি, এক্ষণে আপনাদের যদি অন্য কোনো বাধা না থাকে, তবে ঐ আশ্রমে গেলে অধিনী চির চরিতার্থ হয়!"

তখন তার বাক্যে আমার সম্মতি হলো। সানন্দে সম্মত! বৎস-হারা সুরভী যেমন বৎসের উদ্দেশে বা হাম্বারবে যে প্রকার আহ্লাদিত হয়, রবিতপ্ত প্রান্তর-বাহী পান্থ বটবৃক্ষমূলে সহসা আশ্রয় পেলে যেমন পরিতৃপ্ত হয়, আমরাও ততোধিক সেই অ-পরিচিতা কামিনীর স্নেহগর্ভ আতিথ্য বাক্যে পরিতৃপ্ত হোয়ে, সহর্ষে সম্মত হোলেম!

পূর্ণ জলকুম্ভ কক্ষে কামিনী অগ্রবর্ত্তিনী হোতে লাগ্‌লো। আমরা তার পশ্চাৎগামী হোলেম। কামিনী সেই বহির্দ্বারবাসী (যে দুজন মৌনভাবে বোসে আছে) তাদের নয়ন ভঙ্গিতে কি যেন ঈঙ্গিত কোরে,—সেই অট্টালিকার এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কোল্লে! আমরাও উভয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ কোল্লেম। পাঠক মহাশয়! এক্ষণে নির্জ্জনে এসেছি,—এখানে আপনি উক্ত কামিনীর অবয়বের আভাষ কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হোতে পারেন।

কামিনীটি নবীনা। গড়ন বড় বেঁটে নয়, স্বাভাবিক উজ্জ্বল গৌড়বর্ণ। চিকুর কলাপে পৃষ্ঠদেশ আবরণ কোরে কটী পর্য্যন্ত ঝুলেচে। চক্ষু দুটী হরিণাক্ষী ও সতেজ,—সদাই চঞ্চল! নাসিকা ধারালো, মুখখানি ঢল ঢল কোচ্চে, সেই মুখে ঈষৎ ঈষৎ হাঁসি আছে,—প্রকৃতি চঞ্চল! বয়সের স্বধর্ম্মে হলেও হতে পারে। বয়ঃক্রম ষোড়শের সীমা উল্লঙ্ঘন কোরেছে, কি করে, স্বভাবতই কিঞ্চিৎ ব্যাপিকা!—কথা গুলি অত্যন্ত মিষ্টি!—গর্ভের লক্ষণ স্পষ্ট অনুভূত! অঙ্গে অলঙ্কার নাই—কেবল মস্তকে সিন্দূর বিন্দু মাত্র অনুভব! পূর্ব্বে আপনিই বোলেছে সধবা।

সূর্য্য অস্ত।—ঠিক গোধূলি সময় আমরা সেই প্রাঙ্গণস্থ বাটীর এক দরজার সাম্‌নে গিয়ে তিনজনে থাম্‌লেম। দরজায় চাবি বন্ধ ছিল। কামিনী তাড়াতাড়ি

এসেই খুলে ফেল্লে। দেখ্‌লেম, ঘরটী অতি রমণীয়, তারির সম্মুখে উদ্যান। চারিদিকে পুষ্পবন, মাঝে মাঝে এক একটী প্রাচীন বৃক্ষ, সন্ধ্যা-সমীরণে সেই সকল বৃক্ষের অগ্রভাগ কম্পিত হোয়ে প্রকৃতিকে বীজন কোচ্চে। শাখায় শাখায় বিহঙ্গমেরা কলরব কোচ্চে। বেষ্টিত কুসুম-কাননের প্রস্ফুটিত পুষ্প-পরিমল চতুর্দ্দিক আমোদিত কোচ্চে। তারির মধ্যে একতলা বাড়ী। প্রাঙ্গণের চারি কোনে চারিটী নারিকেল বৃক্ষ। সেই সকল বৃক্ষে, মধ্যে মধ্যে বড় আড়ার নিশাচর পাখীদের দেখা যাচ্চেনা,—কেবল পালকের হুস্ হুস্ শব্দ শোনা যাচ্চে। কালো ছুঁচো, ইঁদুর, আর আরসুল্লারা যেখানে সেখানে নৈ-নৃত্য করে বেড়াচ্চে! কোথাও বা চুণ্‌কাম, কোথাও বা একচাপ বালী খসে পড়াতে, স্থানে স্থানে চটাই ও গুয়ে শালিকের বাসা। চাতালের সাম্‌নেই পাশা পাশি তিনখানি কুঠুরি। দু খানি শারি শারি দক্ষিণদ্বারী, ও একখানি বামভাগে ট্যার্চ্চা পূর্ব্বমুখো দরজা। তার আর একটী দরজা ঘরের ভিতর দিয়ে যাতায়াতের পথ। বহুদিন বে-মেরামতে তিনটীই জীর্ণ। খাটালে খাটালে, বরগায় বরগায়, কার্ণিসের কোণে কোণে ধূষর বর্ণ ঝুল, স্থানে স্থানে চিড়, নিস্ত্রাণ, মলিন, অপরিচ্ছন্ন, কপাট জানালার কতক কতক ফাটা ও কীটজীর্ণ! সেইখান দিয়ে ফোচ্‌কে নেংটী ইঁদুরগুলো এ দিক ও দিক ছুটোছুটী হুটোপাটী কোরে বেড়াচ্চে, তাতে কোরে অন্ধকারের কালমূর্ত্তি এঁদের পুরোবর্ত্তী হোয়ে বাড়ী খানিকে যেন ভয় দেখাতে আস্‌চে! পাঠক! সে ধরণের বাড়ী প্রায় আর কোথাও নাই! কেবল সেই জটাধারীর অন্ধকূপ ব্যতীত! সেখানে মনে অনেক ভয়ের উদ্রেক জন্মে, এখানে আর তা নয়!—নয়নের প্রীতি জন্মে!

গতিকে বোধ হলো, বাড়ীতে দাস দাসী নাই। ঐ স্ত্রীলোকটী স্বহস্তেই সমস্ত গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করে। তিনি অতি যত্ন ও ভক্তি পরিচর্য্যা সহকারে

আমাদের সেবা শুশ্রূষা কোল্লেন। কথাবার্ত্তায় জান্‌লেম, যারা দুজন মৌনভাবে বহির্দ্বারে বোসে ছিল, তারা উভয়েই মহাজন। বাড়ী থানাকুল-কৃষ্ণনগর।—রোকরের মহাজন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত। মহাজনের ঘরের পার্শ্বের ঘরে বিশ্রামশয্যা প্রস্তুত হলো। অপর পার্শ্বের সেই ট্যার্চ্চা এক কক্ষে গৃহাঙ্গণা নবীনা শয়ন কোল্লে।

একবিংশতি কাণ্ড।

লোক দুটী কে ?—অপূর্ব্ব গুপ্ত রহস্য !!!

সে যে হবেনা,—মনে ভেবোনা,
যাদু ! এ অধর্ম্ম—ধর্ম্ম কভু সবেনা !!

আজ আমার কোনোমতেই নিদ্রা হোচ্চেনা, কেবল শুয়ে শুয়ে অনিদ্রায় নানাপ্রকার দুর্ভাবনার উল্লেখ হচ্চে ! পথশ্রমে স্বভাবতঃ শয়ন মাত্রেই নিদ্রাকর্ষণ হয়, কিন্তু আমার মনের ভাব বিপরীত ! নিদ্রা আস্‌ছেনা,—কেন আস্‌ছেনা !—কে তার প্রতিবন্ধক ? মানসিক চিন্তা !—যার অন্তরে নিগূঢ় চিন্তা জাগ্‌ছে, সে সারা রাত্র জাগে,—তার নিদ্রা নাই ! আর কে জাগে ? রোগী ! দারুণ ব্যাধি যন্ত্রণায় শয্যাতলে ছট্‌ ফট্‌ করে ;—নিদ্রা নাই !—আর কে ?—কৃপণ ধনী !—পাছে তস্করেরা তার আত্মা-বঞ্চিত সঞ্চিত ধন অপহরণ করে, এই আশঙ্কায় অর্দ্ধনিশায় সভয়ে জাগ্রত,—নিদ্রা নাই !

—আর কে জাগে! বিরহিণী! মানময়ী-বিরহিণী! দাবানলে যেমন বন দগ্ধ হয়, বাড়বানলে যেমন পয়োধি সংক্ষোভিত হয়, মনানলে তেমনি বিরহিণীর অন্তর ও হৃদয় অহরহ দগ্ধ হোচ্চে! সে ছাড়া আর কেউ সে দাহ অনুভব কোচ্চে না! অলক্ষিতে অভাগিনী একাকিনী জাগ্‌ছে, নিদ্রা নাই!—আর কে জাগ্‌ছে? স্বৈরিণী জাগ্‌ছে!—সে কেন? পাঠক! বুঝ্‌তেই পারেন!—এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নরহন্তা!—পরস্বহারক!—দস্যু! লম্পট!—গুলিখোর! তাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্বার্থ-সিদ্ধি মানসে জাগ্‌ছে!

পার্শ্বের ঘরে মহাজন জাগ্‌ছে।—সন্তাপির সন্তাপ-নয়নে নিদ্রা আস্‌ছে না!—কত প্রকার চিন্তা যে তার মন মধ্যে উদয় হচ্চে,—লীন হচ্চে, আবার উদয় হচ্চে,—আবার লীন হচ্চে,—তা কে গণনা কোর্ত্তে পারে? গৃহাঙ্গণা নবীনা কামিনীও জাগ্‌ছে, তারও নিদ্রা হোচ্চে না,—কেন হোচ্চে না,—সেই জানে!

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত। অল্প অল্প মেটে মেটে জ্যোৎস্না জানালার ফাঁক দিয়ে আস্‌ছে, (শীতকাল) জন মানবের বাক্য শ্রুতিগোচর হোচ্চেনা, থেকে থেকে পেচকের কর্ক্কশ রব, চমকিত নিদ্রিত বিহঙ্গের পক্ষ-পুটের ঝটাপট্‌ শব্দ,—নিহিস্বরে ঝিল্লী-ধ্বনি,—বৃক্ষাগ্রে মৃদু অনিলের মন-মুগ্ধকর সঞ্চালন শব্দ, প্রকৃতির সজাগতা জ্ঞাপন কোচ্চে! এ ছাড়া সকলেই নিস্তব্ধ! নীরব।—জগৎ মৌন!—আমিও সজাগ্রত।

এই গভীরা যামিনীতে আমার পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে যে স্থানে মহাজন শয়ন কোরে আছে, সেই ঘরের মধ্যে অস্ফুট্‌ গুঞ্জরবে একটী ফুস্‌কুসুনি গুজ্‌-গুজুনি শব্দ উত্থিত হলো। কতক স্পষ্ট, কতক অস্পষ্ট! মনে সন্দেহ হলো, কে কথা কয়,—কার কথা!—লেপমুড়ি খুলে, কাণ পেতে রৈলেম! শুন্‌লেম, যে প্রকার তারা বচসা কোচ্চে, সে সব কথা অত্যন্ত নিগুড়! অত্যন্ত বিরল!

এবং মহোপকারী!—কিন্তু কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট, সমস্ত জানা সুকঠিন! এই ভেবে পুনরায় স্থির ভাবে কাণ পেতে রৈলেম।

খানিকপরে একজন রেগে বোল্লে "কোর্‌বো আর কি!—যা মনে কোরেছি তাই-ই কোর্‌বো!—এবারকার এ পঞ্চাশলাক টাকা নগদ্ দেনা পাওনা! এটী আমার বুদ্ধির কৌশল!—বাহুবল নয়, যে তুমি ভয় কোর্‌ছো! অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমে, কোদাল পেড়ে, তবে এ ধন লাভ কোরেছি! এখন কি-না আমাকেই নৈরাশ কোর্ত্তে চাও? এই কি ধর্ম্ম?—ধর্ম্মের উচিত কর্ম্ম?—বিশ্বঘাতকী?—হারামী? পূর্ব্বে কত কষ্টে, কত পরিশ্রমে, কত কৌশলে, কপাল গুণে অদৃষ্টের ভোগ পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি!—আমার পর হস্তগত ধন, গচ্ছিত ধন, যক্ষের ধন, তাতেও বিশ্বঘাতকী!—প্রবঞ্চনা!—অপহরণ মানস!—বাট্‌পাড়ী!—এক তো অমূল্য-রত্ন মেয়ে মানুষ্‌টা হস্তগত কোল্লে, তাতে এক কথাও উচ্চ বাচ্য কোল্লেম্ না, এখন কি-না আমারই সর্ব্বনাশ! বাবু আমি গরিব!—ধনে প্রাণে গেছি!—তোর জন্যেই ধনে প্রাণে গেছি, এখন বলে 'তোর পরামর্শেই তো আমার এই সর্ব্বনাশটা হলো!' নির্ব্বোধ বুঝ্‌লেনা যে, তোর জন্যে না কোরেছি কি!—'যার জন্যে কোল্লেম চুরি, সেই বোল্লে চোরা হরি!' প্রাণপণ পর্য্যন্ত কোরেছি, তা সে এখন তোর কপাল! 'কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরুলেই পাজী!' তা আচ্ছা,—ধর্ম্ম তিনিই চার যুগের সাক্ষী! বুড় মা মাগী পুড়ে মলো, শত্রু হস্তে বিবাহিত স্ত্রী [illegible] ন্যস্ত কোল্লেম! সে সব যত কিছু তোরই আগ্রহে, তোরই পরামর্শে!—একেবারে পাষণ্ড বোল্লে কি-না, 'এ পুরাতন গুলো আমার! এ কলসী আমার! আর নূতন মোহরের আধ বক্রা আমার! এই কি বিচার, ধর্ম্ম!—ধর্ম্মের উচিত কর্ম্ম,—হিসাবের ধনে, চোরের ধনে, না—না! গচ্ছিত অংশে বাট্‌পাড়ী! বাবু? তুমি তো সব জানো, তোমার অজানিত কিছুই-তো নাই!—তা আচ্ছা

আমি যদি যথার্থ ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ কোরে যজ্ঞসূত্র ধারণ কোরে থাকি, তা হোলে এর. সমুচিত ফলাফল সেই ত্রিদেবেশ্বর-লোকনাথ-শুলপাণী দেবেন-ই দেবেন, এ কথনো তার ধর্ম্মে সবেনা! আর আমিও সাধ্যমতে এর প্রতিফল দিতে কথনই নিরস্ত হবোনা,—কথন ক্ষান্ত হবোনা! হবোনা! হবোনা!! দেখি কেমন কোরে নিষ্কৃতি পায়!!!

আর এক স্বর তার কথায় বাধা দিয়ে রেগে প্রত্যুত্তর কোল্লে, "পির্তিফল! নিষ্কৃতি!—কিস্যের নিষ্কৃতি? কিস্যের পির্তিফল? তুই আগে নিজের চরকায় তেল দ্যে! পরে পরের পির্তিফল, নিষ্কৃতি, শাপান্ত করিস্? তোকে না চ্যেন্যে কে?—না জানে কে?—তোকে মনে কোল্লে, কে পির্তিফল দেয় তার খবর রাখ্যস্।—মনের অগোচর পাপের স্মরণ কর? প্রায়শ্চিত্ত কর?—তবে পরের সঙ্গে শত্রুতা কর্য্যস্! মনে জান্যিস্নে যে কি কোর্য্যেছুস্! "চালুনি বলে সুঁচ তোর নীচে ক্যানে ছিদ্!" আবার পির্তিফল! বেইমান্! বিশ্বাস ঘাতক! সে সময় মুই থাক্‌লে দ্যেখ্‌তে পেত্যুস্ আমার কত হ্যেক্‌মুত! কত ইন্দ্রজাল্যি! কত ক্ষমতা! সেই দণ্ডে তোর রক্ত দর্শন কোর্য্যে তবে আর অন্য কথা! নৈলে এতদূর আস্পর্দ্দা তোর? বন্ধু হোয়ে তারির সঞ্চিত অন্নে ছাই! এ হোতে আর জঘন্য কর্ম্ম পির্থিবীতে কি আছ্যে? তা সে সব কি সে ভুলে গ্যেছে। তার কি মনে নাই? না, আমারই অজানিত? হাঁরে নরাধম? অকৃতজ্ঞ পামর,—বল না? যত বলি দূর্ হোগ্‌গ্যে, বামুনের ছেলে,—গরিব, আহা! যাগ্ মরুগ্‌গ্যে, একটা কাজ অজানিত পয়সার লোভে কোর্য্যেছে, চারা নেই! অমন পেটের জ্বালায় কি-না হয়! ততই দেখি যে ধিঙ্গিপদ! চুপ্ কোরে ছিলেম বোলে তাই, নচেৎ তথ্যুনি যদি তোরে খুনি আসামী বোলে রাজ দরবারে ধরিয়ে দিতেম, তা হোলে কি হতো? এত সাহস তোর! বাপ্যুরে!—চুরি আবার মান্ষ্যে জাল্! এখন যদি আপনার মঙ্গল চাস্, তবে

ও মোহরের কথা আর মুখেও আনিস্‌নে! পাপাত্মা! চোর! বজ্জাৎ! নেমক্‌হারাম্! ভণ্ড-তপস্বী-চণ্ডাল!

প্রথম কর্কশ স্বর রেগে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় হুহুঙ্কারে বোল্লে, "কি! আমি মোহর পাবনা, আবার গালাগালি?—আমি অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক!—তাইতে তুই এখানে এসে মহাজন! পরের ধনে পোদ্দার! ধোপার নাট্! তুই কি-না আবার আমারে শাসাস্! মনের অগোচর পাপ! নিজহস্ত-রোপিত বীজের ফল ভক্ষণ!—এর চাইতে আবার জঘন্য দেখাস্? আচ্ছা,—দ্যাখ্ তোর কি পেষ্‌মান করি! সবুর কর্, টের পাওয়াচ্চি!—এখন আপনি সাবধান হ! আমি না জানি কি?—আমার কাছে তোমার লাফালাফি হুকুম হুকুম খাট্‌বে না!—আমি সব জানি, তোর মাগ ঘটক পাঠালে! তুই বাসর ঘরে বাসর শয্যা থেকে কি-না একটা অবলাকে চুরি কোরে নিয়ে এলি!—এই কি তোর ধর্ম্ম?--আমি নিশ্চয় জানি, সে তোদের-ই তিন জনের পরামর্শে! আর ঐ চণ্ডালিনী বেটীই যত কুমৎলবের জড়!—যে যার ভাল চেষ্টা করে, তারি ই সঙ্গে ফাঁহাবাজী! তারির স্ত্রীকে চুরি! মোহর চুরি! ঘরে আগুন!—এ যত কিছু তোর, আর সেই ভণ্ড চাঁড়াল বেটার পরামর্শে! আবার আমি একটা লোক্‌কে একটা বিয়ের জন্যে কত দম্‌সম্ দিয়ে,না—না! বুঝিয়ে পড়িয়ে ধোরে এনেছিলেম, তুই গিয়ে কি-না তারে ছাড়িয়ে দিয়ে সর্ফরাজি কোল্লি! কেন র‍্যা বেইমান? খুনি!—তোর এত মাথা ব্যথা পোড়েছিল কেন?—দর্‌কার?—ভাল, চুলোয় যাক্! এখন কি-না মোহর গুলো চাইচি, তা—সে আমারি ধন আমায় দিবি! কেন বল্ দেখি তুই তাতে প্রতিবন্ধক হোস্? তা এখন যদি তোকে খুনি আসামী, আর তোর সঙ্গী সেই জালিয়াৎ বেটাদের চোর বোলে কোতোয়ালিতে ধোরিয়ে দিই, তা হোলে এখন তোর কোন্ বাবায় রক্ষে করে? মনে জানিস্‌নে যে কি কাণ্ড কার্‌খানা কোরেছিস্!

তা তুই যদি আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার কোরিস্, তা হোলে সে সব আর অপ্রকাশ থাক্‌বে না !—তবে জান্‌বি আমার নাম——"

ক্রমে ক্রমে তাদের সমস্ত অন্তরের কথা আর এই সব শক্ত কথা শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন একটু নরম হোয়ে এলো। ধীরে ধীরে মিষ্ট কোরে বোল্লে, "দ্যাখো কৃষ্ণগণ্যেশ !—দূর হোক্, ও সব কথা যেতে দ্যাও, বাজে কথা ছেড়ে দ্যাও, সে সব আমি তো আর কোরিনি,—যে আমার ভয় হবে, কিন্তু যদি-ই তাই হয়, তাতে আমার কি ? তা তুমি কাল কিম্বা পরশু একবার এসে তোমার পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে ন্যে যেও।" পাঠক ! এতক্ষণে একটী লোকের নাম পেলেন, স্মরণ করুণ ? এ সেই ছদ্মবেশী—(বিনোদ) কৃষ্ণগণেশ।

কৃষ্ণগণেশ আবার সেই স্বরে বোল্লে, "এখন পথে এসো, সোজা কথা কও, কেবল আমারে ক্যানো, কারুরে ফাঁকী দেবার চেষ্টা কোরোনা ! জ্বলন্ত আগুনে অম্‌নি পতঙ্গের মতন, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে মারা যাবে !

এই প্রকার নানা রকম কথা বার্ত্তা শেষ হতে না হতেই কাগকোকিল ডেকে উঠ্‌লো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে রাত্রিও প্রভাত হলো। মহাজন, ও আসামী যে কারা, তা চর্ম্মচক্ষে একবার ও দেখ্‌তে পেলেম না !—কারণ, তারা রাৎ পোয়াতেই যে যার অন্তর্ধ্যান হয়েছে।

দ্বাবিংশতি কাণ্ড।

এর এই দশা!!—গুপ্ত ভাব ব্যক্ত।

——————"যাহারে হারায়ে
ভাবিয়ে ভাবিয়ে, উদাসীন বেশে
ভ্রমিছ এবে, হায়! সে সুন্দরী, তব
প্রণয়-পীযুষ স্মরিয়ে, ফুকারিতে নারি,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, কাটাইছে———
তার সাধের যৌবন! পামর পরায়েছে তারে,
বৈধব্য বসন। যাহ, যাহ, যদি থাকে
সাধ দেখিবারে সতী, তব জীবন ধন!"

দারুণ শীত। প্রভাত প্রাক্‌কাল। এই সময় আমি শয্যার উপর লেপমুড়ি দিয়ে বোসে, আন্তরিক নূতন ভাব, নূতন চর্চ্চার আন্দোলন। একজনের নাম কৃষ্ণগণেশ, আর একজন মহাজন। কিসের মহাজন,—এখানে কেন,—বিবাদ কেন? মোহর কিসের?—সেই চিন্তায় ব্যাকুল!—বিশেষ কৃষ্ণগণেশের বাড়ীতে পুকুর ধারে কুপো সমেদ যে মোহর পুঁতি, সে মোহর তো নয়!—তা হোলে কেনই-বা এতাধিক দম্ভ কোরে চাইলে! মীমাংসার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি মৃদুভাবে দিতে সম্মত হলো!—তবে হয়তো মহাজনের কোনো দুরভিসন্ধি এ ব্যক্তি হোতে কৃতকার্য্য হোয়ে থাক্‌বে!—নতুবা এত চড়া চড়া আন্তরিক নিগূঢ় কথায় মহাজন নম্রই বা হলো কেন?—আবার বোল্লে চণ্ডালিনী।—কে চণ্ডালিনী,—কখন দেখি নাই!—পূর্ব্বে নাম, শোনা আছে মাত্র!—চণ্ডালিনী। আমার জন্ম-বিদ্বেষিনী ভগ্নী, কমলা-চণ্ডালিনী। সে তো নয়? হতেও পারে,—আটক কি! কুহকিনীর কুহক জাল!—নৈলে এত যত্ন কেন, মিষ্টালাপ কেন? আর একাকীই বা এখানে কেন? এই সমস্ত গত

রজনীর ঘটনা আদ্যোপান্ত কত রকমই ভাব্‌চি, সিদ্ধজটা নিদ্রাগত। আমারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা না হওয়াতে চক্ষু অবসন্নপ্রায় হোয়ে আস্‌চে, তখন পূর্ব্বমত আবার লেপ্‌মুড়ি দিলেম। এমন সময় হঠাৎ সেই গৃহাঙ্গণা নবীনা কামিনী ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর ভিতর দৌড়ে এসেই ত্রস্তভাবে ঝঁনাৎ কোরে পাশের ঘরের কপাট বন্ধ কোল্লে! তারির এক মিনিট্‌ পরে দুজন পুরুষ হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে আমার সম্মুখে এলো! একজন বোল্লে "ছুঁড়িটে কৈ?" আর একজন এসেই চারিদিকে একবার তাকিয়ে, অবশেষ আমার প্রতি একাগ্র-চিত্তে কটাক্ষদৃষ্টি কোরে অবাক্‌ হোয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রৈলো! অপর ব্যক্তি ঢুকেই "এ ঘর নয়! এ ঘর নয়!" বোলেই সট্‌ কোরে অন্য দিকে চোলে গেলো।

আমার সম্মুখের লোক্‌টী কাঁপ্‌চে,—থরহরি কাঁপ্‌চে! রাগে দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ কোচ্চে, আর এক একবার চতুর্দ্দিকে তাকাচ্চে, আপনার হাত আপনি কাম্‌ড়াচ্চে, মুখে রা নাই! আন্দাজ ৫।৬ হাত পরিমিত লম্বা, পিত্তলের চুম্‌কি ও স্থানে স্থানে লোহার সাঁপী লাগানো কোঁৎকা ঠেসান দিয়ে এক গোঁ হয়ে চোহারের মত কট্‌মটিয়ে দাঁড়িয়ে রৈলো! একেতো রেগে বিদ্‌কুটে চেহারা হোয়েচে, তাতে আবার ভয়ানক ঢেঙ্গা। এমন কি, বয়স আন্দাজ হলোনা। হাত পা গুলি বেমাক্কিক্‌ লম্বা। বর্ণ শ্যাম, মোচড় দেওয়া গোঁফ্‌, মস্তক থেকে কাণ পর্য্যন্ত চাম্‌ড়ার বর্ম্ম চিবুকের সঙ্গে বাঁধা। চক্ষু পাকল রক্তবর্ণ! মাল্‌কোঁচা মেরে বীর ধরণ পড়নে কাপড় পরা। বস্ত্রের স্থানে স্থানে রক্তের ছিটে,—দুহাতে লোহার বালা। পা থর থর কোরে কাঁপ্‌চে,—নয়নদ্বয় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় দেদীপ্যমান ও চঞ্চল বিঘুর্ণিত ভাবে বিস্ফারিত! ওষ্ঠদ্বয় সঘনে কাঁপ্‌চে, মুহুর্মুহুঃ কাম্‌ড়াচ্চে, মুখ থেকে অনবরত রক্ত ফেনা চুয়াল বেয়ে পোড়্‌চে!—অপরূপ উগ্রচণ্ডা কপালিনীর সহচর!

খানিকপরে অপর বাহিরের লোক্‌টী চেঁচিয়ে বোল্লে, "বীরবাস? বীরবাস? খুব হুসিয়ার! গন্তানি এহি কাম্‌রেমে ঘুস্ গেই!—তোম্ যাও গাড়ীকা খবরদারী ল্যেও!" বোল্‌তেই সেই লোক্‌টী কোরে চোলে গেলো। ভাবে বোধ হলো, এই ব্যক্তির-ই নাম বীরবাস।

এই সময় ধাঁ—ধাঁ কোরে পার্শ্বের ঘরের দরজায় পদাঘাৎ হোতে লাগ্‌লো! একে তো কপাট্‌টী কীট-জীর্ণ। এমন কি দু চার ঘা সজোরে মার্ত্তেই হুড়্‌মুড়্ শব্দে ভেঙ্গে পোড়্‌লো। পোড়্‌তেই গৃহাঙ্গণা হাঁউমাঁউ কোরে আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে বোল্লে, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমায় মেরোনা!—আমার কোনো দোষ নেই!—আমি আপনি এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই নাই! আমাকে ফুস্‌লে ফাস্‌লে ভুজং দেখিয়ে——"

"ভুজং দেখিয়ে?—তুই কি কচি খুকী? তুলোয় কোরে দুদ্ খাস্! কিছু জানিস্‌নো?—হারাম্‌জাদী! ছিনালের এক দশাই জুদো!—অ্যাঁ? আমি মরি তোমার জন্যে, আর তুমি আমায় ফাঁকি দাও?—মা মরে ঝি!—ঝি! আর ঝি মরে খোঁড়া"——বোল্‌তে বোল্‌তে চুলের মুঠী ধোরে পটাপট্ শব্দে চর্ম্ম পাদুকা প্রহার কোর্ত্তে লাগ্‌লো! আমি তখন তা ড়ি বাহিরে যেয়ে দেখি, মার তো মার, গন্ধর্ব্ব ছুটে পালায়! অবশেষ ম মারের চোটে চক্ষুদ্বয় ললাটোন্নত হয়ে একেবারে নির্জ্জীব দশা! ভূ অচেতন! স্পন্দন রহিত! সংজ্ঞা রোধ! মুখে আর বাক্য নাই,—মূর্চ্ছা!

যে ব্যক্তি প্রহার কোল্লে, তার বয়স আন্দাজ ২৩।২৪ বৎসর। গড়ন দোহারা, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, গলায় পৈতে, চোখ দুটী কটা কটা, তাতে অল্প অল্প সুরমা লাগানো। মাথায় বাব্‌রিকাটা কেয়ারি করা চুল। কপালে উল্‌কি! গোঁফ সুগঠন, দাড়ী কামানো, দাঁতে মিশি, দুই কাণে বীরবৌলী. মস্তকে উষ্ণীষ, ওষ্ঠ পুরু ও তাম্বুল রাগে ভূষিত! বাম কক্ষে স কোষ অসি.

দক্ষিণ হস্তে সুবর্ণ কবচ। নাভী সুগভীর, বীর ধরা পড়নে দুই ইঞ্চি চেটালো কালা পেড়ে কাপড় পরা। পাছায় সোণার চন্দ্রহার, পায়ে মৌরভঞ্জী লাগোরা পাদুকা। বোধ হয় পাদুকা জোড়াটী গৃহঙ্গণা নবীনা কামিনীর জন্যেই মৌরভঞ্জে প্রস্তুত হয়েছিল !

এই সব দেখ্‌চি, এমন সময় বীরবাস আবার দৌড়ে এলো !—সঙ্গে সেই ছদ্মবেশী ভণ্ডতাপস জটাধারী ! তার হাতে পায়ে চোর বেড়ী পরানো, তার সঙ্গে তুড়ুম ঠোকা ! একে শ্লীপদী, তাতে তুড়ুম! জটা গুলো আলুলায়িত, চক্ষু দুটী আরক্ত জবা ও চঞ্চল বিঘূর্ণিত ! সাষ্টাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রক্ত ফেটে ফেটে ঝুজিয়ে পোড়্‌ছে ! বীরবাস ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে এসে বোল্লে, " রৈ হারামজাদ্‌ অজয় পাল ? দোখ্‌ল্যো বুড়বক্‌ ! তোহার লেড়্‌কীকো জনম্‌সে দেখ্‌ল্যো ? ঝুট্‌মুট্‌ রোণেসে কুচ্‌ ফ্যেইদা হোংগা নেহি। রূপেয়া, ওপেয়া, সোনার যো কুছ্‌ছু লিও, বাওয়া ! সব কোঁ ধর দেনা চাহিয়ে ! পিছে ছোড়্‌নেকো বাৎ মেহেরবাণী !" পাঠক ! ছদ্মবেশী ভণ্ডতাপস-বেশধারী জটাধারীর নাম, অজয়পাল।

অজয়পাল, পাকের এবম্প্রকার রোষ-পরবশ বাক্যে,—আর্ত্তস্বরে বোল্লে, " হেই বাহাদুর বাপ্‌পা ! মোর কিছ্যু দোষ ন্যেই ! দোহাই বাপ্‌পা ! শুধ্যু যা টাকা গুলি রাখ্‌ছ্যি ! মোকে ক্যানে মিছা মিছি কোষ্টো দিছ্যু ! মুই ঝক্‌মারী কোর্যেছি ! খবর দ্যেইনি ! দোহাই বাহাদুর বাপ্‌পা ! আপনি আমীর ! মুই বুড় মানুষ, সিদ্ধযোগী !—মুই কিছ্যুই জানিন্যে !—টাকাই বা আমার কি দরকার ? বোধ করি ঐ দুলিরাম বেটাই—" পাঠক ! মৌরভঞ্জী জুত পায়ে বাবুটীর নাম, রায় বাহাদুর।

রায় বাহাদুর, জটাধারী অজয়পালের এবম্বিধ কারুণ্যযুক্ত বাক্‌-চতুরতায়, দ্বিগুণতর ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রোষ-কষায়িত নয়নে বোল্লে, "রাখ্‌ তোর

বো্ধ করি! রাখ্ তোর বুড়ো মানুষ! সিদ্ধযোগী! প্রাচীন অবস্থা! বেটা যাদুকর! হারামজাদ্! অসিদ্ধ-চণ্ডাল!—দ্যাখ্ তোর কি দশা করি! কি হাল, কি পেষ্মান করি!—আমি কিছু জানিনে! কষ্ট দিচ্ছ!—ঝক্মারী কোরেছি! খবর দেইনি! ওটাই যেন ঝক্মারী! আর যে স্ত্রীলোক্‌টাকে তোর পাতালপুরে খুন কোরেছিস, তার দায়ী কে হবে? আবার ধোর্ত্তে গেলেম তো চার পাঁচ জনে মিলে ল্যাঠিয়ালী!—তলোয়ার চালানো!—এখন কোথায় রৈলো তোর সে সঙ্গী, আর লাঠি তলোয়ার? কই তোরে ছিনিয়ে নিতে পাল্লেনা? ব্যেমান!—তুই যার জন্যে তোর মেয়েকে চুরি বা চুপি চুপি আমার অমতে এনেছিস্, তাও আমি জানি!—সে পাপাত্মাও তোদের দলের মধ্যে একজন! এক্ষণে সে কাল্‌নার গারদে চোরদায়ে কারাবন্দী! হাঁরে নরাধম? বড় যে দর্প কোরে সদন্তে বোলেছিলি, দেখ্‌বো ক্যামন কোরে নিয়ে যায়!—হ্যাঁনো,—ত্যানো,—বার,—সতেরো! তা সে বাহুবল এখন তোর রৈলো কোথায়?—কি বোল্‌বো, তুই ওর জন্মদাতা বাপ! নৈলে এইদণ্ডেই তোর গর্দ্দান থেকে শির জুদা কোরে ফেল্‌তেম!" এই বোল্‌তে বোল্‌তে রায় বাহাদুর বাবু প্রজ্বলিত কোপে সক্রোধে গর্জ্জন কোরে বোল্লেন, "বীরবাস? ল্যে যাও, দুষ্‌মনকো হামারা সাম্‌নেসে তফাৎ করো! আর ইয়ো চণ্ডালিনীকো সাথ কর্‌কে ল্যেও! আউর উন্‌কা ডেরেপর যেত্তা চিজ্ উজ্ হেই, সব কো হামারা ঘরমে ভেজ দেনা! খুব হুঁসিয়ার! য্যোয়ে ইস্‌কা কুছ্ তফাৎ নেই হোয়!"

অজয়পাল নীরব! বীরবাস পূর্ব্বমত ধাক্কা দিতে দিতে দুজনকেই নিয়ে চোল্লো! এবং তার পিছনে পিছনে রায় বাহাদুরও চোলে গেলেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে আমিও কতকটা গেলেম।

ত্রয়োবিংশতি কাণ্ড।

অকস্মাৎ নূতন বিপদ!! অপরাধী নির্ণয়।

——————"গরজি সঘনে,
নিষ্কোষিলা ঘূর্ণিত নয়নে, অসি
প্রভাময়! হেন কালে দুই যক্ষ, ভয়ঙ্কর
রূপ, আসি রোধিলা বিজয়ে, শস্ত্রপাণি।"

ক্রমে সদর দরজায় এসে উপস্থিত। কাণ্ডখানা কি জান্‌বার জন্যে আমিও তাদের পশ্চাৎগামী। অভিপ্রায়, লোক্‌টা কে?—জান্‌বো! মাথায় বাব্‌রি, পাগ্‌ড়ী বাঁধা, পায়ে মোরভঞ্জের নাগোরা জুতো, কাণে বীরবোলী, নাম রায় বাহাদুর! লোক্‌টা কে?—নিরন্তর-ই ভাবনা হোচ্চে, লোক্‌টা কে?—যে ধূর্ত্ত আমাকে দফা দফা ফাঁকী দিয়েছে, বার বার কষ্ট দিয়েছে, এ কি সেই হবে?—সন্দেহ বাড়্‌তে লাগ্‌লো!—এমন সময় দুইজন তেজঃপুঞ্জ অতিথির ন্যায় প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড তেজাক্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে "মালীক্ সীতারাম!—ঝট্ পট্ দেল্‌ৱা দো রাম!! দুষ্‌মন সাহাম্‌নে ধর্ দো রাম!!!" বোলে চেঁচাতে চেঁচাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে রায় বাহাদুরের গাড়ীর কাছে হঠাৎ এসেই, তাদের মধ্যে একজন ক্যাঁক্ কোরে চণ্ডালিনীর হাত ধোল্লে! ধোর্ত্তেই,—"বীরবাস? বীরবাস? নক্কি গিরা!"—বোলে রায় বাহাদুর উচ্চৈস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, উঠ্‌তেই বীরবাস অজয়পালকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি অসি চালাতে আরম্ভ কোল্লে, তখন অপর একজন অতিথি সেও তাদের কাটিয়ে দুজনের উপর লাঠি চালাতে লাগ্‌লো। অপর ব্যক্তি চণ্ডালিনীকে ছেড়েই তার হস্তস্থিত নিষ্কোষ অসি মধ্যস্থলে চালাতে আরম্ভ কোল্লে! চক্ষুদ্বয় সকলেরি

আরক্তিম! সকলেরি অধরোষ্ঠ সঘনে কাঁপ্‌ছে! অতিথি-দ্বয়ের ললাটে রক্ত চন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র ভালিকা, তাতে অল্প অল্প ঘাম পোড়্‌ছে! মুখে অন্য রা নাই, কেবল "মালীক সীতারাম! ঝট্‌পট্‌ মিল গেঁই হরো হর্‌য়ো রাম!! দুষ্‌নন সাহাম্‌নে ধর দোও রাম!!!" এই প্রকার অনবরত তাদের প্রমুখাৎ কল্পিত ভজন, নিস্কোষ পরশু, অসি বিঘূর্ণমান! অতিথিদ্বয়ের মূর্ত্তি! বীরবাসের বিক্রম! রায় বাহাদুরের দর্প, পরশু ধারীদের হুহুঙ্কার, বজ্র-নিনাদীয় গর্জ্জন, রোষ, উচ্চ, গম্ভীর, জড়িত অস্পষ্ট স্বর! এই সমস্ত দেখেই তো আমার রক্ত জল, হস্ত পদ শিথিল, অচঞ্চল! নিমেষশূন্য! অচল ভাবে দাঁড়িয়ে! মহা বিপদ উপস্থিত! হুলুস্থূল ব্যাপার! রৈ-রৈ কাণ্ড! লাঠি তলোয়ারের ঝন্ ঝন্ শব্দ, পাঁওতাড়ার হুম্ হুম্ গুম্ গুম্ শব্দ, কি করি, কি কোর্‌বো,—এমন সময় সেই চেঁচামেচির ভিতর থেকে, একজন বোল্লে,—"কালকের সে ছোঁড়া ছুটো কৈ" আর এক জন বোল্লে "ছোঁড়া ছুটো আবার কোথা!—একটা ছোঁড়া,—আর একটা ছুঁড়ি!" ঐ কথা শুনে আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, যে এরা আমাদের দুজনকেই খোঁজে!—গা কেঁপে উঠ্‌লো! প্রাণের সমূহ বিপদ! যে দু একটা কথা শুন্‌লেম, তাতে স্পষ্ট জানা যাচ্চে, এখানে আমাদের প্রাণের সমূহ বিপদ! যাই কোথা,—করি কি! ভাব্‌চি,—হঠাৎ জটাধারী অজয়পাল সেই সদর দরজার কাছে এসে চীৎকার কোরে উঠ্‌লো!—এখন আর সময় নেই, পাশ কাটিয়ে দৌড়!—দৌড়—দৌড়, তো সটান্ দৌড়! একেবারে আমাদের ঘরের ভিতর গিয়ে দরজা বন্ধ কোরে হাঁফ্ ছাড়্‌লেম!—দেখি পাশের ঘরের দিকে জটাধারী ছুটে গেলো! সঙ্গে আরও দুজন লোক! তাড়াতাড়ি এসেই বোল্লে, "কই? কই?—তারা দুটো কোথা?" আর এক স্বর বোল্লে, "সেই ছুঁড়ি বেটীকে (না!—না!—সেই ছোঁড়াকে) আমার মুখের গ্রাস চুরি কোরে এনেছে! আজ মূলকুটা কোর্‌বো, তবে ছাড়্‌বো!" এমন সময় আর এক

কর্ক্শস্বর অকস্মাৎ দৌড়ে এসেই বোল্লে, "কোথায় গেলো ? কোথায় লুকুলো ?—কোথায় পালালো ?"—আর একজন বোল্লে, "সাহান্ ? তুই ওদিকে খোঁজ, আমি এদিগ্ আগ্‌লে দাঁড়িয়েছি !—সত্বিই তো, তারা গেলো কোথায় ?" তৃতীয় আর এক স্বরে উত্তর কোল্লে, "বোধ করি আমাদের সাড়া পেয়ে পালিয়েছে !" পাঠক ? অতিথিদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম সাহান্।

আট ঘাট বন্ধ, কোনো দিকেই পালাবার পথ নাই ! মহা বিভ্রাট্ উপস্থিত ! কি করি, কোথা দিয়ে পালাই !—আর উপায় নাই, এথনি এই ঘরে আস্‌বে ! ভাব্‌চি, হঠাৎ একস্বর বোল্লে, "আ—হা—হা—হা ! বড্ডো পালিয়েচে ! নৈলে আজ থোড়কুচ্যি কোত্তেম! কি বোল্‌বো——" আওয়াজে বোধ হলো, সে স্বর অপরিচিত নয়, কিন্তু ঠিক আঁচা গেল না। বিশেষ দূর হোতে অতিথিদ্বয়কে স্পষ্ট চিন্‌তে পারিনি ! সাহান্ নামটী অ-পরিচিত ! সন্দেহ হলো ! সেই চির-ঘৃণিত কর্ক্শ স্বর কার ?—কে সে ব্যক্তি ? পাপিষ্ঠ বিজাত পাষণ্ড নরাধম বৈষ্ণব-বেশধারী চট্‌শাঁই কাঁড়াদাস ! পঞ্চানন্দের ধর্ম্মানুরোধে জটাধারীকে উদ্ধার ও কমলা-রূপ-রত্ন লভ্যমানস সিদ্ধি অভিপ্রায়ে কৃত-সংকল্প ! ভণ্ডতাপস, ছদ্মপাতন অজয়পাল বোধ হয় কাল্‌কের সেই মহাজন দ্বয়ের মধ্যে একজন। তাতেই আমাদের প্রত্যক্ষ দেখে চিন্‌তে পেরে থাক্‌বে ! প্রাণ রক্ষার এবার আর কোনো উপায় নাই ! তখন আপনাদের উভয়ের কল্যাণ-কামনায় মনে মনে সেই বিপদ-কাণ্ডারী জগৎপিতার ধ্যান কোর্ত্তে লাগ্‌লেম। এসময় তিনি ভিন্ন নিস্তারকর্ত্তা আর কেউই নাই !

আমি ভেবা গঙ্গারাম ! কাণ্ডখানা কি জান্‌বার জন্যে পূর্ব্বোক্ত ঘুল্‌ঘুলির কাছে দাঁড়ালেম, এই অবসরে কতক হর্ষ ও বিষাদ আমার চিন্তিত চিত্তকে সাতিশয় আকুলিত কোরে তুল্লে! হর্ষের কারণ, রৈ—রৈ শব্দ,—বীরবাস ও রায় বাহাদুরের লম্ফঝম্ফ, বিক্রম। বিষাদের মধ্যে গৃহাঙ্গণার মুখ হোতে অনবরত

ভলকে ভলকে রক্ত ফেনা নির্গত হোয়ে পরিধেয় বস্ত্র ভেসে যাচ্চে! বীরবাস মৃতপ্রায় অবস্থায় সেই কামিনীকে প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে বগলদাপা কোরে এনে ফেল্লে! চক্ষু ললাটোন্নত! ঘন ঘন নিশ্বাস বেরুচ্চে! শুধু নিশ্বাস নয়, উৰ্দ্ধশ্বাস! বাক্‌রহিত! বোধ হয়, কোনো গুরুতর আঘাতে অভাগিনীর গর্ভস্রাব হয়েছে!

তখন সেই হর্ষবিষাদ-পরিপ্লব অন্তরে আমার কিঞ্চিৎ সাহস প্রতিভাত হলো।—ধাঁ কোরে সেই দ্বাদশমন্দিরস্থ বিপদোদ্ধারকর্ত্তা-প্রদত্ত পিস্তলের কথা স্মরণ হলো। কাল বিলম্ব না কোরে পিস্তলটা বার কোরে বারুদ গুলি পূর্ণ কোল্লেম। এক্ষণে বিপদের ইহা-ই একমাত্র সহায়! এই ভেবে আবার পূর্ব্বমত সেই খানে দাঁড়ালেম। হঠাৎ বীরবাস রক্তাক্ত দেহে বিঘূর্ণমান অসি হস্তে নৃত্য কোর্ত্তে কোর্ত্তে এসেই সাহানের মাথায় খুব সজোরে এক আঘাৎ কোল্লে! আচম্‌কা চোট খেয়ে সাহান্ রক্ত বমন কোর্ত্তে কোর্ত্তে বাতাহত-কদলীর ন্যায় ধড়াশ্ কোরে ঘুরে পোড়্‌লো। রায় বাহাদুর বাবুও সেই সময় বেগে এসেই সাহানের মস্তকে আর এক কোপ্! উপর্য্যোপরি কোপে কোপে খোড়ক্যাচি! ওদিকে গর্ভস্রাব,—রক্তের নদী, ঢেউ খেল্‌ছে!—নৈ-নৃত্য কাণ্ড!—চট্‌শাঁইয়ের পো অবাক্! অজয়পাল নিস্তব্ধ!—আমিও সভয়ে ঘরের ভিতর জড়সড়!

একটু পরেই বীরবাস পূর্ব্বমত নাচ্‌তে নাচ্‌তে যেয়ে অজয়পালের জটার মুড়ি ধোল্লে। ধোর্ত্তেই জটাধারী পরিত্রাহী চিৎকারপূর্ব্বক বার বার কাকুতি মিনতি কোরে বোল্লে, "আম্মি—আম্মি—দোহাই—পাক্—বীর—আম্মি নই! আম্মি তোমাদেরি—মন্দ চেষ্টা কোরিনি,—আমায় মেরোনা! বাহাদুরের দোহাই!—আমায় মেরো—আম্মি—একটা ছোঁড়া—আর একটা ছুঁড়ী, দাগাবাজ্!—সেই জন্যে,—আমি তোমাদেরি,—আর মন্দ কোর্‌বো না—আমায় ছেড়ে দ্যাও,—দোহাই পাকবীর!—দোহাই বাহাদুর! আম্মি—আম্মি—আশায়

সফল—শিব শিব—কালী কালী—তাই বাঁধন খুলে দিলে—চট্‌শাঁই :—না—না কাঁড়াদাসকে জিজ্ঞেস্ করো,—আম্মি—আম্মি—তাই দেখাতে——”

“কাঁড়াদাস” নাম শুনেই তো ছদ্মবেশ-ধারী চট্‌শাঁই ধূর্ত্ত ঠক্‌চাচা মহাপ্রভু ওঠে তো পড়ে না, দে দৌড়!—দৌড়—দৌড়—ঊর্দ্ধশ্বাসে সটান্ দৌড়!—পাঠক!—এ ছদ্মবেশধারী বৃদ্ধ অতিথি,—সেই কাঁড়াদাস বাবাজী!

রায় বাহাদুর বাবু খিঁচিয়ে উঠে বোল্লে “রাখ্ তোর জিজ্ঞেস্ করা!—আমি—আমি—তাই দেখাতে—” ‘বীরবাস! মারো শালেকো, আবি তাক্কৎ ঝুট্ বাৎ!—একদম জনম্‌সে মাড্‌ডালো হারামজাদ্‌কো!—বেয়মানকো জিউহা উখাড় ফেঁকো! দোনো আঁখ্‌মে পিন্ ঠোকো! চার হাত পাঁও আচ্ছি তরসে রস্যিমে বান্‌কে ঐহি গাছপর ল্যট্‌কানা! খেয়ষে মৎ গিরে! বুড়্‌বক্‌কা য্যাযা কাম, য্যাযা কার্দ্দানি,—তেইষা হামেহাল!—তোইষা পেষ্‌মানবি করণা চাহিয়ে! নেহি তো কভ্‌ভি টিট্ বনেগা নেহি! ঐহি বদ্‌মাস য্যাৎনা ল্যটখট্টী হুর্য্যুংকা গোয়েন্দা! বেটা অর্থলোভী অসিদ্ধ-নরপিশাচ!—ওরে বেয়মান! তুই মনে করিস্‌নে যে আবার এখান থেকে আজ ফিরে যাবি। বীরবাস! মারো লাথ্ শালেকো মুমে,—ছোড়ো মৎ, ছোড়্‌নেসেই শালে গোয়েন্দা হোকে, আবি কোতোয়ালীমে খবর দেউঙ্গা। খুন্ কিয়া আপ্‌সে লেকিন্ পিছে ঝুট্‌মুট্ বদ্‌মাস কুচ্ না কুচ্ দাবী করেগা-ই করেগা!—সোহি, বিনা দোরস্‌মে খুখুণ্ডিকো মৎ ছোড়্‌না!’

একে চায়, আরে পায়,—চিঁড়ে কুটে খায়! সবে মাত্র রায় বাহাদুরের মুখ-নিঃসৃত এই কয়েকটী সক্রোধ পরুষ বাক্যে, বীরবাস তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ভণ্ড-জটীলের জটার মুড়ো খুব সজোরে হ্যাঁচ্‌কা মেরে আরক্ত নয়নে বোল্লে, “উঁঃ!—কি বোল্‌বো,—তুই নিজের অবধ্য,—তাতেই এ যাত্রা পরিত্রাণ পেলি! নৈলে অপর কেউ হলে এতক্ষণে——”

বোল্‌তে বোল্‌তে ছদ্মপাতন ভণ্ড-তপস্বীর সেই লম্বমান কল্পিতজট হ্যাঁচ্‌কার চোটে সমূলস্ত বীরবাসের হস্তে উন্মোচন হয়ে এলো!

কৃত্রিম জটা!—চণ্ডাল-তপস্বীর ছদ্মবেশ!—কুহক-মায়া!—অরণ্যবাসী,—শ্মশান প্রতিমা অধিষ্ঠাতার বিকট বিজাতীয় মূর্ত্তি প্রকাশ হোয়ে পোড়্‌লো!—নীরব,—নয়নদ্বয় উদাসীন ভাবে বিস্ফারিত!

"একি?—একি?—তুই না তাপস্?—তোর নাম না জটাধারী?—আঁা?—পামর! এখন দেখ্‌চি তোর সব-ই চাতুরী!—তোর যত কিছু সবই প্রবঞ্চনা!—মস্করাম!—আঁা?—নরাধম! একবার ভেবেও দেখিস্‌নে,—যে তোর জন্যে কতটা কাণ্ড কোরেছি,—কত উপকার কোরেছি?—তা তুই বেটা এমনি পাজী,—তার কিছুই নিমক্ রাখ্‌লিনি!—কিছুই মান্‌লিনি!—তা তোকে আর এক্ষণে কি হাল কোর্‌বো,—মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন, আকাশে এখনও চন্দ্র সূর্য্য আছেন, এর উচিত প্রতিফল তাঁরাই দিলেন,—এখন না খেতে পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরে যাবি!—ত্রিশূন্যে শকুনি গৃধিনী তোর ঐ লোলমাংস ভক্ষণ কোর্‌বে, তথাপি তোর এ পাপ-দেহভার পৃথিবী কখনই সহ্য কোর্‌বেন না!—হুঁ!—মনে ভেবে দ্যাখ্ দেখি,—তুই আমার প্রাণে কেমন দাগাটা দিয়েছিস্!—কি সর্ব্বনাশটাই কোরেছিস্!—কি-না একটা সতী সাধ্বী স্ত্রীলোক্‌কে বিনি দোষে তোর পাতালপুরে হত্যা কোরেছিস্! সে পাপ তোরে ভুগ্‌তে হবে না!—বেশ হোয়েছে, এই জন্মের পাপ (তোর যোগমায়া সিদ্ধেশ্বরী) তিনিই সদ্য সদ্য হাতে হাতে ফলিয়েছেন! আরও ফোল্‌বে, আমাকে যেমন বঞ্চনা কোরেছিস্, তোকেও তেম্‌নি পাপের ফলাফল ভোগ কোত্তে হবেই হবে!"

ন্যায্য হোক্ আর অন্যায্যই হোক, ভর্ৎসনা খেয়ে ভণ্ড-জটীল একটু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লে, "বাহাদুর বাবু! এই কি তোমার ধর্ম্ম,—বাপুরে! এই

কি তোমার ধর্ম্ম ?—আমি তোমার এতটা উপগার কোরেয়্ছিলেম, শেষকালে তুমি তার কি, এই শোদ্-বোধ কোল্লে ?—তোমার মনে কি এতই ছিল ?—না হয় আমি তোমার একটা দোষে দোষী হোয়েছি, তার কি আর মার্জ্জনা নেই ?—অবশেষ আমার এই হামেহাল্, এই দুর্দ্দশাটা কোল্লে ? হায় ! হায় ! তেঁতুলে বাগ্দী বীরবাসের হাতে ব্রাহ্মণের প্রাণ্টা বিসর্জ্জন হলো ?”

বীরবাস ঐ কথায় অত্যন্ত রেগে ধোম্কে উঠ্লো ! “বেটা বড় সোর সাড়াবং আরম্ভ কোল্লে, বাঁধ্ শা্লার মুখ, ছুছুরা !—বড় মোকে ফাঁকি দিয়েছ, তার ফল এই হাতে হাতে এখন ভোগ কর !” বোলেই পূর্ব্বমত বাঁধ্তে আরম্ভ কোল্লে,—তখন ভণ্ডজটীল জটা-ধারী অজয়পাল ফোঁপাতে ফোঁপাতে কাকুতিস্বরে বোল্লে, “বাবা—পাক্—বীর !—মোকে—ক্যানে বান্ছো !—মুই,—কিষ্ণ—গণেশ !—আজ—আর দাগা !—যাই !—দম—ফে—টে !—ছাতি—ই—ই—ফাটে !—মা !—আর পাপ—বুক জ্বলে—বাবা—সিদ্ধিজটা—দয়া—দয়া—আর—কষ্ট—মা !—পিশাচ—শিব—শিব—কালী—কালী—এই দশা !—বেঁধো না !—বেঁধো—অ্যাঃ !—অ্যাঃ !—রক্ষা—রক্ষা—পঞ্চানন্দো—ও—ও—বাবা—যাই যে !—এ সময়—দেয্খ্লে—অ্যাঁঃ !—অ্যাঃ !—পিপাসা—তোমাদের—মনে—হায় !—হায় !—কেউ নেই !—আম্যি—তা—তা—মরি—যম যাতনা !—আঃ !—জল—জ—অ—অ” এই কয়েকটী কথা বোলেই আবার মৌন হলো।

দিলেম।—খেলে।—বোধ হলো একটু চেতনা হয়েছে। পূর্ব্বমত সিদ্ধজটা তারে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তোমার এ অবস্থা কে কোল্লে?—গর্ভস্রাব কেন হলো?—হঠাৎ এ সব কি কাণ্ড?"—

দুই তিনবার এই রকম জিজ্ঞাসার পর, গৃহাঙ্গণা হাঁফাতে হাঁফাতে গোঁঙিয়ে গোঁঙিয়ে উত্তর কোল্লে, "বাহাদুর—বাহাদুর—পাক—বীরবাস,—আমি—তা—জল—" এই কটী ছড়ি ভঙ্গ কথা বোলেই কামিনীর জীব এড়িয়ে ক্রমে অবশ হয়ে এলো।—আরো কিছু বোল্‌তে ইচ্ছা ছিল—বোধ হয়, কিন্তু ফুটে বোল্‌তে পাল্লেনা। পূর্ব্বমত আবার খানিকটে জল দিলেম।—খেলে।—প্রায় পাঁচ মিনিটের পর, পাশ ফিরে শুয়ে,—আর্ত্তস্বরে চীৎকার কোরে বোল্লে, "আঃ! বড় যাতনা!—এমন যাতনা কখনো"————

নিরুত্তর—এক মুহূর্ত্ত নিরুত্তর!—সম্বিৎ পেয়ে ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে তুমি?—দেখ্‌তে পাচ্চিনা,—মাজা!—ট্যাংরা!—আমার চক্ষু—শলা বিন্‌ছে!—অন্ধ হয়ে গেছে!—তুমি কি প্রিয় পঞ্চানন্দো?"—কামিনী কাতর স্বরে এই প্রশ্নটী কোল্লে।

"আমি—পঞ্চানন্দ নই।—কেন, তুমি কি আমায় চিন্‌তে পাচ্চনা?—স্বর শুনেও কি বুঝ্‌তে পাচ্চোনা?" সংক্ষেপে আমি কটী কথা বোল্লেম।

"অ্যাঁ!—স্বরশুনে—কেও—রাঘব?—না—আমার বাবা?—বাবা!—গাই যে!—আঃ!—বাঁচাও!—চিকিৎসা!—মা!—মাকে দেখ্‌তে—জ্বোলে গ্যা।—কি যাতনা—অনেক পাপ—ব্রহ্মরন্ধ্র—ফেটে—এ—এ—কোল্‌জে—এ—এ—এ—" এই পর্য্যন্ত বোলে কামিনী আবার নীরব হলো।

আমি বোল্লেম, "দিদি!—বেশ্ কোরে ভেবে দ্যাখো,—আমি তোমার সেই কনিষ্ঠা ভগ্নী বিমলা। আর এই পার্শ্বে তোমার কনিষ্ঠ ভাই (বিনোদ) যার নাম ভাঁড়িয়ে সিদ্ধজটা বোলে তোমার উপপিতার নিকট লুকিয়ে রেখে-

ছিলে, সেও তোমার সাম্‌নে। আমি রাঘবও নই।—পঞ্চানন্দও নই। তোমার বাবা ঐ গাছে ঝুল্‌চে!"

"দেখ্‌তে পাচ্চিনা,—চিন্‌তে পাচ্চিনা;—লাথীর চোটে—নাড়ী টেনে ধোচ্চে,—চক্ষের যুৎ নেই।—তা—তা—তোমাকে হেলা কোরে—আমার এই দুর্দ্দশা!—বিধাতা আমায় সকল সুখে বঞ্চিত কোরেছেন!—এখন আমি পথের কাঙ্গালিনী!—আয় ভাই—এ সময় আমায় রক্ষা কর!—আমি মহাপাপী!—তোদের দুজনকে অনেক কষ্ট—আঃ!—যাই যে ভাই!—সিদ্ধি—মা!—মা!—তল্‌পেট—বুক্‌ যায়!—বুক্‌!—মাজা!—ট্যাং—জল!—ফেলে যেওনা!—এ যাত্রা—রক্ষা—রক্তের—একরক্তে বংশ—আমার কেউ—তবু ভাল—দেখা হলো—মরণ—যম যাতনা!—বেঁধোনা!—বেঁধোনা!—আমি—আমি—আপনি যাচ্যি।—অনেক—পাপ—অনুতাপ—করি; কেটে—স্বর্গ—নরক—পুষ্পরথ!—ঐ যায়!—ঐ যায়—গেলো—গেলো!—বত্রিশ বাঁধন—ছেড়ে যায়—মা!—দাসী তোমার!—জন্মের মত—বিদায় নিচ্চে!—আঃ!——" এই প্রকার সকরুণ বিলাপ উচ্চারণ কোত্তে কোত্তে ক্রমে গৃহাঙ্গণার আর বাক্য স্ফূরণ হলোনা, নেত্রে অনর্গল অশ্রুধারা বিগলিত ধারে প্রবাহিত হতে লাগ্‌লো।

এইরূপ কাতরোক্তি শুনে, গম্ভীরভাবে, আমি সম্বোধন কোরে বোল্লেম্, "বিধাতার দোষ দাও কেন? বিধাতাকে নিন্দা কোরোনা। তোমরা নিজেই পাপী,—নিজেই অপরাধী!—সেই পাপের,—সেই অপরাধের এই ফল ভোগ হচ্চে!—তোমাকে তিরস্কার কর্‌বার জন্যে যে এসব কথা আমি বোল্‌চি, তা নয়!—ধর্ম্মের আদর ও অনাদর কোল্লে যে কি দুর্দ্দশা, সেইটী জানিয়ে দিবার জন্যেই আমি এই হীনচেতনাবস্থায় এ কথাগুলি বোল্‌ছি, ভর্ৎসনা নয়! তোমরা ধর্ম্মকে অবহেলা কোরেছিলে,—ধর্ম্ম পথে থাক্‌তে পারোনি,

অধর্ম্মের সেবা কোরেছিলে, সেই জন্যেই উচ্চ সম্ভ্রান্ত মহাবংশ থেকে এতদূর জঘন্য ও শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছ!—আর সেই জন্যেই তোমাদের এই দুর্দ্দশা!—অবশ্য সম্ভাব্য দুরবস্থা! আমি তোমাদের চিনি,—বিশেষরূপে উভয়কেই চিনি; আর তোমরাও আমাকে চেনো—আমি তোমার বিমাতা-গর্ভজাত কন্যা,—যাকে বিবাহ রাত্রে বাসর শয্যা থেকে ষড়চক্রে চুরি কোরে এনেছিলে, সেই আমি! কেমন,—এখন আমায় চিন্‌তে পাচ্চো?"

গৃহাঙ্গণা, কমলা স্তম্ভিত! কথা শুনে, অনুতাপিনীর বাক্ রোধ হলো। আমার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইলো, দ্বিরুক্তি কোত্তে পাল্লেনা। বরং নিদারুণ যন্ত্রণায় থেকে থেকে কাতর হোচ্ছিল, এই সময় আরো দ্বিগুণতর কাতর হয়ে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লো!

যাই-হোক্, আর এ বাড়ীতে থাকা হবে না।—গতিক বড় ভাল নয়!—যুক্তিসিদ্ধ নয়! কপালের লিখন, অদৃষ্টের ফের, যেখানে যাবো, সেই খানেই কুচক্রীদের কুচক্র! তখন একাদি মনে প্রগাঢ় আগ্রহে আমার জন্মবিদ্বেষিণী ভগ্নী কমলা—বা গৃহাঙ্গণার দুরবস্থা ভাব্‌তে ভাব্‌তে অতীত ঘটনা স্মরণ হলো,—বিস্ময়ে, উৎসাহে আমার হৃদয় কেঁপে উঠ্‌লো!—সাষ্টাঙ্গ শিউরে উঠ্‌লো!—কেন কেঁপে শিঁউরে উঠ্‌লো,—সে কথা এখন আমি পাঠক মহাশয়কে জানাতে ইচ্ছা কোচ্চি না;—ভবিষ্যৎ অবসরের প্রকোষ্ঠে সে সব এখন নিদ্রিত থাক্‌লো।—যখন সুপ্তোত্থিতের অবসর উপস্থিত হবে,—তখন আপনার মুখে আপনারাই শুনে চমৎকৃত হবেন! এক চক্ষে কাঁদ্‌বেন,—অপর চক্ষে হাঁস্‌বেন!—ভারি মজা!!—আশ্চর্য্য কাণ্ড!!!

পথে বেরিয়ে যাবো, পরম হর্ষের আশায় মহাবিপদ!—বিপুল লোভে দারুণ নৈরাশ! আমার ছদ্মবেশ রাত্রের আশায় স্থির বিশ্বাস, নিষ্কণ্টক বিশ্বাস! এতদিনে সেই আশা—পাপ দুরাশা একেবারে গভীর জলশায়িনী!—নৈরাশ

তরঙ্গিত অন্তঃকরণে ভীষণ দুরাশা ক্রীড়া কোচ্চে! পাপাচার—পাপ স্পৃহার নিবৃত্তি নাই,—অহরহ পাপের ফলভোগ কোল্লেও প্রকৃতি পরিত্যাগ করে না, বরং একটা বিষয়ে হতাশ হবার পর তার মনে কুটীলতা, খলতা, নৃশংসতা আরও অধিক বৃদ্ধি হয়,—সংহারমূর্ত্তি ধারণ করে!—পাঠক? এখানেও প্রায় আমার ভাগ্যে সেই প্রকার অনুভূত!

বাড়ীর ভিতর মহলে দরজা বন্ধ,—ঘরের গবাক্ষ দ্বার বন্ধ।—হঠাৎ ব্যাঘ্র-তাড়িত সুরভীর মত দুজন লোক ছুটে এসেই দুম্ দুম্ শব্দে দরজায় ঘা মাত্তে লাগ্‌লো, ওজন থামেনা,—উপর্য্যুপরি ক্রমশই সজোরে আঘাত! ভিতর দিক থেকে কপাট খুলে সম্মুখে দুজন অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত নূতন রমণীর-মূর্ত্তি উপস্থিত!—নারী মূর্ত্তি!—দীর্ঘাকার, শীর্ণ, বর্ণ ফ্যাঁসাটে গৌর। আদ্‌ময়লা গেরুয়া রঙ্গের ঘাঘ্‌রা পরা, গায়ে বেণিয়ানের আস্তিন আঁটা, ঐ রঙ্গের কাঁচুলী, ঠাই ঠাঁই ছেঁড়া, নাভি পর্য্যন্ত পেট খোলা। দু-হাতে রুদ্রাক্ষের মালা আভরণ ও বাম কক্ষে ত্রিশূল! পায়ে কিঙ্কিণীর ন্যায় এক রকম নূপুর। দশাঙ্গুলে দশটা চরণ চুট্‌কি। দুই কাণে দুখানা বড় বড় পাশা, নাকে নাক-চুণ্ডি দেওয়া সুদৃশ্য বেসর। মস্তকে আলুলায়িত জটা, গড়ন দিব্বি সুন্দর ও সুগঠন বটে। বয়স আন্দাজ—২০।২২ বৎসর। সেই তেজস্বিনী মূর্ত্তি,—তেজস্বিনী অথচ পাংশু আচ্ছাদিত ঘোর ঘন-ঘটা বিলুপ্ত বিদ্যুৎলতার ন্যায় শোভা পাচ্চে! সঙ্গে অপরাপর আরও ১০।১২ জন সঙ্গিনী।—উরির মধ্যে একজন বৃদ্ধা,—আকার প্রকারে অক্লেশেই চেনা যায়, অপরূপ কাঁড়াদাস বাবাজী নকল!—ত্রিশূল-ধারিণী অনুভাবে ঋষি-কন্যা বা পিশাচিনী সম্ভবে, কিন্তু সেই সঙ্গিনী মাগীরা সবাই যেন হাঘরের মত!

পিশাচিনী ভৈরবী-মূর্ত্তি আমাদের দুজনাকে দেখেই বোধ হয় আন্তরিক চোটে উঠে, বিষম ক্রোধ ও ঘৃণার সহিত সবিস্ময়ে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লে,

"কে তোরা?—এঁরা কোথা?—তা—তুই—এখানে?"—বোলেই বিকট মুখ ভঙ্গিতে খিল্ খিল্ কোরে উদাস হাসি হাস্তে হাস্তে সিদ্ধজটাকে ধাক্কা মেরে দ্রুতবেগে প্রাঙ্গণাভ্যন্তরে প্রবেশ কোল্লেন, কিন্তু কেনই বা বিস্ময় বোধ কোল্লেন, আর কেনই বা হাস্লেন, আবার কেনই বা সিদ্ধজটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে গেলেন,—হা অদ্বৈত নিতাই গৌর! এযে কি ভাবের উদয়—তার কিছুই মর্ম্ম জান্তে পাল্লেম না।

সিদ্ধজটা ধাক্কা খেয়ে পোড়ে গেলো।—এই অবসরে আমি তারে তুল্তে গেছি, হঠাৎ সেই হাঘরে মাগীরা হুঙ্কার শব্দে এসেই আমাদের আক্রমণ কোল্লে।—এই আকস্মিক বিপদে আমার মন যে কি রকম অস্থির হলো, তা পাঠক মহাশয় অনুভবেই বুঝ্তে পাচ্চেন। যারা এসে আক্রমণ কোল্লে, তাদের সন্মুখের একজন তলোয়ার দেখিয়ে গম্ভীর স্বরে বোল্লে, "যা—যা এখান থেকে নিয়েছিস্, সব বার্ কোরে দে!—যদি না দিস্, তবে এখনি তোদের মেরে সব কেড়ে নেবো!" হা রাধাকৃষ্ণ!!

এই সব কথা শুনে আমার ভারি ভয় হলো!—তাদের দলে লক্ষ্য কোরে পিস্তলটা আওয়াজ কোল্লেম। ধাঁ কোরে গুলি বেরিয়ে যেয়ে একজনকে লাগ্লো—সতেজে লাগ্লো! দারুণ আঘাতে অমনি মুখ থুব্ড়ে ধড়াশ্ কোরে সেই খানেই পোড়্লো! অপর হাঘরে মাগীরা তাই দেখে আরও দ্বিগুণতর রেগে উঠে, আমার উপর অস্ত্র চালাতে আরম্ভ কোল্লে। আর গুলি মারবার সময় নেই, ভেবে আমিও প্রাণের মায়ায় যাকে তাকে অস্ত্রাঘাৎ কোত্তে লাগ্লেম। সকলেই ক্ষতবিক্ষত ও অন্তিম সাহসে উন্মত্ত! দেখ্তে দেখ্তে তাদের আরও দু-তিনটেকে কেটে ফেল্লেম। রক্তে ভূশায়ী হলো! এই অবসরে একটা মাগী আমার হাত থেকে পিস্তলটা ছাড়িয়ে নিলে!—বিষম বিভ্রাট!—কি করি!—আপনার প্রাণের জন্য যত না শঙ্কিত হয়েছি,

কিন্তু সিদ্ধজটাকে কেমন কোরে রক্ষা কোর্‌বো, সেই চিন্তাতেই আমার প্রাণ সাতিশয় ব্যাকুল হলো!—অন্তিম সাহসে ভর কোরে, সজোরে তলোয়ার চালাতে লাগ্‌লেম। আরো দুজন কাটা পোড়্‌লো।—অবশিষ্ট তিন চারজন দারুণ চোট খেয়ে চীৎকার কোত্তে কোত্তে পালিয়ে গেলো—এমন সময় প্রাঙ্গণবাড়ী থেকে সেই বৃদ্ধা ও পিশাচিনী দৌড়ে এসেই সিদ্ধজটাকে পাতালীকোলা কোরে দৌড়ুতে লাগ্‌লো!—যেন কুম্ভকর্ণ সুগ্রীব হরণ কোরে পালাচ্চে! পাঠক হাস্‌বেন না।—এ দৃশ্য আমার পক্ষে অসহ্য!—তখন বিলম্ব না কোরে অগত্যা তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ুতে লাগ্‌লেম।

খানিক দৌড়ে,—যেন এই ধরি—ধরি কোরে অবশেষ আর জন দুই হাঘরে মাগী আমার সম্মুখে এসে, ঘোরতর ত্রিশূল চালাতে আরম্ভ কোল্লে! তাদের পরাস্ত করি আর কি,—এমন সময় আবার সেই ভৈরবীসিদ্ধ-পিশাচিনী ছুটে এসেই আমার ডান হাতে সজোরে এক ত্রিশূলের খোঁচা মাল্লে বড়্‌ডো লাগ্‌লো,—দারুণ আঘাতে অত্যন্ত ব্যথিত ও অস্ত্রশূন্য হোয়ে, কম্পিত হস্তে পরাঙ্মুখ পরন্তু পলায়ন পরায়ণ হলেম। আন্তরিক ভয়ের সঙ্গে অনেক দুরূহ চিন্তা একত্র। বিশেষ প্রাণের চিন্তাও ততোধিক প্রবল। কিন্তু কি কোর্‌বো,—নিরুপায়! অগত্যা সকল চিন্তা দূরীভূতপূর্ব্বক দিগ্‌বিদিগ্ অজ্ঞানে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ুতে লাগ্‌লেম! তারাও আমার পেছু পেছু আস্‌তে লাগ্‌লো! লোভে দৌড়ুনো আর প্রাণের ভয়ে দৌড়ুনো অনেক তফাৎ!—অবশেষ বেদম্ দৌড়ে অনেকদূর যেয়ে পোড়্‌লেম। আন্দাজে বোধ হলো,—প্রায় এক ক্রোশেরও অধিক সেই হাঘরে মাগীদের ছাড়িয়ে এসেছি!

মধ্যস্তবক।

" মাসমেকং নরোযাতি দৌ মাসৌ মৃগ-শূকরৌ।
অহিরেক দিনং যাতি অদ্য ভক্ষ্যং ধনুর্গুণঃ ॥"

প্রিয়পাঠক! অদ্য আমি বিদায় হোলেম। জগদীশ্বরের অনুকম্পায় ও বীণাপাণি বাগীশা-দেবীর কৃপায় এবং আপনাদের স্নেহ-পীযুষ পরিপূরিত নেত্রে "আমার মজার কথার" প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত হলো। কিন্তু আমার এই আশা-রূপ সাহিত্য-কুষ্মাণ্ডের বীজ আপনাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে বপনে অঙ্কুরিত হচ্চে, কি—না, এখন আমি সেটী উত্তমরূপ জান্‌তে পারিনি! যাহোক্, আপনাদের নিকট অধিনী এতদিন যতগুলি কথা বোল্লেন,—সে সকল গুলিই গোলমাল,—স্থানে স্থানে অপ্রকাশ্য ও অতি বিরল। ইহার প্রথম উদ্যম বিমলা।—"কে বিমলা,—কোথায় ছিল,—কার স্ত্রী,—কার কন্যা,—তাহার কিছুমাত্র আভাষ নাই।—কিন্তু পঞ্চানন্দ ও ঠক্‌চাচার কতক কতক পরিচয় জ্ঞাত হয়েছেন। এক্ষণে (বিনোদ)—কৃষ্ণগণেশ-ই বা কে?—রাঘব-ই বা কে?—কেন এত চাতুরী!—এত ভণ্ডাম!—এতাধিক প্রবঞ্চনা!—তা,—তা আপনাদের নিকট এক্ষণে সে পরিচয় দিতে সময় হলোনা।—মুক্তকেশী,—বৃদ্ধা,—জটাধারী,—সিদ্ধজটা,—কাঁড়াদাস বাবাজী!—নাক্‌কাটা মাঝির পো!—আদুরী!—

ইন্দিরাম ঠাকুর!—গিন্নী ঠাকুরণ্!—মহাজনদ্বয়!—আতিথ্য সাধিনী কামিনী।—বীরবাস!—রায় বাহাদুর!—সাহান্!—ছদ্মবেশী চট্‌শাঁই!—হাঘরে মাগীরা, বিরহিণী কামিনী এবং অপরাপর রং বেরং ঐন্দ্রজালিক উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যে কে,—কেনই বা তারা এরূপ অলৌকিক্ ক্রিয়াকাণ্ডে কৃত-সংকল্প!—রহস্য-ই বা-কি!—সে কথা গুলি এক্ষণে আপনাদের নিকট ভাঙ্‌তে পাল্লেম না।—বিনয় পূর্ব্বক,—মিনতি পূর্ব্বক,—এক্ষণে আমার অনুরোধ এই যে, "অদ্য ভক্ষ্যো ধনুগুর্ণঃ!"—তা উপরোধে, সময় ক্রমে ঢেঁকী না গিলে, এখন আপনারা আমার এই সাহিত্য-রূপ আঁক্-শলীটা প্রথম গ্রাস করুন, কতক আশা-রূপ ক্ষুধার উপশম হবে,—কিন্তু ঔৎসুক্য-রূপ পিপাসার নিবৃত্তি হবেনা,—কখনই হবে না!—কারণ, এই আপনাদের প্রথম গ্রাসোদ্যম ধনুগুর্ণ-রূপ ধৈর্য্য, গ্রাসমাত্রেই কণ্ঠদেশে বিদ্ধ হয়েছে,—এক্ষণে অসম্পন্ন,—গলায় আট্‌কে আছে,—সম্পূর্ণতা-রূপ আশা-তৃষ্ণার বারি পাচ্চেন না! এই কারণ, আঁক্‌শলী-রূপ ধনুগুর্ণও কণ্ঠ হতে উল্‌ছে না,—তাতেই ক্রমে ক্রমে ধৈর্য্য শিথিল হচ্চে!—কি কোর্‌বেন,—ক্ষমা করুন! অবশ্যই একদিন না একদিন অহিমাংস-রূপ দ্বিতীয় পর্ব্বের আস্বাদ ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হবেন,—নিশ্চয়-ই হবেন। তখন ধনুগুর্ণরূপ প্রথম খণ্ডের উদ্বেগ-কণ্টক কণ্ঠ হতে নেমে যাবে,—অহিমাংসের আশা আরও অধিক প্রবল হবে, কিন্তু কোথাকার জল যে কোথায় দাঁড়াবে,—এই চিন্তা আরও

দ্বিগুণতর বলবতী হবে,—তখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত হব, যে আমার আশারূপ সাহিত্য-কুষ্মাণ্ডের বীজ আপনাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে বপনে অঙ্কুরিত হচ্ছে।—অচিরাৎ ফল ধারণ কোর্‌বে।—তখন ক্রমেই সম্পূর্ণতাবলম্বন-রূপ মৃগশূকর-মাংস ও অন্তর্জাল-রূপ কচি-কুমড়ো দিয়ে সুপাদি রন্ধন পূর্ব্বক ভোজনে পরম প্রীতিলাভ পুরঃসর তৃপ্তিবর্দ্ধন কোর্‌বেন!

তবে এক্ষণে আমি এই পর্য্যন্ত বোলেই বিদায় হই।—দেখ্‌বেন যেন বিদ্রূপ-চ্ছলে আমাকে প্রগল্‌ভা বোধে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ভাব্‌বেন না।—কারণ, আমি যেমন যেমন শুন্‌ছি—তেম্‌নি তেম্‌নি লিখ্‌ছি,—এর তিলার্দ্ধ কৃত্রিম বা বাক্‌প্রবন্ধ নহে।—আমার সকল কথারই ভাবার্থ আছে।

প্রিয়পাঠক! তবেআবার অতি শীঘ্রই দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে, কিছু মনে কোর্‌বেন না!—দুঃখ প্রকাশ কোর্‌বেন না,—কি কোর্‌বো,—একবার শিন্নী কুড়ুতে হবে,—মগ্‌ডাল থেকে নাম্‌তে হলো,—আবার অতি শীঘ্রই অবরোহণ কোর্‌বো,—আগ্রহ কোর্‌বেন না,—আর বোল্‌তে পাল্লেম না,—হলোনা,—সময় নেই,—কি কোর্‌বো, আপনাদের অদৃষ্ট! আর আমার হাত যশ! কিমধিকমিতি!

আপনাদেরি সব-কই মালুম
শ্রী—শ্রীমতী সত্যপীর!
সাং মগ্‌ডাল!

নবন্যাস।

আমার এক মজার কথা!!

অতি আশ্চর্য্য!!!

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

"স্বভাবের সুভাবের প্রভাবের বশে।
হাসিবেন কাঁদিবেন গলিবেন রসে!"

"আদাবন্তেচ মধ্যেচ—পীর্ সর্ব্বত্র গীয়তে।"

শ্রীকানাই লাল সেন প্রণীত।

শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্র চন্দ্র কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য দ্বারা ১১৫নং চিৎপুররোড্,
জেনারল প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত।

১২৮৪ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনগণকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, চাঁপাতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল সেন প্রণীত নবন্যাস ২য়, পর্ব্ব পুস্তক খানির গ্রন্থস্বত্ব আমি তাঁহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এক্ষণে ঐ পুস্তক আমার এবং আমার উত্তরাধিকারী-গণের স্বত্ব হইয়াছে, অতএব যিনি উল্লিখিত পুস্তক খানি আমার কিম্বা আমার উত্তরাধিকারীগণের বিনানুমতিতে মুদ্রিত কি প্রকাশিত কিম্বা কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া অন্য পুস্তকে সংযোজিত করতঃ প্রকাশ করিবেন তিনি গ্রন্থস্বত্বের আইনানুসারে দণ্ডার্হ ও ক্ষতি পূরণের দায়ী হইবেন। ইতি

শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্র চন্দ্র।

শ্রীশ্রীসত্যপীরের নিশাপালা।

রাগিনী জ্ঞান,—তাল ধর্ম্ম।

নবন্যাস বিনে আর কি ধন আছে সারাৎসার!
এ চিজ্ কঁউটী থিলো,—কে আনিল, নামটী বিক্রি হায়েষ্ট বিডার।
দেখ যার জন্য শিব শ্মশান বাসী, অঙ্গে মেখে ভস্মরাশি,
ত্যজে কৈলাস স্বর্ণ কাশী, উদাসীন;——
জগাই মাধাই পাপী ছিল, নবগুণে উদ্ধারিল,
কৌমারেতে ধ্রুব প্রহ্লাদ, পেলেন শ্রীচরণ;——
শিয়রে দাঁড়ায়ে শমন, গুণ্‌তেছে দিন অনুক্ষণ,
ডিক্রিজারীর মিয়াদ গেলে ছোড়্‌বে না!
কোর্ব্বে ওয়ারিণ্, চক্ষে ঢুক্‌বে পিন্, তখন নাচারে পোড়ে
কাঁদ্‌তে হবে, মুখে আল্লা রাহাপার!
যেমত মরালের দুগ্ধাহার. জল পড়ে রয় অসার,
শিষ্টে ভাবে সদাচার, দুষ্টের হাহাকার!
যে কথা লাগে অন্তরে, সে বাক্য কজনে ধরে,
নিজের বিদ্যে বুদ্ধি জোরে, হেঁদুর দাবত্তা খ্যাড়্ মাটী!
মিলা আজকুবী কোহিনুর হাম্‌কো, নশীব মেরা মূলাধার।
যেমন কাঠুরেতে মানিক পেলে, পাথর ভেবে টেনে ফ্যালে,
মানিক কাঁদে বসে মনের খেদে, জহরীর কুচ্ নাই কেয়ার!
পীর গুণাকরে, যে নিন্দা করে, তাঁর ধরাখানা সরা সম জ্ঞান করা;
পীরের দোষ ধরা, অন্‌লি খ্যাপামো করা, সরস্বতীর বর-পুত্রী
সত্যপীর যার এডিটার!
দেখে হাসি পায়, বাঁচিনে লজ্জায়,—বড় আপ্‌শোষ থেকে
গেল এবার গোবর হলো আকারা;——
মেট্‌ক্যাক্ হ'লে, নেবে ছাঁচ্ তুলে, হবে সাতগেঁয়ে বিটেলের
কাছে মাম্‌দোবাজী মাত্র সার!
এ নয় উন্নতি, ঘোর অবনতি, যে যা করে শোভা পায়;—
কিন্তু দাদার মতে ডিটো দেওয়া, মগের মুল্লুক অবিচার!
৺ সেনের পুত্রে কয়, কথা সহজ নয়,
বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ান, এ কারখানা কি প্রকার?

নবন্যাস।

আমার এক মজার কথা!!

অতি আশ্চর্য্য!!

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

কেঁড়েলি স্তবক।

হিজরী ১২৯৩।

"সর্ব্বে কালে সয়ং যান্তি কালোহি দুরতিক্রম।"

পাঠক মহাশয়! মনুষ্যের চিরদিন কখনই সমভাবে অতিবাহিত হয় না। সুকৃতিক্রমে হয়ত ভাল, নচেৎ কর্ম্ম ও বুদ্ধিগুণে অবশেষ আক্ষেপ-ই সার হয়। বিশেষ "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা নচ পৌরুষং।" কিন্তু আমি ষাঁড়ের গোবর! বাস্তবিক যদিও কোন গুণ দর্শায় না বটে,—তথাচ হুদ্দমুদ্দ একবার আপনাদের নিকট রসিকতার পরিচয়-টা দিতেই হবে, অতএব বাহুল্য নিস্প্রয়োজন, নিরর্থক।—আমি সংসারে সংসারী,—তীর্থে উদাসীন,—জ্ঞানীর জ্ঞান,—অজ্ঞানের অন্ধকার,—বিদ্বানের

বুদ্ধি,—মূর্খের অধম। আমি সদ্‌জনের সাধু,—অসতের পাপ,—ধনীর মোসাহেব,—দরিদ্রের স্বহায়,—সতীর পুত্র,—অসতীর প্রেম,—বলীর উৎসাহ,—দুর্ব্বলের ভয়,—সরলের অধীন,—কপটের কুটীল!—আমি ক্ষমার শান্তি,—ক্রোধের উদ্বেগ,—যত্নের দাস,—অযত্নের ত্রুটী, ধর্ম্মের জয়,— অধর্ম্মের ক্ষয়। সংসারে শেষ দুটী পন্থা আমার অভিনব আখ্যান পথের মধ্যবর্ত্তী নিদর্শক।—কোন পথের কি গতি,—আমার সেই তোটক ছন্দই সম্প্রতি অবলম্বন।

আমি গতস্তবকেই আপনাদের নিকট প্রতিশ্রুত যে, এক সময় আপনাদের অস্থিমাংসের অম্বল আস্বাদন করাবো,—অতএব এক্ষণে নূতন দ্বিতীয় পর্ব্বরূপ কাঁচা-মিষ্টি আম্র দিয়ে অম্বল—বোল্‌তে কি মেওয়া একেবারে, এমন কেউ-ই কখন খান্‌নি, জানেনও না,—আস্বাদ কেমন! মশাই গো, ঠিক যেন দিল্লীর লাড়ু! খেলেও পস্তাবেন, না খেলেও পস্তাবেন! কিন্তু আমার মতে খেয়ে পস্তানোই যুক্তিসিদ্ধ। মুখের বেযুৎ কেটে যাবে, লাল পোড়্‌বে না, পরন্তু ভোজনেও পরিতৃপ্ত হবেন। তখন মালুম হবে যে, "কাঙ্গালের কথা পর্য্যুষিত হোলে খাটে কি না।" কারণ ক্রমাগত এটা, ওটা, সেটা, হ্যাঁনো ত্যাঁনো,

বার, সতেরো, ঢেঁকির আঁক্‌শলী, ধনুর্গুণ ইত্যাদি আগোড় বাগোড় পাঁচরকম হাঁকাল্‌তের মত জাবর কেটে সহজেই রসনার তারতম্যের বৈলক্ষণ্য জন্মাতে পারে। কিন্তু ক্ষমা করুন্‌,—অপেক্ষা করুন্‌,—ক্ষণেক মাত্র ধৈর্য্য ধরুন,—দেখ্‌বেন নরনারায়ণ কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়ে যেমত ভগবন্‌ বৈশ্বানরের অভীষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হোয়ে, যদ্রূপ খাণ্ডববন দাহনে প্রযত্নসহকারে অভয়-প্রদানপূর্ব্বক দুঃ-সাহসিক আশ্বাসে হস্তক্ষেপ করত বীরদর্পে-দর্পিত সুরাসুরগণকে সম্মুখযুদ্ধে পরাঙ্মুখ এবং অগ্নিদেবের মন্দানল প্রপীড়িত দুর্দ্দান্ত ব্যাধিযন্ত্রণা হোতে নিষ্কৃতি দানে কৃতকার্য্য হোয়েছিলেন, তদ্রূপ আমিও আমার এই নবন্যাসরূপী সুবিস্তীর্ণ বন আপনাদের ভস্ম কোর্ত্তে আদেশ দিলেম, মাভৈ!—কোন ভয় নাই,—নির্ব্বিঘ্নে দগ্ধ করুন্‌, কোন বিপদ ঘটে, আমি হাজির আছি। আপনার দিব্বি! তখন জান্‌তে পার্‌বেন, আমার এই নবন্যাস লঙ্কায়,—না—না খাণ্ডববনে ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সতী, অসতী প্রভৃতি কত রং বেরং পুরুষ প্রকৃতির বিরাজস্থল। প্রিয় পাঠক! সদ্ব্যক্তির সুখ চিরকাল, কিন্তু অসতের সুখ কতককাল। এক্ষণে তাহাঁদেরই পাপাচারিত দেহরক্ত অপরূপ অস্থি, মৃগ ও শূকর মাংসের নকল অম্বল! আপনাদের ভোজনে

পরিতৃপ্ত করায়ে মন্দানল দমন করবো,—অচিরাৎ সুস্থ হবেন, ক্ষুধার উপক্রম হবে। তখন মনের সুচারু কান্তিতে বুক দশহাত ফুলিয়ে বেড়াবেন, এবং ইহকালে অন্তিম ধর্ম্মপাতিব্রত যশোরাশি ও পরকালে যুগল রূপের অক্ষয়-স্বর্গসুখ ভোগ হবেই হবে। আর আমিও দয়াল প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ন্যায় নিজ রক্তে দেহ প্রাণ উৎসর্গ করে পারি, কৃতসাধ্যে কখনই পরাঙ্মুখ হব না।—"মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন" সেইটী-ই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এক্ষণে ধৈর্য্য ও মনোযোগের সহিত নবন্যাস সুমেরু শৃঙ্গ তন্ন তন্ন পূর্ব্বক অন্বেষণ করুন, মণি, মুক্তা প্রভৃতি মহামূল্য প্রবাল থেকে বিষ্ঠা পর্য্যন্ত পাবেন, চিত্ত সন্তোষ হবে,—নয়নানন্দে প্রফুল্লিত হবেন,—দুরাশা নিবৃত্তি হবে,—প্রকৃতিরূপ-মোহিনী সতীর একখানি সুবিমল পূর্ণনবীনযৌবনা ছবি দেখে নয়ন মন অতিবানন্দে নৃত্য কোর্‌বে,—কিন্তু কতদিনে যে কল্পিত নরমাংস আপনাদের ভক্ষণ করাবো,—নিশ্চয় নাই।

এক্ষণে আমি এই পর্য্যন্ত বোলেই বিদায় হই। চড়ক-পূজা পর্ব্বাবসানে প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত কোরে ঘেটের কোলে দ্বিতীয় পর্ব্বে পাদবিক্ষেপ কোল্লেম,—কিন্তু আদি বা প্রথম পর্ব্ব পাঠ কোরে আপনারা তুষ্ট হোলেন, কি রুষ্ট হোলেন, —জানি না!—তবে যাই,—আবার সপ্ত সমুদ্রের জল

আনয়ন কোত্তে হবে! বর্ব্বরাজনন্দিনী সতীলক্ষ্মী বিমলাকে নরনারায়ণ-রূপী প্রাণধনের বামাঙ্কে বসায়ে—রামসীতা মূর্ত্তি পাপ নয়নে দেখ্‌তে হবে;—ত্রেতা, দ্বাপর, কলির সঙ্গে ঐক্য কোরে দেখ্‌বো,—দেখাবো কেমন ভক্তির ভগবান। অভক্তির অবমান্‌ জান্‌তে হবে,—জানাতেও হবে। সত্যভামা গরিয়সীর গর্ব্বের প্রতিফল, গরুড়ের দর্প চূর্ণ,—সুদর্শনের অঙ্গুরীয়ত্ব—বীরদর্পিত হনুমন্ত বুদ্ধিমন্তের সমুচিত শাস্তি,—অবশেষে অখণ্ড কদলীপত্রে পরিতোষরূপে আকণ্ঠ পর্য্যন্ত ভক্ষণ,—যদি উদর পূরণ না হয় ত নিজগুণে মাথায় চার্‌টী ছড়িয়ে দেবেন,—এক্ষণে সেই প্রবন্ধই আমার বাহাল!

ভবদীয় শ্রীমতী—সত্যপীর!

সাং মগ্‌ডাল।

শোন ! শোন ! !

এক মজার কথা ! !

অতি আশ্চর্য্য ! ! !

ষড়্‌বিংশতি কাণ্ড ।

কামাখ্যা কামরূপ !—যোগাদ্যা মন্দির ।

"মনসাধে শ্যাম রাঙ্গাপদে দেহ প্রাণ সঁপেছি ।
ত্যজিয়ে কুল কালাচাঁদে প্রেমডোরে বেঁধেছি ॥"

কতক দূর যেয়ে আমার চেতন হ'লো ।—কিন্তু মাথা ভার, হাত পা অষ্টাঙ্গ অবশ, উঠ্‌তে পাচ্চিনা ।—হেল্‌তে দুল্‌তে যাচ্চি, গা নেচে নেচে উঠ্‌ছে,—চক্ষু বুজে বুজে আস্‌ছে,—জিহ্বা পেটের ভিতর টান্‌ছে, পিপাসা, দারুণ পিপাসা !—সঙ্গে অনুচরী বিকট মূর্ত্তি কুচিন্তা ! অন্তরাচ্ছন্নময়ী কুচিন্তা,—আর সেই দুস্বপ্ন, অসুখ ! এমন অসুখ তো কখন ক্লান্ত শরীরে হয় না,—তবে কেন এমন হচ্ছে ? ভাবছি,—এমন সময় আবার মুখ চিরে কে—কি গলায় ঢেলে দিলে। আমি আবার পূর্ব্বমত অধিক অচেতন হলেম। কতক্ষণ যে সে ভাব থাক্‌লো, বোল্‌তে পারি না। যখন চৈতন্য হ'লো,—দেখলেম আমি নৌকায় ।—কিন্তু তখনো মাথা ঘুচ্ছিল। দশজন মেয়ে মানুষ দাঁড়ী খুব সজোরে ঝাঁকি মেরে দাঁড় টেনে বাইচে। নৌকা এমন

কি নক্ষত্র বেগে জল কেটে ছুটে চলেছে। একটী অচেনা স্ত্রীলোক, বয়স আন্দাজ ২০।২২ বৎসর আমার মাথার কাছে বোসেছিল,—আমার চেতনাবস্থা দেখে ঈষৎ হেসে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কিগো, ঘুম ভাঙ্‌লো?—সেদিন রাত্রে কি অমন ধারা রাগ ক'রে আস্‌তে হয়?—আমাদের বৌ-ঠাকরুণের কি আর অপর কেউ আপনার বোল্‌তে আছে?—না—তোমা ভিন্ন আর কারেও চেনে?—সে যে চক্ষের পলকে তোমাকে না দেখ্‌লে প্রলয় জ্ঞান করে!—এতে কি আপনার একটু দয়া মায়া হয় না?—আহা! একে নবীন বয়েস, তাতে কুলের বউ, ছি নাগর! তার সঙ্গে অমন ধারা কি আপনকার উচিত?—যে আপনাকে দেহ, প্রাণ, জীবন, যৌবন, কুল, মান, মর্য্যাদা সমস্ত আত্ম সমর্পণ কোল্লে,—কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে আপনার প্রেম ভিখারিণী হ'লো—আপনি ভদ্র সন্তান হয়ে, তাঁর সঙ্গে কি এই রকম ব্যবহার করা উচিত?—অ্যাঁ!—যদি নিতান্তই প্রণয় না রাখ্‌তে পার্‌বেন, তবে এমন কর্ম্মে না জেনে শুনে কেন হাত দিয়েছিলেন্?—তখন আগাগোড়া ঠাউরে বুঝে ঘর থেকে কুলের বৌকে নিয়ে আস্‌তে পারনি?—'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' নিতান্ত ছেলে মানুষটী নও, যে তুলোয় করে দুধ খাও।"

আমিত শুনেই অবাক্! "বোল্লেম, তুমি কি বোল্‌চো?—আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না,—আমি কি কোরেছি?"

"আর কর্‌বার বাকী রেখেছ কি?—আমিত বৌ-ঠাকুরুণের মুখে সবই শুনেছি?—ছি—ছি—ছি!—"এই কি আপনকার ভদ্রতা!—দম দিয়ে কুল মজিয়েছ,—আবার বোল্‌চো কি করেছি!—এখন কি না তোমার জন্য তিনি পথের কাঙ্গালিনী!"

কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না,—ব্যাপার খানা কি জানবার জন্য পুনর্ব্বার তাঁকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কথাটা কি?—কে তোমাদের বৌ-ঠাকুরুণ?—তা তুমি—"

স্ত্রীলোকটী আমার কথায় থাবাড়ি দিয়ে ভঙ্গি-ভাবে উত্তর কোল্লে "কেন? আপনি কি এখন নূতন মানুষ হলেন নাকি?—বটে! বটে!—এখন আর তাঁকে চিন্‌তে পার্‌বেন কেন?—'সে দিন গেছে ঘয়ে—এঁটে কচু খেয়ে!' তা এখন আপনকার আর তাঁকে কি আবশ্যক?—অ্যাঁ!—বোল্‌তেও একটু লজ্জা বোধ হ'লো না!—একেবারে চক্ষের পর্দ্দা তুলে বসেচ!—মনে একবারটী ভেবে দেখ দেখি—কি কাণ্ড কারখানা করে কুলের বৌকে ঘর থেকে বার ক'রেছ!—কত ফুস্‌লে ফাস্‌লে ভুজং দেখিয়ে গাছে উঠিয়েছ,—এখন কি ক্রমেই সে সব ভুলে গেলে! আঃ বেইমান্‌! কলির ধর্ম্মই কি এই?—তা আচ্ছা, যদি তাঁকে আর না চিন্‌তে পারেন, তাঁর যা-যা চুরী করে এনেছেন, সব ভাল রীতে ফিরে দিন,—এই নিমিত্তেই আপনাকে এত সন্ধান ক'রে খুঁজে খুঁজে ধোরে আনা হয়েছে! বিশেষ আবার যদি পূর্ব্বের মতন পালিয়ে যান,—তাই অত কোরে ভাং খাওয়ায়ে বেএক্তার করা হয়েছিল। কেমন?—এখন কথাটা কি বুঝ্‌তে পেরেছেন তো?—নেশা একটু ছেড়েচে কি?"

অপূর্ব্ব দৃশ্য স্ত্রীলোক প্রমুখাৎ কথাগুলি কিছুই মীমাংসা কোত্তে না পেরে, আমি একেবারে তটস্থ! হর্ষ বিষাদে অন্তর পরিপ্লব! কি করি,—এরা আমাকে কোথাই বা লয়ে যাচ্চে! কিছুই ইয়ত্তা কত্তে না পেরে আন্তরিক কতই কু-ভাব কু-চর্চ্চার আন্দোলন হতে লাগ্‌লো! কোথাই বা যাচ্চি,—এরাই বা কে,—বৌ-ঠাকরুণই বা কে,—

সিন্ধুজটাই বা কোথায় গেল।—এই প্রকার নানা রকম সাতপাঁচ ভাব্‌তে ভাব্‌তে নৌকাখানি একটী বাঁধা ঘাটে এসে ভিঁড়্‌ল। তখন আমার দিব্বি চৈতন্যোদয় হয়ে স্পষ্ট জ্ঞানের উদ্ভাব হয়েছে। আন্দাজে বোধ হ'লো, প্রায় রাত্রি ৯টার আমল্।

সপ্তবিংশতি কাণ্ড।

ভ্রাতৃবধূ। সংক্ষিপ্ত পরিচয়!—চিন্তা।

"বসিয়ে বকুল তলে, হৃদি লয় হরি।
কাহার বাছনি রে, নিছনি লয়ে মরি॥"

১০ মাস অতীত। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত পঞ্চ ঋতুই নিবৃত্তি। বসন্তকাল।—ফাল্গুন মাসের অর্দ্ধেকেরও অধিক বিগত। আজ কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বিতীয়ার রাত্রি। কিন্ কটিক জ্যোৎস্নায় বসুন্ধরা আলোকময়ী। নিস্তব্ধ গম্ভীর ভাবাবলম্বন পূর্ব্বক প্রকৃতি সতী নিজ স্বভাবের শোভাই যেন নিরীক্ষণ ক'চ্চেন।—বাঁকানদীর স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্চে। সেই তরঙ্গ পার্শ্বে নৌকা খানি সংলগ্ন। শোভা অতীব মনোহারিণী! বায়ু-হিল্লোল-দলিত ক্রীড়াশীল উর্ম্মিমালা বাতাসের সঙ্গে খেলা কোত্তে কোত্তে একটীর গায়ে আর একটী লেগে তরঙ্গিণী-বক্ষে সুমধুর নৃত্য কোচ্চে;—নেচে নেচে আবার স্রোতের সঙ্গে বিলীন হচ্চে।—কারণ, তরঙ্গ ও বায়ু উভ-

য়েই জলকেলীতে নিমগ্ন;—স্রোতস্বতী যেন পবনদেবের সেই রঙ্গ দেখ্‌বার জন্য বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে তুল্‌চেন। নির্লজ্জ পবন তাঁরে ধর্‌বার উপক্রমেই যেন ছুটে ছুটে আস্‌ছে,—সুতরাং আলিঙ্গন-ভয়ে লজ্জাবতীর ঢেউ গুলি অমনি মাথা হেঁট কোরে পেছিয়ে পেছিয়ে যাচ্চে। অপর কাণ্ডারীরা সুখস্পর্শ দক্ষিণ মলয়ানিল স্পর্শে উৎসাহ পেয়ে, সজোরে দাঁড় টেনে বাইচে। তাতেই নৌকাগুলি হেল্‌তে দুল্‌তে বেগভরে যেন রাজহংসের ন্যায় সন্তরণ কোচ্চে। তরঙ্গিণী-বক্ষে দাঁড় পতনের ঝপাঝপ্ শব্দ অতি সুখ-প্রদ। আকাশে প্রায় পূর্ণচন্দ্র, নক্ষত্রেরাও স্তিমিত ও নিষ্প্রভ!—দূরে দূরে কুঞ্জলতায় বনবিহারী বিহঙ্গম-নিচয়ের সুমধুর সঙ্গীতালাপে ধরণী কৌমুদীময়! অমৃত হেমনিভ চন্দ্রমার কিরণ বর্ষণে প্রকৃতি দেবীরও মনমোহিনী শোভা সম্পাদন হয়েছে। সেই অনুপম শোভার সংলগ্নে ভাগীরথী যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীর ন্যায় স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা হ'য়েছেন। উত্থিত তরঙ্গমালার উপর চন্দ্ররশ্মি নিপতিত হওয়াতে, ঠিক যেন শতনরি সহস্রনরি হেমহারের ন্যায় দেখাচ্চে। তদুপরে ভক্তজনেরা ইষ্টদেবের অর্চ্চনা ক'রে যে ফুলগুলি শৈল-কুমারীকে উপহার দিয়েছেন, সেই ফুলগুলি ভেসে ভেসে নৌকার এপাশে ওপাশে যেন প্রমত্তভাবে ক্রীড়া কোচ্চে। বায়ু সঞ্চা-লিত উভয় তটস্থ বৃক্ষ লতাগুলি এক একবার স্রোতের উপর নত হ'য়ে পোড়্‌ছে,—তরঙ্গেরা যেন তাদের ধর্‌বার মানসে দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্চে। পাছে ধরে,—সেই ভয়ে শাখাগুলি আবার ঊর্দ্ধ-দিকে পলায়ন কোচ্চে। তরঙ্গিণী-তরঙ্গ কখনই তটভূমি অতিক্রম করে না, সুতরাং হতাশ হ'য়ে পুনর্ব্বার জলধি-ক্রোড়ে প্রত্যাগত

হোচ্চে। তটিনীতটে উপবন আর অট্টালিকা থাক্‌লে যেমন অপূর্ব্ব শোভা হয়, ভাগীরথী বাঁকাও সে শোভায় নিতান্ত বঞ্চিতা নন্। তীরস্থ গৃহাট্টালিকা, পাদপ, মন্দির, স্বচ্ছনীরে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে, পবন-হিল্লোলে অতীব রমণীয় শোভাই বিকাশ কোচ্চে। বোধ হোচ্চে, যেন প্রকৃতিসতী সানন্দে সপরিবারে জলকেলীতে উন্মত্তা হ'য়েছেন !—সেই কৌতুকে সপত্নী পয়স্বিনী যেন ঈর্ষামনে মৃদু মৃদু কপট হাস্য কোরে ক্ষণে ক্ষণে শান্তভাবাবলম্বন কোচ্চেন। এই সময় দেখ্‌লেম, উপকূল তটে এক খানি শিবিকা উপস্থিত হ'ল্লো।—তখন নৌকা থেকে অগত্যা সেই স্ত্রীলোকটী আমার হাত ধোরে নামিয়ে পাল্কিতে তুল্লে, বাহকেরাও পাল্কী কাঁধে ক'রে দৌড়ুতে লাগ্‌লো,—তিন চার দণ্ডের মধ্যেই একটী বাড়ীর মধ্যে পাল্কী-খানি নামিয়ে দিলে,—তখন দরজার কুঞ্জিকাও উন্মোচন হ'লো। পূর্ব্বোক্ত সেই কামিনী ঝম্‌ঝমিয়ে বাটীর ভিতর থেকে এসেই, আমার হাত ধোরে উপরে লয়ে চল্‌লো। যদিও কামিনীটী আমার অচেনা,—তথাচ স্ত্রীলোক বিবেচনানুসারে অপর কোন ওজর আপত্তি না করে অগত্যা তার সঙ্গে সঙ্গেই গেলেম। অবশেষে বাটীর দ্বিতল পার হ'য়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে আমাকে একখানি ত্রিতল ঘরের ভিতর নিয়ে বসালে। দুই জন দাসী পদপ্রক্ষা-লনের নিমিত্ত জলের ঝারি ও ব্যজনীহস্তে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌লো। অগত্যা কামিনী নিজেই দাসীর হস্ত হ'তে ব্যজনী লয়ে আমাকে ব্যজন কোত্তে লাগ্‌লো। এই অবসরে আমি ঘরটীর শোভা ও কামিনীর রূপের অনুপম মাধুরি দেখে নিলাম। পাঠক মহাশয়! যদি কেহ আপনাদের মধ্যে সু-রসিক থাকেন,—তো

এই সময় একবার আমার সঙ্গে আসুন,—যদি নয়ন মন সার্থক কর্‌বার ইচ্ছা থাকে,—শীঘ্র আমার নিকট আসুন!

এখন দেখ্‌তে দেখ্‌তে আহ্লাদে মত্ত হ'য়ে, ঘরের শোভাই দেখ্‌বো,—কি কামিনীর অনুপম রূপমাধুরিই দর্শন কর্‌বো!—অতএব পাঠক মহাশয়! ক্ষণেক অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি ধৈর্য্য ধরেন,—তা হ'লে প্রথম ঘরের শোভাই দেখে লই,—কেন না কামিনীর রূপের শোভা দেখ্‌তে গেলে,—তার পরে আর ঘরের শোভা দেখ্‌তে ভাল লাগ্‌বে না,—কখনই লাগ্‌বে না!—অতএব মাপ করুন,—আগে ঘরটীর শোভাই দেখে নিই।—তাও বটে,—আর আমি মেয়ে মানুষ অবলা,—সুতরাং মেয়ে মানুষের রূপ সৌন্দর্য্য অধিক দেখ্‌বার আশা বলবতী নয়,—এই জন্যেই আপনাদের মধ্যে যদি কেহ সু-রসিক থাকেন,—তো শীঘ্র আমার কাছে আসুন!

ঘরটী তেতালার উপর। চতুর্দ্দিকের দেওয়াল গুলি সুবর্ণের গিল্‌টী করা। তদুপরি চন্দ্রকান্ত, অয়স্কান্ত, নীলকান্ত, সূর্য্যকান্তমণি ও প্রবাল ঝালর-মালায় চতুর্দ্দিকে খচিত। খাটালে খাটালে দ্বাদশ খানি সু-চিত্রিত ছবি টাঙ্গানো আছে। প্রথম খানি দুষ্মন্ত রাজা ও শকুন্তলা,—দ্বিতীয় মালতী মাধব,—তৃতীয় রাধাকৃষ্ণের রাসবিহার,—চতুর্থ কৃষ্ণকালী,—পঞ্চম ছিন্নমস্তা,—ষষ্ঠ কামদেব ভস্ম,—সপ্তম কীচক বধ,—অষ্টম সত্যভামা গরুড়ের দর্পচূর্ণ,—নবম মৃতস্বামী সত্যবান ক্রোড়ে সাবিত্রী সম্মুখে যমরাজ দণ্ডায়মান,—দশম বিদ্যাসুন্দরের কেলীকৌতুক,—একাদশ কমলে কামিনী,—দ্বাদশ রাজা হরিশ্চন্দ্রের শূকর রক্ষক বেশ, ও তৎসঙ্গে মৃতপুত্র ক্রোড়ে শৈব্যা দণ্ডায়মানা,—দাহ চিতা ও শ্মশানভূমি!

অপর শোভা, চারিদিকের খাটাসে সুবর্ণ-বেষ্টনী-সংযুক্ত হস্তীদন্ত-বিনির্ম্মিত হালুবি গেলাসের মনোহর দর্পণ,—পাশে পাশে পুষ্প-পুঞ্জ প্রভৃতির প্রতিরূপ চিত্রবিচিত্র। অতি সুশোভিত, সুসজ্জিত। চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণের ফুল নক্‌সাকাটা বেলোয়ারী ঝাড়, লণ্ঠন, ফানস, ফণী ফণা-জড়িত প্রত্যেক খাটালে খাটালে দেওয়ালগিরি দেদীপ্যমান। মধ্যস্থলে সুদৃশ্য শৃঙ্গশোভিত মৃগমুখবিশিষ্ট ব্র্যাকেটে নানা প্রকার চিত্র-বিচিত্রশালী মনোহর পুত্তলিকা, কৃত্রিম জীবমূর্ত্তি ও বিবিধ রমণীয় সৌখীন বস্তু থরে থরে গৃহটীর অতি মনোহর শোভাই সম্পাদন কোচ্চে। দ্বারের সম্মুখেই একটী সুবর্ণনির্ম্মিত পরী নিয়-তই ব্যজনী-রজ্জু আকর্ষণে নিযুক্তা। একপার্শ্বে একটী লৌহনির্ম্মিত কিষ্কিন্ধ্যামূর্ত্তি!—তারই নাভিদেশ হোতে একটী ধর্ম্ম ঘড়ি নিয়মিত সময় দেখাচ্চে,—যেন কালের গতি-বিধিতেই সদাই ব্যতিব্যস্ত। সেই বাহাদুরী দেখাবার জন্যই মুরদ মূর্ত্তি সঘনে ভ্রূকুটিভঙ্গি ও প্রতি বিপলে পেণ্ডুলামের তালে তালে নয়ন ভঙ্গিতে যেন ইঙ্গিত কোচ্চে।

অপর একপার্শ্বে সুবর্ণনির্ম্মিত পালঙ্কোপরি সু-সজ্জিত দুগ্ধফেন-নিভ শয্যা। ঘরের মেঝেয় দিব্য মখ্‌মল আঁটা,—তদুপরে চতু-র্দ্দিকে কার্‌চোপের কাজ করা তাকিয়া। নীচে আর একটী স্বতন্ত্র বিছানা। উঁচু গদী,—তার উপর কার্‌চোপের কাজ করা মখ্‌মলের চাদর, আর আশে পাশে ঐ রকমের ছোট ছোট বালিশ। তৎ-পার্শ্বে সুবর্ণনির্ম্মিত আল্‌বোলা, মনি মুক্তা প্রবালাদি খচিত সট্‌কা। আরও কত কি রং বেরং দেখ্‌লেম,—বাহুল্য বোল্‌তে কি, ঘরটী অতি পরিপাটী রূপেই সাজানো বটে,—এমন কি সাক্ষাৎ শচীপতি অমরনাথের অমরাবতী সদৃশ!

এই সমস্ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমে রাত্রিও অধিক হ'য়ে পোড়'লো। এক জন স্ত্রীলোক দুইখানি সুবর্ণ পাত্রে কতকগুলি খাদ্য সামগ্রী লয়ে আমার সম্মুখে হাজির। ক্ষুধাও যথেষ্ট হ'য়েছিল, এজন্য আহারেও বিস্তর বিলম্ব কোল্লেম না। কামিনীর সঙ্গে একত্রে আহারাদি সমাপনের পর নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম-শয্যায় গমন কোল্লেম। অপরিচিত স্থান বোধে সহজেই নিদ্রাকর্ষণ হ'লো না,—বিশ্রম্ভালাপে আরও কতক রাত্রি অতিবাহিত হ'লো। পরিচারিকারাও যে যার সকলে চলে গেল।

ক্রমে নানা বাক্যালাপ প্রসঙ্গে কামিনীর বিশেষ পরিচয় পেলেম। সেই প্রসঙ্গে জান্‌লেম,—কামিনীটী জনৈক মৌরভঞ্জী সওদাগরের অন্নে প্রতিপালিতা। অপর অজ্ঞাতপূর্ব্ব যে স্ত্রীলোকটী নৌকায় আমার সহিত পরিহাস ক্রমেই হোক্,—বা যথার্থ ঘটনা ক্রমেই হোক্, মিথ্যা বাক্‌বিতণ্ডায় অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্যালাপের কল্পনা কোরেছিল, আমারে ভাং খাওয়ায়ে বেএক্তার কোরেছিল,—মালঞ্চ বন হ'তে মূর্চ্ছিতাবস্থায় নৌকায় ধরে এনেছিল,—প্রেমরস-রঙ্গালাপে প্রবৃত্ত হ'য়ে রসিকতার পরিচয়ে উন্মত্তা হ'য়েছিল,—এক্ষণে জান্‌লেম, সেটী অলোক-সামান্যা রূপবতী কামিনীর পরিচারিকা। নাম রাইমণি।

কামিনী তার নিজের যে পরিচয় দিলে,—সে অতি আশ্চর্য্য [illegible]ার কথা!—এখন কারেও সে কথা বলা হবে না।—সময়ক্রমে ভবিষ্যতের অবসরে আপনা আপনিই প্রকাশ হবে,—রোগীর মুখে রোগ ব্যক্ত হবে।—তখন সকলেই জান্‌তে পার্ব্বেন, কামিনীটী কে?—অতএব সে কথা এখন কাহারও জান্‌বার কোন আবশ্যক নাই। তবে আভাষে কেবল এইমাত্র বোল্‌তে পারি, কামিনী আমার সহো-

ঘর বিনোদের বিনোদিনী,—নামটী শ্রীমতী মনোমোহিনী।—এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টীই এক্ষণে সাব্যস্থ।

তখন পরিচয় শুনে, আমার মন যে কি পর্য্যন্ত হর্ষ বিষাদে অভিভূত হ'লো,—সে কথা সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানই জানেন!—মনে মনে 'আর ছদ্মবেশ গোপনে ফল কি' ভেবে ভাবী সম্ভাবনায় একান্ত মনোযোগী হ'লেম।—গলা জড়িয়ে ধোরে বোল্লেম, "বউ! বিধাতা কি আমাদের ভাগ্যে এতই কষ্ট লিখেছিলেন?—সোণার সংসারটা ছারখারে দিয়েও কি তাঁর এখনও মনস্কামনা ফলবতী হ'লো না!—পিতা,মাতা,পতি,আত্ম-কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব ও পরিজনেরা কে কোথায় রৈল, তার কিছুমাত্র অন্বে-ষণ নাই!—জগদীশ্বর! যদি কায়মনোবাক্যে আপনাতে দৃঢ়ভক্তি থাকে, একান্ত সরলান্তঃকরণে আপনাতে অচলা বিশ্বাস থাকে, যদি সতীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ হ'য়ে থাকে, তবে কখনই সেই নীচপ্রবৃত্তি দুরাশয় ঘৃণিত পশুর হস্তে সতীর সতীত্ব নষ্ট হবে না,—কখনই হবে না!—অধিক কি, সেই দুষ্প্রবৃত্তি নরাধমেরা আমাদের প্রতি কু-ভাবে চেয়ে দেখ্‌লেও যেমত তৎক্ষণাৎ সমুচিত পাপের ফল প্রাপ্ত হয়। যদি যথার্থ সতীর আদর্শ-স্বরূপ হই,—যদ্যপি পতি-অনুরাগিণী হ'য়ে নিয়ত কায়মনস্কামনায় পতির পদসেবায় একান্ত মতি থাকে, তা হ'লে সেই দীননাথের কাণ্ডারী—যিনি কুরুসভামধ্যে দ্রুপদ-কুমারীর লজ্জা নিবারণ ক'রেছিলেন,—তিনি অবশ্যই আমাদেরও এ দুর্গতি হ'তে উদ্ধার কোর্‌বেন। নচেৎ তাঁর বিপত্তে মধুসূদন নামে নিশ্চয়ই কলঙ্ক থাক্‌বে!"

উত্তেজিত শোক সন্তাপের আন্দোলন হ'চ্চে,—কতই অনু-শোচনার সঙ্গে আক্ষেপ পরিতাপ গড়িয়ে যাচ্চে,—এক একবার

শোক-সিন্ধু উথ্‌লে উথ্‌লে উঠ্‌ছে,—আবার আপনা হ'তেই বিলীন হ'য়ে যাচ্চে। ঘরটী নিস্তব্ধ। এমন সময় টুং টাং ক'রে কিষ্কিন্ধ্যা-মুর্ত্তি ঘড়ি থেকে এক, দুই, তিন কোরে ১২টা বেজে, জানালে রাত্রি দুই প্রহর।

কতই ভাব্‌চি,—বউ এখানে কেন?—এর মনের ভাব কি?—গতিক খানা কি?—এই চর্চ্চার-ই আন্দোলন কোচ্চি। অবশে, কিছুই ইয়ত্তা কোত্তে না পেরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বোল্লেম, "বউ!—তোমাকে এমন পরামর্শ কে দিলে?—তোমার এমন মতি কেন হ'লো?"

"আমার এ মতি,—ঠাকুরঝি!—আমার এ মতি—দুর্ম্মতি নয়! পিতা মাতার মনোভীষ্ট স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে—উপায়ে কৌশলে জীয়ন্তে মৃতের ন্যায় এখানে আছি,—কি কোর্‌বো,—না বুঝে এক কর্ম্ম করে ফেলেছি,—এখন আর চারা কি!—যা হোক্—তুমি এলে তবুও অনেকটা সাহস হ'লো, এখন ঠাকুর জামাই———"

বোল্‌তে বোল্‌তে বউ হাপুশ্‌ নয়নে ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। আমি স্বীয় বসনাঞ্চলে বউয়ের চক্ষের জল মুছিয়ে দিয়ে বোল্লেম, "সেজন্য আর বৃথা অনুতাপ করায় ফল কি?—এখন যাতে তাঁর অন্বেষণ হয়,—সেই চেষ্টাই বিহিত। বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে যখন আমি এস্থানে এসেছি, তখন আমার যথাসাধ্য তাঁকে আন্‌বার চেষ্টা কোর্‌বোই কোর্‌বো।"—এই কথা গুলির পূর্ব্বে আভাযে বউকে আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বোলেছিলেম।

বউ আমার কথায় কোন দ্বিরুক্তি না কোরে কতক আভায কিম্বা সান্ত্বনা বাক্যেই হোক্, চক্ষের জল মুছে তখন একটু স্থির হ'য়ে বোস্‌লো। কিয়ৎবিলম্বে একটী দেড়হাতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোল্লে,

"বিধাতার মনে যা ছিল, তাই-ই ঘ'টেছে! ভবিতব্যের লিপি অতিক্রম করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। বিধির বিপাক্, অদৃষ্টের বিড়ম্বনার হেতু—অখণ্ডনীয় পাপের সমুচিত শাস্তি! কি কোর্‌বো;—কারুর দোষ নয় ঠাকুর-ঝি,—কারুর দোষ নয়। সকলই আমার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত মহাপাপের ভোগ! আমি না বুঝে এমন কর্ম্মে মজেছি!" বোলেই বউ আবার পূর্ব্বমত অধোবদন হ'লো,—মুখ-শ্রী পূর্ব্বের চেয়েও ততোধিক মলিন হ'য়ে উঠ্‌লো, অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত ধারে প্রবাহিত হ'তে লাগ্‌লো।

" আমি বোল্লেম, "তার আর ভয় কি,—কাঁদো কেন;—বৃথা অরণ্যে রোদন কোল্লে তার আর ফলোদয় কি? এখন যাতে সু-পরামর্শ হয়, তাই-ই করা যাক্।—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, যথার্থ বলো দেখি, এ সমস্ত বিষয় তৈজষ-পত্র কাহার অধিকার-ভুক্ত? আর রায় বাহাদুর লোকটী কে?"

প্রশ্ন শুনে বউ এক মুহূর্ত্ত নিরুত্তর। ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রৈল,—পরক্ষণে আবার মনে কি ভাবের উদয় হ'য়ে মনোহিনী সন্দিগ্ধ দোলায়মান-চিত্তে অন্যমনস্ক হ'লো। সেই জন্য আরও এক মুহূর্ত্ত অতীত হ'লো।—নিরুত্তর!

"চুপ্ কোরে রৈলে যে,—যদি আমার সাক্ষাতে বোল্‌তে কিছু লজ্জা বা প্রতিবন্ধক থাকে, আবশ্যক নাই।"

আমার নিতান্ত আগ্রহ দেখে বউ তখন ফোঁপাতে ফোঁপাতে বোল্লে, "ঠাকুর-ঝি! বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি যা-যা দেখ্‌চো, এ সকল কিছুতেই আমার অধিকার নাই। যত কিছু তৈজষ-পত্র সমস্তই সেই দুরাত্মা পাপমতির পাপের ধন! ঐ নরাধমের সঙ্গে

আরও একজন দুষ্ট লোক নিয়ত-ই সদাচারী !—তার নাম বীরবাস।—তার-ই সহায়-বলে পরামর্শে ভুজং ভাজং দেখিয়ে আমাদের এখানে এনেছে, বিষয় সম্পত্তি সমস্তই অধিকার-ভুক্ত কোরেছে। ঠাকুর-ঝি ! কেবল প্রলোভন দেখিয়ে-ই আমার মাথা খেয়েছে ! প্রায় এক বৎসর অতীত হ'লো, আমি এস্থানে আছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রাণেশ্বরের কোন সন্ধান-ই হয় নাই।—কত দেশ দেশান্তরে তাঁর সন্ধানে লোক গিয়েছে, কিন্তু অদ্যাপি কেহই তাঁর অনুসন্ধান কোত্তে পারে নাই। এখন আমার——"

কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে ত্রস্তভাবে বউকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ভুজংটা কি প্রকার ?"

"বোলেছে তোমার হারা-নিধি ভাইকে আনিয়ে দেব।—বিশেষ তুমিও যাতে অনুসন্ধান কোত্তে পার, তারও বিহিত চেষ্টা কোর্‌বে। এই ভুজং দেখিয়েছে !"—বউ পূর্ব্বমত স্বরে এই উত্তরটী কোল্লে।

"আচ্ছা রায় বাহাদুর তোমার এ সন্ধান জান্‌লে কেমন কোরে ?"

পাঠক স্মরণ করুন,—এ সেই লছ্‌মীপতি রায় বাহাদুর !

"একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মধ্যস্থ হ'য়ে এই যোগাযোগ্‌ কোরে দিয়েছেন।"

"বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ !—তাঁর নিবাস কোথায় ?"

"আমাদের বাড়ীর পার্শ্বেই তাঁর মদনগোপালের দেবালয় ছিল। একে ব্রাহ্মণ,—তায় প্রতিবাসী বৈষ্ণবভক্ত, তাতেই মায়ের সঙ্গে অনেকটা আলাপ পরিচয় হওয়ায় 'দিদি-দিদি' বোলে সম্বোধন কোত্তো। প্রত্যহ ভাগবত, পুরাণ, হরিভক্তি, প্রেমভক্তি-বিলাস, চৈতন্য-চরিতামৃত ইত্যাদি পাঠ কোত্তে আমাদের বাড়ী যেতেন,

তিনিই এই ষড়্‌চক্রের আদ্যন্ত মূল! নামটী কি বোলেছিল,—কাঁড়াদাস!"

কাঁড়াদাস নাম শুনেই আমার সাষ্টাঙ্গ শিউরে উঠ্‌লো,—বোল্লেম, "তার পর,—তার পর!"

"তার পর আর কি!—মনের উৎসাহে আরও বাহ্যিক সাহস ততোধিক বৃদ্ধি হ'লো।—সতীর পতিই একমাত্র গতি, পতিই অবলার জীবনের সার পদার্থ ভেবে দুরাচারের নীতি-গর্ভ-সারবাক্যে পিতা মাতা উভয়েই অনুমোদন কোল্লেন,—আমিও সেই নব-প্রেমিকের অনুসন্ধানে অনুরাগিণী হ'লেম। বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব স্ব-জন সমস্তই বর্জ্জন কোরে, বাবা আমার সুরাহা জন্য এখানে এসেছেন।—কিন্তু নির্দ্দয় বিধি বাম হ'য়ে, আমায় সে সুখাশয়ে নিতান্তই বঞ্চিত কোরেছেন! এত বিপুল বৈভব সম্পত্তি থাক্‌তেও আমি এক প্রকার পথের ভিখারিণী! প্রেম-কাঙ্গালিনী হ'য়ে অহর্নিশি কেবল কেঁদে কেঁদেই কাল কাটাচ্চি! অন্তিমাশা,—অদৃষ্ট-ই জীবনের মূলাধার ভেবে এ সমস্ত সুখ সম্পত্তি বৈভব কিছুতেই আমার স্পৃহা নাই। পিতা মাতা আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন,—কোথায় এলেম,—কি হ'লো,—কি কোচ্চি,—কি কর্ত্তব্য,—এই চিন্তাচ্ছন্ন হ'য়ে অতুল সুখ সম্পত্তি সমস্তই আমার পক্ষে যেমত স্বপ্নবৎ বোধ হ'চ্চে। সমস্ত জগৎ বিষময় আঁধার আঁধার দেখাচ্চে! ঠাকুর-ঝি! আমার জীবনের শেষ দশায় কি হবে,—কি উপায় কৌশলে এ দুষ্প্রবৃত্তি পাপমতির অধিকার হ'তে পরিত্রাণ পাবো, কত দিনে এ পাপ যন্ত্রণা হ'তে নিষ্কৃতি হবে,—আমার সেই চিন্তাই সম্প্রতি নিতান্ত বলবতী!

বৌয়ের কথা শুনে আমার মন আরও উদ্বিগ্ন হ'লো, প্রবল সন্দিগ্ধ দোলায়মান চিত্ত অধিকতর আন্দোলিত হ'য়ে পর পর দুটী চিন্তা একত্র।—ক্রমেই প্রবলবেগে ফল্গুস্রোতস্বতীর ন্যায় অন্তঃশিলা রূপে প্রবাহিত।

প্রথম চিন্তা,—কিঞ্চিৎ দুরারোহ। ক্রমশঃই সন্দেহে সন্দেহ বৃদ্ধি। সদাই ভাবনা হোচ্চে লোকটা কে,—রায় বাহাদুর লোক্টা কে?—যে দুর্দ্দান্ত পাপাচারকে ইতিপূর্ব্বে পাপীষ্ঠ বীরবাসের সদর্প বাহুবলে নরনারী বধ—ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত দেখেছিলেম, একি সেই নর-পিশাচ!—যাকে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের উদরে পদাঘাতে প্রবৃত্ত দেখেছিলেম, একি সেই পাষণ্ড!—যখন বউ বোল্‌চে—তখন সন্দেহই বা কি!—তবে সেই নরাধমই কি মৌরভঞ্জী নীচ পশু! বিড়ম্বনাই কি বিধির—না—বিধির বিড়ম্বনা!—শৃগাল হ'য়ে সিংহীতে অভিলাষ!—এটী কি সত্য!—সত্য সত্যই কি বউ তবে অপবিত্রা হ'য়েছে!—অ্যাঁ!—মনোমোহিনী অসতী!—স্বৈরিণী হ'য়ে আমার সঙ্গে প্রতারণা কোচ্চে!—না—সে নয়—তা নয়,—অপর কেউ হবে। না—তাই'বা কেমন কোরে!—যদিও স্বভাব-দোষ অনেক অবলাকে অপবিত্রা কোরেছে—তথাচ মনোমোহিনী—না—তা হবে কেন?—তা হবে কেন! আচ্ছা যদি না—না—তবে এখানে কেন? আর যদিই বা হলো—তবে আমার এত পরিতাপ কেন!—আর মনেই বা এত কু-সন্দেহ কেন?—বউ বোল্লে রায় বাহাদুর! এখন সন্দেহ দূর হ'লো, স্বচক্ষে দেখ্‌লেম্, স্বর্ণলঙ্কাপুরীর আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, চরিত্র ও স্বভাবের পরিচয়। তথাচ একবার সন্দেহ, একবার অবিরোধ,—একবার অবিশ্বাস, একবার স্থিরপ্রত্যয়—একবার

বিষাদ, একবার হর্ষ,—একবার চৈতন্য, একবার ক্রোধ,—একবার শান্তি, একবার চঞ্চল,—একবার স্থির, একবার মৌন,—একবার বাচাল, একবার চিন্তা, আবার নিরুদ্বেগ। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ অসম্বদ্ধ বিপরীতভাবে আমার মনমধ্যে অনবরত ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো। বিরামদায়িনী নিদ্রা সে রজনীতে একটী বারও আমার নয়ন-পথবর্ত্তিনী হ'তে পাল্লেন না।

দ্বিতীয় চিন্তা, অত্যন্ত জটিল!—সুতরাং অধিকক্ষণ অস্থায়ী। বউ বোল্‌চে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—(মদন গোপালের) সেবাদাস বৈষ্ণব!—নামটীও আবার কাঁড়াদাস।—মনোমোহিনী বোল্‌চে কাঁড়াদাস, সেই-ই এ ক্ষেত্রের প্রকৃত যোগাযোগের মূলাধার।—ওঃ! বিধাতঃ! যে রক্ষক সেই-ই ভক্ষক!—বৃথা উৎকোচে কুলের কুলবধূর সতীত্বাপহরণ!—কি দারুণ মহাপাপ!—মনোমোহিনীর কি নীচ প্রবৃত্তি!—এই সমস্ত অতীত ঘটনা ভাব্‌তে ভাব্‌তে চক্ষুদ্বয় তন্দ্রাবশে ক্রমে বুজে বুজে আস্‌তে লাগ্‌লো,—মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ কোল্লেম। চিন্তায় চিন্তায় সে যামিনী প্রভাতা হ'লো।

অষ্টবিংশতি কাণ্ড।

বর্দ্ধমান,—কোথাকার পাপ কোথায়?

শশী অস্ত। রজনী প্রভাত প্রাক্‌কাল। ধরাধর কাঞ্চন বর্ণে,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে রজত বর্ণে সমুজ্জ্বল। ভগবান্ সহস্ররশ্মি ধীরে

ধীরে সন্দিগ্ধ নায়কের ন্যায় পূর্ব্ব গগণে দর্শন দিলেন। মন্দ মন্দ প্রভাত সমীর ঝুর্ ঝুর্ শব্দে গাত্র স্পর্শ কোচ্চে। ক্রমে কক্ষমধ্যে সারসির ফাঁক দিয়ে স্বর্ণ বর্ণ রৌদ্রের আভা আস্তে লাগ্লো। সেই আভা বউয়ের মুখমণ্ডলে পড়াতে, সেই আরক্তিম্ আভা! পাঠক! কতই না শ্রী-মুখ শোভা ধারণ ক'রেছে। সু-সজ্জিত গৃহা-বয়বের এতক্ষণ যে শোভা ছিল, বৌয়ের মুখসংলগ্ন কিরণচ্ছটাতে তদপেক্ষা আরও চতুর্গুণ শোভা বৃদ্ধি হ'লো। যেমন চন্দ্রোদয়ে বিবিধ সুন্দর পুষ্পের পরিশোভিত অটবী শোভিত হয়,—নীলাম্বুধের নীলজলে শশীকলা প্রতিবিম্বিত হ'লে যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভা।

বউ ঘুমুচ্চে,—অগাধে ঘুমুচ্চে।—মাথার ঘোম্টা অনাবৃত। ললাটে সিন্দুর খরতর সমুজ্জ্বল দেখাচ্চে। একে স্ত্রীলোক, অবলা;—তাহে একাকিনী কুলকামিনী,—যার অন্তরে চিন্তার লেশমাত্রও ছিল না,—এক্ষণে সেই অলোক-সামান্যা রূপবতী নবীনা কামিনী দুর্ব্বহ চিন্তা সাগর তরঙ্গে নিমগ্না। মলিন বদন, অন্তর বিষণ্ণ, কি হবে,—এই চিন্তাতেই কুরঙ্গ-নয়নী নবযৌবনী সতীসাধ্বী একাকিনী গভীর নিদ্রায় অচেতন! সেই বিষণ্ণ-বদনমণ্ডলে অল্প অল্প স্বেদবারি-বিন্দুর উদয় হ'য়ে ভগবান্ নভোমণির প্রভাজালের সহিত অতি চমৎকার অনুপম শোভাই ধারণ হ'য়েচে, পাঠক মহাশয়! এই সময়, প্রগাঢ় নিদ্রিতাবস্থায় বৌয়ের রূপলাবণ্য মনের সাধে দেখে নিন্, নচেৎ কিয়ৎবিলম্বে সুপ্তোত্থিতের পর আর এমন ভাবভঙ্গি থাক্বে না,—দেখ্-তেও পাবেন না। কারণ, স্ত্রীলোকের জাগ্রত হৃদয়ের চিন্তা অতীব প্রগাঢ় ও গভীর জলশায়িনী! সেই জন্যই আমার এতাধিক আগ্রহ।

কুমারীর বয়স প্রায় পঞ্চদশ বৎসর। দেহলতায় নবীন যৌবন কুসুমের আবির্ভাব হ'য়েছে। সুঠাম, কমনীয় কান্তি। স্বভাব কোমল, অথচ মৃদু। অবয়ব নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব। বাস্তবিক যেরূপ গঠনে স্ত্রীলোকেরা সুলক্ষণা হয়—এ বৌয়ের গঠনে অবিকল সেই সমস্ত লক্ষণ বিরাজমান। কি অপূর্ব্ব শোভা,—কি আদর্শ!—সতীর যথার্থ যা সতীত্বের পরিচয়—তাই-ই সাক্ষ্য দিচ্চে। ধীরে ধীরে কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হ'চ্চে। অষ্টাঙ্গ শিথিল, নিস্পন্দ ভাব। এখনও নয়ন দুটী মুদিতা,—সেটী আর কিছুই নয়,—কেবল মহামায়া-রূপিণী নিদ্রাদেবীর মনমোহিনী কুহকশক্তি!

বউ নিতান্ত একহারা পাৎলাও নয়, অধিক মোটাও নয়, গড়ন দোহারা। বর্ণ দুধে আল্‌তা। ওষ্ঠ দুখানি পাকা বিম্বফলের ন্যায় স্বাভাবিক লাল্, টুকটুকে লাল্। দাঁতগুলিও সেই সঙ্গে বিশেষ পরিপাটী ও রঞ্জনে সু-রঞ্জিত। গণ্ডস্থল আরক্তিম্ মাধুর্য্য, গোলাপী আভায় সু-রঞ্জিত। হাত পা গুলিন সুডৌল্, নিটোল্, নিখুঁৎ। অঙ্গুলি নধর অথচ চাঁপার কলির ন্যায় বর্ণ ও সুগঠন। নখগুলি খুদে খুদে, চিক্কণ ও ডোবো ডোবো এবং মুক্তার ন্যায় সমুজ্জ্বল। মুখখানি ঢল্‌ঢলে, চক্ষু দুটী ভাসা ভাসা অথচ সুদীর্ঘ টানালো,—যেমন নীলপদ্মের ন্যায় কোমলকান্তি বিশিষ্ট। চক্ষুর পক্ষ্ম গুলিন অঞ্জন রেখার ন্যায় নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ। নাসিকাগ্র থেকে ভ্রূ-যুগল আকর্ণ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। নাসিকা সরল,—সাষ্টাঙ্গ সুন্দরী রমণীর ঢল্‌ঢলে বদনকমলে যে প্রকার মানায়,—ঠিক্ সেই প্রকার মানান্ সই। তন্মধ্যে একটী গজমুক্তা নিয়তই স-ত্রাসিত, থরহরি কাঁপ্‌চে। কুঞ্চিত কৃষ্ণ-বর্ণ অলকাদাম গণ্ডের দুপাশ দিয়ে অল্প অল্প লতিয়ে নেমেচে।

মস্তকের কেশগুচ্ছের আলুলায়িতা বেণী যেমন দীর্ঘ এবং তেমনি ঘন নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ। সেই সুচারু চিকুরকলাপ বিন্যাসিতা লম্বিত কালভুজঙ্গ সম বেণী চারুহাসিনীর বদন কমলের পরম রমণীয় শোভাই সম্পাদন কোচ্চে। উন্নত গ্রীবা, কণ্ঠদেশে ভাঁজ ভাঁজ তিনটী রেখা, সেই রেখাত্রয় কামিনী কণ্ঠভূষণের ভূষণ সদৃশ। অপর সাষ্টাঙ্গেই প্রাচীন কবিদের সু-রচিত রূপ-রত্নের গৌরব রক্ষা কোচ্চে। ষোড়শী যদিও যুবতী, তথাচ তার সুন্দর মুখে ও নয়নে অমল বালিকাভাব প্রকাশ পাচ্চে। যদিও বসন ভূষণে কামিনীদের সুন্দরী দেখায় বটে, কিন্তু প্রকৃতরূপে কোন প্রকারই ভূষণের আবশ্যকতা নাই, পাঠক! এও সেই প্রকৃত মনোমোহিনী রূপ। নির্ম্মল জলদ-জাল পরিমধ্যাচ্ছাদিত ক্ষণ-মুক্ত পূর্ণ শরৎ-শশীকলার ন্যায় পরিধেয় বস্ত্রখানিতেও অতুল রূপরাশি ঢাকা পোড়্‌চে না,—আভার শোভা যেন ফুটে ফুটে বেরুচ্চে। সেই কিশোরী তরুণ রমণীমূর্ত্তি, সেই মুখ, সেই চক্ষু যদিও সরলতা, নম্রতা ও পবিত্রতা মাখা,—তথাচ নয়নে, বাক্যে, আর কথার ভাব্‌ভঙ্গিতেই যথেষ্ট মনোবৃত্তির পরিচয় প্রকাশ পাচ্চে। লোক যে যতই সাহসী হোক্ না কেন, ছদ্মবেশে কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হ'লেই, পদে পদে তার মনে সন্দেহ আর আশঙ্কা ছায়ার ন্যায় সততই অনুগামী। যে হৃদয়ে কিছুমাত্রও মালিন্য স্পর্শ করে নাই,—যার সরল স্বভাব, নির্ম্মল চরিত্র সার সংসারের অতুলিত আদর্শ, অকস্মাৎ তার হৃদয়ে এই দারুণ কীট কিরূপে প্রবেশ কোল্লে!—সহসা সেই নিষ্কলঙ্ক হৃদয় কি রূপে যথা স্বেচ্ছা গণিকা প্রণয়ে আক্রান্ত হ'লো? কিছুই চমৎকার নয়! প্রণয়ের অপ্রতিহত মোহিনী শক্তি, যৌবনের দুর্দ্দম বেগ, এ দুটীই চমৎকার নয়।

কুহকিনী নারীজাতি!—তোমাদের নমস্কার। তোমরা আপন আপন প্রভাবেই দিগ্বিজয়ী! আপন পরাক্রমেই বিশ্বসংসার জয় কর। পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করোনা,—পথাপথ নির্ণয় কোত্তে সমর্থও হও না,—ভাল মন্দ সদসৎ বিবেচনার অবসর সাপেক্ষ ক'রো না,—প্রমত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় কেবল নিজের সুখেই ব্যতিব্যস্ত। তুমিই অন্ধ,—কি যারা তোমাকে অন্ধ বলে, তারা নিজেই অন্ধ, এ তর্কশাস্ত্রের তদন্ত করা কাহারও সাধ্য নয়।—তুমি লৌহ ও পাষাণকেও দ্রব কর,—শতদল পদ্মকে দলিত কর,—অপ্রেমিকের কঠিন হৃদয় ভেদ কর,—প্রেমিকের সরল চিত্তকে আমোদে নাচাও,—তোমার প্রভাব অসামান্য, অলৌকিক ক্ষমতা!—তুমি যখন যার অন্তরে প্রবেশ কর, তখন তার লজ্জা, ভয়, বুদ্ধি, বিবেচনা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ধৃতি, ক্ষমা কিছুই বোধগম্য থাকে না। অজ্ঞানান্ধকার কামরূপ সমুদ্র-গর্ভে নিমগ্ন হ'য়ে প্রণয়-ভেলার আশ্রয়ে পুনর্ব্বার মহানন্দে কুমীরকে কলা দেখাও!

মনোমোহিনী,—তুমিও সুন্দরী কামিনী; নারীজাতি বট।—এই বিনশ্বর বিশ্ব-সংসারে তুমিও বিশ্ব-বিমোহিনী।—অখিল ব্রহ্মাণ্ডে তোমার ইন্দ্রজালে মুগ্ধ না হয় এমন লোক অতি বিরল,—তোমার অন্তরাচ্ছন্নময়ী মায়াপ্রভাবে সকলকেই বিমোহিত হ'তে হয়। স্বর্গ, মর্ত্য, বা পাতালের যেখানেই থাক, সর্ব্বত্রই তোমার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ! নিজ বাহুবলে আপামর সকলকেই শাসিত কর। তোমার বিম্বনিভ ওষ্ঠ, মণি মুক্তানিভ দশন, পদ্মনিভ কপোল, উৎপলনিভ নয়ন, অম্বুদনিভ অলক, ইন্দুনিভ আস্য, বিদ্যুন্নিভ হাস্য, কম্বুনিভ গ্রীবা, মেরুনিভ উরস্, অমৃতনিভ বাক্য এর প্রত্যেকটী যেমত বিশ্বজিৎ

রতিপতি পুষ্পকেতুর সুতীক্ষ্ণ পঞ্চফুল শর।—মায়াবিনী, তুমিই ধন্যা!—মায়া-পাশে তুমি সকলকেই আবদ্ধ কর,—কিন্তু নিজে কখনই আবদ্ধা হও না!—বিশ্ব-মনোমোহিনি!—তোমাতে আরও একটী ঐশী-গুণ বর্ত্তিত আছে। সেই সত্ত্ব, রজ ও তমগুণে আপনি সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়, এ তিনেরি-ই অধিষ্ঠাত্রী দেবী-মূর্ত্তি!—প্রথম গুণদ্বয়ে তুমি এই বিশ্ব-জগৎ সংসারের সুখদা, মোক্ষদা, বরদা;—কিন্তু শেষ গুণে তুমি সর্ব্বনাশিনী!—পিশাচিনী রাক্ষসিনীর ন্যায় তোমার ব্যবহার, অতএব তোমার সেই কুহক মায়া-মূর্ত্তিকে নমস্কার করি। তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয়ই কামময়ী, সেই কামরূপে তুমি সকল প্রাণীকেই কামমদে উন্মত্ত করিয়া থাক, এজন্য তোমার সেই জ্বলন্ত রূপে, তোমার চঞ্চল কটাক্ষে, মৃদু মধুর হাস্যে ও তোমার কপট সুধামাখা রসনাকে আরও ভয়!

আন্তরিক বাহ্যিক দুটী সুখ। কিন্তু কেউ-ই আমার প্রতিকূল নয়। এত কষ্টের পর,—মনোমোহিনী,—আমাদের কুলের বউ—তার বাড়ী এসেচি।—তথাচ এক মুহূর্ত্তের জন্যও দুঃখের বিরাম নাই। যাঁর সম্বন্ধে স্ত্রী,—সৌহার্দ্দ্যে ভ্রাতা,—যত্নে ভগিনী,—আমোদে কুটুম্বিনী,—স্নেহে মাতা,—ভক্তিতে কন্যা,—প্রমোদে বন্ধু,—পরিচর্য্যার দাসী,—যার সংসারে সহায়,—গৃহের লক্ষ্মী,—হৃদয়ের ধর্ম্ম,—কণ্ঠের ভূষণ,—নয়নের তারা,—বক্ষের শোণিত,—দেহের জীবন, ও জীবনের সর্ব্বস্ব,—এখন আমি তাঁর আশ্রয়ে এসেছি।—কিন্তু অতীবানন্দে ক্ষুব্ধ, হর্ষে শোক,—শান্তিতে বিষাদ,—পর পর মনমধ্যে একবার উদ্রেক একবার বিলীন হ'য়ে স্থির বিশ্বাসটী গাব্যস্থ হ'লো।

ভাবনায় ভাবনা বৃদ্ধি।—নিয়তই এক কথার তোলাপাড়া হ'চ্চে,

চক্কিত সন্দেহ-ঝটিকায় উত্তরোত্তর ক্রমেই চিন্তা-লহরী উত্থিত হয়ে সহসা ভগ্ন-হৃদয় তরীখানি ঘূর্ণিত অতল চিন্তা-জলশায়িনী হবার উপক্রম হ'লো ! দৃঢ় বিশ্বাস বাদামে তর্ক বিতর্ক উদ্বেগ প্রভৃতি চারি দিক হ'তে প্রচণ্ড ঘূর্ণ বাতাসের দমকা লাগ্‌তে লাগ্‌তে সদ্বুদ্ধিতে চিন্তা,—কার্য্যে নিরুৎসাহ,—অধৈর্য্যে অস্থিরতা,—দর্শনে আঁধার,—শ্রবণে বধির,—নিশ্বাসে শ্বাসরোধ,—স্পর্শে সমস্তই শূন্যময় বোধ হ'তে লাগ্‌লো। কি কাল কুচক্রেই এরূপ বিপরীত মুল ঘটনার আদি সঙ্ঘটন হ'য়েছিল,—সেটি এক্ষণে স্থির হলো। দুরাত্মা কাঁড়াদাসের ছদ্মবেশ, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি প্রত্যক্ষ স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয়ে—একবার একবার বিজাতীয় ঘৃণায় অন্তঃকরণ সাতিশয় ব্যাকুলিত ক'রে তুল্লে।—সেই সঙ্গে বর্ত্তমানের সুখ বেগ,—অতীতের স্মৃতি,—ভবিষ্যতের আশা,—পরলোকের পুণ্য সমস্তই অন্তর হ'তে অন্তর্হিত হলো। মনে মনে একবার ইষ্টদেবের নাম স্মরণ ক'ল্লেম। দেখি, বউয়ের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হ'লো। অকাতরে সুবর্ণ পালঙ্কোপরি দুগ্ধ ফেণনিভ শয্যায় যে মনোমোহিনী এতক্ষণ নিদ্রিতা ছিল,—ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বস্‌লো,—একবার সচকিতে চতুর্দ্দিকে কি দেখ্‌লে—"রাইমণি! ধর!—ধর!—ধর! মনচোরা পালিয়ে যায়!—সাহান্ পালিয়ে গেলো!—সাহান পালিয়ে"——বোলেই আবার পূর্ব্বমত শয়ন কে'ল্লে,—বহুঁস,—অচৈতন্য!

বিস্ময়ে, আশ্চর্য্যে, সন্দেহে, কৌতূহলে আমি ত একেবারে অপরূপ কাঠের পুতুল!—হঠাৎ মনোমোহিনীর মুখের দিকে নজর হ'য়ে আবার আপনা হ'তেই বিচার কোল্লেম বউয়ের-ত কোন কষ্ট বা দুঃখ নাই!—তবে এমন অধর্ম্ম পঙ্কে মনোমোহিনীকে কে লিপ্ত

কোল্লে ?—এর কুলটা বৃত্তিতে কেন মতি হ'লো ?—কার পরামর্শে অমূল্য সতীত্ব ভূষণে জলাঞ্জলি দিয়ে, প্রণয়-কলঙ্ক হার স্বকণ্ঠে ধারণ কোল্লে ?—একি ? "মনচোর পালায় !—রাইমণি ধর—ধর !" তবেত রাইমণি এর সমস্তই জানে,!—তবে বউ পিতামাতার উপর দোষ নির্ভর কোল্লে কেন ?—না—সেটা স্বৈরিণীর কেবল প্রবঞ্চনা মাত্র। যে গর্ভধারিণী মাতা বসুন্ধরা হ'তেও নম্রময়ী, যে পিতা স্বর্গাপেক্ষাও উচ্চতর, তাঁরাই কি তাঁদের নয়নতারা, বক্ষের শোণিত, দেহের জীবনাপেক্ষাও অধিকতর স্নেহময়ী সন্তানকে কুহকিনীর ন্যায় স্বেচ্ছাচারী কোরেছেন,—কিম্বা বিপুল অর্থ লোভে মোহিত হ'য়ে মোহিনীকে ব্যভিচারিণী কোরেছেন !—হায়রে অর্থ !—কুহকময়ী পিশাচিনী ধন ! ধন্য তুমি !—তোমার অসাধ্য কোন কর্ম্মই নাই !—কলির মাহাত্ম্যে তুমিই এই পার্থিব সংসারে সর্ব্ব দুঃখের পরিত্রাণকারিণী, সর্ব্ব জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ! তুমিই লোভ, পাপ ও মৃত্যু স্বরূপিণী !—তোমারই কুহক মায়াপ্রভাবে নরলোকে কপটতা, নৃশংসতা ও স্ব স্ব প্রাধান্যের বশীভূত হ'য়ে আপামর সকলেই তোমার ইন্দ্রজালের গৌরব রক্ষা কোচ্চে। অহরহ পাপের সমুচিত ফলভোগী হ'য়েও পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মকঞ্চুকে শরীরাবৃতা কোরে ছদ্মবেশে পাপ সংসারক্ষেত্রে বিচরণ কোচ্চে। এতে তোমার মনে তিলার্দ্ধ লজ্জা বোধ দূরে থাকুক, বরঞ্চ ততোধিক সাহস ক্রমেই বৃদ্ধি হচ্চে। মায়াবিনী !--তোমার সেই বিচিত্র কুহক-মায়ামূর্ত্তি ও অনন্ত লীলার অন্ত পাওয়া ভার ! তুমি কখন কারে হাসাও, কখন কারে কাঁদাও, কেউ-ই সে ভাব অনুভব কোত্তে সমর্থ হয় না !

ঊনত্রিংশতি কাণ্ড।

অপূর্ব্ব স্বপ্ন কাহিনী,—আকস্মিক ব্যাপার!

"———একাকিনী ঘুমঘোরে অচেতন!
হেরিনু রতনে সখী, কামিনী মনোরঞ্জন!"

এক আসে আর যায়,—পৃথিবীর গতিই এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। পতি সোহাগিনী প্রকৃতি দেবী প্রতিক্ষণেই—প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন নূতন বেশভূষায় ভূষিতা হ'চ্চেন। এতক্ষণ যে অখিল জগৎসংসার সুসুপ্ত, স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ কোরেছিলেন, এখনি-ই আবার সে ভাব তিরোহিত হ'লো। চন্দ্রদেব এতক্ষণ স্ব-গণে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে অপর্য্যাপ্তক্রমে পার্থিব নরলোকে সুধারশ্মি বর্ষণ কোচ্ছিলেন, ক্ষণ-মাত্রেই আবার সে ভাব অন্তর্হিত হ'লো,—গত মুহূর্ত্তে যে গগণ-মণ্ডল তারকামণ্ডলী পরিবেষ্টিত অমৃত-তরঙ্গিণী চন্দ্রমার উজ্জ্বলতম চন্দ্রিমায় পরিশোভিত ছিল,—এখনি-ই আবার সে ভাবের অভাব হ'য়ে, সেই ব্যোমতল কেবল নিশাদর্শী উলূকের কঠোর কণ্ঠস্বরে ব্যাপৃত হ'লো।—সেই সঙ্গে গগণবিহারী বিহগ-নিচয়ের সুমধুর কলরবে আকাশমার্গ ক্রমেই প্রতিধ্বনিত সর্‌গরম্ হ'য়ে উঠ্‌লো। মন্দ মন্দ দক্ষিণ-মলয় প্রভাতসমীর ঝুর্ ঝুর্ শব্দে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হ'য়ে কালচক্রের ন্যায় গত রজনীর গুপ্ত ঘটনা যেন সকল প্রাণীকেই কানে কানে বোল্‌তে দৌড়ুলো। ফল-ভারাবনতা লতা মুকুল, পুষ্পশোভিত বিন্দু বিন্দু শিশির সংলগ্ন তরুরাজি সহস্ররশ্মির

হেমপ্রভ কিরণে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে অপরূপ হেমলতার ন্যায় ঝকমকিয়ে উঠ্‌লো, এই দেখে কুমুদিনী যেন লজ্জায় মলিনা হ'য়ে শশব্যস্তে মুখ লুকুলেন। বিরহশোক-বিধুরা চক্রবাক্ চক্রবাকী পরস্পর গত রজনীতে দম্পতী-বিবাদ-বিচ্ছেদে কেহ কারুর মুখ দর্শন কোর্ব্বে না, এইটী-ই নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা কোরেছিল;—এক্ষণে সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হ'লো,—যে যার দিনমণিকে প্রণাম কোরে ঘুষ্টে ঘুষ্টে আবার একত্রে এসে মিল্‌লো। আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জের শোভা দেখে ধরা-তলে খদ্যোৎপুঞ্জ ঈর্ষাভাবে এতক্ষণ বিদ্রূপ কোচ্ছিল;—চন্দ্রাস্তে তারকাবলী একে একে তারানাথের হৃদয়শায়িনী হ'লো দেখে, জোনাকীরাও ফচ্‌কিমি থেকে প্রতিনিবৃত্ত হ'লো। কিন্তু কমলিনী সমস্ত নিশা বিরহ-যাতনা সহ্য কোরে এখন প্রাণকান্তের দেখা পেয়ে একেবারে আহ্লাদে প্রফুল্লিতা হ'য়ে ঢলে ঢলে পোড়্‌তে লাগ্‌লেন, মুখে আর হাসি ধরে না! পঙ্কজ-নয়নী পদ্মিনীর সেই সুমধুর হাস্যে যেমত সুধাবর্ষণ হ'তে লাগ্‌লো,—লম্পট ভ্রমর ও মৌমাছিরা ঝঙ্কার দিয়ে সেই মধু সুধা লুটে পুটে নিতে লাগ্‌লো,—রক্ষা করে এমন কেহই নাই। ষট্‌পদেরা সকলেই দুরন্ত কলির রাজত্বে মধুপানোন্মত্ত হ'য়ে একবারে লোক-লজ্জা-ভয়, পরিহার পূর্ব্বক ধিঙ্গিপদের ন্যায় পদে পদে ইৎক্রমো প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লো, নিবারণ-কর্ত্তা কেহই নাই। সুতরাং উত্তরোত্তর ক্রমশই তাদের বেল্লিকপণা জাহির হ'য়ে, ভদ্রের পক্ষে অসহ্য, অভদ্রের সুখদায়ক,-স্বাস্থ্যজনক বোধ হ'লো।

প্রকৃতির গতির সঙ্গে মনুষ্যের স্বভাবও তদ্রূপ পরিবর্ত্তনশীল। যে মনোমোহিনী এতক্ষণ অঘোর নিদ্রাবশে কুহকমূর্ত্তি স্বপ্নের অনুসরণ

কোচ্ছিলো,—প্রসুপ্ত বিজ্ঞানাবস্থায় স্বগত প্রপঞ্চ মনোভাব উদ্রেকে সেই চারু চন্দ্রাননে থেকে থেকে উদাস হাসির বিকাশ হ'য়ে পরমা-প্যায়িত হ'চ্ছিলো, বিপরীত ভ্রমপ্রমাদ বশতঃ মরীচিকাভ্রান্ত পিপাসার্থ পথিকের ন্যায় প্রতিপদে যতই আগ্রহোৎসাহে অদূর-দর্শিতাশাপ্রদ ভ্রম-কুহকিনী স্বপ্নের অনুগামিনী হ'চ্ছিলো,—নিদ্রাভঙ্গে সহসা চকিতের ন্যায় চারিদিকে চেয়ে আবার বিরস বদনে মৌনভাবাবলম্বন হ'লো।—নৈরাশ চিন্তিতান্তঃকরণে হতাশ, বিস্ময়, হর্ষ, বিষাদ ও সন্দেহরূপী পঞ্চভূতের আবির্ভাব হ'লো।—কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ অস্থায়ী, সুতরাং ক্ষণ-ভঙ্গুর! পরক্ষণেই আবার কল্পনাস্বরূপ প্রবল চিন্তা পূর্ব্বমত সমুত্থিত! আন্তরিক অনুরাগও সপ্রবল।

স্বপ্ন মাত্রেই অমূলক, নিরাকার মূর্ত্তি! যদিও এটী চির প্রসিদ্ধ, কিন্তু প্রবল চিন্তাই আগন্তুক মূর্ত্তিখানির প্রকৃত অবয়ব। সেই সাকার মূর্ত্তিখানিই সম্প্রতি মন্মোহিনীর হৃদয়-গাঁথা জাগরূক প্রবন্ধ, নয়নের ভাবভঙ্গিতে মর্ম্ম কথা স্পষ্টই প্রতিভাত হ'তে লাগ্‌লো। এই আকস্মিক ব্যাপারে আমি একবারে সাশ্চর্য্যে তটস্থ হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেম, "বউ! ঘুমের ঘোরে ওসব কি যাচ্ছেতাই এলোমেলো কতকগুলো আবোল্ তাবোল্ বোক্‌ছিলে?"

মুহূর্ত্তকাল মন্মোহিনী কৃত্রিম সবিস্ময়ে সচকিত,—কিন্তু স্বাভাবিক কপটতা গুণে সে ভাব মনমধ্যে অধিক ক্ষণ থাক্‌তে পেলে না। "কখন? কৈ—না!" সাশ্চর্য্যে বৌ এই উত্তরটী কোল্লে।

আমি বোল্লেম, "হাঁ! এইমাত্র তোমার মনচোর পালালো, রাইমণিকে দৌড়দৌড়ি ধোত্তে পাঠালে,—আবার না কি?"

বৌ আমার কথায় কর্ণপাতও কোল্লে না, বরং তাম্বুলাভাবে

উত্তর কোল্লে, "স্বপ্নে অমন্ কত কি উপসর্গ ঘটে—ওটা কেবল প্রলাপ বৈত নয়।"

"অবশ্য, সেটা যথার্থ বটে। কিন্তু রাইমনি তোমার মনচোরা সাহান্‌কে—ধ'ত্তে গেল, এটীও কি প্রলাপ?"

আন্তরিক প্রশ্নে মশ্মোহিনীর মুখখানি একটু বিষণ্ণ হ'লো, পূর্ব্বমত আম্‌তা আম্‌তা স্বরে বোল্লে, "তুমি কি বোল্‌চো, সাহান্!—সাহান্ কে?—তা আবার মনচোর!—ঠাকুর-ঝি তুমি বোল্‌চো, আমিত—কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না!—প্রলাপ কি?——"বোল্‌তে বোল্‌তে বৌ আবার অন্যমনস্ক হ'লো।

"সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! মা মশ্মোহিনী আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমাদের সংসারের একমাত্র রত্ন, বাড়ীর কর্ত্তা পুড়ে ভস্মরাশি হ'য়ে গেছে! কে আমাদের এমত অত্যাচার-টা কোল্লে! কেন শিয়রে সর্পাঘাত হ'লো!—আমরা-ত কারুর মন্দ করিনি!" পুনঃ পুনঃ শিরে করাঘাত পূর্ব্বক এবম্প্রকার আর্ত্তনাদ কোত্তে কোত্তে উন্মাদিনীর ন্যায় একটী স্ত্রীলোক গৃহমধ্যে উপস্থিত হ'লো! এসেই বিছানার সম্মুখে আছাড় খেয়ে পোড়্‌লো।—কে সে স্ত্রীলোকটী?—পাঠক অপর কেউ-ই নয়, রাইমনি। অজ্ঞাত পরিচয়ে যিনি আমার সঙ্গে নৌকায় বৃথা বাক্‌প্রবন্ধ কোরেছিলেন, ইনিই সেই রমণী, রাইমনি!

বৌ অবাক্! আমি শশব্যস্তে রাইমণিকে ধোরে তুল্লেম্, খানিক সান্ত্বনা ক'রে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "রাইমনি! তোমার এ অবস্থা কেন? কি দুর্ঘটনা ঘ'টেছে?—তুমি অমন্ কোচ্চ কেন?—তোমার কি হ'য়েছে?"

"মস্তকে বজ্রপাত হ'য়েছে! আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!—ধনপতিরায় নাই।—মরার উপর খাঁড়ার ঘা!—বাবুকে কে পুড়িয়ে মেরেছে!—আমাদের পোড়া কপাল পুড়ে গেছে!"

স্ত্রীলোকটী আধবয়িসি, গড়ন দিব্বি নাদুষ্‌নুদুষ্‌। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম্‌, হাত পা গুলিনও সেই সঙ্গে মোটা মোটা, বেঁটে বেঁটে। মুখ গম্ভীর, পিঠের মাংস স্থানে স্থানে ভাঁজ ভাঁজ হ'য়ে ঝুলে পোড়েছে। কোমরটী মোটা,—একছড়া কাছির মত সোণার গোট হার কঙ্কালে পরিবেষ্টিত। দু-পায়ে, দু-গাছ খেঁটে খেঁটে ডায়মন্‌ নক্‌শাকাটা মল। দু-হাতে কল্‌সীর কাণার মত এক জোড়া বাউটী খাড়ু। নাকে বেজায় ফাঁদের নথ্‌। একগাছ সোণার মিহি শিক্‌লীর সঙ্গে আর বাঁ কাণের সঙ্গে নথ্‌টী টেনে ধরা। পাছে দোলে, বোধ হয় সেই জন্যেই আট্‌কানো। মাথায় এলোকলা খোঁপা বাঁধা চুল। দাঁতে মিশি, গলায় একগাছি হরিনামের মালা,—নাকে একটী সুদৃশ্য রসকলি! গিন্নীবান্নীর মত গম্ভীর আমিরী ধরণের মেজাজ্‌। দৃশ্যটী ঠিক্‌ যেন অপরূপ আহ্লাদী বুড়ী!

কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনকার কর্ত্তা কে?—ধনপতি বাহাদুর যাঁর নাম কোচ্চেন, তিনিই বা আপনকার কে?—তাঁর কি হ'য়েছে,—কোথায় তিনি?"

"আমার বাবু,—তিনিই আমার রাজা বাবু! বাড়ীর কর্ত্তা, গুণের গুণনিধি, বিদ্যাবুদ্ধির সাগর, ধনের কুবের! তাঁকেই কাল রাতে জ্বলন্ত তেল-ন্যাক্‌ড়ার আগুনে কে পুড়িয়ে গেছে!—মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মেরেছে!—মা মন্মোহিনী! কি করি, কোথা যাই, অ্যাঁ—অ্যাঁ!—এ সময় তেজচন্দ্র দাদা———" উন্মত্তের ন্যায় বার-

যার উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বিলাপ কোত্তে কোত্তে আগন্তুক স্ত্রীলোকটী ক্রমশই অধিকতর কাতরা হ'তে লাগ্‌লেন।

গৃহমধ্যস্থিত এই আকস্মিক্ শোকাবহ অভিনয়কালে, আমি দারুণ বিষাদ-পরিপূর্ণ চিত্তে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেম্। মন উদাস,—ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস,—নেত্রদ্বয় বাষ্পপরিপূর্ণ, মুখে বাক্য নাই, সংজ্ঞারোধ! এমন সময় অলক্ষিতভাবে তড়িদ্‌গতিতে হঠাৎ একটী লোক দ্রুতবেগে গৃহে উপস্থিত হ'লো। এদিক্ ওদিক্ কোরে চাইতে আমার উপর নজর পোড়্‌লো। "সান্ মা কুয়ার কু গলা, এঠী অছন্তি কি?—ইয়ে সান্ মা! ইয়ারকু বসিকিরি কঁর হউচ! আউ সেঠী বাবুমনে ঠিয়া অছন্তি, এবে দ্যের্ নাগি বহুৎ গুষা হৈ্যকিরি খ্যপ্পা হৈগলানি! আম্‌কু পঠি দেলা ফুকারিবা কু, আস! সেঠী, ব্যেমারি বহুত জ্বলা দ্যেইচে! আস!—আস!—আস!" বোলেই পিকাটী মুখে দিয়ে ধূমপান কোত্তে লাগ্‌লো।

লোক্‌টী কিষ্কিন্ধ্যা উড়িয্যা-মূর্ত্তি! কতক কতক আমার পরিচিত। গড়ন দোহারা, একটু কোলকুঁজো। মাথার সবচুল ব্রহ্মতালুর উপর কেয়ারি করা, পিছনদিকে ঝুঁটী বাঁধা, দুটী খোঁপা। গোঁফ চড়া, আঁখি দুটী হাতীর চক্ষু, অথচ কটা। নাকে দণ্ডী তোলা তিলক, গণ্ডে, বুকে, মুখে, বাহুমূলে চিত্র বিচিত্র হরিমন্দির ছাপকাটা। গলায় তিননর মালা, দু-কাণে বড় বড় দুটো সোণার গেঁটে, উপর কাণের সঙ্গে শিক্‌লি দিয়ে আট্‌কানো। মুখে এক গাল পান দোক্তা জাবর কাট্‌চে। পাঠক মহাশয়! স্মরণ করুন,—এ লোকটীকে যেন কোথায় দেখে থাক্‌বো,—সেই কলিকাতা বাগ্‌বাজারের বাগান বাড়ীতে যে ব্যক্তি একটী চস্‌মাচোকো বাবুকে থেলো ডাবা হুঁকোয়

তামাক দিয়েছিল, এ সেই লোক!—নবদ্বীপে যার সাহায্যে আমরা দুর্দ্ধর্ত্ত কাঁড়াদাসের ভীষণ চক্রব্যূহ থেকে মুক্তিলাভ করি,—ইনিই সেই লোক! আমাদের পরিত্রাণ-কর্ত্তা! বিষম সঙ্কটে মুক্তিদাতা! সেই উড়ে খান্‌সামা, নামটী ঠাকুরদাস। ভঙ্গিভাবে লোক্‌টী ভারি অমায়িক। যেমন সু-চতুর, তেম্‌নি হুঁশিয়ার প্রতীয়মান।

আমি বোল্লেম, "কি ঠাকুরদাস! আমাকে চিন্‌তে পার? এখানে তুমি আছ কোথা?"

খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে, ঠাকুরদাস মৃদু-নম্র-স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে জানি—বৌ মা! আপনি এঠী কাঁই? বাবু মোর কেতে বুলি বুলি হয়রান্ হেইচে, কেত্তে তল্লাস করিলানি, তেবু আপনাঙ্কর কিছি সন্ধান নাই। কিস বুদ্ধি, কৌন্ বিচার হেলা বুঝিলানি। এবে সবু———"

আমি ঠাকুরদাসের কথায় বাধা দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমার বাবু কে?—কোথায় থাকেন?"

"মুঅ, পরাণ বাবু।—সিয়ে পাথোরে ঘর।"

"তবে তিনি বিদেশী নন্—এদেশী লোক?"

আমার কথায় ঠাকুরদাস মাথা নাড়া দিয়ে উত্তর কোল্লে, "উঃ!-হুঁ-হুঁ-হুঁ!—মোর সাবেকী পরাণধর বাবু, যাঙ্কর বগানে মুঅ থিলি।"

"তবে কাঁড়াদাস বাবাজী তোমাকে রেখেছিল কেন?"

"সে কথা, আপনে কিমতি খবর পাইলানি?"

"সে অনেক কথা।—পরে বোল্‌বো, এখন চল, একবার তোমার বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌বার ইচ্ছা হ'চ্চে।"

ঠাকুরদাস তখন আর আমার কথায় কোন দ্বিরুক্তি না কোরে অগত্যা সম্মত হ'লো। "আস! আপনারা সবু মিলি মুঅ সাথেরে আস।" এই বোলেই ঠাকুরদাস অগ্রগামী হ'লো। আগন্তুক্ স্ত্রীলোক্টী, বউ আর আমি তার পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেম।

ত্রিংশতি কাণ্ড।

রাত্রে দুর্ঘটনা!!—মর্ম্ম কথা।—ইষ্টসিদ্ধি।

মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই একটী গৃহে উপস্থিত হ'লেম। একটী বৃদ্ধ অগ্নি-দগ্ধ, নিদারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কোচ্চেন, অভিনব কদলী পত্রাবৃত হিমসাগর তৈলে শয্যাশায়ী। অবিরল শোণিতধারা প্রবল ধারাবাহী-রূপে চুয়াল বেয়ে পোড়্‌চে। থেকে থেকে প্রাণ আইঢাই কোচ্চে,—সেই যাতনাতেই জ্ঞান-নয়নে ঘন ঘন সত্রাস দৃষ্টিপাত কোচ্চেন। মাঝে মাঝে কাক্‌তন্দ্রা আস্‌চে, একটু চৈতন্য হ'লেই পিপাসা! বাক্‌শক্তি রহিত,—ইশারাতে হাঁ কোরে মুখ ব্যাদান কোচ্চেন, কিন্তু কেউ-ই জল দিচ্চে না। আবার সতৃষ্ণ-নয়নে পার্শ্ব-বর্ত্তী আত্মীয়দের চিন্তাকুল বিষণ্ণবদন নিরীক্ষণ কোচ্চেন; পরক্ষণেই আবার চক্ষু-কবাট শিথিল হ'য়ে মুদিত হ'চ্চে। ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু নিশ্বাস প্রশ্বাস নির্গত হ'চ্চে। এক জন বৈদ্য নিকটে বোসে মুহুর্মুহু নাড়ী পরীক্ষা কোচ্চেন,—প্রাণপণ যত্নে নিয়মিত ঔষধ পত্র ব্যবস্থা কোচ্চেন;—কিন্তু কিছুতেই কিছু সুস্থানুভব বোধ হ'চ্চে না। বরং উপশম হওয়া দূরে থাক্, থেকে থেকে উত্তরোত্তর ক্রমশই

যাতনা বৃদ্ধি হ'চ্চে। সেই সঙ্গে উপসর্গও বাড়্চে,—প্রকৃত নিদান অবস্থায় বাহ্যিক পীড়া অপেক্ষা আন্তরিক মনের অসুখ ততোধিক প্রবল! অঘোর আচ্ছন্ন, ক্রমশই গতিক মন্দ;—ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা! সে যাতনার চিকিৎসকও দুর্লভ, ঔষধও অপ্রাপ্য। শোচনীয় ব্যাপার দর্শনে সমাগত গৃহমধ্যস্থ সকলেই বিমর্ষ, দারুণ শোকে নিমগ্ন। নিস্তব্ধ, নীরব;—রোগীও নীরব, নিস্পন্দ!

প্লুষ্টদেহ রোগীর শিয়রদেশে বিষণ্ণমুখে রাইমনি উপবিষ্টা। কখন বাতাস, কখন মাখন, কখন ঔষধ নিয়মিত সেবন করাচ্চেন। মধ্যে মধ্যে মস্তকে, কপালে, বক্ষে হাত বুলিয়ে শীতল ঔষধ মাখাচ্চেন। আমার একটু কষ্ট অনুভব হ'লে, যে রাইমনি পূর্ব্বে কত দূর ব্যাকুলিনী হ'তেন, কিন্তু এখন আর আদৌ আমার প্রতি মন নাই,—কাণও নাই। লহমে লহমে যথাসাধ্য রোগীর সেবা শুশ্রূষা কাজেই ব্যতিব্যস্ত। আবার বাতাস কোচ্চেন,—চৈতন্য হ'লো কি—না, মুহুর্মুহু তার প্রতীক্ষা কোচ্চেন। পাঠক! বামাজাতি মায়ার আধার! দয়াময়ী নারী গৃহস্থ-সংসারের লক্ষ্মী-স্বরূপিণী!—পুণ্য তপোবনের সরলা হরিণী! বিজন কাননের পরিমলময় কুসুম লতা! এক মাত্র প্রকৃতির সুখময় আদর্শ। যেমত কোমলতাময় স্নেহমাখা আকৃতি, তেম্নি সরলতাময় মধুমাখা পবিত্রা অন্তঃকরণ। ব্যাধি-যন্ত্রণায়,—শোক-শয্যায়,—আপদ বিপদ সময়ে এমন সেবা শুশ্রূষা-কারিণী, সন্তোষদায়িনী এ জগতে অদ্বিতীয়। রণে, বনে, পরিশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে শ্রান্তি দূর কোত্তে স্নেহবতী রমণীর মহিমাই বিশ্বচরাচরের শান্তিজনক!—কৌতুকজনক!—স্বাস্থ্যজনক! প্রেম-প্রতিমে,—স্নেহের সাগর,—করুণার নির্ঝর,—দয়ার নদী,—সরলা রমণী-নিধির পরিচর্য্যায়

শয্যাগুণ্ঠিত রোগীর অর্দ্ধেক ব্যাধি-যন্ত্রণা প্রশমিত হয়,—সেই রাই-মণি এক্ষণে ধনপতি রায়ের সেবাভক্তিতে নিযুক্তা। কে এল,—কে গেল,—কিছুতেই তিলার্দ্ধমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই! ঘরটী লোকে লোকারণ্য!—অনবরত প্রতিবাসী, আবাল বৃদ্ধ বনিতা ভদ্রলোক আস্‌চেন,—যাচ্চেন, ঢুক্‌চেন,—বেরুচ্চেন, সকলেই দগ্ধ ধনপতি রায়ের সাক্ষাৎ মানসে যাতায়াত কোচ্চেন্। তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই, বিরাম নাই। সকলেই স্ব-স্ব কর্ম্মে ব্যতিব্যস্ত।

বাস্তবিক্ বিষয় থাক্‌লে যে বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র হয়, এটী চির-প্রসিদ্ধ। বর্দ্ধমান সহরে ধনপতি রায় একজন মস্ত মানমর্য্যাদাসম্পন্ন সম্পত্তি-শালী ওম্‌রা লোক্! সকলেই চেনে, আবাল বৃদ্ধ সকলেরই পরিচিত। রাজসভায়ও যে ব্যক্তির সচরাচর ঘনিষ্ঠতা, রাজ-পারিষদ্‌বর্গের সঙ্গে সদালাপী, মিষ্টভাষী, তাঁর ঈদৃশ অবস্থা কে কোল্লে, তাই দেখ্‌তে প্রায় সহর শুদ্ধ ধনী, মানী, সকলেই সমাগত। চতুর্দ্দিকে আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব, পরিচারক-পরিবেষ্টিত। মধ্যস্থলে রায় ধনপতি অভিনব পত্রশয্যায় শয়ান আছেন। চক্ষুদুটী মুদিত, নিদান-নিদারুণ-যন্ত্রণা সততই অনুভব কোচ্চেন্, বাক্যস্ফূর্ত্তির লক্ষণ জানাচ্চেন্, কিন্তু জিহ্বা নাই,—কে কথা কয়! দুর্বৃত্ত পামরেরা প্রাণে নষ্ট না কোরে জিব্‌টী কেটে নিয়ে গেছে! সর্ব্ব শরীর তৈলবস্ত্রে দগ্ধীভূত, ঘা দগ্‌দগ্‌ কোচ্চে;—কেবল মুখখানি কালীমা বর্ণ হ'য়ে গেছে। উপাধানে ঘাড়টী রেখে সদাই এপাশ ওপাশ কোরে মাথাটী সঞ্চালন কোচ্চেন্, কিছুতেই স্বাস্থ্যবোধ হ'চ্চে না। সমাগত উপস্থিত সকলেই "রায় মহাশয়! কেমন আছেন? চিন্‌তে পাচ্চেন্?" এইরূপ প্রশ্ন কোচ্চেন। উত্তর না পেয়ে নিরস্ত হওয়া

দূরে থাকুক, বরং অধিকতর ক্ষুণ্ণমনে কেউ কেউ বা সজল নেত্রে দীনা কথাবার্ত্তায় মুখ চাওয়া চাউই কোচ্চেন। ধনপতি রায় স্বগত সকলকেই চিনতে পাচ্চেন,—সকলেরই কথার প্রশ্ন বুঝতে পাচ্চেন; মস্তক, হস্ত ও মৃদু নয়নভঙ্গিতে মস্তক চালনা কোরে প্রত্যেককে নিকটে বোসতে আগ্রহ প্রকাশ কোচ্চেন। কিন্তু কথা কইতে পাচ্চেন না বোলেই যেন অনর্গল অশ্রুধারা দরদরিত ধারে বিগলিত হ'য়ে উপাধান আর্দ্র হ'চ্চে! আবার ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে একবার চাইচেন,—ভাবে জগদীশ্বরকে স্মরণ কোচ্চেন! মনে মনে ভাবচেন,—কিছু ফুটতে পাচ্চেন না। দর্শকবৃন্দ সকলেই এবম্প্রকার অসম্ভাবী অত্যাচার দর্শনে নির্নিমেষ লোচনে রোগীর মুখ পানে মূকের ন্যায় চেয়ে আছেন।

ইত্যবসরে একজন নিকটবর্ত্তী আত্মীয় ইশারাতে দগ্ধ রোগীর কাণে ফুসফুস কোরে গুরুমন্ত্রের ন্যায় কি বোল্লেন,—নিদান শয্যাশায়ী দগ্ধ বৃদ্ধও অনুভবে সে কথার অনুমোদন কোল্লেন,—মুখ চোখের ধরণে শেষ কথার সম্মতিভাব স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'লো। লোকটীও পরম হৃষ্ট-মনে ঘর থেকে সট্ কোরে বেরিয়ে গেলেন।

পাঠক! সকল বিষয়েরই একটা নিয়মিত শেষ আছে, কিন্তু লোভের শেষ নাই!—পরদার হত্যা, চৌর্য্যবৃত্তি, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি সমস্তই দুর্দ্দান্ত লোভ-রিপুর অনুচর! এই দারুণ লোভ-মদে যতই মত্ত হওয়া যায়, ক্রমশ ততই ইহার বশবর্ত্তী হ'য়ে উত্তরোত্তর কু-অভ্যাস, কু-চর্চ্চা এবং কু-স্বভাবের আন্দোলনে রীতি, নীতি, চরিত্র যখন নিতান্তই মন্দ হ'য়ে উঠে, তখন বিজ্ঞান ও সদ্বিচারশূন্য হ'য়ে—দেশ, কাল, পাত্রাপাত্র কিছুই বোধগম্য থাকে না, এমন কি আত্মপ্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জনে কুণ্ঠিত নয়!—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! জগৎসংসারে সেই কুহকময়ী লোভা-

পেক্ষা জঘন্য পদার্থ অপর কিছুই নাই।—যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, অখিল জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের পরিপালক,—বিশ্বস্রষ্টা,—তিনি এই প্রবল পরাক্রান্ত লোভ রিপুর বিধাতা নন্,—তিনি স্বহস্তে নিজ রোপিত বিষ-বৃক্ষ ছেদনে বৈমুখ! কেবল কপট সয়তান-ই এর প্রকৃত মুলাধার! তাঁর-ই কুহকমায়ার বশবর্ত্তী হ'য়ে ভ্রান্ত জীব নিদারুণ লোভরূপ রত্ন প্রাপ্তি প্রত্যাশায় পাপ-পঙ্ক-সাগরে ডুবুরীর ন্যায় নিমগ্ন হন্, অবশেষ উভয়-সঙ্কটাপন্ন হ'য়ে স্বকৃত পাপের পরিতাপ করেন! এইটীই আশ্চর্য্য! শোচনীয়!! মুলাধার মজার কথা!!!

কতক্ষণ পরে সমাগত এক জন ভদ্রলোক উচ্চৈঃস্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "নর নারী, আত্মকুটুম্ব, প্রতিবাসী, আপনারা সকলেই এ স্থানে বর্ত্তমান আছেন,—আমি আপনাদের জ্ঞান, বিশ্বাস ও সূক্ষ্ম বিচার তদন্তে কিঞ্চিৎ সানুনয়ে সংক্ষেপে অনুরোধ করি,—আপনারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।"

"শয্যাশায়ী দগ্ধীভূত বৃদ্ধ আমার পিতৃতুল্য বন্ধুর পিতা,—নাম ধনপতি রায়, জাতিতে কুলীন ব্রাহ্মণ। সম্প্রতি ইনি কোন মাম্‌লা মোকদ্দমার উপলক্ষে অত্র বর্দ্ধমান সহরে এসেছিলেন। মাম্‌লা ডিক্রী-জারী হ'য়ে আসামীদের উপরে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার হুলিয়া স্থানে স্থানে ঘোষণা কোরেছিলেন। সেই দুষ্ট আসামী-দলের কেউ-ই হোক্, বা অপর কোন কু-চক্রী লোক দ্বারাতেই হোক্, বৈর-নির্য্যাতন অভিপ্রায়ে দুটীলোক,—কুহক ছদ্মবেশে দুটীলোক,—গত কল্য রাত্রে কর্ত্তার ফৌজদারী আসামী গ্রেপ্তারী গোয়েন্দা হ'য়ে নির্জ্জনে এক গৃহেই সকলে শয়নে নিদ্রিত ছিলেন। গভীর রাত্রে কু-চক্রীরা সফল-মনোরথ হ'য়ে, যে যার পলায়ন কোরেছে।"

"সম্প্রতি শ্রীমান্ ধনপতি রায়ের মুমূর্ষু দশা,—অন্তিমকাল উপস্থিত। এঁর বিষয় সম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর যত কিছু পদার্থ আছে, তাহার উত্তরাধিকারী এক্ষণে প্রাণধন বাবু। ইনি ধনপতির গৃহীত দত্তক-পুত্র। বয়স অনুমান বিংশতি বর্ষ। ইনি বিবাহিত, দুরদৃষ্ট-ক্রমে পরিবার নিরুদ্দেশ! অত্র সহরে শ্রীমান্ ধনপতি রায়ের পরিচিত ব্যক্তি আমা ব্যতীত অপর কেহ-ই নাই। আমি এঁর আদ্যোপান্ত সমস্তই বিলক্ষণরূপে অবগত আছি। যে লোক্টী এই মাত্র ধনপতির কাণে কাণে গোপনে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তাঁর নাম 'তেজচন্দ্র।'—তেজচন্দ্র বাবু শ্রীমান্ ধনপতি রায়ের উপপত্নীর সহোদর!—অধিক বাহুল্য, অধুনা এই বর্দ্ধমান মহানগরে তেজচন্দ্রের মত এক জন চৌকস্ লোক অতি বিরল। এঁর সহোদরা শ্রীমান্ ধনপতি রায়ের উপপত্নী, নাম শ্রীমতী রাইমণি! তিনি ঐ আপনাদের সম্মুখেই বিরাজমান। অপর 'মনোমোহিনী' নামে ধনপতিরায়ের এক বিবাহিতা কন্যা, তার স্বামী নিরুদ্দেশ! এজন্য রাইমনির ইচ্ছা কোন মতে কন্যাটীকে কুলটা ধর্ম্মে ব্যভিচারিণী করেন। চেষ্টার ক্রটি, বা সাধ্যমতে কোনক্রমেই প্রলোভন দেখাতে কসুর করেন নাই। অবশেষ ধনপতিরায়ের সরল উদারস্বভাব, বাৎসল্য ও পবিত্রতা গুণে, এই শর্ম্মা হ'তেই সতীর সতীত্ব এ পর্য্যন্ত বজায় আছে! যদি আপনাদের আমার কথায় অপ্রত্যয় জন্মায়,—মনোমোহিনী, রাইমণি ও শ্রীমান্ ধনপতি এখনও জীবিত আছেন, জিজ্ঞাসা কোরে সন্দেহ ভঞ্জন করুন, আমিও পরম বাধিত ও চরিতার্থ হই।"

আমি বিস্ময়ে, আশ্চর্য্যে, সন্দেহে, কৌতূহলে মর্ম্ম কথার কথকমূর্ত্তি আমার সম্পূর্ণ হৃদয়গ্রাহিনী হ'লো। বস্তুতঃ ভাবগ্রাহী হ'য়ে

সেই অপূর্ব্ব অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌বার আশা নিতান্ত বলবতী হ'লো, একান্ত আগ্রহে একটী গৃহদ্বারের পিছন থেকে বউ আর আমি সমস্তই শুন্‌তে লাগ্‌লেম।

"আরও বলি, তেজচন্দ্রের মত উইল্ করা আমাদেরও মত তাই! তবে এ বিষয় পূর্ব্বসূত্র হ'তে গোপনে নিষ্পত্তি করার ফল কি? আমি যা-যা বোল্‌চি, ছোট বড় সকলেই উপস্থিত আছেন, কথা গুলিয়ে বোঝেন্! বিশেষ সুহৃদ্বর ধনপতির এখনও যথেষ্ট জ্ঞানকর্ণ আছে। আর যা-যা কথাবার্ত্তা হ'চ্চে, তাও উনি বেস্ বুঝ্‌তে পাচ্চেন, কেবল কথা কইতে পাচ্চেন্ না বোলে ওঁর মনে যা হ'চ্চে, সেইটীই দুঃখের বিষয়! অতীব শোচনীয় অবস্থা!"

এমন সময় তেজচন্দ্র আবার ফিরে এলেন, সঙ্গে আর একটী লোক্। উইলের উপকরণ, একটী টিনের হাতবাক্স, মস্যাধার, দুটী কুইল্ কলম। রোগীর শয্যা পার্শ্বে সকলগুলি রাখ্‌লেন। পূর্ব্বমত আবার কাণে কাণে ফুস্‌ফাস কোরে কি বোল্লেন।—ধনপতি হাত নেড়ে ভঙ্গিভাবে দেখালেন, যেন কোন দ্রব্য খোয়া গিয়েছে। অবশেষ প্রকারে প্রকাশ পেলে, সেই বাক্সের চাবী কর্ত্তার কোমরে ছিল, কুচক্রীরা লয়ে গেছে। পাওয়া যাচ্চে না, বাক্স ভাঙ্গ্‌বে কি খুল্‌বে, তারির ব্যবস্থা হ'চ্চে।

হাত বাক্সের ভিতর উইল্ দলীল পত্র—কিন্তু চাবীকাটি পাওয়া যাচ্চে না। সকলেই চমকিত হ'য়ে পরস্পর মুখ চাওয়া চাউই কোত্তে লাগ্‌লেন। রাইমনি স্বয়ং গিয়ে একবার সমস্ত অন্বেষণ কোরে এলেন, পেলেন না। সমাগত সকলেই আশ্চর্য্য!—নীরব!—তেজচন্দ্রের সন্দেহ বাড়্‌তে লাগ্‌লো,—বিষম সন্দেহের সঙ্গে প্রবল ক্রোধ!

"কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! অতুল রজত কাঞ্চন মণি মুক্তা থাক্‌তে কেবল কর্ত্তার কোমর থেকে চাবীকাটিটী খোয়া গেল;—অসম্ভব!" সকলের মুখেই এইরূপ প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হ'তে লাগ্‌লো,—বিষম বিভ্রাট্‌!—হুলুস্থূল ব্যাপার!—তেজচন্দ্র নীরব। কেউ-ই কিছু ঠাউরে উঠ্‌তে পাল্লেন না, সুতরাং চাবিকাটীও পাওয়া গেল না।

"একান্তই যদি না পাওয়া যায়, হাতবাক্স ভেঙ্গে ফেলাই মত।" তেজচন্দ্র কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে গম্ভীরভাবে এই সাব্যস্থটী কোল্লে।

রাইমণি নিস্তব্ধ।—সমাগত ভদ্রলোক সকলেই একমত, মুখোমুখী হ'য়ে পাঁচ প্রকার কথাবার্ত্তা সলা পরামর্শ আরম্ভ কোল্লেন্। দুই মুহূর্ত্ত অতীত।—এমন সময় ঠাকুরদাস এসে সম্বাদ দিলে, "তেজারতি ঘরে লোহার সিন্ধুকে টাকা, মোহর, মালপত্র কিছুই নাই,—শুদ্ধ শূন্য সিন্ধুকটী পড়ে আছে।"

তেজচন্দ্র একটু কাঁচুমাচু মুখে তার মুখপানে চেয়ে কৃত্রিম সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন্, "নাই কি রে!—কি হ'লো!—কে নিলে? অ্যাঁ!—বোলিস্ কি?—তবে—প্রাণধন!—অ্যাঁ!—কি হবে?—আমি——" এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তে কি যেন পূর্ব্ব কথা স্মৃতি-পথে আবির্ভূত হ'লো,—একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে আবার মৌনাবলম্বন কোল্লেন।

উপস্থিত সকলেরি চক্ষু সেই সময় তেজচন্দ্রের মুখের দিকে আকৃষ্ট হ'লো। তাঁরা যেন কেউ কিছু বোল্‌বেন,এই ভাবে ভূমিকারম্ভের উদ্যোগ্ কোচ্ছিলেন;—কিন্তু তাঁদের আর বোল্‌তে হ'লো না। তেজচন্দ্র স্বয়ংই মৌনভঙ্গ কোরে চকিতভাবে বোল্লেন, "উঃ!—ভিতরে ভিতরে এত দূর নষ্টামী!—এত দূর বজ্জাতী!—বিশ্বাসে বিশ্বাসঘাতকতা! উপস্থিত

মহাশয় ব্যক্তিগণ! আপনারাই এক্‌টুকু বিবেচনা করুন। যদি চোরে নিত, তা হ'লে ধনপতি রায়ের এমন দশাই বা ঘোট্‌বে কেন? বিশেষ চোরে কেবল টাকাই চায়, গহনাই যেন নিয়েছে,—কিন্তু হাতবাক্সের ভিতর লোহার সিন্ধুকের চাবী,এ সন্ধান কোথায় পেলে?— যখন প্রথমে শুন্‌লেম্‌, হাতবাক্সের চাবী পাওয়া যাচ্চে না, তখন এত সন্দেহ হয়নি! কিন্তু ঘরের ভিতরে রাতারাতি এতটা কাণ্ড হ'য়ে গেল, কেউ-ই জান্‌তে পাল্লে না! কখন এলো,—কখন গ্যালো,—অগ্নি-কাণ্ড কোল্লে,—তোল্‌পাড় কোল্লে,—কিছুই সন্ধান পেলে না।" পূর্ব্ব রজনীর কথোপকথন অবধি এই বর্ত্তমান নির্ঘাত সংবাদ পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা সকলেই আন্দোলন কোত্তে লাগ্‌লেন। এ ক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য কেহই কিছু মাত্র অবধারণ কোত্তে না পেরে, ক্রমশই অস্থির হ'তে লাগ্‌লেন। রায় বাহাদুর, প্রাণধন ও তেজচন্দ্রের দারুণ চিন্তা,—মহোদ্বেগ বৃদ্ধি,—স্নেহকাতর মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত, ক্রমশই প্রবল! রাইমণির শোকের উপর দ্বিগুণ শোক একত্র। উপস্থিত ভদ্রলোকেরা সকলেই মহা উদ্বিগ্ন। সকলের মুখেই ব্যাকুলতার লক্ষণ লক্ষিত হ'তে লাগ্‌লো, অনেক ক্ষণের পর সঙ্কল্প কোরে বাক্স ভাঙ্গা মত সাব্যস্ত হ'লো।

অগত্যা বাক্সটী কুঠারাঘাতে দুখানা করা হ'লো, তবুও দলীল উইল্‌ পত্রের আশল্‌ অছী মোক্তার নামা কাগজপত্র কিছুই বেরুল না, খালি বাক্স, শূন্য ঢন্‌ঢনে! সকল আশায় নৈরাশ, নিরুদ্বেগ।

একত্রিংশতি কাণ্ড।

উপস্থিত বক্তার!!—উইল্ পত্র।—আসন্ন কাল!

চিন্তায় বাধা পোড়্‌লো।—এমন সময় তেজচন্দ্রের পার্শ্ববর্ত্তী লোক্‌টী উঠে দাঁড়ালো।—গত অনুশোচনা বর্ণন কোত্তে যত সময় লাগ্‌লো, বাস্তবিক সে গুলি ভাব্‌তে তার সহস্রাংশের একাংশও লাগেনি। তিন চার মুহূর্ত্তের মধ্যে পর পর সকল চিন্তার উদয় ও লয় হ'য়ে নূতন প্রহসনের একজন অভিনেতা শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো।

"হা!—হা!—হা!—কি মহাশয়! রায় বাহাদুর! ভাল আছেন ত?—হা!—হা!—হা!—তাইত বলি—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখ্‌চি—চেনো চেনো কোচ্চি—তবুও যেন চিন্‌তে পাচ্চি না! তার পর প্রাণধন বাবুকে-হা!-হা!-হা!—দ্যাকো, বাহাদুর বাবু!—দ্যাকো তেজচন্দোর দাদা!—তোমাদের ভাই এতক্ষণ যে কথার মীমাংসা হ'লো না, আমি সে কথা!—এখ্‌খুনি!—এখ্‌খুনি!!—এখ্‌খুনি!!! ভারিভুরি জারীজুরি সে কথা ভেঙ্গে দিতে পারি! সেত আর কথার কথা নয়, মুখের কথাও নয়! আঃ! সাবাস্!—হুঁ, ভাল! বেশ কথাই মনে পড়ে গেচে! দ্যাকো ভাই তেজচন্দোর! সেদিন আমি,-না—সেদিন কেন,—এই কাল সন্ধ্যাবেলা গোলাব্বাগের ধারে ধারে আমি পায়চারি

কোচ্চি, এমন সময় দেখি না—আধ্‌খানা মানুষ আর আধ্‌খানা পাখী একটা চৈতন্যধারী বামুনের চৈতনচুট্‌কী ফোক্ত একপায়ে ধরে উড়ে যাচ্চে।—উৰ্দ্ধশ্বাসে তার কাছে যেতেই মানুষটা একটা গরু হ'য়ে গেল!—আর সেই পাখীটার মুখের দিক্‌টা দিব্বি মেয়েমানুষ,—আর ন্যাজের দিক্‌টা দিব্বি সুন্দর পাখী! কেবল বুকটা পর্য্যন্ত মানুষের ধাঁচ্ আর সবই পাখী। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণকে কেন ধরে নিয়ে যাচ্চেন্?" আমার কথায় পাখীটা উত্তর দিলে না,—বড্‌ডো রাগ হ'লো, ধাঁ কোরে তার আর একটা পা ধোরে ঝুলে পোড়্‌লেম। মনে কল্লুম, দুজন মান্‌ষের ভারে হয়ত পাখীটা শুদ্ধ পির্‌থিবীতে পোড়ে যাবে। হিতে বিপরীত ঘোট্‌লো, পাখীটা আরও শন্ শন্ কোরে উচু দিকে উড়ে যেতে লাগ্‌লো,—খানিক্‌টে যেয়েই দেখি বিপর্য্যয় সমুদ্দুর! সেই খানেই পাখীটা ক্রমে ক্রমে নীচে নাম্‌তে লাগ্‌লো। যা!—এইবার-ত প্রাণ্‌টা গেল,—তা গেল গেল, আমরা-ত' কোন মতে ঠ্যাং ছাড়্‌বো না, দেখি কেমন কোরে কি হয়! এই দেখ্‌তে দেখ্‌তে জলের ভিতর ডুবিয়ে নিয়ে চোল্লো,—এক ডুবেই একবারে দেখি যে, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় এসেছি!—চারিদিকে নবরত্ন সভাসদ্ আসীন হ'য়েছে। এমন সময় আমরাও যেয়ে পোঁছুলুম। পাখীটা আমাদের দুটোকে রাজার সম্মুখে রেখে একপার্শ্বে একটু সোরে দাঁড়ালো। আমিও থ হ'য়ে করযোড়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। তার পর রাজার আমাদের উপর নজর পোড়্‌তেই পাখীটাও বত্রিশ সিংহাসনের একটা পায়া স্পর্শমাত্রেই দিব্বি মেয়েমানুষ মুর্ত্তি হ'লো।—আমি বোল্লেম, "কি রাজা মশাই! এই খানেই কি দাঁড়িয়ে থাক্‌বো?"

রাজা বোল্লেন "তোমরা কে? তোমাদের এখানে আস্‌তে বোল্লে কে?" আমি বোল্লেম, "কি রাজা মশাই! আমাদের চিন্‌তে পাচ্চেন না।—ইনি বৈদ্যনাথের বলদ্! আর আমার নাম সদারং ভাঁড়!" বল্‌তেই রাজা অম্‌নি গলবস্ত্র হ'য়ে আমাকে বত্রিশ সিংহাসনে বসিয়ে পাদ্যার্ঘ দিয়ে পূজো কোল্লেন, সেই অবধি আমার নাম সদারংই রৈল।—আর গরুটা নবরত্ন সভাসদ্দের মধ্যে একজন চুম্বক হ'লো!—হা!—হা!—হা!—মাইরি!—দাদা মাইরি বাবু!—তার পর——" পাঠক লোক্‌টীর নাম সদারং ভাঁড়।

তেজচন্দ্র তার কথায় এক্‌টু আন্তরিক বিরক্ত হ'য়ে বোল্লেন, "চুপ কর, যথেষ্ট হয়েছে!—এখানে ও সব পাগ্‌লামোর জায়গা নয়। এসেচ,—স্থির হ'য়ে বসো; তোমার আর অত কোরে বক্তৃতা ছড়াতে হবে না।" এইরূপ ভৎ'সনার পর তেজচন্দ্র একটু গম্ভীর কট্‌মটে চাউনিতে দাঁত কড়্‌মড়িয়ে সদারঙের প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ দৃষ্টিতে ভঙ্গিভাবে উপস্থিত সকলকেই সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "বুঝেচেন্! ইনি এক জন মস্ত ধনী লোক্।—আবার যেমন দাতা, তেম্‌নি অমায়িক; ভারি সরলান্তঃকরণের মানুষ! মনে এক্‌টুও কোর্‌কার্ মার্‌প্যাঁচ নাই,—পেটেও যা—মুখেও তা।—তবে কি না, আপনার মনে এক্‌টু যাচ্ছে-তাই আবোল্ তাবোল্ বকেন্, সেটা এক্‌টুখানি বায়ের ছিট্ মাত্র!—তাই বলে, আপনারা এঁর কথায় কিছু মনে কোর্‌বেন না। যাই-ই হোক্, এখন উপস্থিত বিষয়ের মস্ত গোলযোগ,—যাতে সহজে মেটে, এই সময় কর্ত্তা বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে এর এক্‌টা হেস্ত নেস্ত করাই আমার মতে যুক্তিযুক্ত। বিশেষ ভবিষ্যতে কোন বিবাদ বিসম্বাদ না হয়, সেই জন্যেই

একটা পাকা রকম চুক্তি কেয়ালো করাই আবশ্যক। সকলের ভাল জন্যেই আমার এত আগ্রহ কোরে বলা; যাতে আখেরে আমাদের কোন দ্বন্দ্বজ না হয়। একে আপনারা কি বিবেচনা করেন্?"

"বিবেচনা বগল্দাপা!—হা!—হা!—হা!—বড়ত বিয়ে তার দু-পায়ে আল্তা!—তার আবার বি-বে-চ-না!—হা!—হা!—হা!—দ্যাকেন্ তেজচন্দোর দাদা! বোল্বো আর কি সে ঘটার কতা, বব্বারম্ব বড্ডো গো, বড্ডো!—হা!—হা!—হা!—বিয়ের কত্তা যদি বোল্লেত বলি,—গত সনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যেমন মস্ত ঘটা কোরে দিল্লীতে রাজসূই যজ্জি কোল্লেন, কোতা লাগে তার কাচে যুদিষ্ঠিরের রাজসূই;—বাস্তবিক সেখানে আমারও নাকি নেমন্তন্ন হ'য়েছিল!—গিয়ে দেখি, সেখানে একটা মস্ত সিংগি নাক ডাকিয়ে শুয়ে আছে, আমাকে দেখেই অম্নি শশব্যস্তে ল্যাজ্ তুলে ছেলাম ঠুকে দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে রৈল। মাইরি তেজচন্দোর দাদা! তখন আমার এম্নি ভয় হ'লো, যে এক পা এগুতেও পাচ্চি না, পেচুতেও পাচ্চি না! ভাগ্না আমার দৌড়ে এসেই 'ভোম্বোলদাস মামা এয়েচেন্! ভোম্বোলদাস মামা এয়েছেন!' বোলে কতই খাতির যত্ন কোত্তে লাগ্লো,—আমি না তাকে এক ধাক্কায় বিশ হাত তফাতে ফেলেই অম্নি এক দৌড়ে ধাঁ কোরে ভিতরে যেয়েই দেখি, এক কাঁদি খেম্টী বাই নাচ্চে।—অ্যাঁ!—বেটীদের এত বড় যোগ্যতা, আমাকে না জানিয়ে এই কাণ্ড! ভেড়ের ভেড়ে পাজী,—উন্পাঁজুরে শালীর বেটীদের এত বড় আস্পদ্দা! যত ধুর মুখ, তত বড় পা! জানোনা এখানে কে বোসে আচে?" বোলেই পার্শ্ববর্ত্তী কবিরাজের গায়ে

সজোরে এক ধাক্কা মাল্লে। কবিরাজও ধাক্কা খেয়ে চিৎপাত হ'য়ে পোড়ে গেলেন। সভাশুদ্ধ সকলেই হিহি রবে হেসে উঠ্‌লেন।— এই অবসরে সদারং কত প্রকার অঙ্গভঙ্গি, মুখভঙ্গি কোত্তে লাগ্‌লো, কখন হাস্‌চে, কখন আপনার মনেই বোক্‌চে, মাথা নাড়্‌চে, ঠিক্ যেন বোসে বোসে মান্দ্রাজি ভেল্-বাজীকরের ন্যায় নানা রকমের আজ্‌কুবী কথায় আগন্তক সদারং সমাগত সকলকেই হাসাতে লাগ্‌লো। বৈদ্যরাজও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে অন্যদিকে ফিরে বোস্‌লেন। ভাবে বোধ হ'লো, যেন মনে মনে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হ'য়েচেন্।

রাইমণি ও তেজচন্দ্র দুজনে এই কাণ্ড চাপা দিয়ে ঢাক্‌বার জন্যে অন্যান্য কথা ফেল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন, কিন্তু প্রবল কোটালে বাণের মুখে শোলার মান্দাসের ন্যায় তাঁদের সেই প্রবন্ধ চেষ্টা সদারঙের প্রলাপ স্রোতে ভেসে ভেসে যেতে লাগ্‌লো।— অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই অভিনব প্রহসনের অভিনয় হবার পর সু-রসিক বিদুষক সদারং ভাঁড় ক্লান্ত হ'য়ে পোড়্‌লেন, বাচাল রসনার বিশ্রামে বচনেও বিশ্রাম।

বক্তার সদারং লোক্‌টী কিঞ্চিৎ বেঁটে। গড়ন দোহারা, মাঝারি ধরণের তুন্দুলে ভুঁড়ী, হাত দু-খানি খুব লম্বা, পায়ের গোছ ভারি ভারি, মস্তকটী গোল, ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল, চক্ষু কট্‌মটে, ঝুলন্ত ডগালে গোঁফ সুগঠন, বুকে এক রাশ চুল, গা আদুড়, রঙ্ কটা, হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন লোক্‌টী কিছু বাচাল-স্বভাব। বয়স অনুমান ৪০।৪২ বৎসর, নাম্‌টী শ্রীসদারং ভাঁড়।

তেজচন্দ্রের বয়স অনুমান অন্যূন্ ৫০ বৎসর। গড়ন পাৎলা একহারা, ছয় ফুটেরও উপর লম্বা। মাথার স্থানে স্থানে টাক্‌পড়া,

অপর চুলগুলিন্ কাঁচায় পাকায়, সর্ব্বাঙ্গে ছুলি ও মুখময় জঙ্গল আর ব্রণ। দুটী-হাতের তেলো, দুটী-পায়ের পাতা ধবলাকার শাদা ধপ্ ধপ্ কোচ্চে; মুখের কাটনিতেও ঐরূপ ধবল। দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশ থেকে আর একটী বেঁজী আঙুল বেরুণো;—বর্ণ মিশ্ কালো। কুটুরে নয়ন, কাণ দীর্ঘ, নাসিকা ধারালো, হাত পা ঢেঙ্গা ঢেঙ্গা, গাঁজাখোরের মত শির বার করা। সম্মুখের দাঁত দুটী একটী ফোঁক্‌লা আর সমস্তই পোকাখেগো। চোখে তস্‌মা, তন্মধ্যে ধূর্ত্ততা আর চতুরতা সুকৌশলে ক্রীড়া কোচ্চে। চক্ষুই মনের দ্বার, সচরাচর লোকের নেত্রভাব বেশ্ মনঃসংযোগ কোরে দেখ্‌লে, আন্তরিক ভাব বুঝা যায়;—ভয়, লজ্জা, শোক, দুঃখ, আনন্দ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য সমস্তই ধরণে প্রকাশ পায়। তদ্রূপ তস্‌মাচোকো বাবুটীরও স্পন্দন-রহিত নয়নযুগলে একান্ত মানসিক পরিচয় সাক্ষ্য দিচ্চে!—বর্দ্ধমান সহরের মধ্যে ইনি একজন প্রকৃত চৌকস্ লোক। যেমত দাম্ভিক, তেম্‌নি তোষামোদ-প্রিয়! ইনি লোকের নিকট সু-পুরুষ, সু-চতুর, সু-বুদ্ধিমান, আর সুধীর খেতাবে প্রতিপন্ন। আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলের সঙ্গেই আলাপ; বাস্তবিক অপরিচিত লোকের সঙ্গে উপযাচক হ'য়েও আলাপ কোত্তে ত্রুটি নাই। মন-কবাট-অন্তরে একটী মোহময় গুণ চিরস্থায়ী, অন্তর-সাগরেই সেটী সন্তরণ দিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্চে।—কোথায় কোন কূলে দাঁড়াবে, তার নির্ণয়—থাই হোচ্চে না। থেকে থেকে কেবল পদে পদে মূর্খতা প্রকাশ পাচ্চে। বাস্তবিক এঁর পেটে ডুবুরী নামিয়ে দিলেও যুগ যুগান্তরে একটা 'ক' অক্ষরের আঁক্‌ড়ী খুঁজে মেলা দায়! ইনিই দ্বিতীয় মূর্ত্তি,—রাইমনির অগ্রজ, নাম শ্রী তেজচন্দ্র।

তৃতীয় মূর্ত্তি,—আকার অবয়বে পরম সুন্দর, অতি সু-পুরুষ, সু-মোহন কান্তি। গড়ন মাফিক্‌সই, দোহারা। হাত পা অঙ্গ সৌষ্ঠবগুলি মাধুর্য্যময়, নিটোল্, বর্ণ হরিতালের মত গৌর, বদনের ভাব কোমল, সু-প্রসন্ন। অর্দ্ধচন্দ্র চিবুক সু-চপ্, ললাট প্রশস্ত, মহদ্ভাবে পরিণত। নাসিকা টিকোলো, বাঁশীর মত সরল, ওষ্ঠাধর দু-খানি পাৎলা পাৎলা, গাল-দুটী দুধে আল্‌তায়, আরক্তিম্ রেখা-রঞ্জিত,—চাঁচর কেশ পরিপাটী বিন্যস্ত, নবীন গোঁফ সু-গঠন, কোদণ্ড ধনুকের মত জোড়া ভ্রু টানা,—যেন তুলির চিত্র করা;—নয়ন-দুটী বেশ্ টানালো, অথচ ভাসা ভাসা মৃগ-চক্ষু, কৃষ্ণোজ্জ্বল তারা বিশিষ্ট, সতেজ নেত্র-পুটে স্পষ্ট সরলতা প্রকাশ পাচ্চে। কাণ-দুটী ছোট খাট, সমস্ত মুখের আয়তন গোল, শ্রীমান্ গোল।—কম্বুগ্রীবা, বুক্‌টী প্রশস্ত, কোমরটীও তেম্‌নি সরু। যেমন রূপ, মন্মোহন কিশোর মূর্ত্তি, স্বভাবও তদ্রূপ অচঞ্চল, অথচ গম্ভীর। বিনয়ী, সরল, সদালাপী, বন্ধু-বৎসল, সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী,—আমার সংসারের সার হিতাকাঙ্ক্ষী, প্রেমিক মিত্র;—আমার অদ্বিতীয় অকপট হৃদয়-বন্ধু,—প্রাণধন! তিনিই স্বচ্ছন্দে, অমায়িক ভাবে রোগীর এক পার্শ্বে অন্যমনস্ক,—বামগণ্ড বামহস্তে অবলম্বনে উপবিষ্ট। বয়স অনুমান ১৮ বৎসর, দেহের সুচারু কান্তিতে ও গোল গঠনে এক আধ বৎসর ন্যূন হওয়াও বিচিত্র বা অসম্ভব নয়। পাঠক! সেই কোমল শান্তচেতা পঞ্চ-ভূতাত্মক মূর্ত্তিখানি প্রাচীন মহাকবি-সুরচিত রতিপতি পুষ্পকেতু অথবা দেবসেনাপতি ময়ূরকেতু রূপের সাদৃশ্য।

চতুর্থ মূর্ত্তি, কথঞ্চিৎ পরিচিত। শরীরের গড়ন বেশ্ দোহারা, উজ্জ্বল শ্যাম্, মাথায় বাব্‌রিকাটা কেয়ারি করা চুল, তদুপরি পাটল

বর্ণের কার্‌চুপী মখ্‌মলের টুপী। গলায় পৈতে, চক্ষুদুটী ড্যাব্‌ডেবে কটা কটা, ঈষৎ নীলবর্ণ। কপালে এক্‌টী ছোট সাইজের উল্‌কী, গোঁফ সু-গঠন, অল্প অল্প দাড়ী গজানো; নাক্‌টী অসরল, বাঁশীর মত ধারালো নয়;—বরং অগ্রভাগ একটু থ্যাব্‌ড়াণ অথচ উচু। দাঁতে মিশি, ওষ্ঠাধর পুরু ও তাম্বুল-চর্চ্চিত রাগে সু-রঞ্জিত। আজানুলম্বিত দক্ষিণ বাহুমূলে একখানি সুবর্ণ কবচ। নাভি সু-গভীর, দু-ইঞ্চি চেটালো কালাপেড়ে একখানি কাপড় পরিধান। পাছায় সোণার চন্দ্রহার, পায়ে জরীর পাদুকা। ইনিই সেই মৌরভঞ্জী সওদাগর, নাম লছ্‌মীপতি রায় বাহাদূর! প্রাণাধিক প্রাণধনের পরম হিতৈষী বন্ধু।—সঙ্গে অনুচর সদাচারী সেই তেঁতুলে বাগ্‌দী বীরবাস।—কৃত্রিম জটাধারী,—অজয়পালের নিগ্রহকারী,—একগুঁয়ে চোহাড় চেহারার পাইক্‌ বীরবাস। অপরূপ মহিষাসুরের ন্যায় বিকট মূর্ত্তিতে উপবিষ্ট। পাঠক মহাশয়! সমাগত পরিচিত নায়ক কয়েকটীর আকৃতির এক প্রকার পরিচয় পেলেন, কিন্তু তাঁদের প্রকৃতি-পরিচয় ক্রমেই জান্‌বেন। সবুরে মেওয়া ফলে, এইটীই আমার সার কথা।

তেজচন্দ্রের মত উইল্‌ করা। কিসে উইল্‌খানি নিজ নামে সই সাব্যস্থ হয়,—কিসে বিষয় আশয়গুলি সমস্ত আপনার দখলে আসে,—কিসে আত্মম্ভরী হ'য়ে সচ্ছন্দে নিরাপদে সুখে কাল কাটাবেন,—শয়নে স্বপনে সেই স্বার্থপরতার দিকেই তাঁর মন, সেই দিকেই যত্ন,সেই বিষয়ের সদাই আন্দোলন, দিবানিশি প্রাণপণে তারই বিহিত চেষ্টা। যদিও তাঁর কোন কিছুরি অপ্রতুল নাই,—তথাচ স্বভাব না ম'লে কখনই যাবার নয়! সদা সেই চিন্তাটীই তেজচন্দ্রের অন্তরে একটানা প্রবাহিত।

বিষম ফ্যাশাদ্!—বাক্সের মধ্যে উইল্ নকল কাগজপত্র, ইষ্ট্যাম্প, দলীল, পাওয়া যাচ্চে না,—অথচ নিরর্থক বাক্সটীও ভাঙ্গা গেলো, নিরুপায় ভেবে তেজচন্দ্র আবার পূর্ব্বমত দগ্ধশায়ী বৃদ্ধের কাণে কাণে ফুস্‌ফুস্ কোরে কি বোল্লেন্, সেই কথা গুলি বৃদ্ধ আন্তরিক অনুমোদন কোল্লেন্, কিন্তু বিমর্ষভাবে দুই একবার তেজচন্দ্রের মুখের প্রতি কটাক্ষদৃষ্টে চাইলেন, "হ্যা—ব—ব,—পো—মাঁ—ফ—ফ্ব—ব্যা—ব্যা—বু—ব্যা—উ—উ—ভূ!" এইটী বোল্লেন, কিন্তু কেউ-ই সে কথার আভাষ পর্য্যন্তও বুঝ্‌তে পাল্লেন্ না, সহজেই তেজচন্দ্রের কথা সকলেরই সাব্যস্থ হলো;—আরও দুই এক্‌বার কেউ কেউ জিজ্ঞাসা কোল্লেন্, "রায় মহাশয়! সম্প্রতি আপনকার অন্তিমকাল উপস্থিত, বিশেষ গঙ্গালাভেরও এই যথোচিত সময়, অতএব আত্মীয়, কুটুম্ব, জ্ঞাতি, বন্ধু, সকলেই আপনকার সম্মুখে বর্ত্তমান। এই সময় সদ্‌জ্ঞানে একটা বিষয় ব্যবস্থা হেস্তনেস্ত কোল্লেই নাকি ভাল হয়, এতে আপনার কি অভিরুচি?"

"হ্যা—ব—ব,—পো—মাঁ—ফ—ফ্ব—ব্যা—ব্যা—বু—ব্যা—উ—উ—ভূ!—ম্যা—ম্যা—পু—পু—বাপ্—পাঁউ—পাঁউ—পাঁউ।" হাত মুখ চোখের ভাবভঙ্গিতে ধনপতি এই কয়েকটী কথার আভাষ জানালেন্, আরও কিছু বোল্‌বেন্, এই ভাবে ভূমিকা কোচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁরে আর বোল্‌তে হ'লো না, তেজচন্দ্র নিজেই সে কথার বক্তৃতা কোল্লেন,—সমাগত সকলেই সে কথায় অগত্যা মতামত কোরে সম্মতি দিলেন।

ভগ্নান্তঃকরণে সকলেই ধনপতি রায়ের চতুঃপার্শ্বে উপবিষ্ট;—ম্রিয়মাণ রাইমণি মস্তকের দিকে সেবা ভক্তি পরিচর্য্যায় নিযুক্তা।

এমন সময় রায় বাহাদুর পূর্ব্বমত আবার বক্তৃতারম্ভ কোল্লেন্। "আমি ইতিপূর্ব্বে যে কথাগুলি মহাশয়দের নিকটে নিবেদন কোরেছিলাম, এক্ষণে তার মর্ম্ম কথা এই যে, সম্প্রতি ধনপতিরায়ের অন্তিম দশা, শেষ দিন আসন্ন, একটী জামাতা, একটী পুত্রবধূর উদ্দেশেই এঁকে এতাধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'তে হ'লো। বিশেষ তারা যে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়েছে, এ পর্য্যন্ত তার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। এক্ষণে আর কালবিলম্ব নাই, অবিলম্বেই বড় বাবু আমাদের কাছে—পরিজনের নিকটে—ভদ্রাসন জন্মভূমির মায়া মমতা সকলই পরিত্যাগ কোরে যাবেন। বড় আক্ষেপ থাক্‌লো যে, তাদের সঙ্গে কর্ত্তা বাবুর আর দেখা হ'লো না! যাদের মায়ায় ধনপতি রায় এতটা ঐশ্বর্য্য বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি কোল্লেন,—যাঁদের জন্য এত কষ্টের মাম্‌লা মোকদ্দমা থেকে কৃতকার্য্য হ'লেন, অবশেষ সে সমস্ত চেষ্টাই বিফল হ'লো! তথাচ আমি বর্ত্তমান থাক্‌তে এদের কেউ ই কোন অনিষ্ট চেষ্টা কোত্তে পার্ব্বে না। কেবল অন্তিমকালে যে তাদের দেখ্‌তে পেলেন না, এ দুঃখ আমার যাবজ্জীবন স্মরণ থাক্‌বে!—কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তারা একদিন না একদিন অবশ্যই ফিরে আস্‌বেই আস্‌বে। সে আশা ফুরায় নাই,—সে আশা আমার ও প্রাণধনের হৃদে আমরণ পর্য্যন্ত জাগরুক থাক্‌বে। দুরাত্মারা অর্থ লোভেই এতাধিক কুচক্র ষড়্‌যন্ত্র পাকিয়েছে।—বিনোদ বাবুকে,—ঘরের বউকে,—জন্মের মত নিরুদ্দেশী কোরেছে!—তাই জন্যে এ মতামতে সায় দিয়ে উইল্‌নামা সহজেই মঞ্জুর কোত্তে হ'লো;—আসন্নকালে লেখা পড়াটা হ'য়ে থাকাও এক প্রকার ভাল বটে, বিশেষ বার ভূতে লুটে পুটে উড়িয়ে দিতেও পার্ব্বে না। আর তাদেরও পরস্পর

বিসম্বাদের পথ থাক্‌বে না। এ বিষয়ে কেবল আমার কেন, সকলেরই ইচ্ছা। যদি সহজে তেজচন্দ্র, রাইমণি, মনোমোহিনী আর প্রাণধন চার জনের মিট্‌মাট্‌ হ'য়ে যায়, ভবিষ্যতে কোন হ্যাঙ্গামার সূচনা না থাকে,—তা হ'লে অবশ্যই উইল্‌ করা মত। কর্ত্তার গুরু, বৈষ্ণব, দান, ধ্যান, দেবালয়, নিজের শ্রাদ্ধ শান্তির জন্য আরও অপরাপর যে বিষয়ে যাঁকে তাঁর দান কর্‌বার স্বেচ্ছা থাকে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার সদনুষ্ঠান কোত্তে সকলেই প্রস্তুত হও। আমার যতদূর জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা ও বিশ্বাস তাহাই আপনাদের সকলের সমক্ষে জাহির কোল্লেম, যেমত এই প্রবন্ধ মতে সমস্ত দলীল পত্র লেখা হয়। এক্ষণে সকলেই যে যার স্ব-স্ব মনোভিলাষ সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ করুন, সেইরূপ তদন্তে নকল লেখা হউক।"

নিকটবর্ত্তী গৃহমধ্যস্থিত সকলেই এই যুক্তিযুক্ত বাক্যে সায় দিয়ে বোল্লেন, "বাহাদুর-বাহাদুর! যা বোল্‌চেন, সকলিই চূড়ান্ত-ব্যবস্থা হ'য়েচে!—আমাদেরও——"

বাধা দিয়ে তেজচন্দ্র সতৃষ্ণ অথচ সু-চতুর ঈর্ষাভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে মনোমোহিনীর উইলের তণ্ডী হবে কে?—হাঁ বাবা! সে ত নাবালক! বোল্লেই অম্‌নি হ'লো না! 'যে যার স্ব-স্ব'! স্থাবর পদার্থই যেন স্ব-স্ব হ'লো! আর অস্থাবর সম্পত্তি কিসে স্ব-স্ব ভোগ দখল হবে?"

সদারং অনেকক্ষণ পরে আর থাক্‌তে না পেরেই হাত মুখ নেড়ে বোল্লে, —"ওটা—শ, য, স, হ, ক্ষ। হা!—হা!—হা!—সে দিন সন্ধ্যেবেলা ঐ পুকুর ধারের কালীবাড়ীর কাছ দিয়ে আস্‌চি,—একটা বরাখুরে, নচ্ছার গুরুমশাই কতকগুলো ছেলে

পিলে শারি শারি এক শার দাঁড় কৈরেচে, এক গাছ বেৎও হাতে আছে, ছেলে পড়াচ্চে। খানিকটে দাঁড়িয়ে শুন্তেই আমার এম্নি বিরক্ত ধোর্লো, শেষে দিক্ হ'য়ে গিয়ে পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা কোল্লুম, 'মশাই! এক কথা জিজ্ঞেস্ করি কি—দুটো ব কেন হ'লো।'—গুরু মশাই প্রশ্ন শুনে অবাক্ হ'য়ে পোড়্লেন, অবশেষ কিছুই মীমাংসা কোত্তে না পেরে বোল্লেন, 'কিসের দুটো ব' আমি বোল্লুম, 'তোমার মাথা!—ব কলমের ব, এও জান না!—খালি পণ্ডিত-গিরি কোচ্চো, এই প বর্গের একটা ব, আর অন্তঃস্থবর্গের একটা ব, এখন বুয়েচেন ত?' গুরু পণ্ডিত মশাই হাঁ কোরে ভেবা গঙ্গারামের মত থ হ'য়ে ভাব্তে লাগ্লেন। আমিও সেই ফুর্সুতে টিকিটী কেটে নিলুম।—হা!—হা!—হা!" এই বোলেই একখানা কাঁচি দিয়ে বৈদ্যের টিকিটা কচ্ কোরে গোড়া শুদ্ধ হাপ্‌ড়ে কেটে নিলে।

বৈদ্যের বয়স অনুমান ৫০।৬০ বৎসর। লোক্‌টী কিঞ্চিৎ ঢেঙ্গা। গড়ন স্বাভাবিক, অধিক পাৎলা একহারাও নন্, অথচ স্থূলাকারও নন্। নাক্‌টী টিয়া পাখীর ঠোঁটের ন্যায়, কিছু আগা তোলা। নাসারন্ধ্র-পথে নিদ্রিতাবস্থায় যদিস্যাৎ কোনরূপে এক ছিদ্র-পথে একটী নেংটী ইঁদুর প্রবিষ্ট হয়, অনায়াসে কবিরাজ মহাশয়ের অদৃষ্টলিপি, ভবিতব্যের লিখন খণ্ডন কোরে আস্তে আস্তে যদি অপর ছিদ্র-পথে পতিত হয়, তা হ'লে প্রবল-নিশ্বাস বায়ুবেগে হয়ত আপনা হ'তেই ছোট্‌কে নির্গত হয়ে পড়্‌বার সম্ভাবনা। বাস্তবিক, বৈদ্যরাজের ঘন ঘন নস্য গ্রহণ করাতেই, নাসিকা-রন্ধ্রে অত বড় বেজায় ফাঁদের রাস্তা হ'য়েচে। বর্ণ উজ্জ্বল কৃষ্ণ, গোঁফ

ভেক ও দাড়ী কামানো। গলায় একগাছি কৃষ্ণবর্ণ যজ্ঞসূত্র। বুকে এক রাশ কাঁচা পাকা চুল। হাত পা বেমাক্কিক্ লম্বা লম্বা ও রোগা রোগা। মাথায় অল্প অল্প চুল, স্থানে স্থানে টাক্‌পড়া, অথচ চৈতন আছে। টিকিটীর অগ্রভাগে ফাঁস দেওয়া, ঘাড় পর্য্যন্ত লম্বমান। সর্ব্বাঙ্গে ছুলি, চক্ষু দুটী খালা খালা হলুদে রং। অষ্টাঙ্গে গুলিখোরের মত শির বার করা। দৃষ্টিতে মূর্ত্তিমান চাতুরী জাজ্জ্বল্যমান,—লক্ষণে সরলতা প্রকাশ পাচ্চে না, আপনার মনেই ঔষধ বিলি ব্যবস্থা কোচ্চেন্; কিন্তু তাতে কি মাথা মুণ্ডু যে উপকার দর্শাচ্চে, কেউ-ই অনুভব কোচ্চেন্ না;—সকলেই স্ব-স্ব কর্ম্মে ব্যতিব্যস্ত, নীরব। বৈদ্যরাজও নীরব, মুখে বাক্য নাই,—কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে অমনি হুঁ-হাঁ কোরেই সেরে দিচ্ছিলেন, বিধির বিড়ম্বনা, অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল!—ধর্ম্মের কর্ম্ম! সদারং কবিরাজ মহাশয়ের চৈতন্য টিকিটী পোঁচ্ ঘেঁসে কেটে নিলেন্! বৈদ্যর-পো মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে সদারঙের মুখের দিকে কট্‌মট্ চাউনিতে একদৃষ্টে চেয়ে রৈলেন,—তথাপি মুখে রা নাই। সর্ব্বাঙ্গ রাগে থরহরি কাঁপ্‌চে, মধ্যে মধ্যে তেজচন্দ্রের দিকে চাইচেন, আবার টিকিতে হাত বুলুচ্চেন,—কিন্তু বুঁচো!!!

টিকিকাটা কবিরাজের বেজায় রাগ। কিন্তু মুখে বাক্য নাই। চৈতন ককাই যাঁর মান, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম ও ভবিষ্যতের আশ্রয়;—সেই অঞ্চলের নিধি চৈতনটিকি আজ কাটা পোড়্‌লো, অপমানের একশেষ! ঘাড়টা, মাথাটা সঘনে ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপ্‌চে, চমৎকার দৃশ্য! সদারঙের অপূর্ব্ব লীলা রহস্য!

"শিরোমনি মহাশয়! অত রাগ কেন? আপনকার টিকিটা

কাটা গেছে বৈত নয়, তার আর ভাবনা কি? আবার গজাবে!” সহাস্যমুখে রায় বাহাদুরের এইটী সংক্ষিপ্ত উক্তি।

এই রূপে নানা প্রকার বিদ্রূপ শলা ও সদ্দারঙের প্রহসন দর্শনে ঘরটী জনতা পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো, এমন সময় একজন পরিচারক এসে খবর দিলে, “বিরূপ বাবু এসেচেন।”

শশব্যস্তে নাম শুনেই আহ্লাদে দাঁড়িয়ে উঠে ত্র্যস্ত স্বরে তেজচন্দ্র জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “কৈ?—কোথায়?—শীঘ্র এখানে তাঁকে সঙ্গে কোরে লয়ে এস।”

পরিচারক চলে গেল।—মুহূর্ত্ত পরেই এক জন লোক সেই গৃহে প্রবেশ কোল্লেন।—তেজচন্দ্র তাঁরে সমাদরে হাত ধোরে বসিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, “আপনকার ভারি অনুগ্রহ!—এইমাত্র আমি ভাব্‌ছিলাম, বলি এখন এলেন না কেন, না হয় কারেও একবার ডাক্‌তে পাঠানো যাক। বিশেষ ধনপতি রায়ের নিতান্তই আগমনকাল, কাজেই বিলম্ব দেখে, আবার আপনার নিকট লোক পাঠাচ্ছিলুম।”

“আমার আর কি নিদ্রা আছে, তা আবার ডাক্‌তে হবে? আমি তোমাকে এক দণ্ডও না দেক্‌লে থাক্‌তে পারি না, বাস্তবিক শত সহস্র কর্ম্ম ফেলেও একবার তোমার কাজে আস্‌তে হয়।—এ তো ঘরের কথা!—হা!—হা!—হা!—তার আর লোক পাঠাতে হবে কেন?” চকিতের ন্যায় চঞ্চলভাবে হাত মুখ নেড়ে বিরূপ বাবু এই কথাগুলি সংক্ষেপে বোল্লেন। কিন্তু তাঁদের উভয়ে এই অবসর মধ্যে কত কি নয়নভঙ্গিতে মর্ম্ম কথা প্রকাশ পেলে,—তা সু-চতুর লোকে দেখ্‌লেই সে আন্তরিক ভাব বুঝ্‌তে পারেন।

তেজচন্দ্র হাস্‌লেন।—ঘাড় হেঁট কোরে একটু ফিক্ কোরে মুচ্‌কে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "তা আমি জানি, আমারে আর অধিক জানাতে হবে না, আমাকে যে আপনি যথেষ্ট ভাল বাসেন, অনুগ্রহে শ্রীচরণে স্মরণ রাখেন; এই আমার পরম সৌভাগ্য বোল্‌তে হবে!—যত কিছুই হোক, একটা আইন আদালতি কোত্তে হ'লে আপনা ব্যতীত অপর কাউকেই আমি জানি না।—আপনিই আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা! আপনি কাছে না থাকলে বাস্তবিক এ সমস্ত কর্ম্মে আমি চারিদিক আঁধার দেখি!—এখন এই ধনপতি রায়ের স্থাবরাস্থাবর বিষয় সম্পত্তির স্বেচ্ছাপত্র লেখা মঞ্জুর হবে, এই জন্যেই আপনাকে ডাকা হয়েছে! ভারি দরকার, না কোল্লে নয়!"

"কত ভারি?—তুল্‌তে পারা যাবেত?—অঁ্যা, তেজচন্দোর্ দাদা! চাপা পোড়্‌বো নাত?—দেকো ভাই, শেষকালে গরিবের পা গলায় কোত্তে না হয়, এইটী যেন মনে থাকে!—যদি আমাকে আগে বোল্‌তে, না হয় একবার চাগিয়ে দেখাই যেতো, আমি দুক্‌লো বোলে নিতান্ত অপগ্রাহ্যি হৈনি,—মাইরি দাদা! বোল্‌বো তবে,—শুন্‌বে! এই গত সনে যখন আমি রাজ-সরকারে ভাঁড়ামো কোরি, এই তকোন মেদিনীপুর জেলা থেকে সাতখানা গরুর গাড়ী বোজাই কোরে একটা কোলা ব্যাং এসেছিল, বোল্লে না পিত্যুই যাবে, মাইরি দাদা! এই তোমার সাক্ষেতে বোল্‌ছি, ব্যাংটা যেন ঠিক মৈনাক পাহাড়। দেখ্‌লেম পুকুরের ঠিক মধ্যিখানে তার পেচ্‌লি পায়ের গোছটাও ডোবেনি!—চোখ দুটো যেন কত্তাল,—না—না—সে যে বাজে!—এই ঠিক যেন চন্দোর সূয্যির মতন, ড্যাব্‌ডেবে। সাম্‌নে কতকগুলো হাতী, ঘোড়া, উট্ নানান্ জাতের পশু বাঁধা রয়েচে, এক একটা টপ্

টপ্ খোচ্চে আর কোঁৎ কোঁৎ কোরে গিল্‌চে;—জলের ঠিক মধ্যিখানে এই কাণ্ডটা হোচ্চে। ছোঁড়ারা পুটিলে ছিপে পুঁটি মাচ্ চার কোচ্চিল, তাবিরির এক গাছ তাদের কাচ থেকে চেয়ে নিলুম্, বোল্‌বো কি গো সে কত্তা তেজচন্দোর দাদা! যেমন চার দিয়ে ফেলেচি আর অম্‌নি কপ্ কোরে খেয়েছে, ঐ যেমন খেয়েছে কি এক খ্যাঁচ্! এক-বারেই ড্যাঙ্গায় তুলে ফেল্লেম। 'বড্‌ডো শীকার হ'য়েছে! বড্‌ডো শীকার হ'য়েছে।' সকলেই আমার খোষ্‌নাম কোত্তে লাগ্‌লেন। অবশেষে ব্যাংটা রাজার সাম্‌নে এনে ধল্লুম, তার মাথার চর্ব্বিটার ঝোল হ'লো, আর বাদ্‌বাকী একটা রাক্কুসীরে ধোরে দিলেম। কিন্তু সেই ব্যাঙের ছাতাটা আজও আমার কাচে আছে, যেন আগাশ জোড়া ছাতা!—হা!—হা!—হা!—অত ভারি—তার চেয়ে আরও ভারি! হা!—হা!—হা!—দ্যাকো তেজ তেজচন্দোর দা——"

কথায় চাপা পোড়্‌লো।—তেজচন্দ্রের মুখ একটু গম্ভীর হ'লো। গম্ভীর স্বরে ধোম্‌কে উঠে বোল্লেন, "ওসব বেল্‌কোমো রহস্য রাখো! কাজের কথা শোনো!" এই পর্য্যন্ত বোলেই তেজচন্দ্র বিরূপ বাবুর কাণে কাণে গোপনে কি বোল্লেন।

খিল্ খিল্ কোরে উভয়েই হেসে উঠ্‌লেন!—সেই প্রমোদে মত্ত হ'য়ে আগন্তুক বিরূপ বাবু হাত মুখ ঘুরিয়ে বোল্লেন, "এতো একটা সামান্য তুচ্ছ কথা!—এর জন্য এত কেন?—মশা মাত্তে কামান পাতা! হা!—হা!—হা!—এ তুখড় বুদ্ধি কার পরামর্শে——"

পাঠক! যে ব্যক্তি যে স্বভাবের লোক হউন না কেন, প্রকৃতির যে স্থান সংসর্গেই থাকুন না কেন, সকলেই সমধর্ম্মা!—সমবয়স্ক সমস্বভাব প্রকৃতির লোকের সহিত তাঁর মিলন, আচার, ব্যবহার ও

সেইরূপ কতক কতক চরিত্রের আদর্শ ঐক্য থাকে বটে। তেজচন্দ্র এ ক্ষেত্রে যে প্রকৃতিপন্ন লোক, যদিও আপনারা তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হন্ নাই বটে; তথাচ তাঁর কতক কতক আভাষ ও বাহ্যিক অঙ্গ ভঙ্গি যৎকিঞ্চিৎ আপনাদের হৃদয়-মুকুরে প্রতিবিম্বিত অবশ্যই হ'য়েছে।—বর্দ্ধমান সহরে সেই প্রকৃতির স্বাগন্তুক লোক্‌টী তেজচন্দ্রের এক প্রকার প্রাণের বন্ধু, হরিহরাত্মা! সহধর্ম্মিণীকে বরং কোন সময়ে একটা বিষয় থেকে গোপন কোত্তে পারেন, তথাচ বিরূপ বাবুর নিকটে সেটী হবার জো নাই।—এতে যে তাঁর সঙ্গে তেজচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্টতা, নিগূঢ় প্রণয় আন্তরিক আবদ্ধ হ'য়েছিল, সেটী বলা বাহুল্য।

তেজচাঁদের স্বভাবসিদ্ধ ঘৃণিতাভিলাষ চরিতার্থের ষড়যন্ত্র সুসিদ্ধ দাতা-অভীষ্টসিদ্ধিদাতা বিরূপ বাবুর বয়স অনুমান কমবেশ ৩০।৩২ বৎসর। বর্ণ মিশ্ কালো, চক্ষু দুটি ছ্যাড়্কা ছ্যাড়্কা ড্যাব্‌ডেবে ডোরাকাটা লাল্, মুখ খানি তোলো হাঁড়ির মত, চেপ্টা ধরণের। ঠোঁট দুখানা বেজায় পুরু, নাক্‌টা থ্যাব্‌ড়ানো, মুখময় শীতলার অনুগ্রহ ফঠ্ ফঠ্ কোচ্চে। ঝাপ্টা গোঁফ, ঘাড়ে গর্দ্দানে একসই। মাথায় খাট খাট চুল, একটী শালের পাগড়ী মাথায়, ঠিক্ যেন রামায়ণের মূল-গায়নের ন্যায় শোভা। গায়ে চাপ্‌কান, প্যান্ট্‌লুন পরা, পায়ে লেডি সাইজের এক জোড়া হান্‌টিং জুতো। হাতে দুখানি কাগজের তাড়া, কাণে প্যান্ কলম।

লেখা দলীল উইল্ পত্র সকলের সমক্ষে পাঠ করা সুরু হ'লো। বিরূপ বাবু একে একে সমস্ত উইলের মর্ম্ম পাঠ কোল্লেন, বাস্তবিক তিনি যে তেজচন্দ্রের প্রাপ্য বিষয় ব্যবস্থায় একান্ত যত্ন কোচ্চেন, কিসে তাঁর ভবিষ্যতে সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত হবে, সেই

আগ্রহে বিরূপ বাবুর একান্ত উদ্বেগ।—কিন্তু উকীল, মোক্তারনামা পাকে চক্রে মর্ম্মলিপি প্রকৃত লেখা হ'লো না, কেউ ই তাতে কোন প্রকার উচ্চবাচ্যও কোল্লেন না। অবশিষ্ট যা-যা লেখার বাকি ছিল, সমাগত সকলের তদন্তে সে সমস্তই একে একে বেবাক্ লেখা হ'লো, বিরূপ বাবু নিজেই উইল্ পত্র খানি কতক কতক সংক্ষেপে পাঠ কোল্লেন। তাহা এইরূপ লেখা হ'লো ;——

শ্রীশ্রীহরি।

ভরসা।

বর্দ্ধমান, ২১শে চৈত্র,

১২৮৩ বঙ্গাব্দ।

লিখিতং শ্রী ধনপতি রায় কস্য দলীল উইল্ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমার একটী কন্যা নাম শ্রীমতী মনোহিনী, বয়স ১৪।১৫ বৎসর। বিবাহিতা, কিন্তু ভাগ্যদোষে জামাতা নিরুদ্দেশ। আমি অপুত্রক হওঁয়াতে দ্বিতীয় সংসার করি নাই, বা কন্যাটীকে পালন করা অভিমতে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করায় ইচ্ছাও ছিল না। এজন্য নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দুরাম রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ প্রাণধন রায় বাহাদুরকে গৃহীত দত্তক পুত্রমতে সমস্ত স্থাবরাস্থাবর ভূমি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিলাম। প্রাণধন বাবাজীর বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু পরিবার নিরুদ্দেশ। প্রাণধনের পিতামাতা মধ্যবীত অবস্থার লোক, এজন্য পূর্ব্বাবধি বউটীর কিছুমাত্র অন্বেষণ হয় নাই। বিশেষ প্রাণধন বাবাজী আমার সুপুত্র ও অতিশয় বাধ্য বটে ; তথাচ

ইনি এক্ষণে নাবালক। বয়স ১৬।৭ মাস। ১২৬৭ সালের আশ্বিন মাসের মহাষ্টমীতে প্রাণধন বাবাজীর জন্ম হয়, ১২ বৎসর বয়সে এই দত্তক পুত্র গ্রহণ করা যায়। দত্তকপুত্র গ্রহণের দলীল পত্র সমস্তই শ্রীযুক্ত ইন্দুরাম বাবুর নিকট আছে, এবং তাহাতে আমার স্বাক্ষর আছে। সম্পূর্ণ বয়স প্রাপ্তে প্রাণধন নিজেই হোক্ বা তাহার কোন প্রতিনিধিই হউন, বিষয় সম্পত্তি সমস্তই ন্যায্য বিচার ও উইল্ মত বুঝিয়া দখল করিবেন। এজন্য তাহার ও আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু তেজচন্দ্র ও ধীমান্ লছ্মীপতি রায় বাহাদুরকে অছী অর্থাৎ সুবিশ্বাসী তণ্ডী নিযুক্ত করিলাম। ইঁহারা আমার অবর্ত্তমানে সমস্ত বিষয় আশয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং আমার কন্যার ভরণপোষণ, নিরুদ্দেশী জামাতার উদ্দেশ করাইবেন, এবং তাহারা উভয়ে কথায় বাধ্য ও সদ্ভাবে কালযাপন করিতে পারিলে চতুর্থাংশের একাংশ বিষয় সত্ত্বাধিকার করিবে। প্রাণধন বাবাজীর বিবাহিতা বনিতা ও আমার পুত্রবধূ শ্রীমতী বিমলাদেবীর উদ্দেশ হইলে এঁরা উভয়ে এই ভদ্রাসনেই বাস করিবেন; খরচ পত্র সমস্তই সরকারী তবিল হইতে চলিবে। অপর আমার উপপত্নী শ্রীমতী রাইমণি দাসী থাকিতে ইচ্ছা করিলে এই ভদ্রাসনেই বাস করিবেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রাণধন বাবাজীর মতানুসারে চলিতে হইবেক, নচেৎ নিজের মতামত কিছুই জাহির করিতে পারিবেন না। যদি তাহাতে মনের ঐক্য বা বনিবনায়তি না হয়, স্বচ্ছন্দে তিনি স্বস্থানে থাকিয়া মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া মাসহারা খরচ পাইবেন, তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই দাবী করিতে পারিবেন না। তেজচন্দ্র বাবু ও রায় বাহাদুর বাবাজী এঁরা উভয়েই সুচতুর, বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যদক্ষ। এঁদের

উপরে আমার দেবসেবা, গুরুসেবা, পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণ ও অন্যান্য লোকাচার ব্রতনিয়ম সমস্তই ব্যয় সাকুল্য থাকিল, ব্যয়াবশ্যক অনুসারে উক্ত কার্য্য উভয়ে পরামর্শ করিয়া নির্ব্বাহ করিবেন।

ভারপ্রাপ্ত অছী মহাশয়েরা যাবতীয় নিয়মিত ব্যয়ভূষণ নির্ব্বাহ করিয়া সঞ্চিত অর্থ আপনাদের জিম্মায় রাখিবেন এবং উল্লিখিত স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে যাহা কিছু উপায় অবলম্বন করিবেন, আমার জামাতা ও পুত্রবধূর অন্বেষণ জন্য মামূলা মোকদ্দমা বাহাল বরতরফ, যাহা কিছু আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তাহা আমার ও আমার উত্তরাধিকারীর স্বকীয় কর্ম্মের তুল্য কবুল, মঞ্জুর ও সুসিদ্ধ। জামাতা ও পুত্রবধূ উভয়ে যতদিন অনুপস্থিত থাকেন, ততদিন রায় বাহাদুর ও তেজচন্দ্র ইহাঁরা উভয়ে তাহাদের প্রাণপণে অন্বেষণ চেষ্টা পাইবেন এবং তাহাদের নিয়মিত ক্রিয়া কলাপ ও ধর্ম্মার্থে দানধ্যান ইত্যাদির খরচপত্র সমস্তই দিবেন। বিশেষ কোন গুরুতর প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং উত্তরাধিকারীদের সহিত বিনা পরামর্শে আমার স্থাবর অস্থাবর কোন সম্পত্তি অথবা তাহার কোন অংশই ভারপ্রাপ্ত তণ্ডী বা অপর কোন কু-চক্রী লোক দ্বারা কেহই হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। যদি করেন, কালক্রমে আইন ও অত্র লিপি অনুসারে তাহার দ্বিগুণ ক্ষতি পূরণের দায়ী ও দণ্ডে বাধ্য হওয়া ঐরূপ ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে উচিত।

অপর তেজচন্দ্রের উপর রায় বাহাদুর লছমীপৎ বাবুর কর্তৃত্ব ভার রহিল। উক্ত তেজচন্দ্র, যিনি আমার উপপত্নীর সহোদর, তিনিও নিয়মিত বাধ্য হইয়া সকলকেই রক্ষণাবেক্ষণ ও স্ববশে রাখিবেন, অন্যথা তিনি তফাৎ হইবেন। আমার পরিবারের অথবা মনোমোহিনীর

র্গভধারিণীর একটী লৌহ সিন্ধুক পরিপূর্ণ রজত কাঞ্চন ও জহর-খচিত অলঙ্কার রহিল, উহার চতুর্থাংশের একাংশ রাইমনির, এক অংশ মনোমোহিনীর এবং অপর বক্রী একাংশ আমার দত্তকপুত্র প্রাণধনের। মনের উদ্বেগ যে পর্য্যন্ত থাকে, সেই বিচলিত মনে পরস্পর কেহ কোন কিছুরি কথা বার্ত্তা উত্থাপন বা বাক্‌বিতণ্ডা না করিয়া আপন আপন স্ব-স্ব প্রাপ্য মূলধন অধিকার দখল করিবেন; ভুক্ত হইলে অবশেষ যেন তাহাতে কোন প্রকার প্রমাদ না ঘটে। সেইটীই আমার চির-সিদ্ধান্ত সর্ব্বনাশের মুল নিগূঢ় কথা !

বিষয় সম্বন্ধে তেজচন্দ্রের কোন সত্বাধিকার নাই,—কেবল ব্যয় সাকুল্য মাসিক ৩০৲ টাকা বন্দোবস্ত থাকিল,যাহাতে তাঁর ভরণপোষণ গুজরাণ হয়, তাহা দেওয়া আবশ্যক। তাহার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে পারিবে না।—বাহাদুর বাবাজীর পক্ষেও ঐরূপ নিয়ম ভুক্ত থাকিল। উত্তরাধিকারীগণ স্ব-স্ব সম্পত্তির অংশ, মূলধন, সঞ্চিতার্থ স্থাবর অস্থাবর ভূমি ও তৈজষপত্র, দেবাংশ, গুরুদক্ষিণা, পুরোহিত বিদায় ইত্যাদি ক্রিয়া কাণ্ডের জমাখরচ মীমাংসা করিতে চাহিলে সরকার ও সেরেস্তাদার দ্বারা তৎক্ষণাৎ সে হিসাব দেখাইতে হইবে, নচেৎ সমূহ সন্দেহ ও গোলযোগের সম্ভাবনা, অতএব যাহাতে এরূপ না হয়, সদত তাহার সতর্ক চেষ্টায় থাকা উচিত।

আমার জামাতা শ্রীমান্ বিনোদবেহারী বাবাজীর উদ্দেশার্থে ও পুত্রবধূ শ্রীমতী বিমলার অন্বেষণার্থে পরোয়ানা-সমেদ ডিক্রী জারীর হুলিয়া স্থানে স্থানে দেশবিদেশে ঘোষণা হউক, তাহাতে তাহাদের রূপ বর্ণন ও ২০০০৲ হাজার টাকা পুরস্কার লেখা হউক, সঙ্গোপনে স্থানে স্থানে, নগরে, গ্রামে, বনে, চত্বরে, গৃহস্থ লোকালয়ে, সন্ন্যাসী

আশ্রমে সকল স্থানেই গুপ্তবেশে গোয়েন্দা চর প্রেরণ করা হউক,—অধিক কি সাধ্যমতে ত্রুটি স্বীকার না করিয়া, বরং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের যাহাতে পালন হয় তাহাই করা হউক, ইহাতে নিরস্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নয়। যদিস্যাৎ তস্তী মহাশয়েরা এ বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করেন, তাহা হইলে পুলিষ ফৌজদারী কর্ম্মচারীরা স্ব-মতে সেই কর্ম্ম সমাধা করিয়া পারৎ পক্ষে গবর্ণমেন্ট হইতে যাহা ব্যয় নির্দ্ধারিত পত্র আসিবে তাহার খরচা দিতে হইবেক, ঐ খরচা সকলের অংশ হইতে কাটান যাইবেক,—অন্যথা নাই।—যাহা এই উইল্ দলীলে লেখা হইল, সমস্তই আমার নিজ স্বেচ্ছা ও সদ্‌জ্ঞানে সাব্যস্থ হইয়া স্বাক্ষরিত ইশাদীগণের বর্ত্তমানে আপন স্বেচ্ছামতে স্বাক্ষর করিলাম। ইতি

বিষয়ের নাম, পরিমাণ, আয় ব্যয়, অপরাপর সমস্ত অস্থাবর পদার্থের তালিকা উইলের রকমে লেখা হয়েছিল, সে পরিচয়ের অপেক্ষা নাই,—সংক্ষেপই সারোদ্ধার। উইলের ইশাদীগণের নাম স্বাক্ষর বাম পার্শ্বে, তেজচন্দ্র ও রায় বাহাদুরের স্বাক্ষর দক্ষিণ পার্শ্বে, তন্নিম্নে রায় ধনপতি সিংহ, সাং বর্দ্ধমান। ইহাই সমাগত সর্ব্বসমক্ষে দগ্ধশায়ী বৃদ্ধ অতি কষ্টে শ্রেষ্ঠে স্বাক্ষর কোল্লেন, রায় বাহাদুরের হস্তেই মূল দলীলখানি ন্যস্ত থাক্‌লো, অপর একলেই এক এক প্রস্থ নকল তুলিয়ে আপন আপন সুবিধার জন্য রাখ্‌লেন। লেখা পড়া শেষ হোয়ে গেলে কবিরাজ, সদারং ও বাহিরের অন্যান্য লোকেরা একে একে সে দিবস সকলেই বিদায় হোলেন। বাড়ীর লোকেরা দগ্ধশায়ী বৃদ্ধের যথাবিধি সেবা সুশ্রূষা কোত্তে লাগ্‌লো।

ক্রমেই রায় ধনপতি দিন দিন নিতান্ত ক্ষীণ হোয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লেন, পূর্ব্বেই উত্থান শক্তি, বাক্‌শক্তি রহিত হোয়েছিলেন, এক্ষণে গলায় ঘড়ঘড়ী পোড়্‌লো। এক আধ চাম্‌চে দুগ্ধ পেটে যাচ্ছিল, তাও কণ্ঠনলী বদ্ধ হোয়ে চুয়াল বেয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, ক্রমেই হস্তপদ সমস্তই শিথিলভাব, নাভীশ্বাস থেকে বক্ষশ্বাস ক্রমেই উর্দ্ধগামী ক্রমশই গতিক মন্দ,—নেত্রদ্বয় ললাটোন্নত ভাব,—জীবনের শেষ,—যন্ত্রণারও শেষ।

——00——

দ্বাত্রিংশতি কাণ্ড।

প্রভূত কৌতুক!—রহস্য ভেদ।

শোকে দুঃখে নিদারুণ মনস্তাপে দশ দিনে ঔষধ কেটে গেল। গৃহীত দত্তক-পুত্র প্রাণধন বাবুই এক্ষণে কর্ত্তার একমাত্র জল পিণ্ডের অধিকারী;—তিনিই পুণ্যশ্লোক ধনপতি রায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া থেকে শ্রাদ্ধ শান্তি পর্য্যায়ক্রমে সমস্তই মহাড়ম্বরের সহিত সমাপন কোল্লেন; পুণ্যবান্ ধনপতি রায়ের পুণ্য কর্ম্মে হৈ-হৈ শব্দ। আমন্ত্রিত, অনাহুত, অতিথি প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গের লোক আস্‌চে,—যাচ্চে,—ঢুক্‌চে,—বেরুচ্চে, মহাকোলাহল সমুত্থিত, সকলেই স্ব-স্ব কর্ম্মে শশব্যস্ত।—ভয়ানক ধুম্‌ধাম, প্রভূত আড়ম্বর।—"কে কার শ্রাদ্ধ করে, খোলা কেটে বামুন মরে!"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যাদেবী ক্রমেই অগ্রগামী, আবার পর-ক্ষণেই উত্তীর্ণ। সময়, কলের গাড়ী, জলের স্রোত, চন্দ্র সূর্য্যের গতি, এবং নারীর যৌবন কখনই হাত ধরা নয়। এরা কাহারও বাধ্য বা সাপেক্ষী নয়, কখন কারুর বাক্যের উপরোধীও নয়। সর্ব্বদাই স্ব-স্ব কর্ম্মে ব্যতিব্যস্ত, তিলার্দ্ধ বিশ্রামের অবসর নাই।

চন্দ্রদেব পশ্চিমাঞ্চল গগণে পঞ্চকলা সু-প্রকাশে হাজিরী দিলেন। আজ কৃষ্ণপক্ষীয় পঞ্চমীর রাত্রি। বউ আর আমি উভয়ে এক কক্ষ মধ্যে স্বভাবতই নানা প্রকার সুখ দুঃখের আন্দোলনে, ধনপতি রায়ের অশুভক্ষণে অকাল মৃত্যুর ঘটনা আদ্যোপান্ত চর্চ্চা কোচ্চি ;—এমন সময় টুং টাং কোরে পার্শ্বের ঘড়ি থেকে এক, দুই, তিন কোরে ১২টা বেজে জানালে রাত্রি দুই প্রহর।

আমন্ত্রিত লোক জন সকলে পরিতৃপ্ত হোয়ে যে যার চোলে গেলেন।—কেবল বাড়ীর লোক কয়েকটীর ভোজন মাত্র অবশিষ্ট। এমন সময় পার্শ্বস্থ কক্ষের দরজায় কারা এসে ঘা দিলে।—উপর্য্যু-পরি ক্রমশঃই সজোরে আঘাত!—শশব্যস্তে এক জন ঘরের ভিতর থেকে মুহূর্ত্ত পরে দরজা খুলে দিলে।—তিন জন লোক গৃহ মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন।

তেজচন্দ্র তাঁদের সমাদরে অভ্যার্থনা কোরে বসালেন, পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকা রাইমণি এসে তাদের হুকুম মত রাজকর্ম্ম কোত্তে লাগ্‌লেন। প্রথম পরিচয়ে এঁদের দস্তুরমত আলাপ পরিচয় চোল্‌তে লাগ্‌লো ; পাঠক! আগন্তুক ত্রয়ের নাম ও মূর্ত্তি আপনকার এক প্রকার পরিচিত। তেজচন্দ্র, বিরূপ বাবু, আর আমুদে পাগল সেই সদারং ভাড়।

খানিক পরে তেজচন্দ্র একটী পোড়্নীতে ধূমপান কোত্তে কোত্তে বিরূপ বাবুকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "দেখ্‌লে ভায়া!—বেটা‧দের কতদূর মস্তামী!—এন্নির মধ্যে ওদের মনে এতটা খল কপট;—আমি কি সাধে———"

কথায় বাধা দিয়ে বিরূপ বোল্লেন, "না যা বোল্‌ছো, তা সত্য বটে, কিন্তু যে কথার পরামর্শ কোচ্চো, সেটা বড় সহজে হবার নয়!—আমি এখন তাদের উত্তমরূপে চিনেছি। তোমার মত সাৎটাকে বাঁ ট্যাকে কোরে ঘুড়িয়ে নিয়ে আস্‌তে পারে!"

"আরে!—এই জন্যে আপনি এত ভয় কোচ্চেন, হা!—হা!—হা!—যড়চক্রে ভগবান ভূত! তা ও ব্যাটাতো কাল্‌কের ছেলে,—গাল টিপ্‌লে এখনও দুদ্ বেরোয়; তবে যা কিছু ঐ মুকুন্দে ব্যাটা।—আচ্ছা বেয়ে চেয়ে দেখাই যাক্ না কি হোতে কি হয়, কোথাকার জল কোথায় মরে! এই কোত্তে কোত্তে বুড়ো হোলেম, আর এই সামান্য একটা কাজ আপনার অনুগ্রহে কতে কোত্তে পার্‌বো না? না হয় নিজেই না হোলো, অপর লোকের মারফৎ?—ক্যামন্, এ আর না হোয়ে যায় না।—হোতেই হবে!—আঁ্যা—একেবারে নির্ঘাত শক্তিশেল———"

"বটে!—এমন ধারা?—এতদূর তুখড় লোকও তোমার সন্ধানে আছে?—হাত মুখ নেড়ে তেজচন্দ্র এই কথাগুলি সংক্ষেপে বোল্লেন।

"না থাক্‌লে কি আর অল্প সাহসে ভর কোরেছি! না আপনার কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কোচ্চি? তবু নিজে হাজার বুদ্ধিমান হই, হাজার চালাক্ হই,—তবুও একটা সৎ পরামর্শ বিদ্বানের কাছে জিজ্ঞাসা কোরে নেওয়া খুব সুচতুরের কাজ।—হুঁ! আমাদের যদি

বুদ্ধির গোড়ায় একটু বিদ্যে থাক্‌তো, তা হোলে আমরা পৃথিবীর রাজা হতুম্‌!"

"না এ সঙ্কল্প বড় মন্দ নয়! ছলে, বলে, কৌশলে শত্রুর দমন করাই প্রথা বটে; কিন্তু তুমি যে ফিকির ঠাউরেছ একেবারে অটুট্‌!—ব্রহ্মার বেদ!—ওর আর দেখ্‌তে শুন্‌তে নাই!—তবে কি-না একটা কাজ বড় খারাপ হোচ্চে;—সেটা তখন নিভৃতে তোমাকে জ্ঞাত করাবো।—এক্ষণে রাত্রিও অধিক হোয়েছে, আমাকে যেতেও হবে অনেকটা দূর, অতএব আজ্‌কের মত বিদায় যাচিঞা করি!" মৌন-স্বরে বিরূপের এই কটী সংক্ষিপ্ত উক্তি।

সদারং মুখ চোখ ঘুরিয়ে বোল্লে, "মশায় যেন গাড়ী তৈয়ারি, যেতে কোন কষ্টই হবে না, আমার দুর্দ্দশাটা কি হবে? তাই বোল্‌ছি, এ আপনাদের এখন নিজেরি-ই ঘর! আস্‌বেন, যাবেন আমিও কত কি খাবো, দাবো, কত কি উপদ্রব কোর্‌বো, এর আর কথা কি,—ভাব্‌নাই বা কি, কুটুম্বিতেই বা কি!—তাই বোল্‌ছি, আজ্‌কে আর গিয়ে কাজ নেই, এইখানে মচ্ছিমুলোয় আহারাদি কোরে, কাল্‌কের দিন্‌টাও অবস্থান কোরে গেলে ভাল হ'তো না?"

মৌখিক শিষ্টাচার জানিয়ে বিরূপ বাবু প্রফুল্লমুখে বোল্লেন, "... আপ্যায়িত হোলেম! যাতে আপনাদের সন্তোষ সাধন হয় করুন, আমার তাতে অমত নাই। তবে কিনা বিশেষ একটা বরাৎ আছে, সেখানে যেতেই হবে, অতি আবশ্যক, ভারি দরকার।—না গেলেই নয়!—এই জন্যেই এত তাড়াতাড়ি।"

আহারেও একান্ত সম্মত হোচ্ছিলেন না, শেষে তেজচন্দ্রের নিতান্ত

নুরোধ এড়াতে না পেরে অগত্যা আহারাদির আয়োজন হ'লো। তনজনেই একসঙ্গে আহারে বোস্‌লেন।

সদারং পরম হৃষ্টমনে তাড়াতাড়ি দুহাতেই ভোজন আরম্ভ কাল্লেন। "এ তরকারীটা খুব ভালো, রায়তাটা বড্‌ডিই লুন্ হোয়েচে, চুরীগুলো লম্বা লম্বা হোলে আরও সুস্বাদু হ'তো, লুচিগুলো সব ঘয়ে সেদ্ধ করা, এম্‌নি গরম্ রসগোল্লা চেয়েইতে পান্তা ভাত ভালো, াজো দই খেতে হোলে গরম্ গরম্ ঝাল ঝাল খেতেই মজেদারী াগে, ক্ষীর খাবেত ক্ষীর সমুদ্দুরে; এক আধ্ খুরি দাঁতের ফাটলেই কে থাকে! শুঁক্‌টী মাছ বলো, রিপুর কম্মো বলো, দেশলাই বলো, ালের মট্‌কাই বলো, এ সব আমিরী খাওয়া! এর কাছে খাশা াতাবী, সীতাভূ, মতিচুর মুখ ছাড়াতে খুব য্যাৎ বটে।—বেশ্ হিম্ হম্, ঝাল ঝাল, টক্‌টক্, তেতো তেতো মাল্‌পোগুলো——"

কৌতুকে বাধা পোড়্‌লো।—সিঁড়িতে পায়ের খশ্‌খশানি কটা শব্দ উঠ্‌লো। আস্‌তে আজ্ঞা হয়,—আসুন্, আসুন!" ালেই তেজচন্দ্র তাঁরে সমাদরে অভ্যর্থনা কোরে বসালেন। বাবু নজেই খাতির কোত্তে লাগ্‌লেন, পাঠক! লোক্‌টী অপর কউ-ই নয়, আপনকার সেই পরিচিত কবিরাজ, টিকিকাটা শরোমণি মহাশয়।

কণ্ঠস্বরে সদারংকে দেখেই কবিরাজের পেটের পিলে চোম্‌কে াল।—বোল্লেন, "তেজচাঁদ। মুইত এসেচি! থোড়াথুড়ি য্যাত্না হয় লখাবার দ্যাও। ঝুট্‌মুট্ বৈসে দেরি করা যায় না। বিশেষ ঐ লিক্ বাহাতুরে বেটাকে দেখ্‌লি মোর বেজায় ভয় লাগে। ভাগ্যিস্ র রোজ অ্যাৎনা বাৎচিত——"

গলার আওয়াজে কবিরাজের পোকে সদারং চিনতে পেরেই ত্রস্তভাবে বোল্লেন, "আরে কেও! কবিরাজ চাচা নাকি?—ভাল, ভাল! এসেচ?—টিকিটী গজিয়েছে কি?—আমি বলি বুঝি তুমি এলেনা, হ্যাঁগা তেজচন্দোর্ দাদা! শিরোমণি মশায়ের নেমন্তন্ন হয়েচে তো?"

"আরে পাগ্‌লা চুপ্ কোরে খাচ্চিস্ খা, তোর আর অত ফোঁপলদালালী কোত্তে হবে না!—সকল কর্ম্মেই চালাকী!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ্ বোলেচ দাদা! তুমি দিতে থাকো, আমি খেতে থাকি, তা বৈকি আমার অত কুট্‌কচালে কথায় কাজ কি দাদা? আঃ, হে—এ—এ—উ—উ!—দ্যাকো দাদা, আর গোটা কতক মতিচর পেলেই পরিতোষ হয়!—আঃ, হে—এ—এ—উ—উ!—শিরোমণি মশাই! আপনাকে আর কি বোল্‌বো, এ খ্যাঁট্‌টা এক প্রকার বোল্‌তে গেলে আপনারই কেরামতি!"

"ক্যানে মোর কেরামতি কোন্‌টা দেখেছ?" সংক্ষিপ্ত মর্ম্মে শিরোমণি কবিরাজের এইটী প্রশ্ন।

সদারং আরও যেন কিছু বকামো কোর্‌বেন, এই ভাবে মুখ-গ্রাস উদরস্থ কোচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁরে আর বোল্‌তে হ'লো না। তেজচন্দ্র নিজেই সে কথার ভূয়ো ভূয়ো প্রশংসা কোরে বোল্লেন, "সে কথা আর একবার বোল্‌তে,—আপনি হোলেন আমার দক্ষিণ অঙ্গ, আপনি সে সময় অমনতর ঔষধ ব্যবস্থা না কোল্লে কি সদা-রঙের আজ উদর পরিপূর্ণ হ'তো,—না আজ আমি এতটা বিষয়ের অধিকারী হ'তে পাত্তেম?—বাস্তবিক সদারঙ্‌কে বড়ো একখানা হাউড়ে পাগলা ঠাউরো না, ওটা একটা একটা কথা যা বলে,

অম্‌নি প্রাণের সঙ্গে কথা কয়!" চোখ মুখ ঘুরিয়ে ভঙ্গিভাবে তেজচন্দ্র কবিরাজের উভয়ত কথাটাই সাব্যস্থ।

এখন রাত্রিও অধিক হ'য়ে পোড়্‌লো, সকলের আহারাদিও সমাপন হ'লো। আহারান্তে অতিথিরা বিদায় চাইলেন, থাক্‌বার জন্য তেজচন্দ্র আরও একবার অনুরোধ কোল্লেন, কিন্তু তাঁরা থাক্‌লেন না। মোক্তার বিরূপ বাবু ও সদারং একত্রেই এক গাড়ীতে বিদায় হোলেন, পরিচারিকারাও সকলে চলে গেল, কেবল শিরোমণি মহাশয়ের যাবার মাত্র অপেক্ষা থাক্‌লো। অবসর ক্রমে আমরাও উভয়ে আহারাদির পর বিশ্রাম শয্যায় শয়ন কোল্লেম। এদিকে ক্রমেই রাত্রি গভীর, ক্রমেই নিশুতি!

ত্রয়োত্রিংশতি কাণ্ড।

বিপরীত মন্ত্রণা!—আবার সেকের পো!!

রাত্রি দুই প্রহর দুইটা অতীত।—আকাশে মেটে মেটে জ্যোৎস্না, অল্প অল্প মেঘ, নক্ষত্রমালা নিষ্প্রভ,—পঞ্চকলা চন্দ্রমা মন্থরভাবে ধরাতলে সুশীতল কিরণ বর্ষণ কোচ্ছিলেন,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে জলধর ক্রোড়ে লুক্কায়িত।—ক্রমশই মেঘ,—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ,—ধরণী অন্ধকার।—আকাশের ন্যায় আমারও মন সেইরূপ চিন্তা-তিমিরাচ্ছন্নময়ী!

চড়্ বড়্ শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো, ঝমাঝম্ মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাতাস।—হৃদয়েও তদ্রূপ প্রবল চিন্তা, তার উপর সদারং আর বিরূপ বাবুর অদ্ভুত রসিকতা, তেজচন্দ্রের গুপ্তকথা ! সেটি কি,—জান্‌তে ইচ্ছা হোচ্ছে ; কে বোল্‌বে ?—কাজেই নিদ্রা নাই। কত কি ভাব্‌লেম, কত কি সিদ্ধান্ত কোল্লেম্, কতবার আবার সে ভাবের খণ্ডন হ'লো, কিছুতেই কিছু নিগূঢ় মীমাংসা সাব্যস্থ হ'লোনা, অবশেষ নানা চিন্তায় জড়ীভূত হ'য়ে পোড়্‌লেম। স্বভা-বতই সমস্ত রাত্রি পাপচক্ষে নিদ্রা হ'লোনা, এমত নয় ! চিন্তাকুল চঞ্চল-চিত্তের চিত্র আপনাআপনি নিরীক্ষণ কোত্তে কোত্তে আর একটী দুরূহ ব্যাপার উপস্থিত !—সহসা খিল্ খিল্ শব্দে একটা হাসির গর্‌রা উঠ্‌লো !—কাক্‌তন্দ্রার চট্‌কা ভেঙ্গে গেল, শুন্‌লেম কারা যেন কথা কোচ্চে,—অতি ভয়ঙ্কর কথা !—বউ ঘুমুচ্চে,আমি আপনাআপনি একবার বোল্লেম, " কি উৎপাত !—হরি,—হরি,—কি পাপ বালাই !"

আওয়াজে বুঝ্‌লেম, তিন চারটী লোক নিভৃতে কথা কোচ্চে, কখন আস্তে, কখন জোরে ; কিন্তু আমারই শয়ন কক্ষের পার্শ্ব হ'তে এইরূপ কথোপকথন হ'তে লাগ্‌লো।

একটী পরিচিত স্বরের সঙ্গে আর একটী খোঁনা নাঁকিস্বরে খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠ্‌লো !—বোল্লে, "এঁই এঁকঁটা সাঁওাঙ্য ভূঁশ্চ্ কাঁঙেঙ্ লেঁঙে ভোরে অাঁাংঙা চেঁল্লাঁ চিঁলিঁ !—তোঁবাঁ !—তোঁবাঁ !—তোঁবাঁ !—ঠঁক্‌টাঁচাঁরঁও যাঁমঁঙ্——"

"আরে হেসেই গোল কোল্লে যে ছাই !—যা-যা বোল্‌ছি আগে সব আগাগোড়া সম্‌জাও, তার পর উত্তর দাও।" অতি মৃদু নম্র-ভাবে দ্বিতীয় স্বরের উত্তর ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

"হাঁ, হাঁ, হাঁ !—সাচ্ বাৎলেচেন !—ব্যাগার-ত নয় !—কাজের কথা ইয়াদ্ করো, কাজের বাৎচিত করো। ঝুট্মুট্ কার্দ্দানিতে কি ফ্যায়দা, কি কাম ?" তৃতীয় স্বরের এইটীমাত্র সজোর উত্তর।

কারা এত রাত্রে কথা কোচ্চে, জান্‌তে একান্ত ঔৎসুক্য হ'লো। একটা ঘুল্‌ঘুলি দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দেখি, তিনটী লোক মুখো-মুখী একত্র হ'য়ে বোসেছে,—সে ঘরে আর অপর কেউ-ই নাই। কেবল তেজচন্দ্র, টিকিকাটা বৈদ্য শিরোমনি মহাশয়, আর একজন সেই নবদ্বীপের নাক্‌কাটা মাঝির-পোর মত। তিন জনেই ধ্যানে-শ্বরীর ধ্যান কোচ্চেন, আর মধ্যে মধ্যে মন্ত্রণা আঁট্‌চেন।

এক হাত ফির্‌লো।—সকলেই চম্‌চমে, সকলেই স্ব-স্ব স্বভাব-সিদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লেন। খানিক পরেই তেজচন্দ্র বোলে উঠ্‌লো, "কিন্তু সে বড় তুখড় লোক, খুব সাবধানে এ কাজ কোত্তে হবে, যেন কেউ না জান্‌তে পারে !—জান্‌তে যা জান্‌লেম আমরা এই চারটী লোক ; আমি, সেকের-পো, ঠক্‌চাচা, আর বিরূপ বাবু। যদিও চার জনের মধ্যে এক জন ধরা পড়ি, কি কোন ফ্যাশাদে পোড়্‌তে হয়, খবরদার! এই চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী, খোদা তাল্লার দোয়া, মা বাপ কোর্ব্বানি কোরে কিরা কোর্‌বে, যেন কোন মতে এ কথা উনকোশে প্রকাশ না হয়,—কেউ না শুনতে পায়।" এই বোলেই আর এক হাত ফির্‌লো।

প্রিয় পাঠক! স্মরণ রাখুন, কবিরাজের পো, শিরোমনি মশাই, সেই কাঁড়াদাস্, পঞ্চানন্দের সাথি ধূর্ত্ত ঠক্‌চাচা!—সদারং এঁরই জন্য টিকিটী কেটে নিয়েছিলেন, ইনিই সেই ছদ্মবেশী বৈদ্যের পা। এক জন ধ্যানেশ্বরীর মস্ত উপাসক, এখানে তেজচন্দ্রের সাথি!

তিনিই এই ষড়যন্ত্রের মধ্যস্থ একজন প্রকৃত নায়ক। সহসা তেজচন্দ্রের কথায় জিব কেটে বোল্লেন, "থো আল্লা! এমন হারামী, অ্যাজুর বেয়াদবী কে কোর্‌বে?—আপনারিই নেমক্ খাবে——"

কথায় থাবাড়ি দিয়ে নাক্‌কাটা সেকের পো গম্ভীরভাবে বোল্লে, "বাঁবুঁ!—তাঁর লেঁঙে আঁপ্‌ণি অ্যাৎণা পিঁছ্‌পাঁও হঁবেঁঙ্ ণা! আঁণুই সঁব যোঁগাঁড় কোঁরেঁ দেঁব, যাঁতেঁ আঁপ্‌ণার ঠিঁক্ হুঁশিঁয়াঁরীতেঁ কঁতেঁ কোঁত্তেঁ পাঁরিঁ ঐঁ কোঁর্‌তেঁই হঁবেঁক্! আঁপ্‌ণি এঁখঁণ্ ণোদেঁর দুঁজঁণ্‌কেঁ কিঁ ঠেঁউরেঁচেঁণ্?—ণোরাঁ সঁব্ পাঁরিঁ, তঁবেঁ বাঁবুঁ পেঁটেঁর জ্বাঁলাঁয় ক্যাঁবঁল্ ঐঁ কাঁণ্ডটী বাঁকিঁ ছ্যাঁলেঁ। তাঁও আঁপ্‌ণাঁর্ আঁর ঘোঁড়াঁথুঁড়িঁ ঠঁক্‌চাঁচাঁর উঁপ্‌রেঁ বাঁধেঁ রাঁজিঁ হঁচ্চিঁ।—লেঁকিঁণ্ দ্যাঁকেঁণ্ বঁড় বাঁবুঁ!—টঁ্যাকাঁ পৈঁলেঁ সঁব্ চুঁকিঁয়েঁ দিঁতেঁ হঁবেঁক্, আঁগেঁ মুঁড়িঁ রেঁকেঁ তাঁর পঁর কোঁপঁ্!"

"অবশ্য, এ কথা হাজার্ বার বোল্‌তে পার বটে।—কিন্তু সেটা আগে অর্দ্ধেক আর পরে অর্দ্ধেক নিলে ভাল হয় না?" হাত মুখ নেড়ে তেজচন্দ্র ঠক্‌চাচাকে মধ্যস্থ কোরে এই কথাটী বোল্লেন।

অধোমুখে মৌনস্বরে ঠক্‌চাচা—বৈদ্যরাজ শিরোমণির মুখে এক মুহূর্ত্ত কোন উত্তর নাই,—পুনর্ব্বার প্রশ্ন হ'লো,—সেই ভাব! সেই স্বরে তেজচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি বলো মিয়া ঠক্‌চাচা! এ কথায় চুপ কোরে রৈলে যে?"

"কি বোলি, এই কি সামান্য মগ্‌দুরের বাৎ কর্ত্তা!—বোল্‌তে আঙে কাঁটা এসে!—আদৎ আদ্‌মি একটার উপরি নির্ঘাতে দাগাবাজী করা, ফের তাতেও আবার হুকুম করেন্ কি না, টাকা ভুকিস্তি বরাৎ! অ্যাৎনা——"

কথায় বাধা দিয়ে কাক্‌কাটা সেকেরপো একটু ঈর্ষাভাবে হঠাৎ উঠেই বোলে, "এঁহোঁ গোঁ মাঁমুঁ, ওঁগোঁ চাচার্‌পো!—আঁর ট্যাকাঁর কাঁজ্‌ ভিঁ!—চ-চ!—হিঁ!—বাঁবুঁ সেঁবেঁও কুঁড়ে হাঁজার্‌ ট্যাকাঁ, তাঁও আঁবাঁর অ্যাৎভা ঘোঁর কেঁর্‌, কোঁরে বাঁ!—ভাঁরী খাঁস্‌খঁপঁর্‌ কাঁম্‌টাঁ ভাকিঁ,—বঁরাঁৎ তাঁতেঁ চুঁকিঁস্তিঁ! তাঁর পঁর ধিঁই ফাঁকিঁ আঁর কিঁ! চগোঁ চ মাঁমুঁ, রাঁস্তিঁর্‌ তোঁপ্‌ যঁড়িঁ হ'লেঁ এঁসেঁ, আঁর ওঁ——"

ঠক্‌চাচা সেকের পোর গা টিপে কৃত্রিম বিরক্তিভাবে বোল্লেন, "তবে আইজার মত বিদায় দ্যান্‌!—আমায় খুব ফজিরে এক্‌টা আদ্‌মির সাতে মোলাকাৎ কোত্তে হবে। বহুৎ দ্যের্‌—ঝুট্‌মুট্‌ চল্লাচেল্লি ঝামেলির ফ্যায়দা কি?—মোর একরার গণ্ডা যদি মেহের-বাণী কোরে দিলিয়ে দ্যান্‌, বড্‌ডো দরকার বাবু। তা হ'লে ভারি——"

তেজচন্দ্র মৌখিক নম্রভাবে উদাস হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে উভয়-কেই আবার হাত ধোরে টেনে বসালেন, এক এক পাত্র আবার ঘুরে গেল, পূর্ব্বমত আবার সকলের মেজাজ্‌ ঠাণ্ডা হ'লো। অবসর পেয়ে বোল্লেন্‌, "দ্যাখো, এ বিষয়ে আমি কিছুই অন্যায় বোলিনি। ভালো চাচার পো, তুমিই বিবেচনা করো দেখি, যদি কর্ম্ম ফতে না হয়, কাজ নিকেশ্‌ কোত্তে না পারো, তা হ'লে কি তুমি আমার টাকাগুলো ফিরে দেবে?"

"আচ্ছা, যদি আপনার এৎবার না হয়,—মোর পাশ উসুল্‌ টাকা জমা রাখুন, কাম ফতে হ'লে আপনার সে দলীল জ্বালিয়ে দেওয়া যাবেক্‌!—ক্যামন্‌, যেটা বোল্‌চি, দিলের মধ্যে ইয়াদ্‌ হোচ্চেন

কি না?—বড় বাবু! মোরা ত্যামন্ নট্‌খটীর আদ্‌মি নই, তাই দ্যাকেন্ না কেন, আপনকার হাল্ ফিল্ কাম্‌টা——"

ডাইনের দিকে একটু ঘাড়্‌টী নত কোরে শিষ্টাচার জানিয়ে প্রফুল্ল-মুখে তেজচন্দ্র বোল্লেন, "হাঁ, যাতে আমার উপকার দর্শেচে,—অবশ্য সেটা মান্য কোত্তেই হবে! হাঁ, চাচার পোর অষুধের জোরটা খুব বটে।—এ কথা স্বীকার কোরি, আর তার জন্য যা দেবো বোলে অঙ্গীকার কোরেছি, অবশ্য তা এখনি-ই দেবো। বরং আরও দশ টাকা তাতে বোক্‌শিস্ দিতে রাজি আছি।"

হাত মুখ নেড়ে সেকের পো বোল্লে, "তাঁ-তাঁ-তাঁ! সেঁটী হঁবেঁঙ্‌ঙাঁ।—কঁত্তাঁ বাঁবুঁ, আঁঙুঁই কাঁরেঁও মঁধ্যিঁস্থি কোঁরেঁ টঁ্যাকাঁ বঁরাঁৎ রাঁখ্‌তেঁ দেঁবঁঙা, ঙ্যারাঁ ব্যাঁল্‌তঁলাঁয় কঁ দঁফেঁ যাঁয়ঁ?—ঙাঁ বাঁবুঁ ঙশাঁই! অ্যাঁৎঙা অ্যাঁঙ্‌নাঁঙায়ঁ আঁঙুঁই——"

"ক্যান্‌রে ব্যাটা?—এ আবার তোর হ্যাঙ্গামা কি হ'লো?"

"আঁর! বাঁবুঁ, সেঁ দুঁষ্কুঁর কঁত্তাঁ আঁপঁঙাকেঁ বঁহুঁৎ কিঁ বাঁৎলাঁই! সেঁ বঁহুঁৎ মুঁস্কিঁলেঁর বাঁৎ ইয়াঁদেঁ।—ঙা-ঙা-ঙা-বাঁবুঁ! চাঁচার পোঁকেঁ ঙাঙুঁই পিঁত্যুঁই কোঁত্তেঁ জঁবঁরঁদঁস্তিঁ বাঁবুঁ, ঙারাঁজিঁ বাঁবুঁ! যেঁস্তিঁ বাঁতেঁ ক্যাঁয়দাঁ কিঁ বাঁবুঁ! আঁঙুঁই——"

ত্রাস্তভাবে শশব্যস্তে তেজচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আচ্ছা, চাচার পোকে তুমি বিশ্বাস করো না, এর কারণটা কি? কি হ'য়েচে?"

"বাঁবুঁ সেঁ বঁহুঁৎ দুঁষ্কুঁর কঁত্তাঁ! ওঁরিঁর্ লেঁঙে মোঁর ঙাকঁ্টী খোঁয়াঁ গিঁয়েঁচেঁ।—অ্যাঁখঙ্ সেঁ পীঁড়্‌বাঁবাঁই বাঁ কোঁত্তাঁ, পঁঞ্চাঁঙন্দোঁইঁ বাঁ কোঁত্তাঁ?—আঁর সেঁ মাঁলঁপঁত্তঁর মোঁহঁর বাঁ এঁখঁঙ্ কোঁঙ্‌ঙেথাঁক্‌লোঁ! ছিঁ! বাঁবুঁ!—যাঁরঁ ধঁঙ্ তাঁরঁ ধঁঙ্‌ঙর্ ঙেতোঁয়ঁ মাঁকেঁ দঁইঁ।' অ্যাঁখঁঙ

আঁন্নাঁ কঁরেঁ কিঁ তাঁভারাঁ খোঁষ্ঁ দিঁলঁ খুঁসিঁতেঁ ফিঁরেঁ আঁসঁতেঁ পাঁরেঁও!—আঁর খোঁদাঁর পাঁশ্ঁ এঁই দোঁয়াঁ দেঁই, যেঁ্যইঁ যেঁ কেঁষ্কোঁ গঁঙেশ্ঁ বাঁবুঁ——"

তেজচন্দ্রের মুখ পূর্ব্বের চেয়ে আরও প্রফুল্লিত হ'লো, সেই সতর্ক-প্রফুল্লমুখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেন কেন? চাচার পোকে এত অবিশ্বাস কেন?—হ্যাঁ, সেকের পো? কথাটাই কি বলোনা, এর আর অত ভয় কোচ্চো কেন?—তোমার নাক্‌টী কেমন কোরে কাটা পোড়্‌লো, সেই কথাটী আমি শুন্‌তে চাই,—এ কথাটী আমাকে বোল্‌তেই হবে, নৈলে——"

নাক্‌কাটা সেকেরপোর মহাবিভ্রাট্‌!—উভয় শঙ্কট! নাকের কথা,—কাট্‌লো কেন, বোল্‌তে নারাজ! পাঠক মহাশয়! স্মরণ করুন, সেই বাগানবাড়ীর ঘাটে একটী যুবাও এইরূপ প্রশ্ন কোরেছিলেন, কিন্তু আশায় সফল হন্‌ নি;—পুনর্ব্বার আজ সেই কথা,—সেই দুরন্ত গোপনীয় কথার প্রশ্ন হ'লো!—না বোল্লে, মহাফ্যাশাদ্‌ উপস্থিত! পাওনা টাকা, লভ্যের টাকাটা মাটী হয়,—কি কোর্ব্বে, একান্ত বোল্‌তেই হ'লো;—কুল রাখ্‌তে শ্যাম যায়, শ্যাম রাখ্‌তে গোপীর কুল যায়! কিছুই তদন্ত হচ্ছে না, মীমাংসা চুলয় যাক্‌ বরং সেই বিচিত্র মাম্‌দোভূত মূর্ত্তিখানি ততোধিক বিষণ্নতা পরিপূর্ণ হ'তে লাগ্‌লো, সেই অধোম্লান মুখে গম্ভীরস্বরে উত্তর হ'লো, "আঁর বাঁবুঁ! সেঁ দুঁক্ষুঁর কঁত্তাঁ, মোঁকেঁ পুঁচ্‌—ইঁয়াঁদ্‌! সেঁ বাঁৎলাঁতেঁ মুঁই নাঁরাঁজ্‌ বাঁবুঁ! সেঁ বাঁৎ দুঁড়িয়াঁদাঁরীঁর্‌ কাঁকঁর পাঁশ্‌ কৈঁতেঁ মোঁর ডঁর লাঁগেঁ।—বাঁবুঁ মেঁহেঁরবাঁণি কঁরেঁও্‌ তোঁ আঁজঁ বিঁদাঁয় হুঁই, ফেঁ্যর্‌ বিঁ দোঁসঁরাঁ রোঁজঁ হুঁজুঁরের সাঁথেঁ মোঁলাঁকাঁৎ হঁবেঁও্‌। দ্যাঁকেঁও্‌ বাঁবুঁ!

আঁশু ই বঁড় ড়িঁ গঁরিঁবঁ, আঁপঁ ণি আঁমীঁর আঁদঁ মি!—দোঁই বাঁবুঁ, মোঁর বাঁল বাঁচ্চা সঁবুঁ খাঁঙা পিঁঙা বোঁগঁর ছুঁকেঁ মোঁর তেঁ লেঁগেঁছেঁ! আঁপঁ ণি মঁস্তঁ আঁমীঁর! খোঁড়াঁই ওঁ জঁর কোঁরেঁ দ্যাখেঁও, যেঁও বাঁবুঁ! মোঁর আঁর দোঁস্ রাঁ কৈঁ ওঁ াই!"

সেকের পোর কাকুতি মিনতি বাক্যে বিশেষ কার্য্যের গূঢ়ত্ব বিবেচনায় তেজচন্দ্র ঠক্‌চাচাকে চুপি চুপি কাণে কাণে কি বোল্লেন, সে কথায় ছদ্মবেশী বৈদ্যরাজ নাক মুখ শিঁকুটে ঘাড় নাড়্‌লেন, আভাষে সম্পূর্ণ অসম্মতির ভাব স্পষ্ট প্রকাশ্যরূপে লক্ষিত হ'লো।

মুহূর্ত্ত পরেই তেজচন্দ্র সবিস্ময়ে আবার ত্রাস্তস্বরে বোল্লেন, "ক্যামন্! এতে আর কথা কি?—মত তো?"

শিরোমণি পূর্ব্বমত গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "কন্ কি?—যদি মোদের দুজনাকে দুটী হাজার দিতে পারেন, তবে পারি!— নৈলে মোদের কর্ম্ম নয়।"

"চাঁচার পোঁ? বাঁবুঁ কিঁ হুঁকুঁ ও কোঁচ্চেঁ ও?" সাগ্রহে সেকের পো বৈদ্য শিরোমণিকে এইটী জিজ্ঞাসা কোল্লে। প্রায় দশ মিনিটের পর বৈদ্যরূপী ঠক্‌চাচা বোল্লেন, "বাবু দুজনাকে কুল্লে হাজার টাকা দিতে চান।"

তেজচন্দ্র খানিকক্ষণ ঠাউরে ভেবে বোল্লেন, "আচ্ছা তাই দেওয়া যাবে, কিন্তু খুব সাবধান হ'য়ে কাজ কোত্তে হবে, ধরি—মাছ না ছুঁই পানি।"

ঠক্‌চাচা আর সেকের পো দুজনে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "আর বাবু, এ আবার এক্‌টা কামের মধ্যে কাম্!—এর মত ক্যাৎনা ক্যাৎনা——"

বাধা দিয়ে তেজচন্দ্র হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "পহিলে মোর বাৎ খেয়াল্ করো, ওহে ভাই। তোমরা এখন হাস্‌চো বটে,—কিন্তু কাজটী বড় শক্ত!—যে ভুগেছে সেই জানে, তোমরা সবে এই এ কর্ম্মে নেমেচ,—কখনো ভোগোনি,—তাই অমন্ কথা বোল্‌ছো।"

সেকেরপো ব্যস্তভাবে হাত মুখ নেড়ে বোল্লে, "তাঁড়াতাঁড়ি কিঁ মঁশাই! আঁপঁ্‌ন্ডি কিঁ বঁলেঁঙ্?—আঁখেঁরের্ গাঁ্যঁকোঁ ছেঁলেঁ খেঁতেঁ, আঁজ্ আঁপঁ্‌ন্ডি বঁলেঁঙ্ কিঁঙা———"

আবার কথায় বাধা পোড়্‌লো।—চাচারপো কবিরাজ মশাই বোল্লেন, "যাক্, ওসব বাজে কথা এখন রেখে দাও, কাজের মৎলব করো—ক্যামন, এৎবার রোজ যখন বাগান্ থেকে গাড়ী কোরে আস্‌বে, সে বখৎ কাজ ফর্শা হবে-ত?"

তেজচন্দ্র মুখভঙ্গি কোরে বোল্লেন, "নাহে না! এখন আর গাড়ী ঘোড়া নাই।—খালি ঘোড়া সওয়ারেই দেখ্‌তে পাই, গাড়ী চড়েন্ না। এক রকম বেশ্ সুবিধা আছে।"

সেকের পো মাম্‌দো গোলাম্ হাত মুখ নেড়ে বোল্লে, "এঁ আঁচ্ছাঁ। জঁবঁর্ মঁৎলঁব্ হঁ'য়েঁচেঁ, আঁরে হাঁজাঁর্ হোঁকঁ্ মোঁরাঁ হাঁল্‌ফিঁল্ এঁই কাঁম্‌ কোঁত্তেঁ ছিঁ কিঁঙা, মোঁদেঁর কাঁচেঁ ছিঁপিঁয়ে থাঁকঁ্‌বাঁর জোঁটী ভাঁই?—এঁ আঁরঁ কেঁউঁ জাঁঙ্‌তেঁ মঁগ্‌ছুঁর্ হঁবেঁঙ্ না! ক্যাঁমঁঙ্ বাঁবুঁ!—আঁপঁ্‌ন্ডাদেঁর সেঁই বঁড়্‌কা বাঁগিচাঁয় তঁ?"

"হাঁ, সেই সবুজি বাগানে।"

"তঁবে আঁজ মুঁই যাঁই বাঁবুঁ।—কোঁয়ের্ শঁঙিবাঁর রোঁজ মোঁর্ সাঁথেঁ মোঁলাঁকাঁৎ হঁবেঁঙ্।" এই বোলেই নাক্‌কাটা মাম্‌দো নর-পিশাচ খঞ্জনগতিতে সট্ কোরে গৃহ হ'তে চলে গেল।

মাম্‌দোগোলাম চোলে গেলে পর শিরোমণি মহাশয় একটু মুহু মুহু হেসে বোল্লেন, " কেমন, এখনত আপনার কাম দোরস্ হ'লো ?"

তেজচন্দ্রও সেইরূপ স্বরে উত্তর দিলেন, " হাঁ, তা হ'য়েছে বটে, কিন্তু শেষ না হ'লে বিশ্বাস নাই। হাজার হোক্, প্রাণের ভয়টা সকলেই কোরে থাকে।" এই পর্য্যন্ত বোলে একটু চিন্তা কোরে পরক্ষণেই আবার বোল্লেন, " হাঁ, ভাল কথা,—তুমি যে সে দিন বোল্‌ছিলে কার কথা—আচ্ছা, সে কথা এখন থাক্; আগে দেখা যাক্, কিসে কি দাঁড়ায়,—যদি এই ফিকিরে দুটী কাজ একত্রে হাঁসিল হয়, বহুৎ আচ্ছা !—না হয়, এক্‌টা এক্‌টা কোরেই হোক্, এর পরে তখন দেখা যাবে। কিন্তু এখন যাতে তোমার সেকের পো সম্মত হয়, সেই চেষ্টাই আগে,—সেই উপায়ই মুল। আগাগোড়া বুঝে———"

"আবার আগাগোড়া আপনার কি সম্‌জাতে বাকী রৈল, এখন কেবল রুধির, আর কাজ ফর্শা !" ঠক্‌চাচা বাধা দিয়ে তাঁকে এই উত্তরটী কোল্লেন।

" সে জন্য তোমার কোনো চিন্তা নাই,—তুমিত জানই, এ সকল কর্ম্মে আমার যেমন আয়,—তেম্‌নি ব্যয়। এই সেদিনকার তোমার ৫০০৲ টাকা পাওনা, আমিত দিতে নারাজ নই, বা পিছ্‌পা নই, টাকার জন্য তোমার কোনো ভয় নাই। তবে কি জানো, একটা কথা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ শেষ না হয়, কারুর হাতে যাবো না।—এইটীই আমার মনের কিন্তু।"

" সেইটীই কিছু শক্ত কথা ! আপনি হোলেন আমাদের মাথা, এতে কি আর অন্য কোনো প্রবঞ্চনা খেলাপ আপনার সঙ্গে সাজে ? তবে পাঁচবার আপনার নেমক্ খেয়ে প্রতিপালন হ'য়ে আস্‌চি,

অবশ্য একবার একটা কাজ পয়সার লোভে—না হয় আপনকার অনু-রোধে এখন অর্দ্ধেক শেষ অর্দ্ধেক।" এইকটী কথার পরে উত্তর প্রতীক্ষায় ঠক্‌চাচা ধূর্ত্ত দৃষ্টিতে তেজচন্দ্রের মুখপানে চেয়ে রৈলেন।

একটু বিবেচনা কোরে তেজচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, সেকেরপোকে আগে কত দিতে হবে!—সে কত চায়?"

"আন্দাজ হাজার,—দেড় হাজার।"

"হাজার, দে—ড়—হা—জা—র!—এত? তবে তোমার কি থাক্‌বে?" সাশ্চর্য্যে তেজচন্দ্রের এইটী সংক্ষেপ প্রশ্ন।

"আমিত এতে নাই।—তবে যদি যৎকিঞ্চিৎ দালালীটা আস্‌টা ফাঁকে ফাঁকে হয়, তাও বটে—বিশেষ আপনকার অনুরোধ এড়াতেও পাচ্ছি না, এই জন্যেই অ্যাৎনা মাথা ব্যথা। তবে এতেও যদি আপনি অস্বীকার হন, নারাজ হন, নাচার? আপনার জন্যে আমিও পাপের ভাগী হবো, এতে লাভ কি? বাপ্‌রে, কর্ম্মের পায়ে সেলাম!"

"না—না—না! আমিত কমের কথা কিছুই বোল্‌ছি না, কিম্বা তোমাকেও এ কর্ম্মে লিপ্ত হ'তে বোল্‌ছি না,—বিধিমতে চেষ্টা পাওয়াটা কি ভাল হয় না?—বোল্‌ছিলেম এক কথা—সে কেবল তোমারিই জন্যে;—এতে তুমি রাগ কোরোনা। কিছু কম হ'লে ভাল হ'তো না? আর একান্তই যদি না হয়, তবে তাই-ই স্বীকার। কিন্তু দেখো ভাই, যেন ভুলো না!—আমি তোমাদের হাতেই আমার উত্তরকালের আশাভরসা সমস্তই সমর্পণ কোরেছি,—বোল্‌তে কি দুনিয়ার মধ্যে তুমিই এখন আমার হিতৈষী বান্ধব। এ যাত্রা তোমারই সাহসে, তোমারই বুদ্ধিবলে আমার যত কিছু,—তুমি আর বিরূপ

বাবু না থাক্‌লে আমার কোনো গত্যন্তর নাই।" এই বোলেই একটী হাত-বাক্স খুলে এক তাড়া নোট থেকে ২০০০৲ টাকার দুকেতা নোট বাহির কোরে দিয়ে বোল্লেন, "আপাতক এই দু-হাজার সাবেকী তোমার পাওনা, আর ৫০০৲ তোমার ঔষধপত্রের খরচা, আর এই ১০০০৲ এক হাজার অগ্রিম স্বরূপ দিলাম। তোমার বখেয়া সব চুকিয়ে পেলে, মোদ্দাখানা কাজ শেষ হ'লে আর এক হাজার দেবো। ক্যামন, এখন হ'য়েছে ত?—আমি সে রকম তঞ্চকের মানুষ নই! ষোলআনা কাজ কোর্ব্বে, বরং তার উপর আরও এক আনা ধোরে দেবো, এইত সিধেশাদা বুঝি।"

ছদ্মবেশী ঠক্‌চাচা কবিরাজ শিরোমণি আহ্লাদে প্রফুল্ল হ'য়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "তাইত বলি, এমন সাউকোড়্ বাবু আর কখনিই পাবোনি। জান যায়, তব্বি কবুল, তেবু আপনার কামে কখনিই নেমক্‌হারামী কোত্তে পার্ব্বো না, আর মুই যখন মা এর মদ্যাত্তি, তখন হুজুরের কামে না ছোড়্ বান্দা;—কোনো গাফেলী হবেক্ না।" বোলেই ভরতপুরের কেল্লাজিতের মত প্রমত্তভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে চাচা চোলে গেলেন।

এদিকে তেজচন্দ্র বাবুও মনে মনে কালনেমীর লঙ্কাভাগের মত আনন্দে সাঁতার খেল্‌তে খেল্‌তে তাদের কথা দৈববাণীর মত জ্ঞান কোত্তে লাগ্‌লেন, মনে মনে যে পর্য্যন্ত কৌশলচক্রে কৃতকার্য্য না হোচ্চেন, সে পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তা তাঁর মন থেকে কোনোমতেই যাচ্ছে না। যথাসর্ব্বস্ব যায়, সেও স্বীকার;—তবুও যে কাজে প্রবৃত্ত হ'য়েছি, তা সমাধা কোত্তেই হবে! সেই দুর্ভাবনাই এক্ষণে মূর্ত্তিমান, স-প্রবল।

চতুস্ত্রিংশতি কাণ্ড।

নিমন্ত্রণ যাত্রা।—সাক্ষাৎ বন্ধু।—সন্দিগ্ধ পরিচয়।

রজনী প্রভাত।—গত রাত্রের দুর্যোগ কেটে গেছে, প্রচণ্ড বায়ুদেব এখন প্রশান্ত মুর্ত্তি ধারণ কোরেছেন, জলদজাল ছিন্নভিন্ন হ'য়ে নীলাম্বরে মিলিয়ে গেছে। আকাশ নির্ম্মেঘ,—নির্ম্মল। পূর্ব্ব গগণে ভগবান্ মরিচীমালী ফুল্লমুখে ধীরে ধীরে সন্দিগ্ধ নায়কের ন্যায় উঁকি মাচ্চেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণে, চিন্তায় পরিশ্রান্ত হ'য়ে ঊষাকালেই শয্যা হ'তে আমরা উভয়েই গাত্রোত্থান কোরেছি, অন্যমনস্কভাবে কতই ভাবান্তর, অস্থির। গত রজনীর বিপরীত কৌশলচক্রই মানসিক চিন্তার ভয়াবহ কারণ। সে বিষয়টী কি,—কার কথা,—কিছুই জানা নাই!—মুলকথা টাকা কবুল্,—সমস্তই আগুরী, কেবল ১০০০৲ টাকা ফাজিল্ বাকী।—সাবেকী টাকার নগদ দেনা পাওনা, বাগানে কর্ম্ম শেষ,—কিসের কর্ম্ম শেষ,—সেই চিন্তাতেই বিষম উৎকণ্ঠ, আগ্রহ, এমন ভয় পূর্ব্বে আর কখনই হয়নি। কি ভয়ানক কুচক্র!—সেই কুচক্রের পরামর্শে দুরাত্মা মামদোগোলাম এখানে, ঠক্চাচার চিকিৎসা সূত্রে মৃত ৺ ধনপতি রায়ের মড়ার দেহে খাঁড়ার ঘা!—উঃ! কি দারুণ মহাপাপ!—পাপস্পৃহার কি কালচক্র, কি কু-প্রবৃত্তি! এই

সমস্ত মনস্তাপ ঘটনা ক্রমেই স্মরণ পথে যাতায়াত কোত্তে লাগ্‌লো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই পথের পথিকা দুটী স্ত্রীলোক হঠাৎ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত।

পাঠক! স্ত্রীলোক দুটীর নূতন পরিচয় কিছুই নাই, তাঁদের মধ্যে একজন সেই নবদ্বীপের গিন্নি ঠাকুরুণ, অপরটী মন্মোহিনীর পরিচারিকা, রাইমণি। পরস্পর শিষ্টাচারের পর মন্মোহিনী তাঁদের আপন কক্ষে নিয়ে গেলো,—কথাবার্ত্তা চোল্‌তে লাগ্‌লো। এমন সময় রাইমণি এক্‌টী হাই তুলে বোল্লে, "আঃ! কাল চৌপর রাত্রি না ঘুমিয়ে ভারি অসুখ! কি কোর্‌বো,—আপনি নিজে যখন এসেছেন, কাজেই যেতে হবে।"

"ও কিছু নয়, কাল অত রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর নিদ্রা হয় নাই, তাতেই অমন হ'য়েচে। দিনমানে একটু বিশ্রাম কোল্লেই সব সেরে যাবে।" নবদ্বীপের গিন্নির এইটী সংক্ষিপ্ত উত্তর।

"আর বিশ্রাম, এখানে একেবারে মলেই বিশ্রাম! যখন রাজাবাবু আমার জন্মের মত চোলে গেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অচলা লক্ষ্মীও ছেড়ে গেছেন! এখন আর এ লক্ষ্মীছাড়া সংসারে একদণ্ডও থাক্‌বার ইচ্ছা নাই!—বাঁচ্‌তেও সাধ নাই, এখন মরণটা হ'লেই হাড় জুড়োয়!"

"কেন, বালাই আর কি!—তোমার শত্রুমুখে ছাই দিয়ে এমন সোণার সংসার, উপযুক্ত ভাই, মেয়ে,—ঠাকুর দেবতা,—দাস দাসী,—এলবাক্ পোষাক্,—তুমি কেন মোত্তে যাবে? তোমায় যে-না দেখ্‌তে পারে, সে মরুক্!" মেয়ে ন্যাক্‌রায় গিন্নি জিব কেটে হাত মুখ নেড়ে এই কথাগুলি বোল্লেন।

"না ভাই, দাদা এরির মধ্যে বড্ডো বাড়িয়েছে, কাল রাত্তির ছুটো পর্য্যন্ত মদের ছেরাদ্দো কোরেচে, সেই জন্যেই আরও——"

গিন্নি।—"আচ্ছা, তোমার ভায়ের বিবাহ হ'য়েছে ত?"

রাই।—"অনেক দিন।"

গিন্নি।—"ছেলে পিলে হ'য়েছে?"

রাই।—"হঁা, তুমিও য্যামন ভাই, রাম কোথায়—তার রাবায়ণ! মূলে মাগ নাই, উত্তুরে শিয়র।"

গিন্নি।—"কেন, কেন?—তবে বউটী বুঝি বাঁজা?"

রাইমণির মুখ একটু বিষণ্ণ হ'লো, সেই স্বরে উত্তর কোল্লেন, "না, সে বৌটী একেবারে সংসার ছাড়া, কুলের বাহির হ'য়ে বেরিয়ে গেছে, জন্মের মত আমাদের ঘরকন্নায় জলাঞ্জলি দিয়ে গেছে।"

গিন্নি।—"তার বাপের বাড়ী কোথায়?"

রাইমনি পূর্ব্বমত সেই স্বরে বোল্লেন, "চুলয় যাক্, চুলোয় যাক্! আর তার নাম কোত্তে ইচ্ছা নাই!—তাদের নাম কোল্লেও মহাপাতকের সঞ্চার আছে। শান্তিপুরে ছিনালের মেয়ে——"

কথায় ভঙ্গ দিয়ে হঠাৎ একটী লোক দ্রুতবেগে এসেই বোল্লে, "বাবু বহারকু ঠিয়া হেইলে, বহুত দ্যের নাগি মতে পঠি দেলা ফুকারিকাকু।" পাঠক ইনি সেই প্রাণধনের ভৃত্য, ঠাকুরদাস।

আমি বোল্লেম, "কৈ ঠাকুরদাস আমার কথা তোমার বাবুর কাছে বোলেছিলে,—তিনি কি আমায় চিন্তে পেরেছেন?"

হাতমুখ নেড়ে ঠাকুরদাস বোল্লে, "হউ, ছুটো বাবু মতে কালি রাতিকু কহিথেলা কি, বহুড়ী, ঝিউড়ী যেত্তে সবু নেই যিমি! আপড়ঁ ঘর দুয়ার, আপড়েঁ সেটী যিবে, ন গলে কাম চলিব

কিম্ভূতি ?—চাল্, গিয়ে বাবু মর্ত্তে উঁছু ড়িঁ কেত্তেবার নেইতে কহিলা, ধ্যেরি কাঁই ?”

তখন অপর কোনো অস্বীকার না কোরে, সকলেই অগত্যা সম্মত হ'লেন। অলঙ্কার বস্ত্রাদি যে যার সকলেই স্ব-স্ব পরিধান কোল্লেন, সেই সঙ্গে আমিও দু-এক খানা গহনা পরিধান কোত্তে পেলেম,পূর্ব্বের মত কৃষ্ণগণেশের বাড়ীর ছদ্মবেশ এখন আর নাই,—বউয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় পর্য্যন্ত সে বেশ পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করা হ'য়েছিল, একণে কুটুম্বিতের যাবো, সহজেই বেশভূষা একটু পরিপাটী রকম কোত্তে হ'লো। মনোহিনী ছাড়া সকলেই বেশভূষায় সুসজ্জিতা।

দরজায় গাড়ী প্রস্তুত।—মনোহিনী ব্যতীত অগত্যাই সকলে সওয়ার হ'লেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই গাড়ীখানি হু-হু শব্দে একখানি তেতালা অট্টালিকার ভিতর মহলে এসে থাম্‌লো, নবদ্বীপের গিন্নিমা আমাদের সমাদরে হাত ধোরে নামিয়ে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন। যত্নে, আগ্রহে গিন্নি ঠাকুরণের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় পরিচয়ে জান্‌লেম, প্রাণধন বাবুই তাঁর একটীমাত্র সন্তান, পাঠক! প্রথম পর্ব্বের ১০৫ একশত পঞ্চপৃষ্ঠায় যে গিন্নি মা-ঠাকুরণ আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁর বাড়ীতে আমাদের অবস্থান জন্ম আকিঞ্চন কোরেছিলেন, ইনিই সেই গিন্নি! নবদ্বীপে যাঁর আশ্রয়ে আমি, আর সিদ্ধজটা আদুরীর পরিচয়ে আশ্রিত ছিলাম, ইনিই সেই গিন্নি, আমার প্রাণধনের প্রসূতি।

গিন্নিমার বয়স অনুমান ৪০।৪২ বৎসর। বর্ণ পাকা আঁব্‌টীর মত, শরীরের মাংস ঠাঁই ঠাঁই লোলিত, কাঁচায় পাকায় চাঁচর চুল, গড়ন মেয়েলী, অঙ্গসৌষ্ঠব সেই সঙ্গে বার্দ্ধক্যে বেশ্ পরিপাটী।

দুহাতে দুগাছ রুলি, মাথায় এক ধ্যাব্‌ড়া সিঁদুর, পরিধান একখানি লাল কস্তাপেড়ে তশর। কাকবন্ধ্যা, অপরূপ ষষ্ঠী বুড়ি!

বাড়ীতে মহামহতী ঘটা।—মহোৎসব কাণ্ড। ধনপতি রায়ের শ্রাদ্ধ শান্তির শেষ, কুটুম্ব ভোজন, মঙ্গলাচরণ ইত্যাদি শুভকর্ম্মে সকলেই নিযুক্তা। বাহির মহলে হরিসঙ্কীর্ত্তন, ক্রিয়াকলাপ, নৃত্যগীত, ক্রীড়ানন্দে সকলেই নিমগ্ন।

অট্টালিকা বাড়ীখানি বিপর্য্যয় পরিসর, বৃহৎ লম্বা ও প্রকাণ্ড আয়তন, ত্রিতল। চণ্ডীমণ্ডপ, চক্‌বন্দী উঠন, বার মহল, ভিতর মহল, সমস্ত কেতাকাণ্ডে সুনির্ম্মিত। পশ্চাতে বাঁকা নদী, সম্মুখে সদর রাস্তা, বামপার্শ্বে ফৌজদারী আসামীদের কারাগৃহ, দক্ষিণে গোলাবাগ্।

গারদখানা যদিও একতালা পরিমাণে উচু, তথাচ দুইতালা পরিমিত উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত, ভিতরে ভিতরে শারি শারি লৌহ গরাদের চক্‌বন্দী ঘর। ছাদ্ নাই, চতুর্দ্দিকের আল্‌সের উপরে লৌহের জাল দেওয়া ঘেরা। রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির কয়েদীদের চিরসহ্য যন্ত্রণার এক শেষ। চতুর্দ্দিকে অহোরাত্র সিপাই পাহারা। বন্দীদের হাতে পায়ে চোরবেড়ী আঁটা, কোমরে গুরুভার পাথরের ভুরুম ঠোকা। নিয়তই সু-কঠিন কর্ম্মে প্রভূত তাড়না, শাস্তি, নিগ্রহ ভোগ করাচ্চে,—সেই যম-যাতনার প্রবল চীৎকার, কাতরোক্তি, ভয়াবহ আর্ত্তনাদ মুহুর্মুহুঃ ধ্বনিত হ'চ্চে।

বাড়ীর ভিতর মহল, অন্দর মহল গারদখানার পার্শ্ববর্ত্তী, অতি সন্নিকট।—আমি একাকিনী তারির বাম পার্শ্বের পূর্ব্ব দক্ষিণমুখো ট্যার্চ্চা একটী ঘরে নিভৃতে নানা চিন্তার আন্দোলনে পরম হর্ষের আশায় মহা.বিষণ্ণ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে, বাড়ীর চারিদিকের লোক

জন আপন আপন বিরামগৃহে বিশ্রাম কোচ্চেন, সকলের গৃহেই সন্ধ্যা-প্রদীপ পবিত্র সমুজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশ কোচ্চে, মধ্যব্যোমে ক্ষীণপ্রভ খদ্যোৎপুঞ্জ দীপ্তপ্রভ নক্ষত্রপুঞ্জের পার্থিব প্রতিনিধি।—শোভাও অতীব মনোহারিণী! সন্ধ্যা-সমীরণে বাঁকা নদীগর্ভে অগণন তারকাবলীর সঙ্গে শতসহস্র চন্দ্রমা গড়াগড়ি দিয়ে যেন ভেসে ভেসে যাচ্চে, বিরাম নাই।—প্রাচীন কবিরা এতাদৃশী শোভাকে অতি অপূর্ব্ব ভাবেই বর্ণনা কোরে থাকেন। যদ্যপি আমিও এস্থলে সেইরূপ কবি হ'তেম, যদি এসময় মহারূপিণী কল্পনাদেবী আমার প্রতি সুপ্রসন্না হ'য়ে লেখনী অগ্রে অধিষ্ঠান হ'তেন,—তা হ'লে আমি ফুল্লসাহসে দৃঢ়তর নিশ্চয়ে বোল্‌তেম, যে প্রকৃতি সতী নিজের বদন দেখ্‌বার জন্যই ধরণীতলে সাগর, মহাসাগর, নদী, উপনদীর সৃজন কোরে দর্পণ পেতে রেখেছেন, সেই মুকুরফলকে নক্ষত্রমালা শোভিত চন্দ্রমার সুবিমল প্রতিবিম্ব নিপতিত হ'য়ে যেন দুটী গগণ শোভা পাচ্চে,—যেন নীলাভ-নীল জলতলে স্তবকে স্তবকে তিনটী নীলাম্বু আকাশ অলঙ্কৃত হ'য়ে সহাস্য আস্য বিকাশ কোচ্চে।—বাস্তবিক ঐ সময়ের দৃশ্যটী ট্যাৰ্চ্চা ঘর থেকে অতি মনোহর দৃষ্ট হ'চ্ছিল। বসন্তকাল প্রায় বিগত; এখনও দক্ষিণানিল সুখস্পর্শ ও অনুকূল হ'য়ে অদূর হ'তে শ্রুতি-সুখ-প্রিয় মৃদু মৃদঙ্গ, রবাব, বীণা ও সুমধুর বংশীধ্বনির কাকলী-লহরী বহন কোরে এনে দিচ্চেন;—থেকে থেকে মন মোহিত হ'চ্চে,—এক একবার চক্ষুদ্বয় পলকাচ্ছন্ন হ'য়ে আস্‌ছে,—আবার পরক্ষণেই সতর্ক! আবার সেই বাঁকা কল্লোলিনীর শোভা!—তথাপি চক্ষে নিদ্রা নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে কাক্‌তন্দ্রা আর দুশ্চিন্তা!

পাঠক ! একটী প্রস্ফুটিত পদ্মফুল এক সরোবর থেকে তুলে অন্য জলাশয়ে নেড়েচেড়ে রাখা হ'চ্চে, ক্ষুদ্রাণিশু সেটী নিরাপদ হ'চ্চে না,—স্থানভ্রষ্টা হ'য়ে ক্রমশই স্বভাববশে মলিনা হ'চ্চে ! সুখ নাই,—অথচ চিন্তার বিরাম নাই।

প্রথম চিন্তা,—কিঞ্চিৎ আশ্বাসী ! পূর্ব্বে শোনা ছিল, গিন্নিমার একটী উপযুক্ত সন্তান, এক্ষণে বিশেষ পরিচয়ে জান্‌লেম, প্রাণধন বাবুই তাঁর একমাত্র অঞ্চলের ধন, তিনিই হারানিধি প্রাণধনের গর্ভ ধারিণী, ইন্দুরাম রায়ের স্ত্রী, নিবাস নবদ্বীপ। অনুব্রত আত্মীয় লালাজী সকলেই সমাগত। মোকদ্দমা চালান, সদর জেলার আসামী —কে আসামী,—ফরিয়াদী কে,—কিছুই জানা নাই।—গিন্নি যেমন বোল্লেন, তেম্‌নি শুন্‌লেম, তথাচ সন্দেহ মিট্‌লো না, বরং উত্তরোত্তর সমধিক আগ্রহ বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় চিন্তা,—মনস্তাপ ! নিরাশ্রয়ী সিদ্ধজটার জন্য পরিতাপ কোথায় আছে,—কি হ'লো, হায়রে মাগীরা কি একেবারে প্রাণ গতিক তাঁকে মেরে ফেল্‌বে !—পরিচয়ও কিছুই পাই নাই,—অত কষ্টে যাঁরে জটাধারীর করালগ্রাস হ'তে উদ্ধার কোল্লেম, এ জন্মে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না ! এইটীই চির-সিদ্ধান্ত হ'লো।

তৃতীয় চিন্তা,—অধিকক্ষণ স্থায়ী।—গৃহস্বামীর নাম রায় বাহাদুর যুবরাজ লছ্‌মিপতি, তিনিই রাজকিশোর, রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র তাঁরই এই বাড়ী, তিনিই প্রাণধনের পরমহিতৈষী বন্ধু। ভাবছি,—এমন সময় হঠাৎ বীরবাস পাকের সঙ্গে পূর্ব্বপরিচিত, কমলা জটাধারী অজয়পালের নিগ্রহকর্ত্তাকে স্মরণ হ'লো, মন্মোহিনীর মনো ভার, রাইমণি, তেজচন্দ্র, সদারং, বিরূপ বাবু, বৈদ্যরাজ, নাক্‌কাটা

সেকের পো, উইল্ মর্ম্ম, ধনপতিরায়ের অকাল মৃত্যু, তেজচন্দ্রের বিপরীত মন্ত্রণা, রায়বাহাদুর যুবরাজ, বীরবাস বর্দ্ধমান সহরের এক জন সুবিখ্যাত কোতোয়াল;—ইত্যাদি শোকাবহ, ভয়াবহ, কৌতুকাবহ, রহস্যভেদী চিন্তাই, দুর্ভাবনারূপে আমার নিদ্রার নিতান্ত প্রতিবন্ধক হ'য়ে উঠ্লো। এমন সময়, রাত্রি প্রায় ৯।১০ দণ্ড অতীত।

এই সময় ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী গারদখানা হ'তে কতকগুলি নিগূঢ় গুপ্ত কথা আমার কর্ণকুহরে বলপূর্ব্বক ভেদ কোল্লে। অদ্বিতীয় অতিরথী কিরীটী-পুত্র অভিমন্যু যেমত নিজ বাহুবলে জয়দ্রথকে সম্মুখ যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে অপূর্ব্ব দ্রোণ সেনানী-নির্ম্মিত চক্রব্যূহ ভেদ-সমর্থ হ'য়ে সপ্তরথীর সম্মুখীন হ'য়েছিলেন, তদ্রূপ আমার আন্তরিক দুশ্চিন্তাকে পরাস্ত কোরে কক্ষপার্শ্ব হ'তে অভিনব আশ্চর্য্য হৃদয়গ্রাহী গুপ্ত মর্ম্মকথা কর্ণকুহর-আগমে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে, অন্তরাত্মা সহকারী ষড়্রিপুর যতই সম্মুখীন হ'তে লাগ্লো, ক্রমশ ততই আগ্রহ বৃদ্ধি হ'তে লাগ্লো,—উঠে বোস্লেম। স্পষ্ট শোন্‌বার মানসে গবাক্ষের নিকটে একান্তচিত্তে কর্ণপাত কোল্লেম।

একটী কর্কশ বঙ্গদেশী ক্ষোভিত স্বরে বোল্লে, "আরে! কি চ্যাদ্দৈর বাব্‌না! বাগ্যে যানি ঘট্‌পে, উয়ারে ঠ্যাকাইবার কেডাগোর্ সাধ্য নাই। আমুই বুঝিন্যা, হুগলি জান্‌ছি। কি কর্‌মু, অহন ত আমাগর দোস্‌রা কিছু উপায় নাই। উয়াগর মনে যানি্য আছ্যে, ঐ কর্‌বার পারে। দফ্যে দফ্যে বাট্‌পারী, হারামী কর্‌ছস্, ইবারে পোতনে পাইছ্যো, কি মাগ্‌না ছাইরে দিবে?—তবে যদ্দি না ঠক্‌চাচা কিছু মৎলব খাটাইবার পারে।—তবেই না ইবার রক্ষ্যা পাইল্যাম, নয়ত জন্মের মত——"

বাধা দিয়ে আর একস্বরে প্রশ্ন হ'লো, "আচ্ছা রাঘব! এ সমস্ত স্থূল ঘটনার সন্ধান ওরা জান্‌ছো কেমনে হে বাপ্পা?—অবিশ্যিই ইএর ভিতরি কেডা গুপ্ত গোয়িন্দো হোয়ে এমতি যোগাযোগটা কোর্‌ছে, নৈল্যো সে রাইৎকে তোমরা ত বাড়ীতে ছিলেনা, তায় সেই লঙ্কাকাণ্ড, হুলস্থূল ব্যাপারটা, বিশেষ রাগের উপর এমত দাগাবাজী কোত্তে প্রবৃত্তি হয়, কি না?—দেখ দেখি, তুমিই বিচার কর, তোমাকেই কত দম্ দিয়ে ফাঁকী দেবার চেষ্টায় ছিল, হে বাপ্পা! তা তুমি নাকি নিতান্ত পাকা সুচতুর বোলে, তাতেই টাকা মোহরগুলো হস্তগত কোরেছিলে, অপর কেউ হলি এত বুদ্ধি যুগিয়ে উঠতে পাত্তো না।" পাঠক! এ লোক্‌টীর নাম রাঘব!—আপনকার সেই পরিচিত কিম্ভূত কিমাকার!!!

"খোঁদার দোন্ দেমো ন্যায়,—কেডা আছে ত কইয়ো দ্যায়। মুনফার মধ্যি মোগার কিবল এতডা পেষ্‌মানি, হাযেহাল, খানে-খারাবী, অহনও কোপালে আরও কত না দুক্ষু আছে! কইবার পারিন্যা!———"

"কেন? সে সকল টাকা মোহর তুমি কি কল্লো হে বাপ্পা?"

"কি আর করি্য,—কুপা সমেৎ যান্যি পাইল্যাম, হুগলি্যত হেই নোবোদ্বীপে গাইরে রাখ্‌ছি।"

দ্বিতীয় স্বর আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "হা!—হা!—হা!—তবে আর কি, উত্তমই কোরেছো। তবে আর ভাবনা চিন্তা কি?—বিশেষ তুমি আমারি জন্যে এতটা প্রাণপণে উপকার করেও যদিও কৃতকার্য্য হ'তে পারনি বটে, তবুও এক্‌টা বিশেষ উপকার অবিশ্যিই বোল্‌তে হবে, আর একপ্রকার আমারই

দায়ে তুমি ধরা পোড়েছো। তা যদি আমি এ যাত্রা প্রাণগতিক বেঁচে থাকি হে বাপ্পা, তা হ'লে তোমার গায়ে এক্টুক্ আঁচও লাগ্‌বে না। এখন অধিক আর কি বোলে জানাবো,—যদি ঠক্‌চাচা——"

দ্বিতীয় স্বরের কথায় রাঘব নামীয় প্রথম স্বর আবার চাপা পোড়্‌লো; "আইচ্ছা, তো অহোন ঠহচাচা তোমাগর কুন্‌হানে, হ্যাক্‌বার দেহা কর্‌বার বা হ্যাক্‌টা হিরভিতি খাটাইবার পারেন না ক্যান্?—থাল, জিগাই কি? তুমি নি যহন্ ধরা পোড়্‌ছিলে, তহন কি তোমাগর সাথে কেডাগো ছিল না?"

"কেউ থাক্‌লে কি আমাকে ধোত্তে পাত্তো, সে সময় আমি একাকী কমলার কাছে।—বিশেষ আমিত আর দোষী নই, যে আমার ভয় হবে?"

"তবে এ ম্যাইয়্যা লোক্‌টারে কেডা খুন্ করছো?"

"যে রাত্রে কৃষ্ণগণেশ তাকে এই কাণ্ড কোরে বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়েছে,আমিও সেই রাত্রেই সন্দেহ মনে ওদের বাড়ীতে যাই, কিন্তু যেয়ে আমি কারেও দেখ্‌লেম না,—বড্‌ডো রাগ হ'লো,—চুপ্‌টী কোরে একটী নির্জ্জন স্থানে বোসে থাক্‌লেম, এমত সময় রৈ-রৈ অগ্নি.....ও, ঘরের ভিতর একটা আর্ত্তস্বর উঠ্‌লো, গোঁঙানি!—এমন সময় দেখি একটী স্ত্রীলোক শশব্যস্ত হ'য়ে একটী সোণার বাক্স হাতে দৌড়ে গেল। আমিও তখন ছাড়্‌লেম না, আরও রাগান্ধ হ'য়ে পোড়্‌লেম। এমন কি সে লোক্‌টা কে,—কাহার উপরে এমত অত্যাচার কোরেছি, এখনও তার কিছুই অনুভব হ'চ্চে না।—যাই-ই হোক, তখন সোণার বাক্সটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেম, বিশেষ একটী মেয়ে

মানুষ পেয়ে নিভৃতে আপনার মনোরথ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে যদিও কতক কৃতমানসিক হ'লেম বটে, বলপূর্ব্বক সতীর সতীত্ব নাশে চেষ্টিত হ'লেম বটে, তথাচ সেস্থানে আমার আর বিলম্ব করা উচিত বিবেচ্য হ'লো না, তখন সেই স্ত্রীলোকটার মুখে একখানি কাপড় বেঁধে, একবার মনে কোল্লেম এই ঘরপোড়া কেড়া আগুণে পোড়াই, পুনর্ব্বার সন্দেহ প্রযুক্ত না পুড়িয়ে অগত্যা জটাধারী মামার নিকট গিয়ে গেলেম। মামাকে বোল্লেম, যথাবিধি আদ্যোপান্ত সমস্তই মামা শুন্‌লেন, শুনে আমার কাছ থেকে স্ত্রীলোকটীকে নিয়ে বোল্লেন, "তুমি এখন কেবল গহনাগুলি নিয়ে তোমার ভগিনীর নিকট যাও, আমি খানিক পরে যাচ্চি।" এই রকমে কতক দিন আমি সেই খানেই থাকি, কমলাও যেমন আমাকে ভাল বাস্‌তো, আমিও তেম্‌নি তার বিশুদ্ধ প্রেমের নায়ক ছিলেম, কিন্তু লোকে জান্‌তো যে আমি তার অন্যপর মাত্র। কেবল স্নেহের উদ্দেশে মামাতো পিস্‌তুতো ভাই ভগিনী। আর জটাধারী অজয়পাল আমার মায়ের ভাই।"

"তার পর কি হ'লো ?"

"তার পর একদিন কমলা,—আমার হৃদয়-বিলাসিনী কমলা, আর আমি, উভয়ে একত্রে বোসে মধুপানে মত্ত হ'য়ে কতই না বিশুদ্ধ প্রেম-সাগরে সাঁতার দিচ্চি, একবার ভাস্‌ছি,—একবার ডুব্‌ছি,—এমন সময় খামকাই দুজন লোক এসে আমাকে ধোরে নিয়ে চল্লো।—তখন আমার আমোদ করা ঘুরে গেল,—নেশা-ভাং সব ছেড়ে গেল, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমার প্রিয়তমা কমলাকে কতই অনুনয় কোত্তে লাগ্‌লেম, কতই বিনয় কোরে বোল্লেম, যাতে এ যাত্রা আমি নিষ্কৃতি পাই। ঠক্‌চাচার বুদ্ধিবল, আর তোমার বাহুবল, এই সব আশ্রয় আছে

বোলেই কতক আশা ভরসা ছিল, কিন্তু আজ তোমাকে দেখে আমার প্রাণ আরও দ্বিগুণ বিদীর্ণ হ'চ্চে.—যদিও পাপের ফল ভুগ্‌তে স্বীকার কোচ্চি, তথাচ আমার প্রাণাধিকা কমলার সুসংবাদ পেলেও মন কতক ধৈর্য্য ধর্‌তো, প্রণয়িনীর সেই চাঁদমুখ একবার এ পাপ চক্ষে দেখেও যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে পারি, তবুও আমার মরণ মঙ্গল বলে বোধ হবে। রাঘব!—আজ তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো, তবুও অনেক মনের কথা বোল্‌তে পেলেম, অনেক পরামর্শের সুসার হ'লো।—তবুও একটা মনের কথার মতন মানুষ পেলেম, দোসর হ'লো, একহারে দোহার, দোহারে তেহারে ভবনদী পারাবার। অবশেষ চারপো পাপী হ'লেই ভরাডুবী———"

রাঘব স্বরে বাধা দিয়ে বোল্লে, "চ্যেইদের বরাডুবি;—কি কও? কেডাগোর চুরি ডাকাইত্তি কোর্‌ছি, তবে যে মোগারে বান্দিয়ে আন্‌ছে ক্যেবল না কিষ্ণগণ্যাইশ্ পুঙ্গিরপুতের হির্‌ফিতি!—আইচ্ছা বুজ্‌মু, আগেত এ মোকদ্দমাটা নামঞ্জুর করাইয়্যে শ্যেষে কি না আইল্ কর্‌বার পারি———"

"আচ্ছা যদি তোমার কোনো দোষ ছিল না, আর যথার্থই যদি তুমি কমলার নিকট মোহরগুলি গচ্ছিত রেখেছ, গুপ্তভাবেই রেখেচ, তবে সে কথা কৃষ্ণগণেশ জান্‌তে পাল্লে কেমন কোরে,—আর তুমি ধরা পোড়্‌লেই বা কেন?"

"আরে তা ঐ না কই!—আগে আমাগর কথাডা শুইন্যে পিছে না জিগাও!—যে দিবস রাইত্রে কিষ্ণগণ্যাইশ আর আমুই দুই জনে ছুঁড়িড্যারে হ্যেই গুজব না শুইন্যে আন্‌বার গেলাম, সিহানে যাইয়্যে হ্যাগলি ফাঁকি দ্যেহ্যে মোগার বারি দিক্ ধর্‌লো! অগত্যা

চইল্যে আইলাম, কিঞ্চা দেহি মোগার সাথে আস্‌লোনা, অহন্ আমারে হ্যাগলি ফাকী দিবার চায়!—আমুই কইলাম কি?—আমারে ফাকী দিবার চাও?—বাগ দিব কয়্যে লয়ে আইল্যে,—অহন্ কি-ন্যা ফাকী দিবার চাও?—কিষ্কগণ্যাইশ ইয়াগো তোমাগর দর্ম্ম!—তহন্ মোগার কথা পুঙ্গিরপুৎ কাণে বর্‌লোনা, দোস্‌রা হ্যেক্‌জনার সাইথে কি যুক্তি কৈর্যে দুইজনায় দৌড়া-দৌড়ি চইল্যে গেল।"

"তার পর,—তার পর?"

"পর্‌রুজ মুই কিষ্কার বাড়ী আইস্যে দেহি না হ্যাগলি ফাকী! অবাক্ হইয়্যে দাড়াইয়্যে, কিছুই না বুজবার পারি। এমু সমে দেহ্যি না এড্‌ডা পকুর পাইরে শিউলি ফুল গাছতলায় এ্‌ড্ডা মোটা রচ্ছি দিয়্যা কি বান্দা আছিল!—দৌড়াদৌড়ি হ্যোডারে টাইন্যে টুইন্যে দেহি না এড্‌ডা মুখবন্ধ ঘৃত কূপা! পুঙ্গিরপুৎ ইয়াগর মধ্যি কূপা কেম্‌নি আইছো, কিছুই না বুজ্‌বার পারি, হ্যাচ্‌ড়া হেঁচ্‌ড়ি কইরে উপরে আইন্যে চাপা ডাক্‌নিখান তুইলে দেহি না, ক্যেবলি মাল, থান্ থান্ মোহর!—বোর্ত্তি কূপা পঞ্চানন, কি কইমু সে কথা আর তুমারে, তহন মোগার যেমনি না আনন্দ হইছিল, কি কইম্যু তা তোমারে——"

"আচ্ছা সে কথা থাক্,—তার পর কি কোল্লে?" বাধা দিয়ে দ্বিতীয় স্বর এই উত্তরটী কোল্লে।

"পরে হেই কূপাডারে লয়ে ছিপায়ে নবোদ্বীপে আইলাম, আইসে ইয্যে ইহান্যের হ্যেক্‌জনা বাসিন্দা কি নাম্‌ডা,—হেই যে ইয়ারি ক্বগোালে,—কি নাম্‌ডা,—গলায় ঠ্যাহে, মুহে ঠ্যাহে না,—কি বালো—

অয় ! ইন্দুরাম ঠাউর তাঁনারিই রায়েৎ হয়্যে হেক্‌খান মইরার দুহান্ কর্‌লাম, হেই দুহানে লয়ে যত না মোহরগুলি পুইতে রাইক্যে, দুই চাইর টাহা লয়ে কিবল নামমাত্র রঘু মইরা হইছিলাম, শ্যেষে কি জান্থি ক্যেম্‌নি বিদির বিপাক্, ক্যেম্‌নি যে ফ্যের, কেটাগোর্ কাচা আইলে পা দিছিলাম, গোইন্দো অইয়ে মোগারে দরায়ে দিল, অহন্ আমাগর কেডাও নাই, যে হেই মোহর-কুপাডার তদারক কৈর্যে হাপাজাৎ,—মোগার জন্থি মাম্‌লা মোকদ্দমা কৈর্যে, আমা-গর খালাস দিবার পারে !" ক্ষোভিত স্বরে রাঘবের এই কথাগুলির পর, এক মুহূর্ত্তকাল অতীত।

তখন আর কোনো সাড়া-শব্দ পেলেম না,আরও এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ, নীরব। আবার কাণ পেতে রৈলেম। এমন সময় রাঘব স্বরে পূর্ব্ব-মত আবার প্রশ্ন হ'লো। "আইচ্ছ্যা পঞ্চানন্দ ?—তোমারে ধর্‌ছ্যে ক্যান্,—তুমি কেডাগোর জুয়াচুরি-ত করো নাই—বাট্‌পাড়িও করো নাই,—তবে তোমারে গ্রেপ্তারি করি আন্‌ছে ক্যান্ ? দরাদরি কুটা-কুটি মাম্‌লাবাজীই বা কোর্‌ছ্যে ক্যান্ ?" পাঠক ! অপর লোকটীও আপনাদের কতক পরিচিত, নাম পঞ্চানন্দ।

দ্বিতীয় পঞ্চানন্দ স্বর ঈষৎ বিমর্ষভাবে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "রাঘব ! আমার এ অবস্থার মুলাধার সেই প্রাণাধিকা, আমার হৃদয়-বিলা-সিনী কমলা !—পামর কৃষ্ণগণেশ, রায় বাহাদুর উভয়ে আমার প্রবল শত্রু।—এরাই দুজনে ফন্দী কোরে আমাকে ধোরিয়ে দিয়েছে, আমার হৃদয়ের ধন, অন্তরের রত্ন কমলা, আমার চক্ষের মনি, 'আঁধার ঘরের মানিক, সেই গৃহাঙ্গনা কমলা, আমার মামাতো ভগিনীর প্রেমলতাপাশে আমি অহরহ আবদ্ধ ছিলাম, তারই জন্য আমার এ দুর্গতি !—রাঘব ?

আমি বিমলা রত্ন হারা হ'য়ে, কমলা রত্ন পেয়ে, বিমলার সেই চিত্ত-বিমোহিনী রূপলাবণ্য পাসরি ছিলাম, সাধে বিষাদ, পরম হর্ষের আশায় দারুণ নৈরাশ! যদি এ যাত্রা সেই প্রাণাধিকা কমলা, আমার সুখতারা কমলা, আমার প্রতি সদয়া হ'য়ে এ দায় হ'তে উদ্ধার করেন, তবেইত আমার মনের সকল সাধ মিট্‌বে,—শত্রুর দমন,—মিত্রের মন্ত্রের সাধন কোর্‌বো,—নচেৎ এজন্মের মত মনে অত্যন্ত ক্ষোভ থাক্‌লো, যত দিন এ পাপ-দেহভার পৃথিবীতে বহন কোর্‌বো, ততকাল আমার দেহ, মন, প্রাণ কমলার প্রেম-গরলে জর্জ্জরীভূত থাক্‌বে, আরোগ্য হবে না, কখনই উপশম হবে না! রাঘব! যদি তাই-ই হবে, যদি আমার কমলা আমার হবে, তা হ'লে এতদিন কেনই বা আমি অনর্থক কষ্টাবহ কারাবাস যন্ত্রণায় বদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বো! দেখ রাঘব? সকল দুঃখের অর্থই বিমোচন কর্ত্তা, কিন্তু আমার থাক্‌তেও নাই,—কি কোর্‌বো, চারা কি?" এই বোলেই পঞ্চানন্দ আবার নিস্তব্ধ হ'লো।

"কোইবো কি, বোল্‌তে কি পঞ্চানন্দো! তুমিনি যাগোর বর্‌সা অহনো কর্‌বার লাগ্‌ছো, হুগলি ছাড়ান দ্যাও, নির্ব্বর্‌সা অও। হুন্‌বা, আমারে যহন্ হাস্তিপুইরে দইরে লয়ে ফাটকে আটক কর্‌ছিল, তহন্‌না হ্যেক্‌টা বোড্‌ডো গুজব হুন্‌ছিলাম, হেইটা মিত্যা কি হত্য, ঠিক কইবার পারিন্না। হেক্‌টা ম্যাইয়া লোক, যোগার জেলদারগা কৈলো, হেক্‌টা ম্যাইয়া মানুষ, আর কি জান্যি হ্যেক্‌টার নাম অজয়পাল, দুইডারে হাস্‌পাতালে আন্নছে, দুইডাই প্রায় মুর্দ্দালাস্!—কেডা মার্‌ছে, কি আপনি আপনি কুটাকুটী করি মর্‌ছে কিছুই বুজ্‌লাম না, তিন চাইর দিবস কিবল তদারক্‌ই সার হইছো,

কেডা খুনখারাবী কর্‌ছে, অহনো ঠিক মালুম হইছো না, আইজার খপরটা কি থাক্‌লে জান্‌বার পার্‌তাম। আমাগর মোকদ্দমার নাকি আর অদিক দেরি নাই, হেই জন্যেই ইহানে আইজি চালান দিছে। তাতেই না পথে আওনের কালে হুনলাম রক্তারক্তি কাণ্ড! হুন্‌লাম ম্যাইয়া মানুষডা নাকি কশ্‌বি ছিনাইল আছিল। ঐ লেগে উয়ার বাতার নাকি হেই কাণ্ডটা বাদাইছে! প্যাটে পারা দিয়া জিউখানি টাইন্যে বাইর করি ফ্যাল্‌ছে! দুইজনা আরদালী দুই জনা মাইন্‌ষেরে গাইট্‌ট্যাংরা করি বান্‌ছো, আইজি ইহান্যের সদর কুটীতে চালান দিছো। উবয়ের মদ্দি হ্যাক্‌জনারে চিন্‌ছিনা, অপর জনা পুঙ্গিরপুৎ কৃষ্ণগণ্যাইশ। যেম্‌নি যেম্‌নি দেহেছি, তেম্‌নি তেম্‌নি কইলাম। তাতেই না কইছি, অন্য কোন ইন্দান দ্যাহো, যাগোর আশায় বরসানি করি বইসে আছো, হ্যাগলি মিত্যা। হ্যাগলিই বেকুবী!—কেবল মোগার না কুপাডার সম্বাদ কেডারে কইয়ে দেই, এই না ভাব্‌ছি।"

কথার কথা, সন্দেহে আশ্চর্য্য, শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে চক্ষু বুজে বুজে আস্‌তে লাগ্‌লো, অগত্যা তখন শয়নে পদ্মলাভ কোর্‌লেম বটে, কিন্তু কত প্রকার দুর্ভাবনার উদ্রেক্ হ'তে লাগ্‌লো। ভাবব, সেই হুন্তুদুন্ত পুরুষ,—কিম্ভূত কিমাকার! সেই বোল্‌চে, কমলা, জটা-ধারী এক্ষণও প্রাণগতিক জীবিত আছে,—হ'তেও পারে, অসচ্চরিত্র দুষ্টাচারী লোকের মৃত্যু সহজে হবার নয়। যতকাল সেই সমস্ত কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত না কোর্‌বে, তাবৎ দুর্জ্জনেরা ইহকালে নিজ নিজ কর্ম্মের ফলভোগী হবেই হবে,—ভবিতব্যের নিয়ম, অদৃষ্টের ফের পঞ্চানন্দ, রাঘব, কৃষ্ণগণেশ, গৃহাঙ্গনা নবীনা কামিনী, আমার

জন্ম-বিদ্বেষিণী ভগ্নী কমলার দুরবস্থা ভাবতে ভাবতে অতীত ঘটনা সকল স্মৃতিপথে যতই উদয় হ'তে লাগ্লো, ততই অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধাতিশয্যে নিদ্রাকর্ষণ হ'লো। পরদিন দেখি, একঘুমেই রাত্রি অতিক্রান্ত হ'য়েছে।

—— 00 ——

পঞ্চত্রিংশতি কাণ্ড।

কি সর্ব্বনাশ!—নির্ঘাত হত্যা!!—নিভৃত আমোদ।

কাল বৈশাখী মাসের দিবা অবসান।—গগন-সাগরের পশ্চিম পারে যেমত দাবানল স্বরূপ একটী চিতাবহ্নি নির্ব্বাপিত হ'চ্চে, সপত্নী দক্ষিণানিল মন্দ মন্দ বীজনে সেই চিতাগ্নি ব্যজন কোচ্চেন;—পতির মরণে ভ্রূক্ষেপ নাই,—বরং সপত্নীর মনস্তাপে অপার আনন্দ! সহ-মৃতা দিবাসতী শোক-কলুষিত বদনে পরিশুদ্ধ অঙ্গে রক্তবসন পরিধান পূর্ব্বক্ বিকশিত কুসুমাভরণে সর্ব্বশরীর ভূষিতা কোল্লেন; জন্মের মত বৈধব্যযন্ত্রণা পরিহার জন্য ললাটে খরতর সমুজ্জ্বল সিন্দুর বিন্দু ধারণ পূর্ব্বক, ফুল্লমুখে চিতাকুণ্ডে ঝাঁপ দেবেন, কিন্তু সে মনস্কামনা পূর্ণ হ'লো না। বিধির বিপাক, দেখ্তে দেখ্তে শীতল জল হাওয়ার সঙ্গে উত্তুরে দম্‌কা বাতাস উঠ্‌লো, সেই গোলমেলে ঝটিকায় পথের ধুলো, কাঁকর, মেঠো বালী, ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ব্যোম্‌তলে উড্ডীন হ'লো, ধূসর ধূলীপটলে গগণমার্গ এককালে সমাচ্ছন্ন।

সমারূঢ় গগণবিহারী বিহঙ্গম-কুলের কোলাহলে ক্রমশই কলরব বৃদ্ধি, ক্রমেই প্রতিধ্বনি সমুত্থিত। হু-হু শব্দে মেঘ দ্রুতগামী হ'তে লাগ্‌লো, বড় বড় বৃক্ষগুলি জোর বাতাসের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লো, অপর জীবজন্তু সকলেই পরাভব স্বীকার পূর্ব্বক স্ব-স্ব আশ্রয় নিবাসে শরণাগত হ'লো। ক্রমেই ঝঞ্ঝাঘাত, সম্বর্ত্তাদি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ঘন জলদজালে ধরণী তিমিরাচ্ছন্নময়ী! অম্বরপথও মেঘাচ্ছন্ন। ধরাতল উষ্ণ, ততোধিক থম্‌থোমে! যেমত অগ্নিবৃষ্টির প্রারম্ভে ঘোর দ্বাদশসূর্য্য-সঙ্কাশ ধূমকেতুর উদয় হয়, সৃষ্টি লোপ হবার উপক্রম হয়, দিগ্‌দাহের উদ্যম হয়; বাস্তবিক এ সময়টীও তদ্রূপ কলির প্রকৃত সন্ধ্যা, প্রকৃত কল্কি অবতার সমাগত। একে ত্রিসন্ধ্যাকাল, ভয়ঙ্কর দুর্গম স্থান, পৃথিবী আর আকাশ-মণ্ডল সমান অন্ধকার। মন্থর পয়োধরে গগণচ্ছবি যেন পূর্ণগর্ভা কামিনীর পয়োধরের ন্যায় পূর্ণ মন্থর। সেই গভীর জলদ-গর্জ্জনে চাতক চাতকিনীরা বিত্রাসিত হ'য়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'চ্চে, শীতল বায়ু এক একবার সতেজ,—চঞ্চল। পরক্ষণেই আবার জগৎ স্তম্ভিত, নিঃশব্দ ও নির্ব্বাত! ভয়ঙ্কর ভীরুময় দৃশ্য! বোধ হয় যেন সমস্ত স্বভাবকে ভয় প্রদর্শনের জন্যেই ধূমবর্ণা তমস্বিনী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হ'য়ে বিকট মূর্ত্তি ধারণ কোরেছেন, অবিলম্বেই ঘনঘটাচ্ছাদিত, যদুকুলকামিনী শাম্বের ন্যায়, মুষলবাহিনী গর্ভিণী হ'য়েছেন, কন্যা মুনির অভিশাঁপে ত্রিসন্ধ্যাযোগে যেমত কোন করাল-কালমূর্ত্তি প্রসব কোর্ব্বেন, কি রুদ্রাগ্নিতে সমস্ত জগৎ ভস্মীভূত হবে, কি রক্তবৃষ্টি হবে, কিছুই নিরাকরণ নাই।

বর্দ্ধমান বাঁকা নদীর উপকুল প্রান্তরে এই সময় একটী যুবা অশ্বারোহী উপস্থিত।—কে তিনি?—কে জানে?—কেন এখানে, এই

ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময়ী স্থানে একাকী কি অভিপ্রায়ে?—কে বোল্‌তে পারে?—কেবল বদন শুষ্ক, রৌদ্রের উত্তাপে, ক্ষুধা পিপাসায় পরিশ্রান্ত কলেবরে নিরাশ্রয়, যায় কোথায়?—জিজ্ঞাসা করে, এমন একটীও লোক নাই।

অশ্বারোহী যুবাটী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, অতি দীর্ঘও নয়, অতি খর্ব্বও নয়, গড়ন মধ্যবিধ, চুল ছাঁটা, পাতলা পাতলা, কপাল প্রশস্তও নয়, অপ্রশস্তও নয়, অথচ আয়তনে সুন্দর পরিমাণ, কাণ দুটী ঈষৎ ক্ষুদ্র, নাসিকা বাঁশীর ন্যায় ধারালোও নয়, খগচঞ্চুও নয়, অথচ পরিপাটী সরল, চক্ষু সতেজ উজ্জ্বল, পটলচেরা নয়, কিন্তু প্রথম স্তবকে টানালো অথচ ছোট। চিবুকের উপর যেন একটু টেপা, গ্রীবা উন্নত, গোঁফ মোচর দেওয়া, মস্তক থেকে কান পর্য্যন্ত চাম্‌ড়ার একটী বর্ম্মটুপী থুৎনীর সঙ্গে বাঁধা, হাত পা গুলি বেমাফিক্‌ লম্বা লম্বা, সেই হাতে লোহার বালা, বামহস্তে একটী কোঁৎকা, দক্ষিণ হস্তে অশ্বের বল্‌গা, লাঠি গাছটীর স্থানে স্থানে পিত্তলের চুম্‌কী ও লোহার শাঁপী লাগানো। বক্ষদেশ উন্নত, পায়ের গোছ কিছু মোটা মোটা, গজের মত নয়, আপেক্ষিক সরু, উরু করীশুণ্ড সদৃশ গোল, উদর অঙ্গসৌষ্ঠব মত হৃষ্টপুষ্ট, লোমাবলী অতি দীর্ঘ দীর্ঘ; বয়স অনুমান ৩০।৩৫ বৎসর।

উঃ! কি ভয়ানক!—কি সর্ব্বনাশ!!—কি নির্ঘাত দুর্দ্দৈব!!! কোন সাহসে এই অশ্বারোহী যুবা এখন এই মাঠ দিয়ে চোলেছেন? এঁর কি প্রাণের ভয় নাই?—অবশ্য! তথাচ নিরুপায়! সাহস যেটুকু ছিল, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তা লোপ পেয়েছে। আকাশের ন্যায় এঁর হৃদয় সমধিক অন্ধকার! সেই অন্ধকার চিত্তে, অন্ধকার পথে

একাকী চোলেছেন, বিদ্যুতের আভা-প্রদর্শিত পথে ক্রমশই দ্রুতগতি, মন উদাস, অত্যন্ত অস্থির।

পাঠক! অশ্বারোহীর দেহে এক প্রকার প্রাণ নাই!—যেদিকে চান, সেই দিকেই অন্ধকার, সেই দিকেই ভীষণ মূর্ত্তি। এমন সময় চিকুর রোনে উঠ্‌লো, অন্ধকার দূরে গেল, পথ দেখ্‌তে পেলেন; কেবল ভয়ানক বিস্তীর্ণ মাঠ ধূ-ধূ কোচ্চে। পুনরায় দিবা তামসী দৌড়ে এলো, অশ্বারোহী যুবার গতিরোধ কোল্লে, ভয়ে ঘোড়ার রাশ টেনে ধোল্লেন, অচল। মাঝে মাঝে গুড়্ গুড়্ কোরে মেঘ ডাক্‌ছে,—অন্ধকার। পথের দুধারে বড় বড় গাছের আব্‌ডালে আরও ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, আবার বিদ্যুৎ নল্‌পাচ্চে, অশ্বারোহী যুবা পথিক আবার ঘোড়াটী হাঁকিয়ে দিলেন। যতদূর এগুতে পারেন, এইটীই তাঁর মনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা। থেকে থেকে ভয়ও হোচ্চে, ভরসাও হোচ্চে; কিন্তু কি করেন! সাহসে ভর কোরে আবার ঘোড়া হাঁকিয়ে চোল্লেন, খানিকদূর এগিয়ে এসে আর দিক্‌নির্ণয় হোচ্চেনা,—কেবল চারিদিকেই বন, গাছ, আর অন্ধকার। এমন সময় গুড়ুম্ কোরে হঠাৎ এক্‌টা বন্দুকের শব্দ হ'লো। বন্দুকের আওয়াজ অতি নিকটবর্ত্তী হওয়াতে সওয়ারীর ঘোড়াটী সম্মুখের দুটী পা তুলে খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো, বাস্তবিক তিনি ভাগ্য-ক্রমে ঘোটকের গলাছীর বল্‌গা ধোরেছিলেন বোলে, তাই বেঁচে গেলেন, নচেৎ আর একটু হ'লেই ঘোড়া থেকে ভূমে পোড়ে যেতেন। ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চারিদিকে চেয়ে কেঁপে উঠ্‌লেন, তথাচ ঘোড়া থামানুনি। দু-মিনিট পরে মাঠ থেকে, "ঐ যায়,—ঐ যায়,—মার্, মার্!" এই কটী কথা পথিকের কাণে এসে বজ্রসম লাগ্‌লো। ক্রমে

সেই শব্দ দশ হাত, পাঁচ হাত, চার হাত কোরে যতই তাঁর নিকটবর্ত্তী হোতে লাগ্‌লো, ততই পথিক সভয়ে চেয়ে দেখ্‌লেন, কিন্তু কিছুই দেখ্‌তে পেলেন না,—এমত সময় পূর্ব্বমত আবার বিদ্যুৎ ঝিক্‌মিকিয়ে উঠ্‌লো, দেখ্‌লেন যমের মত দুই মূর্ত্তি দুই বন্দুক হাতে কোরে পথের দুপাশে দাঁড়িয়েছে !

পথিক জ্ঞানশূন্য,—বাক্‌শক্তি হীন,—কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উন্মূলিত তরুর ন্যায় দড়াম্ কোরে ঘোড়া থেকে নীচে পোড়ে গেলেন। অশ্বারোহীর পতনমাত্রেই ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে গেলো, "বাবা ! মেরোনা, আমাকে প্রাণে মেরো না !—তোমরা যত টাকা চাও, দেবো।" এই বোলে ভয়ে থর থর কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। এক জন বোল্লে, "শালা ! তোমায় মার্ব্বো না তো ছেড়ে দেবো !" পরে দ্বিতীয়ের প্রতি চেয়ে বোল্লে, "মার্ না ! আর দেরি কেন ? এখনো গাদা হয়নি ? অ্যাৎনা———"

অশ্বারোহী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লেন, "হা পরমেশ্বর ! রক্ষা কর, তুমি ভিন্ন আর এক্ষণে অন্য গতি নাই !" এই বোলে উঠে পালাবার উপক্রম কোচ্চেন, এমন সময় প্রথম ব্যক্তি বন্দুকের বাঁটের বাড়ি এক ঘা সজোরে ঘাড়ে মাল্লে। পুনরায় পথিক বাতাহত কদলীর ন্যায় পোড়ে গেলেন, ডাকছেড়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লেন, "দোহাই বাবা !—আমায় প্রাণে মারিস্‌নে, তোমরা আমার ধরম্ বাপ ! আমায় মারিস্‌নে, আমি তোদের যথাসর্ব্বস্ব দেবো ! আরও বাহাদুর বাবুকে বোলে———"

এই কথা বোল্‌তে না বোল্‌তেই দ্বিতীয় ব্যক্তি গুড়ুম্ কোরে গুলি কোল্লে। গুলি সজোরে যেয়ে অশ্বারোহীর কোঁকে প্রবেশ কোরে, পর পার্শ্ব দিয়ে ধাঁ কোরে ফুটে বেরুলো।

"হোগো—ও—ও—ব্যা—ব্যা—হু—ম্যা—গ্যা-আ-আ !" কয়েকটী শেষোক্তির পর ছট্‌ফঠ্‌ কোত্তে লাগ্‌লেন। হত্যাকারী দুজন একটু তফাতে এসে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো, দুর্ভাগ্য অশ্বারোহী ক্রমেই হাত পা খিঁচ্‌তে খিঁচ্‌তে অষ্টাঙ্গ অবসন্ন প্রায়, চক্ষুদ্বয় ললাটোন্নত হ'য়ে ক্রমেই নিস্পন্দ; পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দেহ হ'তে প্রাণ-পাখী উড়ে গেল,—জীবনের শেষ, যন্ত্রণারও শেষ।

"থাক্‌, শালে কম্‌বখত ! ব্যাটার য্যাৎনা কার্দ্দানি, য্যাযা হামেহাল, ত্যাযা নাজেহাল, পেষ্‌মান ! এক রোজেই দোনো কাম কত্তে সাফ্‌ কোত্তেম, লেকিন্‌ থোড়াই আস্তে ফের দুনো হায়রাণ্‌ হ'তে হবে !"

পাঠক ! আর এখন মৃত দেহের কাছে পাহারা দিয়ে আগ্‌লে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে ?—চলুন, হত্যাকারী উভয়ের অনুসরণ করা যাক্‌, নির্দ্দয় পাপীষ্ঠ নরাধমেরা দুজনে কি করে দেখা যাক্‌।

হত্যাকারী দুজন ছুটে চ'লেছে।—প্রায় ক্রোশ দুই যেয়ে একটী পাকা রাস্তায় পোড়্‌লো। এখন তারানাথ তারাগণ সমভিব্যাহারে আকাশে উদয় হ'য়েছেন, জ্যোৎস্নায় ফিনফটিক ফুট্‌চে। পাঠক ! এখন দেখুন দেখি, চাঁদের আলোয় এ দুটীকে চিন্‌তে পাচ্চেন কি ? সেইযে, আপনকার পরিচিত ঠক্‌চাচা আর নাক্‌কাটা মাম্‌দো-গোলাম ! কেমন, এখন চিনেছেন ত ?

ঠক্‌চাচা চুপি চুপি বোল্লে, "সেকের পো ! সেকের পো ! ঐ বুঝি বিরূপ বাবু আর আমাদের বড়বাবু আস্‌তেচেন !"

সেকের পো ত্রাস্তভাবে চাচার পোর কাছে সোরে যেয়ে আগ্রহ দৃষ্টে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কৈঁ—কৈঁ, কাঁহাজী ?"

ঠক্‌চাচা আঙুল বাড়িয়ে বোল্লে, "ঐযে, ঐ শাদা ঘোড়া বগী হাঁকিয়ে গুড়্ গুড়্ কোরে আস্‌তেছেন।"

"তঁবেঁ তুঁইঁ এঁ শঁরঁকেঁ যাঁ, মুঁইঁ ইঁদ্‌রীঁ সে যাঁই।" এই বোলেই দুজনে দু-পথ দিয়ে চোলে গেল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমেই বগীখানি একটী ছোট গোলির মধ্যে গিয়ে একটা মস্ত পুরোণো সাবেকী বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়ালো। তিনটী বাবু গাড়ী থেকে নেমে বোল্লেন, "সহিস্! জোল্‌দি গাড়ী লে যাও?" সহিস্ গাড়ী নিয়ে চোলে গেল।

বাড়ীর দরজা বন্ধ ছিল,—খুট্ খুট্ কোরে কড়া নাড়্‌তেই ভিতর থেকে উত্তর এলো, "কোন্‌জী?"

"আমি তেজচাঁদ।" বোল্‌তেই দরজাটী ভিতর থেকে উন্মোচন হ'য়ে গেল;—তিনটী বাবু অনায়াসে ভিতরে গেলেন, পূর্ব্বমত আবার দরজা বন্ধ হ'লো।

বাড়ীখানি মাঝারি।—স্থানে স্থানে চড়াই আর গুয়ে শালীকের বাসা। কোথাও চুন্‌কাম আছে, কোথাও নাই। কোথাও বা এক-চাপ বালী খসে পোড়েছে, কোথাও বা রাশিকৃত পায়রার গু। প্রাচীরে প্রাচীরে লোনা ধোরেছে, বহুদিন বিনা সংস্কারে হতশ্রী, মলিন ও নিস্প্রাণ হ'য়ে, ঠাঁই ঠাঁই বৃষ্টিজলের কলঙ্ক ধারা চিহ্নিত ও শৈবাল পরিপূর্ণ ভিত্তির উপর, ছাদের উপর, আল্‌যের উপর, নলের ভিতর বট অশ্বত্থ গাছ হাড়ে হাড়ে শিকড় বসিয়ে রাজার হালে প্রভুত্ব কোচ্চে। বড় বড় কক্ষে আলো জ্বোল্‌ছে, কিন্তু জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পাশের ঘরের সাম্‌নের দরজায় চাবি বন্ধ ছিল, তেজচন্দ্র অগ্রগামী হয়ে তাড়াতাড়ি খুলেই সেই কক্ষমধ্যে

প্রবেশ কোল্লেন, অপর সঙ্গী দুই জনও তাঁর অনুগামী।—এক পার্শ্বে পরিষ্কার শয্যা, শয্যার উপর বিচিত্র আস্তরণ, চতুর্দ্দিকে পাশাপাশি অনেকগুলি উপাধান, নানা প্রকার আশ্‌বাবে ঘরটী বেশ্ সাজানো। কিন্তু সে ঘরেও মানুষ নাই, তাঁরা তিন জনে সেই ঘরেই বোস্‌লেন। একটু পরে একজন হিন্দুস্থানী চাকর এসে তামাক দিয়ে গেল, তেজচন্দ্র আমিরী মেজাজে আড় হ'য়ে ধূমপান কোত্তে লাগ্‌লেন। পাঠক! অপর দুটী তেজচাঁদের সঙ্গী, সেই আমুদে বখাট্ সদারং আর বিরূপ বাবু।

সদারং ব্যতীত অপর দুই জনেই আন্তরিক প্রফুল্ল, অসন্দিগ্ধ, স-প্রতিভ। "ব্যাপার কি, এ বাড়ী কার,—এটা কি খালি বাড়ী? না, তা হ'লে দরজা বন্ধ থাক্‌বে কেন? কিছুইত বুঝ্‌তে পাচ্চি না, রকমখানা কি, এদেরই বা গতিকটা কি, এখানে কে থাকে? এটা কি এদেরি বৈঠকখানা!" সদারং মনে মনে এইরূপ নানা তর্ক বিতর্ক কোচ্চেন,—নিজে পাগল,—বদ্ধপাগল সকলেই জানে, ব্যাপার খানা কি, ফুটে জিজ্ঞাসা কোত্তেও পাচ্চেন না;—মধ্যে মধ্যে সেই চাকর এসে বাবুদের মুহুর্মুহুঃ পানতামাক দিয়ে যাচ্চে, কিন্তু কোন কথাই নাই। মাঝে মাঝে বিরূপ বাবু একএকটী সৌখীন গল্প কোরে আমোদ কোচ্চেন, সদারং যেন দায়ে পোড়ে মধ্যে মধ্যে এক এক্‌টা হুঁ-হাঁ দিয়ে যাচ্চেন, কিন্তু আন্তরিক কোন কথাতেই তাঁর মনোযোগ নাই।

উপস্থিত খোষ গল্পের পর হঠাৎ বিরূপ বাবু বোল্লেন, "অহে একটু অপেক্ষা কর, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে এলেম বোলে।" বোল্‌লেই তড়িদ্গতিতে সাঁ কোরে চোলে গেলেন, তেজচন্দ্র আর সদারং চুপ্ কোরে বোসে থাকলেন।

আরো দুই দণ্ড অতীত।—বিরূপ বাবু একটী স্ত্রীলোককে সঙ্গে কোরে ঘরের ভিতর এলেন। স্ত্রীলোকটীর আধ হাত ঘোম্‌টা দেওয়া, কিন্তু তথাচ ঘোম্‌টার ভিতর থেকে, তেজচন্দ্রের ধবলাকার মুর্ত্তিখানি আড়্‌নয়নে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, বিরূপ বাবু বত্রিশপাটী দাঁত বাহির কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "বড় বাবু! দেখুন, একবার আমার বাহাদুরী দেখুন! কেমন যোগাড় কোরে এনেছি!"

তেজচন্দ্র বাবু একটু মুচ্‌কে হেসে বোল্লেন, "তুমি না হ'লে এ কাজ করে কে হে!—তাই-ত বলি,—এই যে এসো, আমার মনোমোহিনী এসো!"

"আমরি! মরি! যখন এত কষ্ট কোরে আনা হ'য়েছে, তখন একবার ভাল কোরে দেখুন, নয়ন মন সার্থক করুন!" এই বোল্‌তে বোল্‌তে দুঃশাসন যেমত কুরুসভামধ্যে দ্রুপদকুমারীর বস্ত্রাকর্ষণ পূর্ব্বক পৌরবপ্রভৃতির তুষ্টিসাধন কোরেছিলেন, বিরূপ বাবুও তদ্রূপ স্ত্রীলোকটীর ঘোম্‌টাটী খুলে দিলেন। স্ত্রীলোকটী লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে বোল্লে, "ওমা! একি গো!—আমায় কোথায় আন্‌লে?—আমি যে সতী লক্ষ্মী!—হ্যাঁগা দাদা বাবু! তোমার কি এই কাজ? হ্যাঁগা, তুমি যাঁর নাম কোরে নিয়ে এলে, তিনি কৈ?"

বিরূপ বাবু চোখ মুখ খিঁচিয়ে বোল্লেন, "কৈ?—আবার কার নাম কোরে এনেছি?"

আগন্তুক স্ত্রীলোকটীর উত্তর নাই,—এক মুহূর্ত্ত নিরুত্তর। মহা ভাব্‌না উপস্থিত, ভয়ে জড়সড় হোয়ে বোস্‌লেন। দাদার সঙ্গেএলেন, কোথায় এলেন,—কি বৃত্তান্ত, কোথায় যাবেন,—কোথা নিয়ে যাবে,—কি কোর্‌বে! সেই দুশ্চিন্তাই তাঁর আন্তরিক নিতান্ত প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লো।

পুনর্ব্বার সেই স্বরে প্রশ্ন হ'লো, "চুপ্ কোরে রৈলে যে?—কারে চাও?—বাহাদুর!—রায় বাহাদুর বাবুকে,—না প্রাণধনকে? তারা এতক্ষণ হয়ত কেষ্ণকে জবাব দিয়েছেন, তারির শ্রাদ্ধ শান্তি গড়াবার জন্যেই তোমায় এত ফন্দী কোরে নিয়ে আসা হয়েছে।"

পূর্ব্বাপেক্ষা স্ত্রীলোকটীর প্রাণ আরও চোম্‌কে উঠ্‌লো,—ভয়ে বুক গুড়্ গুড়্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, সেই সঙ্গে সাষ্টাঙ্গ চিন্তা-জড়ীভূত হোয়ে শোকে, বিরহে, মনস্তাপে, লজ্জায় গুমুরে গুমুরে কাঁদ্দে লাগ্‌লেন।—কাঁদ্‌চেন বটে, কিন্তু নীরবে ঘোম্‌টার ভিতর।

পাঠক মহাশয়! দেখুন, দেখুন, একবার ভাল কোরে দেখুন, স্ত্রীলোকটীর চেহারা কেমন, কি রূপের গরিমা! যেন স্বর্ণ-প্রতিমা-শোভিত আদর্শ! সেই রূপের আভা তেজচন্দ্রের পোড়ারমুখো চক্ষের শ্বেতমণিতে প্রতিবিম্ব স্বরূপ প্রতিফলিত হ'য়ে, অপরূপ রাহুগ্রস্ত শশীর ন্যায় শোভা ধারণ হ'য়েছে।

খানিকক্ষণ পরে বিরূপ বাবু একটু মৃদুস্বরে আবার বোল্লেন, "মন্মোহিনী! এখনো বোল্‌ছি, ঘোম্‌টা খোলো, লজ্জা ভাঙ্গো, বাবুর সঙ্গে হেসে খেলে দুটো কথা কও! আমার এতটা কষ্ট যেন নিতান্ত নিষ্ফল না হয়!"

অপরিচিত অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শনে মন্মোহিনী আড়ষ্ট! এগুতেও পাচ্ছেন না, পেছুতেও পাচ্ছেন না, অচলা প্রতিমার ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেন, কিন্তু দৃষ্টি ধরাতলে! আবার দ্বারের দিকে একবার চাইলেন, কাউকে দেখ্‌তে পেলেন না, সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠ্‌লো,—চক্ষে জল নাই, নির্ব্বাক্!

"অহে, এদিকে টেনে নিয়ে এসোনা?—'মৌনং সম্মতি লক্ষণ।'

যখন এসেছে, তখন এতে আর লজ্জা কি ?” এই বোলেই গৃহস্থিত তেজচন্দ্র আসন ত্যাগ কোরে দুই চারি পা অগ্রসর হ'য়ে মৃদু মধুর প্রিয় সম্ভাষণে বোল্লেন, “চাঁদ্‌বদনী ! এসো, একবার উভয়ে উভয়ের তাপিত প্রাণ শীতল করি ! জন্মের মত লজ্জার গোড়ায় ছাই দেই !”

মনোমোহিনীর চট্‌কা ভাঙ্গ্‌লো,—অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠ্‌লেন। যদি বেরিয়ে যান, রক্ষার উপায় নাই !—যদি মৌন থাকেন, উত্তর না দেন, বিষম বিপত্তি !

পাণ্ডব অজ্ঞাতবাস।—মৎস্যরাজ বিরাট সভামধ্যে কীচককর্ত্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, প্রভৃত অপমান, পদাঘাত ! দুরন্ত কাম-মদোন্মত্ত কেকয়-রাজপুত্র মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের সহায়বল, সেনাপতি ও শ্যালক, বিশেষ ভগিনী সুদেষ্ণার অনুমতিক্রমে ছদ্মবেশধারিণী সৈরিন্ধ্রীর উপর স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে, কঙ্ক প্রভৃতি পাণ্ডবেরা ধর্ম্মানুগত অজ্ঞাতবাস প্রতিজ্ঞার আশঙ্কায় সে বিষয়ে কেহ কোন উচ্চবাচ্য কোল্লেন না, সেই দুরাত্মার অবমাননায় হৃদয় বিদীর্ণ হোলেও সকলে উপেক্ষা কোল্লেন, সুতরাং সভ্যগণের সমক্ষে শৈলূষীর ন্যায় সৈরিন্ধ্রীর রোদন কেবল অনর্থক হ'লো। উল্লিখিত ঘটনার আদি সূত্র, যখন পতিপরায়ণা দ্রুপদ-তনয়া বাষ্পাকুল লোচনে ভীতমনে দৈবের উপর নির্ভর পূর্ব্বক চকিত মৃগীর ন্যায় বিত্রস্ত চিত্তে অগত্যা সুদেষ্ণার আদেশমতে সুধা আহরণার্থ কীচক ভবনের সমীপবর্ত্তিনী হ'লেন, সেই সময় দুরাত্মা কীচক অদূর হ'তে কৃষ্ণাকে আগমন কোত্তে দেখে, যেমন পারগামী নৌকা দেখ্‌লে লোকের মন আনন্দে প্রফুল্লহয়, বরং তৎতোধিক সন্তুষ্টচিত্তে সত্বরে গাত্রোত্থান

পূর্ব্বক, জম্বুক যেমন সিংহ-কন্যার সমীপে গমন করে, তদ্রূপ সূতপুত্র কীচক দ্রুপদাত্মজা পাঞ্চালীর সমীপবর্ত্তী হ'য়ে মৃদুস্বরে তাঁহাকে সান্ত্বনা করত যেরূপ প্রিয় সম্ভাষণ কোরেছিলেন, এ ক্ষেত্রে তেজচন্দ্রও সেইমত অবগুণ্ঠিতা স্ত্রীলোকটীর নিকটবর্ত্তী হ'য়ে উত্তরোত্তর ততোধিক রসিকতা আরম্ভ কোল্লেন। মন্মোহিনী তখন আর তুষ্ণীশীলা থাক্‌তে পাল্লেন না; একটু পিছনদিকে সোরে দাঁড়িয়ে মৃদু অথচ সম্ভ্রমের স্বরে বোল্লেন, "আমি সরলা অবলা! আপনি আমার রক্ষাকর্ত্তা, পিতার ন্যায় গুরুতর! আপনিই আমারে রক্ষা করুন! আমাকে এই জন্যই কি ফাঁকি দিয়ে আন্‌লে,—হ্যাঁ দাদা বাবু! এই কি তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের উচিত কর্ম্ম হ'লো, এই কি ধর্ম্ম হ'লো? আমি একবস্ত্রা রজস্বলা অবলা———"

প্রমোদভরে হাস্‌তে হাস্‌তে তেজচন্দ্র সকৌতুকে আরও মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেয়ে বোল্লেন, "সুন্দরি! তুমি অবলা,—হাঃ হাঃ হাঃ! —তুমি অবলা।—আর আমি কি হরবোলা! অ্যাঁ?—তার আর লজ্জা কি? আমারে চেনো না, এই লজ্জা! ক্রমেই চিন্‌তে পার্ব্বে।" এই বোলেই সানুরাগে হাত ধর্‌বার উপক্রম কোল্লেন। মন্মোহিনী আরও পশ্চাদ্গামিনী হ'য়ে বাহিরের দিকে একবার চাইলেন, নিকটে কেউই নাই,—উদ্দেশে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "হে হরি! লজ্জা নিবারণ করো, তুমি ভিন্ন অবলার গতি আর কেউ-ই নাই!" ছাপুশ নয়নে ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

সদারং এতক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই চাক্ষুষ দেখ্‌ছিলেন, বাক্যালাপ শুন্‌ছিলেন।—তিনি পাগল, তথাচ তিনি জান্‌তেন, প্রণয়-সূত্রানুরাগের প্রথম উদ্যমের কতদূর সকৌতুক বেগ,

মুহূর্ত, লজ্জা, ভয় আর অভিমান! এই জন্যই তিনি এতক্ষণ এ কথার মধ্যবর্ত্তী হন নাই।—যখন জান্‌লেন, যে মনোমোহিনী যথার্থ মর্ম্মান্তিক বেদনার ভীরুকণ্ঠে বিলাপ কোচ্চেন, যখন দেখ্‌লেন, বিরূপ বাবু তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর হ'য়ে তাঁকে এতাদৃশী অত্যাচারে লিপ্ত কোচ্চেন, অসহায়িনী অপমান-তাপিতা লজ্জাবগুণ্ঠিতা কুণ্ঠিতামুখী অবলা বিপাকে পতিতা হ'য়ে, সকরুণ-কণ্ঠে বিলাপোক্তি কোত্তে কোত্তে বর্ষাধারার ন্যায় অনর্গল অশ্রুধারা বর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লো, সেইরূপ ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস দেখে বোল্লেন, "অহে! মেয়ে মানুষটাকে অনর্থক চটাও কেন? সম্প্রীতে সকল কাজই সুসিদ্ধ হয়, আর এই একটা সামান্য মেয়ে মানুষের গায়ে হাত বুলিয়ে———"

বিরূপ বাবু সদারঙের কথায় তাচ্ছল্য প্রকাশ কোরে পূর্ব্বের চেয়ে আরও রেগে উঠে বোল্লেন, "মর হারামজাদী! আবার কাঁদ্‌তে বোস্‌লেন! থাকেন পরের ভাতে নবাবীচালে,—বোল্‌ছি বাবুর কথা শোন্,—ভাল হবে,—তা নয়!" এই বোল্‌তে বোল্‌তে জোর কোরে গায়ের মাথার কাপড় খুলে ফেলে হিড়্ হিড়্ কোরে বিছানায় টেনে আন্‌লেন, বিরূপের বাঁহুরে হ্যাচ্‌কায় আর ভয়ে মনোমোহিনী ধড়াশ্ কোরে আচম্‌কা বিছানায় পোড়ে গেলেন।

বাগুরাবদ্ধা কুরঙ্গিণীর ন্যায় মনোমোহিনী চকিতভাবে সত্রাসিত নয়নে তেজচন্দ্রের প্রতি একবার সতেজ দৃষ্টিপাত কোল্লেন, সেই নয়নদ্বয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হ'তে লাগ্‌লো, ভ্রমান্ধ কামুক, কামমোহিত চক্ষে সেই কটাক্ষকে প্রেম কটাক্ষ বিবেচনা কোরে সাহসে, উৎসাহে, একান্ত উৎফুল্ল হ'য়ে, সাহ্লাদে হাস্‌তে হাস্‌তে চারুবদনার দক্ষিণ হাতটী ধোল্লেন।

"বাবা !—আমি তোমার মা !—আমায় ছুঁয়োনা !—ছেড়ে দাও ! এখনই ছাড়ো বোল্‌চি !—আমার সঙ্গে মন্দ আচরণ কোরো. না ! ভালো হবে না !—স্ত্রীহত্যা পাতকী হবে !—এখনই ছাড়ো ! বাবা ! আমি তোমার মা !—তুমি আমার ছেলে !—বাবা রক্ষে কর !—বাবা রক্ষে কর !—আমার ধর্ম্ম নষ্ট কোরোনা !" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে মন্মোহিনী সদর্পে হাত ছাড়াবার বিহিত চেষ্টা পেতে লাগ্‌লেন, কিন্তু পাল্লেন না।

সুরসিক তেজচন্দ্র ব্যঙ্গ হাসি হেসে ঘাড় নেড়ে একটু উচ্চকণ্ঠে বোল্লে, "সে সাধ্য তোমার নাই ! এখনো এত দুদ্‌ দিয়ে ভাত খাও নাই ! যে আমার হাত থেকে জোর কোরে হাত ছাড়াবে ! তুমি ছাড়াতে চাচ্চো বটে, কিন্তু আমার প্রাণ তোমাকে কোনোমতেই ছাড়তে চাচ্চে না।

মন্মোহিনী চিপ্‌ চিপ্‌ কোরে মাথা খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে বোল্লেন, "দোহাই বাবা ! আমায় ছেড়ে দাও ! নয়ত এখ্খুনি মেরে ফেল,—এখ্খুনি মেরে ফেল,—আমি আর বাঁচ্‌তে চাইনে !"

বিরূপ বাবু মুখ খিঁচিয়ে বোল্লেন, "চুপ্‌ শালী ! ফের যদি অমন কথা বোল্‌বি ত কেটে ফেল্‌বো ! বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক বিরুদ্ধ কচ্ছিস্‌ !"

"ছি ভাই ! অমন কাজও কোত্তে আছে, মাথাও খোঁড়ে, লাগ্‌বে যে !—আমার কথায় রাজী হও, ভাল হবে !—তোমার ভালোর জন্যেই বোল্‌ছি, এতে যদিস্যাৎ রাজী না হও, অবশেষ——"

মন্মোহিনী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লেন, "ভালোর মুখে ছাই ! কাজ কি আমার ভালোয় ? আমার সৎপথে না হয় মন্দই হবে। এখনও তোমাদের মিনতি কোরে বোল্‌ছি, আমায় ছেড়ে দাও ! এখনও

বোল্‌ছি, ছাড়ো! আমায় বাড়ী রেখে এসো! বাবা তুমি আমার পেটের ছেলে, দোহাই বোল্‌চি নৈলে——"

বিরূপ বাবু মুখ শিঁকুটে বোল্লেন, "আঃ! শালীত ভারী গোল-যোগ কোল্লে গা? আজ কাল ভালোর কাল নাই? যত বোল্‌ছি, রাজী হও, সব দিক্ বজায় থাক্‌বে, কেন আর আপনিও কষ্ট পাও, আর আমাদেরও বৃথা কষ্ট দাও!"

মন্মোহিনী মৌনব্রত।—কি কোর্‌বেন, তেজচন্দ্র হ'লেন আপনার পিতার শ্যালক, উপপত্নীর সহোদর;—এক প্রকার মাতুল বোল্লেই হ'লো। এজন্য অধিক বাক্যালাপও কোত্তে পাচ্চেন না, কাজেই চুপ্ কোরে আছেন। শরীর সাষ্টাঙ্গ কাঁপ্‌ছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোচ্চেন,—চক্ষু দিয়ে অনবরত জল পোড়্‌ছে, মনে মনে যে কি হোচ্ছে,—তা তিনি আর সত্ত্ব, রজ ও তম ত্রিগুণাতীত জগৎপালন সর্ব্বভূতাত্মা জগদীশ্বর ভিন্ন অপর কেউ-ই সে ভাব জান্‌তে পাচ্চে না।

মন্মোহিনীর কোন উত্তর না পেয়ে তেজচন্দ্র মহাক্রোধে বিষম চোটে উঠ্‌লেন; আর রাগ সহ্য কোত্তে পাল্লেন না। বোল্লেন, "ভাব্‌ছিস্ কি?—এখন রাজী হবি কি-না হবি বল? যদি না হোস্——"

"পাষণ্ড! পাপীষ্ঠ!! দুরাচার!!! তোদের কলঙ্কের ভয় নাই? নরকের ভয় নাই?—সতীর সতীত্ব নাশ! এখনও বোল্‌ছি ছাড়্, নৈলে সতীসাধ্বী কেমন কোরে সতীত্বের গৌরব রাখে দ্যাখ্! কেমন কোরে জীবন্ বিসর্জ্জন দিয়ে শরীর পবিত্র করে দ্যাখ্! পরমেশ্বর অবশ্যই তোদের এর প্রতিফল দেবেন-ই দেবেন! কখনই অন্যথা হবে না!—হবে না!!—হবে না!!!"

পাঠক ! এঁরা কি মানুষ ! যেকালে মানুষের মত হাত পা অবয়ব আছে, তখন-যথোচিত বুদ্ধিও আছে। তবে এঁরা কি রকম মানুষ ?—এঁদের কি কোন জন্মের বৈলক্ষণ্য আছে ?—এ কথা চাই কি আপনারা অবশ্যই জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন ? অবশ্য, না থাক্‌লেই বা এমন হবে কেন ? উঃ কি পাপ ! কি দারুণ মহাপাপ ! যে মনুষ্যের শরীরে দয়া ধর্ম্ম নাই, নীচাশয়, নীচ প্রবৃত্তি ; তারা কখনই মনুষ্য বা মনুষ্যজাত বোলে পরিচিত হ'তে পারেন না। তাঁরা পশু অপেক্ষাও নীচ, অধম !

"হবে না ! হবে না !! হবে না !!!—আমি বলি এখনি হোক্ ! এখনি হোক্ !! এখনি হোক্ !!! সুধামুখী আমি এমন কি সৌভাগ্য কোরেছি, যে এখনি হাতে হাতে ত্রিবর্গের ফল পাবো ! ধর্ম্ম অর্থ, কামের চতুর্থ বা শেষ ফল মোক্ষ পাবো ! ওলো সুন্দরি ! সে ফল স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালেও নাই, সমুদ্র গর্ভেও নাই, ইন্দ্রের সপ্ত-স্বর্গস্থিত সুরম্য নন্দন কাননেও নাই ! আজ সেই মহামূল্য অপ্রাপ্য ফল যে হাতে পেয়েছি, এই আমার পরম সৌভাগ্যের চরমফল ! বিধুমুখি ! ক্ষান্ত হও, শান্ত হও, ক্রোধ পরিহার কর ! একবার আমার প্রতি সু-প্রসন্না হও, অভিমান, গর্ব্ব পরিত্যাগ কোরে একবার আমার প্রতি অনুকূলা হও, নিতান্ত অকূল পাথারে ডুবিও না, প্রসন্না হও। যৌবনি ! তোমার ঐ চঞ্চল-কুটিলতাময় অপাঙ্গভঙ্গি আমার বিরহ-কলুষিত হৃদয়কে পুড়িয়ে যাচ্চে, আর মুহূর্ত্তেক আমার প্রতি সেই মধুর কটাক্ষে চাও, অন্তর্জ্বালা নিবৃত্তি করি, অমিয় বচনে একবার কথা কও, শুনে তাপিত প্রাণ শীতল করি, দেহ সফল করি !"

"এখুনি আমি তোমাদের নিকট রক্তগঙ্গা হবো !—তোমরা

যেই হও, এখুনি আমি তোমাদের ঘোর নরকগামী কোর্ব্বো! এটী তোমরা নিশ্চয় জেনো,—নিশ্চয় মনে রেখো, এই ঘরের মধ্যে এখনি যদি প্রাণ যায়, এখনিই যদি অবঘাতে এ পাপ-প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়, তা হ'লেও তুমি নিশ্চয় জেনো, কখনই মন্মোহিনী স্ব-ধর্ম্মে, সতীত্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেবে না!—অবলা সরলাকে নিভৃতে একাকী পেয়ে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হ'য়ে উন্মত্ত হ'লে, চক্ষের পর্দ্দা তুলে বারেক দেখ্‌লেও না যে আমি কে,—ওরে নিষ্ঠুর!—অকৃতজ্ঞ-পামর!—আমারই পিতার অন্নে এতদিন প্রতিপালিত হ'য়ে তারির এই কৃতজ্ঞতা, এই তোর ধর্ম্মকর্ম্ম!—ধর্ম্মদেব! তুমিই চারযুগের সাক্ষী! এ অবলা জীবনাপেক্ষা তোমার গৌরব অধিক জানে,—সম্পূর্ণ জানে! উঃ! রাইমনি!—কাল-ভুজঙ্গিনি! এখন কোথায় তুমি? আমার এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছ! তোমারি কুহক-গরলে আমি এ প্রাণের অবসান করি, আর না! জগদীশ!—আমি যদি যথার্থ নিষ্পাপী হই, এ দুরাত্মারা যেন এখনি এই অধর্ম্মের যথোচিত ফল হাতে হাতে পায়। রমানাথ! আমার মনে এক বিন্দুও পাপের লেশমাত্র নাই, প্রভু! লজ্জা নিবারণ করো! জননি! তোমার হত-ভাগিনী মন্মোহিনী জন্মের মত বিদায় নিচ্চে,—এ সময় যে একবার এ পাপ চক্ষে তোমার শ্রীচরণ দেখ্‌তে পেলেম না;—এই আক্ষেপ থাক্‌লো।—প্রাণকান্ত! বিনোদ! এ জন্মে তোমারও সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হ'লো না, দেখো! যেন জন্মান্তরে দাসী বোলে চরণে স্মরণ থাকে। পিতঃ! তোমার অতি আদরের কন্যা মন্মোহিনী এখানে অনাথিনীর মত ষড়চক্রে অবসন্ন হ'চ্চে, কেউ-ই পরিত্রাণ কর্ত্তা নাই। পাষণ্ড তেজচন্দ্র আমাকে অভিভূতা কোচ্চে, আপনি

কি তাহার কিছুই জান্তে পাচ্চেন না? হা নাথ! আমি ভয়ানক বিপন্ন-সাগরে নিমগ্ন হ'চ্চি, আমাকে উদ্ধার কর! হে গোবিন্দ! তুমি ভিন্ন অবলার আর কোন বল নাই!" এইরূপ সকরুণ বিলাপ কোত্তে কোত্তে তেজচন্দ্রের হাত ছাড়িয়ে মনোমোহিনী বাতাহতা কদলীর ন্যায় ভূতলে আছাড় খেয়ে পোড়্লেন।

"এখনো রাজী হোলিনে? এখনো রাজী হোলিনে? আঁ্যা!—রাজী হবি কি-না বল্?" এই বোল্তে বোল্তে কুরুসভামধ্যে দুঃশাসন যেরূপ পাঞ্চালীকে বিবস্ত্রার চেষ্টা কোরেছিলেন, সেইরূপ বিরূপ বাবু মহাক্রোধে কাঁপ্তে কাঁপ্তে সজোরে কাপড় টান্তে লাগ্লেন।

মনোমোহিনী যদিও মহাশঙ্কটে পোড়েছেন, তথাচ তাঁর বুদ্ধি কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি স্বভাবত চতুরা ছিলেন, এজন্য যদি কোন কথায় জবাব না দেন, তা হ'লে হয়ত বিপরীত প্রমাদ ঘট্তেও পারে! এই ভেবে বোল্লেন, "আমায় একটু জল দাও! বড় পিপাসা!" বিরূপ বাবু তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল দিলেন,—মনে কোল্লেন, তবে আর কি,—কেল্লাতো মারদিয়া!

মনোমোহিনী যেমন জলপান কোরে গেলাসটী রেখেছেন, অমনি জনকয়েক লোক হুড়্ হুড়্ দুড়্ দুড়্ কোরে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই রেগে অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে ঘরের ভিতর এলো। তাঁদের দেখেই বিরূপ বাবু আর তেজচন্দ্র সহসা শিউরে উঠ্লেন, লোকগুলি কোন কথাই না বোলে, এলোপাতারি মার আরম্ভ কোল্লে।

বিরূপ বাবু তাঁদেরই মধ্যেই এক জনার পায়ে জড়িয়ে ধোরে বোল্লেন, "দোহাই হরিহর বাবু! আমি কিছু জানিনে, আমায় মেরো না! আমার কোনো দোষ নাই,—তেজচন্দ্র আমায় নিয়ে এসেচে!"

"শালে, তুম্‌হি কুছু জানেনা ! তবে কোন জানেরে বেটী * * ছুছুঁরা !" এই বোলে একজন মেকুয়াবাদী আরদালীর মতন পুনরায় বেদম্ প্রহার আরম্ভ কোল্লে !—সুধু মার-ত মার, লাথী, জুতো, কিল, চড়ের ধমকে একেবারে ভূত পালাতে লাগ্‌লো ।

মোক্তার বিরূপচন্দ্র বাবু মার খেয়ে হাড়গোড় ভাঙ্গা 'দ' হ'য়ে পোড়্‌লেন। একটা পাঁটার উৎসর্গ দেখে অপর ছাগটা যেমন ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপ্‌তে থাকে, বিরূপের মার শেষ হ'তে দেখে তেজচন্দ্র মনে মনে কোচ্চেন 'এইবার বুঝি আমার পালা !' কিন্তু সে লোক-গুলি তেজচাঁদের গায়ে হাত না তুলে মিষ্টি মিষ্টি কোরে বোল্লেন, "মশাই ! এই কি আপনার উচিত কাজ ? এই আপনি না সেদিন ধন-পতি রায়কে গোইন্দের মারফৎ পুড়িয়ে মেরেছেন, আবার পাছে আরাম হবে বোলে এক হাতুড়ে বৈদ্য আনিয়ে তাঁর অবশিষ্ট পরমায়ু টুকুও কাটিয়ে দিলেন। বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে সমস্ত বিষয় আশয় গাপ কর্‌বারও বিহিত চেষ্টা পেলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'লেন না, এ কথা কে-না জানে, আপনি নরহন্তা কে-না টের পেয়েছে ? আবার এই অধর্ম্ম ! ছি !—ছি !—ছি !—আপনার মতন লোকের এমন কাজ করা অতিশয় লজ্জাস্কর ! আমরা গরিব লোক,—আপনারা আমাদের মা বাপ, আপনাদের উচিত কি গরিবের প্রতি অত্যা-চার করা ?—আহা-হা !—আপনার ঠাকুর, কত লোকের কত উপ-কার কোরে গেছেন,—কত গরিবকে প্রতিপালন কোরে গেছেন, কিন্তু তেম্‌নি এখন আপনি তাঁর বংশের সুপুত্র হ'য়ে তাঁর মুখোজ্জ্বল কোচ্চেন ! যা হোক্, আপনি আর এমন কর্ম্ম কখনো কোর্ব্বেন্ না, এইটী যেন চিরকাল মনে থাকে !"

তেজচাঁদ আমৃতা আমৃতা স্বরে বোল্লেন, "হরিহর বাবু? এ বিষয়ে আমায় মিথ্যা ভৎ সনা করা, আমার এতে কোন দোষ নাই! আমি কেবল বিরূপ বাবুর পরামর্শে——"

"তুমি না এলে কি তোমাকে জবরদস্তি কোরে টেনে এনেছে? অ্যা?—এখনো কালামুখ নেড়ে বোল্‌তেও একটু লজ্জাবোধ হ'লো না?—আপনার মনে বুঝে দেখদেখি, এ বাড়ীতে যেন ভেটেরখানা বানিয়েছ কি না? দিবারাত্র প্রেমারা চালিয়েছ, অষ্ট প্রহর গাওনা, বাজনা, নাচ, তামাসা মদ ভাং নিয়ে মাতামাতি কোচ্চো, আবার বোল্‌ছো তুমি নির্দ্দোষী! ছি!—তোমার জন্মে ধিক্! তোমার কর্ম্মে ধিক্!! তোমার জীবনে ধিক্!!!" এই বোলেই মহারাগে মন্মোহিনীকে বোল্লেন, "আয় মা! তুই আমাদের বাড়ী আয়! এখানে আর কাঁদ্‌লে কি হবে মা! জগদীশ্বর থাকেন-ত তিনিই এর বিচার কোর্ব্বেন।" এই-কটী শেষোক্তির পর স্নেহভাবে মন্মোহিনীকে সঙ্গে কোরে দাঙ্গা-বাজ লোকেরা সকলেই চোলে গেলেন।

——oo——

ষট্‌ত্রিংশতি কাণ্ড।

সাক্ষাৎ কুটীলতা।

যামিনী বিগতা।—পরদিন প্রত্যুষে একান্ত ক্ষুব্ধমনে তেজচন্দ্র একাকী অন্যমনস্কভাবে বাহির মহলে পাদবিহার কোচ্চেন, দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি জাগরণে পরিশ্রান্ত কলেবরে উষাকালেই শয্যা পরিত্যাগ কোরেছেন, থেকে থেকে এক একবার আপনাআপনিই বিজ্ বিজ্ কোরে বোক্‌চেন, ঘাড় নাড়্‌ছেন, মুখ শিঁকুটে তুল্‌ছেন; যেন কোন আকষ্টবন্ধে পোড়েছেন।—সেটী কি?—আর কিছুই নয়!—কেবল গত রজনীর অপমান অনুতাপানল! সেই মানসিক চিন্তাই তাঁর আন্তরিক স-প্রবল! বিপরীত উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ, অপূর্ব্ব উৎকণ্ঠিত ভাবান্তর! তিনি নিজে কি ভাব্‌ছেন,—জিজ্ঞাসা কোল্লে বোধ হয়, নিজেই সে কথার উত্তর দিতে অপারক।—হৃদয়ে যে দারুণ চিন্তা উপস্থিত,—সেটী অপার, চিত্ত উদাস!

এমন সময় দুজন অন্তরঙ্গ সেইখানে প্রবেশ কোল্লেন।—রায় বাহাদুর আর প্রাণধন। দেখেই তেজচন্দ্র সভয়ে শিউরে উঠ্‌লেন!—কিন্তু পরক্ষণেই অন্তরের ভাব অন্তরে আবার বিলীন হ'লো। মৌখিক শিষ্টাচার জানিয়ে সহাস্য বদনে সমাদরে অভ্যর্থনা কোরে বসিয়ে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন।

উপস্থিত দু-চারটী কুশল কথোপকথনের অবসরে রায় বাহাদুর ক্ষুণ্নস্বরে বোল্লেন, "একটু বিশেষ প্রয়োজন কথার জন্য আপনার নিকট আসা হ'য়েছে।"

"কি কথা ?—কি মনে কোরে ?—কি প্রয়োজন ?" কাষ্ঠহাসি হেসে ত্রস্তস্বরে তেজচন্দ্র জিজ্ঞাসা কোল্লেন।

"ভারি গুরুতর প্রয়োজন।—মন্মোহিনী নাই !"

তেজচন্দ্র যেন সবিস্ময়ে চোম্‌কে উঠে ব্যস্তভাবে বোল্লেন, "অ্যাঁ ?—বলো কি, এমন ধারা !—নাই, বলো কি,—অ্যাঁ ?"

"মরে নাই !—কাল রাত্রে আপনি কোথায় চোলে গেছে,—কি কোনো দুষ্টলোকে তারে ভুজং ভাজং দেখিয়ে ঘরের বাহির কোরেছে, বলা যায় না।—পাতিপন্ন কোরে তল্লাস্ করা যাচ্চে, কোনো মতে কিছুই সন্ধান সুলুক হ'চ্চে না।"

"তাই রক্ষে !—আমি বলি বুঝি একেবারে নাই ! ও আমার কপালে আগুন ! অ বিশ্বাসঘাতিনী শিক্‌লী কাটা———"

তেজচন্দ্রের কথা সমাপ্ত হতে না হতেই পার্শ্বস্থ প্রাণধন বাবু বোল্লেন, "আরো শুনুন্ ?—বীরবাসও নাই !"

"ঐ !—তবেই ঠিক হ'য়েছে, আর কেন ?—ঘরের ঢেঁকী ভাগ্যক্রমে কুমীর———"

"না—না ! কে তারে বাঁকার মাঠে কাল গুলি কোরে মেরে ফেলেছে।—যার বাহুবল,—সহায়বল আশ্রয়ে আমি সদম্ভে বেড়াতেম, এতদিনে———"

রায় বাহাদুরের কথায় থাবাড়ি দিয়ে তেজচন্দ্র সচকিত ত্রস্তস্বরে বোল্লেন, "অ্যাঁ !—গুলি ?—গুলি কোরে মেরে ফেলেছে !

বলেন কি ?—বীরবাস নাই, মরেছে ?—আহা-হা ! কার এমন মতিচ্ছন্ন ধোল্লো, কারে চার পো পাপে ঘির্‌লে ?"

"আর মতিচ্ছন্ন !—মুচ্‌লোমে খুনির কোনো সন্ধানই পাওয়া যাচ্চে না,—তার আর চার পো পাপ !"

"অ্যাঁ !—এতদূর হ'য়েছে ?—এখনও তোমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেড়াচ্চ কি রকম ?"

"না !—নিশ্চিন্ত এমন বড় নয় !—আপনার নিকট সেই জন্যই এতদূর আসা। প্রথম মনোমোহিনীর সন্ধান, দ্বিতীয় বীরবাসের বিষয়ে একটা সৎপরামর্শ জান্‌তে ——"

কথায় বাধা পোড়্‌লো।—তেজচন্দ্র দেঁতোর হাসি হেসে উরু চাপ্‌ড়ে বোল্লেন, "হা !—হা !—হা !—এখানে এলে-ত ঘরের কথা। ইস্‌ ! তাইত,—দেখেছ ?—একবার মেয়ে মানুষের বুকের পাটা দেখ্‌লে, অ্যাঁ ?—দুদ্‌ কলা দিয়ে কর্ত্তা বাবু কালসাপিনী ঘরে পুষে ছিলেন, এখন তার এই প্রতিফল !"

"চুলোয় যাক্‌ ! এখন উপস্থিত বিষয়ের মতামত কি মীমাংসা করেন ? যদিও আমি অনেক রকম বুঝিসুঝি বটে, তথাচ একবার—"

অবসর কথার মধ্যে তেজচন্দ্র ধীরে ধীরে তিন চারবার ঘাড় নাড়্‌লেন, আপনাআপনি কি মনে মনে বিজ্‌ বিজ্‌ কোরে বোক্‌-লেন, কিছুই বুঝা গেল না।—কেবল উভয়ের মুখের দিকেই তাঁর দৃষ্টি, সেই ধূর্ত্ততা আর চতুরতা মাখা দৃষ্টিতে যেন মুর্ত্তিমান সন্দেহ আর আশঙ্কা পদে পদে সুকৌশলে স্পষ্টই অনুভূত হ'তে লাগ্‌লো।

পরক্ষণেই কথায় বাধা দিয়ে তেজচন্দ্র বোল্লেন, "উঃ !—কি দারুণ অত্যাচার ?—তাইত, অ্যাঁ ?—আপনাদের মুখে এ সব কথা শুনে

অবধি আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হ'চ্চে, হৃৎকম্প হ'চ্চে ! এখন দেখ্‌ছি যে যার প্রাণ বাঁচানো দায় হ'য়ে উঠ্‌লো।—তাইত, অঁ্যা ! ত‍ন্ত্রী হবার এত গ্রহ, এত ঝক্‌মারী জান্‌লে, কখনই সে সময় সম্মত হ'তেম না, উইল্‌পত্র পোড়ে থাক্‌তো, আমাদের ঘোড়ার ডিম্‌——"

"বাস্তবিক তা বড় মিথ্যা নয় ! এমন প্রাণ সংশয় জান্‌লে কখনই এ পাজী কর্ম্মে হাত দিতেম না। কেবল প্রাণধনের জন্যেই আমি যত ছেঁড়া ল্যাঠায় পোড়েছি !"

"সে আর একবার কোরে বোল্‌তে, এখন যে যার আল্লা আল্লার নাম লও !—মুইত আর হালি পানি পালাম না !—কোথায় মিলেমিশে সকলেই একত্রে প্রতিপালন হ'য়ে দশের কাছে কর্ত্তার নাম যশের চিরকীর্ত্তি থাক্‌বে, কোথায় আমাদেরও মুখ সমুজ্জ্বল হবে, সে সব চুলয় গেল, অবশেষ এত যত্নে, এত কষ্টে সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি হ'লো,—কি বোল্‌বো, এখন বারভূতে দেখ্‌ছি বিষয় আশয়টা সমস্তই লুটেপুটে খাবে !—কি কোর্‌বো, নাচার !—এ সময় আমার নিজের মনে সুখ নাই——"

রায় বাহাদুর যেন আরো কিছু বোল্‌বেন, এই ভাবের ভূমিকারম্ভের উদ্যোগ কোচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁরে আর বোল্‌তে হ'লো না, সে কথার মীমাংসা তেজচন্দ্র নিজেই বিবেচনা কোরে বোল্লেন, "আচ্ছা, এখন বেলা হ'লো, আমাকে একটা বিশেষ কর্ম্মের জন্য একবার আদালতে যেতে হবে,—তখন আবার কাল কিম্বা পরশ্ব আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে, ফলতঃ এ বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি, আমাদের বিরূপবাবুর ঠাঁই সূক্ষ্ম তদন্ত জেনে, যাতে সু-সিদ্ধান্ত হয়, তার-ই অনুষ্ঠানে বিহিত চেষ্টা করা যাবে।"

"যে আজ্ঞা!—বিশেষ বিরূপ বাবু হ'চ্চেন আমাদের মমোহিনীর জ্যেষ্ঠ সহোদর, তিনি এ কথা শুনলে বোধ করি কখনই নিশ্চিন্ত ক্ষান্ত থাক্‌বেন না, অবশ্যই একটা হেস্তনেস্ত উপায় ব্যবস্থা হবেই হবে! আমরা হাজার বুঝি,—তথাচ আপনি আর বিরূপ বাবু থেকে যা-যা সদ্যুক্তি কোর্‌বেন, অগত্যা তাই-ই আমারও চূড়ান্ত সাব্যস্থ কথা রৈল, তবে আজ আমরা আসি, তখন একত্রেই পরশ্ব যাওয়া যাবে, আমরাই আপনার এখানে আস্‌বো।"

"না—না! আপনাদের আর অনর্থক কষ্ট কোরে এতদূর আস্‌তে হবে না, আমরাই পরশ্ব আপনার ওখানে যাব।"

"যে আজ্ঞা! তবে আমরাই আপনাদের জন্য অপেক্ষা কোরে থাক্‌বো।" এই কথার পর তেজচন্দ্রের সদ্ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট মনে উভয়েই বিদায় গ্রহণ কোল্লেন। তেজচন্দ্র ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত হ'লেন।

—00—

সপ্তত্রিংশতি কাণ্ড।

ফৌজদারী বিচার।—পাগ্‌লা গারদ।

এক পক্ষ অতীত।—তেজচন্দ্র, বিরূপ বাবু আর সদারং নিভৃতে একটী কক্ষে বোসে কি পরামর্শ কোচ্চেন, কখনো হাস্‌ছেন, কখনো হাত নাড়্‌ছেন, চোখ মুখ ঘুরুচ্ছেন, অপর নিকটে কেউ-ই নাই,

অথাচ চুপি চুপি ইঙ্গিত ইশারায় কত রকমের কথা চোলেছে।— সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, পূর্বমণ্ডলে পূর্ণশশীকলা বিকাশ পাচ্চে।— সেই পূর্ণজ্যোতিতে নক্ষত্র-পুঞ্জেরা ক্ষীণপ্রভ হ'য়ে তারাপতির দূরে দূরে দীপ্তি পাচ্ছে; নিশাপতি আজ পূর্ণেন্দু, সেই অখণ্ড নিরঞ্জনা সৌন্দর্য্যে যেন তারাবলী সপত্নী ঈর্ষায় ম্রিয়মাণ। নভস্তলে খদ্যোতেরা এক একবার দীপ্তিহীন হতশ্রী হ'য়ে লজ্জাবগুণ্ঠনে নম্রমুখে যেন নিবিড় বনরাজী আশ্রয় কোত্তে চোলেছে, বনবাসী জোনাকীরাও দল বেঁধে পূর্ণদীপ্তিতে সমাচ্ছন্ন বনস্থলী যেন উদ্যোত কোরে তুলেছে, তাই দেখে কুমুদিনীও ঘাড় তুলে বাতাসে হেল্‌তে দুল্‌তে প্রমোদে প্রফুল্লিতা হ'য়ে রজনীগন্ধার ঝাড়ের সঙ্গে মৃদু মৃদু হাস্‌ছে, যেন কমলিনীর কমল-কলির দুর্গতি দেখে ঈর্ষাভরে টীট্‌কারী দিচ্চে!

দণ্ড খানিক বিমর্ষ থেকেই তেজচন্দ্র বোল্লেন, "তবে দিন কতকের জন্য একটু গা-ঢাকা হ'য়ে থাকাই আমার মতে শ্রেয়, নচেৎ যে কথা তুমি বোল্‌ছো,—আর বোল্‌বেই বা কেন, স্বচক্ষেইত দেখ্‌তে পাচ্চি, এতে ভারি হাঙ্গাম! সাম্‌লাতে না পাল্লে ভারি বিপদ! অবশেষ ধনে প্রাণে মজ্‌তে হবে, মানও যাবে!"

"অ্যা! তুমি বড় আটাশে লোক! তোমার কাছে এ কথা বলাই অন্যায় হ'য়েছে! আরে এমন ধারা কত শত হ'য়ে যাচ্চে, স্বধু তোমা বলে নয়! আর তোমার তবুও এটা সামান্য কাজ বৈত নয়, এর জন্য এত উৎকণ্ঠিত হ'লে চোল্‌বে কেন? আমি যখন তোমার———"

"চুপ্!—আস্তে!—এখানকারও বাতাসেরও কাণ সজাগ, আস্তে কথা কও!—ফ্যাশাদ্ ঘোট্‌তে কতক্ষণ, বিশেষ কাল্‌কের কাণ্ডটা—"

"তোমার কোনো ভয় নাই।—সিপ্পারোয়ায় কপাটে খিল লাগিয়ে বোসে থাকো, বুঝেছ! কোন বিপদ ঘটে আমি আছি।"

"ঐ গুণেই ত আপনার পায়ে বাঁধা আছি, আপনার ভরসায় এখনও কথা কোচ্চি, বুক ঠুকে দিল্ দরিয়া কোরে ফেলেছি! দু-হাজার, পাঁচ হাজার, দশ হাজার, লাখ দু-লাখ যায় কুচ্ পারোয়া নাই। তবু যেন শত্রুপক্ষের কাছে অপমান না হ'তে হয়।"

"অবশ্য, অবশ্য! তার জন্য তোমার কোনো চিন্তা নাই, যখন তোমাকে এত পরামর্শ দিয়ে কৃতকার্য্য কোরিয়েছি, তখন তোমার জন্যে সকল দিকেই এক একটা পাকাপোক্ত রকম ফিকির আঁট্‌তে হবে। পরাণে ছোঁড়াকে কোনোমতে বাগেবগলে এক কাঁড় বিনতে পাল্লেই সব কাজ গুচিয়ে যায়, তার পর পাকেচক্রে একবার উইল্ নামাখানি হাতগত কোত্তে পাল্লেই বিলক্ষণ এক হাত দাঁও মেরে দিয়েছি। বিশেষ আমার হাতে যখন কাজ, আমি যখন তোমার স্বাপক্ষে আছি, তখন গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে মনোমোহিনীর অংশটাও বিলক্ষণ হাঁসিল কোরে দেবো।—যে ফন্দী এঁটে রেখেছি, একেবারে অকাট্য! বুঝেছ, অ্যাঁ! আমার কাছে তোমার বিশ্বাস নষ্ট হবে না, বুঝেছ! এখনও যে বিশ্বাস সেই দৃঢ় বিশ্বাস চিরকাল অবিচলিত-ভাবে বদ্ধ থাক্‌বে, বুঝেছ!—এর একটীও মিথ্যা হবার নয়, বুঝেছ! তবে কিনা জলে বাস কোরে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ কোত্তে গেলেই কিঞ্চিৎ যাত্তি রুধির আবশ্যক করে, বুঝেছ!—তাতে কি বোয়ে গেল, বলে, ছলে, কলে, কৌশলে বিধিমতে এর বিহিত চেষ্টা কোত্তে হবে, বুঝেছ!—কোনো দিকে আর কিছুই ধোত্তে ছুঁতে থাক্‌বে না, বুঝেছ, আমি কি বোল্‌ছি?—একি একটা সামান্য বুদ্ধির দৌড়!"

"তার সন্দেহ কি! তবুও যেন আমার পক্ষে সমূহ হিতে বিপরীত ঘটার সম্ভাবনা! এক সঙ্গে ছুটী কাজ হাঁসিল হ'লেও বরঞ্চ তবুও কতক নিশ্চিন্ত থাক্‌তেম, কিন্তু এখন এটী কেবল ছুঁচো মেরে হাত দুর্গন্ধ করা হ'য়েছে! যাই-ই হোক্, এখন আপনার কৃপানুকুল্য ব্যতীত আমার আর অন্য উপায়ান্তর নাই! আর আপনি আমাকে এ নাচারে রক্ষা না কোল্লে, আর কে রক্ষা কোর্‌বে! সম্মুখে বোল্লে তোবামুদী করা হয়, বাস্তবিক আপনি যখন আমার পৃষ্ঠপক্ষে স্বছায় সমর্থ, তখন আপনারই অনুগ্রহে আমার সব।" এই কথা বোলে তেজচন্দ্র একেবারে বিরূপ বাবুকে যথেষ্ট বাড়িয়ে তুল্লেন, বিরূপ বাবুও নিজের সাধুবাদ প্রশংসা শুনে আহ্লাদে গদ গদ হ'য়ে মনের উৎসাহে হাত নেড়ে প্রফুল্ল মুখে আরো কত কথাই বোল্‌তে লাগ্‌লেন।

সদারং এই অবসরে আবার পূর্ব্বের মত পাগ্‌লামো জুড়ে দিয়ে হাত মুখ নেড়ে ভঙ্গিভাবে বোল্লেন. "তা-না-ত কি!—হুঁ! আমারই বুদ্ধিটা কোন্ কম! হুঁ! আমিত আর এণ্ডুমেণ্ডুর জাত নই, মগের মুল্লুক থেকেও আসি নাই, হুঁ! তাদের মতন ঢের দেখা গিয়েচে! এই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি অমন ধারা কতবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে উল্টে পাল্টে গিয়েছে,—কত যুগযুগান্তর,—কত মহাকল্প, কত মন্বন্তর হ'তে দেখ্‌লেম,—যেতে দেখ্‌লেম তার ঠিক কি?—বুঝেছ তেজচন্দোর দা!—খালি এই সেদিন মরুত্ত রাজার যজ্ঞিতে নেমন্তন্ন খেয়ে হঠাৎ কি রকম মাথা পাগলার মতন হ'য়ে গেছি,—তাই বোলে আমাকে নিতান্ত অপগ্রাহ্য মনে করো না, আমি ত্রকজম মস্ত মাতব্বর, মস্ত বহুদর্শীয় লোক, হুঁ! বোল্লে এখ্খুনি পেঁহুড়ী-বিন্দাবন

কোরে দিতে পারি, ভাল জানি, বেশ্ জানি, খুব জানি! তাদের সাতানি সাতাত্তর পুরুষ বদ্‌মাইস্, তাদের সাতগুষ্ঠি জুয়াচোর! আর তাতে কিছু এসে যায় না, তবেই-ত হ'লো, তিনি নিজে কি কোরে দশ মাস পোয়াতি মাগ্‌টীকে,—সেই গো তেজচন্দোর দা—মনে পড়ে, হ্যাঁ!—এখ্যুনি এখ্যুনি সব ভণ্ডোল্ কোরে দিতে পারি, সব ফাঁশ্—"

বিদূষক সদারঙের অভিনয়ে আবার ক্ষান্ত পোড়্‌লো, বিরূপ বাবু তেজচন্দ্রের মুখের দিকে ঈষৎ কটাক্ষ দৃষ্টি কোরে বোল্লেন, "পাগ্‌লা আবার কি বলে ?"

"পাগলের মর্জ্জি!—কখন কি খেয়াল উঠে, তার ঠিক কি! ওটা যেন ভূষণ্ডী কাক! যেমন মনের অগোচর পাপ নাই, তেম্‌নি পৃথিবীর কোন কর্ম্মকাণ্ডই ওঁর কাছে ছাপা থাক্‌বার জোটী নাই।"

"বাস্তবিক! তা বড় মিথ্যা নয়! আমরাই ওঁকে পাগ্‌লা পাগ্‌লা বলি বটে, কিন্তু এদিকে ভিতরে ভিতরে সকল বুদ্ধিতেই টন্‌টনে!"

"আরে হাজার হোক, বনিয়াদি বড় লোকের ছেলে,—বিদ্যা বুদ্ধিও যথেষ্ট আছে, কেবল এক সর্ব্বনেশে প্রেমারাতেই ওঁর মাথা খেয়ে দিয়েছে, জুয়াতেই যথা-সর্ব্বস্ব খুইয়ে এখন এই দশা! নৈলে ওঁর মতন অমায়িক, বহুদর্শী, পরোপকারী মানুষ হয় নাই,—হবে না!"

"বটে!—এমন ধারা লোক!—বলো কি, অ্যাঁ!—তাতেই পৈতে পুড়িয়ে এখন ব্রহ্মচারী বেশ্, এমনতর আদ্‌পাগ্‌লাটে মেজাজ্, না!"

"হাঁ, কিন্তু দেখ্‌তে ঐ মেকুরপানা লোকটী বটেন, তথাচ মরা হাতী লাখ্ টাকা!—এখনও হাড়ে হাড়ে ভেল্কী———"

কথায় বাধা পোড়্‌লো।—হঠাৎ একজন ভোজপুরে দরোয়ানের মত আঁকাটমস্তা জোয়ান একটী কেতা দুরস্ত সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়ে

থাক্‌লো, তেজচন্দ্র তারে দেখেই শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ক্যা খবর চৌবে?"

চৌবে হাত মুখ নেড়ে বোল্লে, "শিউলাল বাবু আয়াহৈঁ। আব্‌কা বাস্তে বড়া দোর্ ভয়া, তো হাম্‌কো ভেজ দিয়া——"

চৌবের পয়ার শেষ না হতেই তেজচন্দ্র হঠাৎ ধড়্‌মড়িয়ে শশব্যস্তে সে ঘর থেকে বেরুলেন, সমাগত সদারংও তাঁর অনুগামী।

রাত্রি প্রায় ছ-ঘড়ি, নিভৃত সভা ভঙ্গ। সে দিনের মত শিষ্টাচার জানিয়ে বিরূপ বাবু বিদায় হলেন, দ্বারবান চৌবেও নিজ কর্ম্মে চলে গেল। এঁরাও অগত্যা সে কক্ষ থেকে বেরুলেন।

আরো নিভৃত হলো। তেজচন্দ্র একটু প্রফুল্লস্বরে যেতে যেতে বোল্লেন, "বুয়েছ! আজ আবার একটাকে ভারি গেঁতেছি! এ ব্যাটা সাহেব! শিউলাল তারে সঙ্গে কোরে এনেছে—ব্যাটা মস্ত ধনী, মস্ত জাঁহাবাজ! ভারি খোটেল্!"

"অমন ধারা ঢের দেখা গিয়েছে! মোদের কাছে কোল্কে পাবার জোটী নাই, তা যিনিই আসুন! এখানে শর্ম্মার টিপ্পনীতে ব্রহ্মার ব্যাটা বিষ্ণু এলেও জিতে যাবার নয়!"

"না-হে-না! তুমি জানোনা! ব্যাটা ভারি দয়েল্, মস্ত জুয়ারী!" এই বোল্‌তে বোল্‌তে ৪।৫টী ছোট ছোট কুঠুরীর পর একটা ছোট অন্ধকার ঘুরুণো সিঁড়ি অতিক্রম কোরে অগ্রণী তেজচাঁদ তাঁর সহচর সদারং উভয়ে একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন কক্ষে প্রবেশ কর্‌বামাত্রেই সহসা একজন ইংরেজ শশব্যস্তে কেদারা ছেড়ে উঠেই একে একে উভয়ের সহিত সেলাম শেক্‌হাণ্ড্ বিনিময়ের পর সকলেই সহাস্যমুখে পরস্পর সসম্ভ্রমে সমাদর সম্ভাষণের সহিত উপবেশন কোল্লেন।

ঘরটী মাঝারী।—আয়তনে পরিপাটী অথচ সুন্দর। মেঝোয় ঢালাও সপ্‌মোড়া, দেওয়ালের খাটালে খাটালে দশ-মহাবিদ্যা সুচিত্রিত দেবীমূর্ত্তি কালী, তারা, মহাবিদ্যা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ইত্যাদি, তারির মাঝে মাঝে ৮।১০টী মাকড়সার জালপড়া দেয়ালগিরি, তন্নিম্নে নানাপ্রকার চিত্রবিচিত্র ছোট ছোট বদরঙ ছবি টাঙ্গানো, মধ্য কড়িকাষ্ঠে একখানি মান্ধাতার আমলের টানা পাখা, ঝালরখানি শতজীর্ণ, ঘরের মাঝখানে একখানি গোল মার্ব্বেল পাথরের মেজ, দুদিকে দুটী কেরোশিন গ্যাশ ল্যাম্পে কুর্‌কুট্টি আলো। তারির আশে পাশে চতুর্দ্দিগে শারি শারি কতকগুলি কেদেরা। মেজের দুপাশে হুণ্ডি, টাকা, মোহরের তোড়া গাদী করা, কতক মুখ অনাবৃত আধ ঢালা কাঁড়ী করা, আর সম্মুখে ২০।২৫ জোড়া নূতন তাস। চারিদিকে নানা বর্ণের লোক একত্র, অপরূপ কাষ্ঠের পুত্তলিকার মত একদৃষ্টে অবাঙ্মুখে কেউ বা দাঁড়িয়ে, কেউ বা বোসে, কিন্তু সদারং সবিস্ময়ে বীক্ষাপন্ন!

পরস্পর যথোচিত অভ্যর্থনার পর, উপস্থিত আবশ্যক মত কথোপকথন চোল্‌তে লাগ্‌লো,—বিশেষ পরিচয়ে জানালে আগন্তুক দ্বয়ের নাম শিউলাল তেওয়াড়ী, অপর লোকটী সাহেব, নাম টম্‌কিন্ উল্‌কি গ্যাম্‌ব্লার। ডাক্‌সাইটে জুয়ারী। মস্ত সুবিখ্যাত ধনী! জন্মস্থান পারিস্, হাল সাং, খাশ্ বর্দ্ধমান।

একজন পরিচারকের মারফৎ মুহুর্মুহুঃ পান তামাক এসে বাবুদের খাতির যত্ন রক্ষা হোতে লাগ্‌লো। মারোয়াড়ী শিউলালজীর পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন সদারঙের সঙ্গে নানাবিধ কুশল বাক্যালাপ চোল্‌তে

লাগ্‌লো, মধ্যে মধ্যে সদারঙের প্রলাপস্রোত উত্তরোত্তর ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পাগ্‌লামো প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো, তিনি অকস্মাৎ চেঁচিয়ে বোল্লেন, "আমি মীর হাত,—হ্যাঁনো পারি,—ত্যাঁনো পারি, প্রেমারা মাত্তে পারি।" বোলেই হাতে চুম্‌কুড়ি দিয়ে মেজের উপর সজোরে একটা চাপড় মাল্লেন। কিন্তু পার্শ্বস্থ সহচর শিউলালজীর ঈঙ্গিতে উত্তেজিত ভাবী প্রমাদ প্রগল্‌ভতা থেকে নিরস্ত হয়ে অগত্যা সাম্‌লে গেলেন।

মুহূর্ত্ত পরে শিউলাল তেজচন্দ্রকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "পর্‌শুঁ আব্‌ হাম্‌লোক্‌কা বাড়্‌তি কম্‌তি বিশ লাখ্‌ রূপেয়া জিত লিয়ো, উস্‌মে কুচ্‌ খেয়াল নাহি কর্‌তি হিঁ! যব পাড়্‌তা গির্‌ গেঁই, তাব্‌ কাগজকা কুচ্‌ মারপেচ্‌ এক্তিয়ার নাহি, আজ্‌বি সাহেব্‌কা গাড্‌ডীল কাঁৎ, বিশ লাখ্‌ রূপেয়া পহিলে দান।"

"কোড়ি, দোকোড়ি, লাখ্‌ কি টুচ্ছ কটা! ইহাটে কি যাইটে আসিটে পারে? ড্যাম্‌ন্‌ কেয়ার! পড়্‌শু রোজ বিশ লাখ্‌ গিয়াছে, বহুৎ আচ্ছা! ফ্যের আজ্‌বি পচাশ লাখ্‌ পাখ্‌ড়ো, ডরো মট! হামি লোক হয় ডিবো, নয়ট বহুট্‌ লিবো! ডশ কোড়ি লাখ্‌ এইটে কি পাড়োয়া আছে?"

প্রথমে রেস্ত দান ২০ লক্ষ।—গাড্‌ডীল টম্‌কিন সাহেব, আর মাউ তেজচাঁদে তুমুল খেলারম্ভ হলো।—ফিক্রদানে তেজচন্দ্রের সে হাত জয় হলো।

পরাজয় খাঁক্‌তিতে এবারেও সাহেব পঞ্চাশ লাখ্‌ রেস্ত কোরে জেঁকে বোস্‌লেন, খেলা চোল্‌লো।—এবারেও তেজচাঁদের হাতে মাছ,—কচে বারো! মনে মনে ভারি আহ্লাদ, সাহেব গাড্‌ডীল,

ডাক পঞ্চাশ লাখ্, তখন আমারই জিত তাস, কেবল প্রেমারার তাড়া হুড়োয় সাহেব আমাকে দমিয়ে দেবার পন্থা কোচ্চে,—এই ভেবে তেজচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে বোল্লেন, "আমি হারি আর জিতি, এই মাউ মাছ আমার হাতে, জুতে নাও!" বোলেই মেজের উপর সদম্ভে তাস ফেলে দিলেন।

মাছ দেখেই সাহেবের চক্ষু স্থির! উদাস নয়নে এদিক ওদিক চেয়ে ডাক্‌লেন, "দেল্‌জান!"

মুহূর্ত্ত মধ্যেই দেল্‌জান দেড় পোয়া পরিমিত এক পেয়ালা লেমন্ এনে উপস্থিত হ'লো।—এক চুমুকে পান কোরেই ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ!—কট্‌মট্ চাউনিতে দেল্‌জানের মুখের দিকে চেয়ে সজোরে দেওয়ালের গায়ে পেয়ালাটা ছুড়ে মেরে বোল্লেন, "যাস্টি পিয়াস! যাস্টি কোল্‌ড শারবেট্ লাও!"

দেল্‌জান আজ্ঞা পালন কোল্লে।—টম্‌কিন এক নিশ্বাসে কাণায় কাণায় প্রায় আধ্‌সের ঠাণ্ডাই পান কোরে আবার খেল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন। কোরেন্তা, অন্তি কোরেন্তা, দোস, তেরেন্তা, কাতুর, মাছ, ফুরুষ ইত্যাদি ডাক চোল্‌তে লাগ্‌লো। উপর্য্যুপরি সাহেবেরই হারকাঁৎ! ১০।১৫ ক্রোর টাকার হুণ্ডি,—মোহর, কম্‌নে উড়ে গেল।—এক দানও সাহেবের জিত হলো না।—ফের্ খেলা।—আবার ঠাণ্ডাই!—অবশেষ ৮০।৯০ ক্রোর পর্য্যন্ত বাজী মৌরস্ত!

সদারং বিস্মিত নয়নে এই কাণ্ড দেখ্‌ছেন, মনে মনে তেজচন্দ্রের জিত দেখে বড় খুসি! কি কোর্ব্বেন, তাঁর নিজের কোনো ক্ষমতা নাই, এজন্য সে আকিঞ্চন অধিকক্ষণ স্থায়ী হলো না, তথাচ তেজচন্দ্র-দার নিকট যথাকিঞ্চিৎ যা পাবেন,—তাই-ই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

আবার ঠাণ্ডাই!—আবার খেলা!—রোকাককি, হাঁক ডাক, মৌরস্ত কবুল! তেজচন্দ্রের কাতুরের উপর ফুরুষ! "হাঃ সাবাস!" বোলে চুম্‌কুড়ি দিয়ে তেজচন্দ্র লাফিয়ে উঠে মেজের উপর তাস ফেল্লেন! টম্‌কিনের সম্পূর্ণ পরাজয়। আর এক পাত্র ঠাণ্ডাই সরবৎ পানান্তে পূর্ব্বমত পেয়ালাটা আছ্‌ড়ে ভেঙ্গে ফেলে উদাস মনে পকেট থেকে একখান ছুরি বাহির কোরে আপনার গলায় বোসিয়ে দিলেন। টম্‌কিন সাহেবের প্রাণপাখী উড়ে গেল, চক্ষুদ্বয় ললাটোন্নত ভাব! সদারঙের গায়ে ঢলে পোড়্‌লেন।

সদারং সভয়ে শিউরে উঠ্‌লো।—একি কাণ্ড! এঁরা সব কোথা? কি সর্ব্বনাশ!—অ্যাঁ—তেজচন্দোর দা——" আবার চৈতন্য হলো, দেখ্‌লেন, কেউ কোথায় নাই।—সব শূন্যময়!—ঘরটী ভোঁ-ভাঁ!

সদারং ভেবা গঙ্গারাম!—চক্ষে দৃশ্য হারা হয়ে দারুণ চিন্তাকুল মনে নিস্পন্দ সংজ্ঞাশূন্য অচলের ন্যায় সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় সহসা দুই বজ্রতুল্য কঠিন হস্ত এসে দৃঢ়মুষ্টিতে সদারঙের দুটী হাত চেপে ধোল্লে! সমাগত জুয়ারীরা, তাঁর সহচর তেজচন্দ্র কে কম্‌নে দিয়ে সোরে কোথায় ছোট্‌কে পোড়্‌লো,—কেবল জুয়ামত্ত দুর্ভাগা সদারং ফুর্‌সুৎক্রমে পালাতে না পেরে, একাকী ফৌজদারী লোকের হাতে আট্‌কা পোড়্‌লেন।

সদারং সভয়ে চেয়ে দেখ্‌লেন, ফৌজদারীর লোক!—দেখেই চোম্‌কে উঠে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমরা কি চাও?"

"ওয়ারেন্ট হ্যায়!—এই বাড়ীর উপ্‌ড়ে পরওয়ানা আছে।" সার্জ্জন সাহেব এই উত্তর কোল্লেন।

"বাড়ীর উপর কেন?—কি জন্য?"

"ইয়েস্ ! এম্নি রকম আইন হইটে পারে ! জ্রান্টা নেই, জানানাকো বেহুয়্যট্ কর্ কে জাট্ খায়া, ফোর বাস্তি বাট্——"

"অঁ্যা !—জাট্ খায়া কিসের ?—বলো কি,—ওমা !—সে কি অসম্ভব কথা !—অঁ্যা ! তেজচন্দোর দা !———"

"চুপ্ রও !—ইউ ড্যাম্ দি অন্নেচারেল ব্রুট্ ! এ ক্যাকিয়া ?—খুন কিয়া ফোর জাঁহাবাজী !—কাফের ! বদ্মাস !"

ধমক খেয়ে সদারঙের মুখ বিবর্ণ হ'লো।—জড়িত অস্পষ্ট স্বরে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "তা—বা—বা আমি পাগল !—বা—বা আমি কি জানি !—প্রেমারায় তেজচন্দোর দা আমাকে——"

"হাঁ ! হাঁ ! ঠিক হইয়াছে বটে !—আমি লোক জান্টে কোরেছি, এইটো প্রেমারার আড্ডা আছে। গোইন্দাজ লোকেরা হরঘড়ি—"

জমাদার, সাহেবের কথায় অনুমোদন কোরে বোল্লে, "সাচ্ বাৎ খোদাওয়ান্দ !—বদ্মাস লোক উশিবাস্তে ছিপাকে অ্যাৎনা জঙ্গলকা বিচ্মে গুদারা কিয়া !—পাক্ড়ো ! বাঁনো শালেকো, ছোড়ো মৎ !"

সদারং কাঁপ্তে কাঁপ্তে বোল্লেন, "দোহাই বাবা !—আমাকে বেঁধো না ! আমি পাগল ছাগল মানুষ, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কোনো দোষের দোষী নই !"

"টুমি ডোষী না—কি—হাঁ, হামি লোক কিছু বুঝি না !—বাটীর উপ্ড়ে পরোয়ানা আছে, বাবদ্ খুন, ব্যভিচার, জুয়া, গেঞ্জিকা ! দোস্রা এই সাহেবকে খুন কোরেছে, খবর পেয়ে হামি লো ক আইন মটে গ্রেপ্টার করিটে আসিয়াছি, কখন ছাড়িয়া যাইটে পারি না !" এই বোলেই দারগাসাহেব মহাস্ফালনে সদম্ভে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা খানি দেখিয়ে দিলেন।

"যদি একান্তই না ছাড়ো তবে খানিক বিলম্ব করো, আমার তেজচন্দ্র দা কোথায় গেছেন———"

"হি—হি—হি!—ভারি আহ্লাদ!—সবুর কর্‌বে!—হাম্‌রা তোহার বাপ্‌দাদার গোলাম!—না শালে বদ্‌বাস্‌!—সবুর মাঙ্গে!—হো! শালা যেইযে নবাব সেরাজুদ্দৌলা খাঁজা খাঁ! বান্‌ ছুছুরাকে!—কুছু জানে না, কাফের্‌! হারাম্‌জাদ্‌ কাঁহীকা!" বোল্‌তেই চৌকী-দারেরা সদারঙের দুখানি হাত পিছনদিকে কড়াক্কর বেঁধে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে চল্লো।

এদিকে সার্জ্জন সাহেব, দারোগা সঙ্গে পাতি পাতি কোরে সমস্ত ঘর তালাসি কোল্লেন, কাউকেই দেখ্‌তে না পেয়ে সিন্দুক বাক্স সমস্ত আশ্‌বাব অন্বেষণ হলো, অবশেষ টম্‌কিন সাহেবের হত্যা-কাণ্ডের কিছুই নিদর্শন না পেয়ে ফিরে এসে বক্রদৃষ্টিতে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ইলোক সব কিডার?"

অবাঙ্মুখে সদারঙের চক্ষের জলে বুক ভেসে যেতে লাগ্‌লো, হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী, আশে পাশে আরও কত আসামী,—তেজচন্দ্র দা আমার এ বিপদের কারণ কিছুই অবগত হলেন না, অকস্মাৎ কি হতে কি হলো, এইরূপ কত রকম দুর্ভাবনা তাঁর অন্তরে উদয় হোচ্চে, কত ভয়ে, কত সন্দেহ আশঙ্কায় তিনি ব্যাকুল হচ্চেন, তা কে বোল্‌তে পারে? ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও চিন্তাকৃষ্ট মনে তিনি মহাকাতর, কখন স্তম্ভিত, কখন জ্ঞানশূন্য! চাঞ্চল্যে, ভয়ে, সন্দেহে তাঁর মন অস্থির, চিত্ত উৎকণ্ঠিত, জগৎ শূন্যময়! কণ্ঠতালু বিশুষ্ক, উরু বক্ষ সঘনে প্রকম্পিত, ললাট ঘর্ম্মসিক্ত! অনশনে, দারুণ অপমান আতঙ্কে ক্রমেই অবসন্ন হয়ে ধূলা শয্যায় হাজতে শয়নে সে নিশা যাপন কোল্লেন।

পরদিন সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উদ্বেগ, অনিদ্রা বিদ্যমানে সদারং অবসন্ন-প্রায় শরীরে ফৌজদারী বিচারালয়ে আনীত হলেন।—ভদ্র সন্তান যাঁরা পূর্ব্ব রাত্রে স্বরেশ্বরীর ধ্যানে বেহুঁস্ বেএক্তার হয়ে রাস্তায় হাল্লা আর ঝোলায় আরোহণ কোরেছিলেন, আজ চেনা আলাপী ইয়ার বন্ধু বা মুরুব্বি পক্ষে সে অবস্থা পাছে দেখ্‌লে আরও অপমান বোধ হয়, সেই লজ্জায় তাঁরা উত্তরীয় বা পরিধেয় কোঁচার খোঁটে গৃহস্থকুলের বৌটীর মত মুখখানি আধ ঢাকা কোরে চৌকীদারদের আশে পাশে চোলেছেন। সেই সঙ্গে অপরাপর গুরুতর অপরাধী আসামীরা সকলেই ফৌজদারী চালান।

বর্দ্ধমান ফৌজদারী আদালত লোকে লোকারণ্য।—হাকিম ফৌজদার, আমলা, মোক্তার, উকীল, ফরিয়াদী, আসামী, সাক্ষী, ইন্‌স্পেক্টর, সার্জ্জন, দারোগা, বরকন্দাজ, আরদালী, পিয়াদা, তামাস্‌গীর দর্শকবৃন্দ সকলেই উপস্থিত। স্থানে স্থানে ৫।৭ জন লোক একত্র হয়ে উকীলের পরামর্শানুসারে স্ব-স্ব আত্মীয়ের মোকদ্দমা কিসে সাফাই রুজু হবে, হাঁসিল হবে, সেই জোবানবন্দী সাজানোর আন্দোলনে তর্ক বিতর্ক হচ্চে, দরজার ধারে ধারে চোপ্‌দারেরা শিস্ দিয়ে চতুর্দ্দিকের গোল থামাচ্চে, ফৌজদার বিচারপতি বিচারাসনে অধিষ্ঠিত, দক্ষিণপার্শ্বে অতি নিকটবর্ত্তী একজন পেস্কার সমাসীন উপবিষ্ট। হাকিমের বামপার্শ্বে সেরেস্তাদার পর্য্যায়ক্রমে আসামী ফরিয়াদীর তর্‌তিব মত এজেহার শুনিয়ে দিচ্ছেন, সেই অনুসারে আসামী, ফরিয়াদী, সাক্ষী প্রভৃতির জোবানবন্দী নিয়ে মোকদ্দমা রুজু চোলেছে। ফৌজদার সাহেব ক্রমাগত ঘাড় বেঁকিয়ে কলম কামড়ে পেস্কারের কথায় কাণ সজাগ রেখেছেন, পেস্কারের ওষ্ঠ

সম্বন্ধে নোড়্চে, বোধ হচ্চে যেন তাঁর মুখাগ্রে সমস্ত আইন কানুন বর্ত্তিত! কার কি অপরাধ, পেস্কার হাকিমের মজকুরে নজীর খুলে শুনিয়ে যাচ্চেন,সপ্রমাণ অপ্রমাণের অপেক্ষা থাক্‌ছেনা!—থানার এজেহারবন্দী চালান আসামীদের সাক্ষী সাবুদ আবশ্যক নাই, সুতরাং রিপোর্ট বহি মতে রাজ-দূতেরা দৃঢ় অকাট্য হলফ্ কোচ্চে! বদমাস, মাতাল, দাঙ্গাবাজ, চোর, জুয়াচোর, পকেট্‌মার, আধখুনি, খুনি, ছিনালী, ব্যভিচার, জুয়াখেলা, জাল, গর্ভপাত ইত্যাদি গুরুতর অপরাধী আসামীদের জরিমানা, ৩।২।১ বৎসর, কারুর ছমাস পর্য্যাপ্তে সরাসরি মতে কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা হতে লেগেছে। অবশিষ্ট কূট-মর্ম্মার্থী ভারি মোকদ্দমা যত কিছু সমস্তই দায়রা বিচার সোপরদ্দে পোষ্‌মান থাক্‌ছে।

এই সময় সদারঙ্‌কে পাঁচ সাত জন চৌকীদার গারদ থেকে বাহির কোরে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে কাঠগড়ায় এনে হাজির কোল্লে। ম্রিয়মাণ বন্দীর লজ্জায়, মনের উদ্বেগে, শরীরের কষ্টে, ভাবী আতঙ্কে, বিবর্ণ মুখে, ছলছল চক্ষে বিচারপতির সমক্ষে মৌনভাবে দাঁড়ালেন।—সরলান্তঃকরণ লোকের চক্ষু দ্বারে স্বভাবতঃ যেরূপ প্রফুল্লতা অনুভূত হয়, সদারং যদিও কিঞ্চিৎ ক্ষণমর্জ্জি প্রতিপন্ন উন্মত্ত স্বভাবসিদ্ধ, তথাচ তত সঙ্কটে,—তত বিষাদে তাঁর পূর্ব্ববৎ তেজময় ফুল্লবদনে তন্তোধিক দীপ্তিময়ী স্ফূর্ত্তি পূর্ণভাবে পরিণত।

রিপোর্ট কেতাব অনুসারেই মোকদ্দমা রুজু।—গ্রেপ্তারী সার্জ্জন কৈফিয়ৎ দিয়ে হলফ্ কোরে বোল্লেন, "বীরবাসের বাঁকার মাঠে খুন তদারক তদন্তে পরোয়ানা জারী হয়, হত্যাকারীর নিরাকরণ না থাকা ইত্যাদি হেতুতে সহর বিভাগের স্থানে স্থানে পুরস্কার হুলিয়া

প্রচার হয়,সেই পুরস্কার লোভে গতকল্য সেখ্ মাম্দোগোলামজী নামক জনৈক মুসলমান কোতোয়ালী হুজুর মজ্কুরে হত্যাকারীদের সন্ধান অভিযোগ করেন, অভিযুক্ত নালীশবন্দী জারী পরোয়ানার উপর থাড়া ওয়ারিণ্ জারী পেয়ে আসামীদের খানাতালাসীতে যাওয়া যায়, মজকুর আসামী সওয়ায় অপর কোনো সন্ধানসুলুক না পাওয়া ইত্যাদি হেতুতে এই ব্যক্তিই সম্প্রতি আসামী। সেই জুয়ার আড্ডায় টম্কিন উইলকী নামক একজন সাহেব লোক ঘাল হয়েছে, নিজে গলায় ছুরি দিয়াছে, কি অন্য কেহ খুন করিয়াছে,ঠিকানা নাই! এই লোককে সেই জুয়ার আড্ডা থেকে গ্রেপ্তার কোরে আনা হোয়েছে। অপর ওয়ারেণ্ট বা খুনি দাবী দাবাজের আসামীরা কোতোয়ালী লোকের সাড়া পেয়ে যে যার পলায়ন কোরেছে।—এঁরা যেরূপ নিভৃত স্থানের বাসিন্দা, তদারকে হাল্লা ব্যতীত গ্রেপ্তার করা কোতোয়ালীর পক্ষে ভারি দুঃসাধ্য !"

এই অবসরে উকীল বিরূপবাবু হাত মুখ নেড়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা তুলে মুখপাতেই মোকদ্দমা যেন কতক হাল্কা কোরে দিলেন, যাঁরা আসামীকে গ্রেপ্তার করে,—তাঁদের এজেহার, অভিযোগকর্ত্তা সেখ্ মাম্দোগোলামজীর জোবানবন্দী পর পর লওয়া হলো,—ক্রমে অন্যান্য সাক্ষী।—তাঁরাও রীতিমত হলফ্ কোরে যে যার পক্ষ সমর্থন কোল্লেন। সাক্ষীদের জোবানবন্দীতে আসামীর অপরাধ যেন কতক পরিমাণে সাব্যস্থ হলো। বিচারপতি এতক্ষণ গণ্ডে হাত দিয়ে নথী লিখ্ছিলেন, এজেহার জোবান্বন্দী সকলের একপ্রকার চুকে গেলে, আবার উকীলের নিগূঢ় প্রশ্নের ঢেউ উঠ্লো, বাহুল্য বল্বার অপেক্ষা নাই।

অবশেষে ফৌজদারী হাকিম গম্ভীর স্বরে বন্দীকে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার নাম কি?"

"শ্রীসদারং ভাঁড়।"

নাম শুনে চমকিত ভাবে অভিযোগ পক্ষের উকীল গোঁফে চাড়া দিয়ে সদারঙের দিকে চেয়ে ব্যঙ্গস্বরে বোল্লেন, "সদারং!—তুমি বিষয় কর্ম্ম করহ?"

"কিছুই না।"

"আচ্ছা! তবে তোমার গুজ্‌রাণ কি রূপে চলে?"

তেজচন্দোর দা আমাকে ইস্তলাগাদ্—না—না!—ধনপতি রায় বাহাদুরের কাছে আমার পৈতৃক ধন গচ্ছিত———"

আসামীর কথার শেষ না হতেই এজলাস্ শুদ্ধ সকলেই হি-হি রবে হেসে উঠ্‌লো।—হাকিম আসামীর দিকে ঈষদ্ কটাক্ষপাত কোরে বোল্লেন, "হাঁ, হাঁ বুঝা গিয়াছে! তোমার যত ভারিভুরি সমস্তই প্রকাশ পেলে, তুমি যথার্থ আমীর লোকের ছেলে বট,—ভদ্রবংশে জন্ম বটে,—কিন্তু নিজে তুমি বড় বেলেল্লা! ভারি বখাট্! ভারি জুয়ারী! এই বোল্‌ছিলে তেজচন্দ্র দা—কি? আবার এর মধ্যে ধনপতি রায়ের কাছে পৈতৃক ধন গচ্ছিত কোরেছ? ক্যামন,—অ্যাঁ! ভারি বদ্‌মাস্! ভারি জুয়াচোর!"

সদারং সাহসের স্বরে ধীরে ধীরে আবার উত্তর কোল্লেন, "না, ধর্ম্মাবতার! যথার্থ-ই আমার পৈতৃক বিষয়।—কেবল তেজচন্দোর-দার সঙ্গে বেকুবীতে প্রেমারায় সমস্ত খুইয়ে, সেই টাকার শোকে আমি আর এক দণ্ডও তেজচন্দোর-দার কাছছাড়া থাক্‌তে পারি না! আপ-নারা আমার কথায় যদি বিশ্বাস না করেন, নাচার! আমি ভদ্রলোকের

সন্তান।—হুজুর যা অনুমান কোচ্ছেন, আমি সে রকম মানুষ নই! খুনও করি নাই, ব্যভিচারও করি নাই। তবে গ্রহদোষে জুয়ায় যথাসর্ব্বস্ব খুইয়েছি বটে,—নচেৎ আমার মনে অন্য কোনোকিছুই কু-অভিপ্রায় নাই। কেবল গ্রহবৈগুণ্যে কাল খামোকাই প্রেমারার আড্ডায় যেয়ে———"

"চুপ্ চুপ্! কাজের কথা কহ! তোমার গ্রহদোষ এখন শিকেয় তুলে রাখো! যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহারি উত্তর দাও। এখন তোমার কিছু সাফাই বল্‌বার আছে?"

"অবশ্য আছে।"

"আচ্ছা, বলো দেখি, তুমি কি তোমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে কখনই কারুর মন্দ চেষ্টা কর নাই?—যদি কর নাই, তবে তেজচাঁদের সঙ্গে তোমার এত ঘনিষ্ঠতা কেন?"

"এখানে সে কথা উত্থাপন কোত্তে চাইনা, এতে অদৃষ্টে যা থাকে, আমাতেই ঘটুক! তথাচ অন্যকে জড়াতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি কখনো কারুর, জ্ঞান বিশ্বাসমতে যথার্থ-স্বরূপ ধর্ম্মসাক্ষী কোরে বোল্‌তে পারি, মন্দ চেষ্টা করি নাই, স্বপ্নেও ভাবি নাই। বিশেষ দুনিয়ার কারো সঙ্গে আমার শত্রুতা নাই, আমি ভদ্র-সন্তান, ধনবানের সন্তান, আমার উপরেও কারুর হিংসা দ্বেষ নাই। ধর্ম্মাবতার! বিশেষ তেজচাঁদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা এমন কিছুই নাই, তবে জুয়ার দরুণ অনেক সময়ে আমা হতে তাঁর অনেক উপ্‌কার দর্শে, কাজেই তিনিও আমাকে মাসহারা কিছু কিছু বরাদ্দ কোরে দিয়েছেন। সত্য মিথ্যা তাঁকে হুজুরে তলব হলেই, আমার সাপক্ষে প্রমাণ হোতে কিছুই বাকী থাক্‌বে না।"

"আচ্ছা, সে লোক এখন কোথায় তুমি বোল্‌তে পারো ?"

"তা আমি জানিনা। গ্রেপ্তারীর পূর্ব্বে তাঁরা আমাকে একাকী ফেলে যে যার পটোল তুলে———"

"চুপ্‌ রও!—অন্যকে ফাঁশিও না!—এখন তোমার নিজের চর্‌কায় তেল দাও।"

"খোদাবন্দ! আমি ধর্ম্মতঃ শপথ কোরে এই ধর্ম্মাসনের সম্মুখে বোল্‌ছি, আমি এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানিনা!"

"হাঁ, তুমিও জানোনা, আর আমিও জানিনা!—তবে গত রাত্রে যে সাহেব লোক্‌টী সেখানে খুন হয়েছে, এতে স্পষ্টই বোধ হয় তুমিই তাঁকে অবশ্য খুন কোরেছ!" চক্ষুদ্বয় পাকল রক্তবর্ণ কোরে বজ্রস্বরে হাকিম গম্ভীর মুখে এইটী বোল্লেন।

আসামী পক্ষের উকীল বিরূপ বাবু এই অবসরে শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে বোল্লেন, "এ ব্যক্তি যখন বার বার হলফ্‌ কোরে বোল্‌ছে, কখনো কারুর মন্দ চেষ্টা করে নাই,—কাহারো সঙ্গে শত্রুতা, হিংসা নাই, কেবল প্রেমারা জুয়ারী! বড় লোকের ভদ্রলোকের ছেলে, যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে হতে পারে তাঁরই আশ্রয়ে যেন ছিল, সত্যই যেন জুয়ারী, বদমাইস! তথাচ প্রকৃত বাহানা ইত্যাদি কোনো নজীর না থাকা হেতুতে বন্দীর অপরাধ আইনানুসারে সাব্যস্থ হইতে পারে না, বিশেষ এ ব্যক্তি যখন নিজে স্বীকার পাচ্চে, আমি পাগল, তেজচন্দ্রকে আবার নিজেই সাক্ষী মান্‌ছে, তখন স্পষ্টই প্রমাণ হয়, এ ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী! আর যদিও দোষী হয়, তথাচ এক্ষণে কোনো সুনিশ্চয় প্রমাণ ব্যতীত দণ্ডাজ্ঞা আইনের পক্ষে সম্পূর্ণ অবিচার! এজন্য ধর্ম্মতঃ সূক্ষ্মবিচারে আসামীকে সম্প্রতি হাজত গারদে

নজরবন্দী রাখা আইন সঙ্গত! যে পর্য্যন্ত অপরাপর সাফাই সাক্ষী ও আসামী গরহাজির থাকে,তাবৎ মোকদ্দমাও পোষমান থাকে।" উকীল বিরূপ বাবু হাত মুখ নেড়ে অঙ্গভঙ্গি কোরে উচ্চ উগ্রকণ্ঠে নানা আড়ম্বরের আশ্রয়ে এই সুদীর্ঘ কূট-বক্তৃতার পর বক্রনয়নে সদারঙের বিষণ্ণ-বদনের প্রতি একবার কটাক্ষপাত কোল্লেন।

সদারং নিস্তব্ধ মৌনভাবে অধোমুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেন। ফৌজদার অনন্যমনে উকীলের বক্তৃতা শ্রবণ কোরে পেস্কারের সঙ্গে নথীর কাগজপত্র আর একবার উল্টে পাল্টে দেখে ক্ষণ-কাল গাম্ভীর্য্য মেজাজে চিন্তা কোরে আসামীর দিকে চেয়ে হাকিমী স্বরে বোল্লেন, "বহুৎ আচ্ছা! আসামী যদিও এ অপরাধে কঠিন দণ্ডের যোগ্য, তথাচ এ বিচার দায়রা সোপরদ্দ করাই আইন সঙ্গত; বিশেষ প্রথমত এ ব্যক্তি শুনা যায় বিবাগী বদ্ধপাগল, দ্বিতীয়ত এর সাফায়ের বিলক্ষণ সাক্ষী সাবুদ ইত্যাদি বাহানায় হুকুম হয়, অপরাধীর মোকদ্দমা পোষ্‌মান থাকে, এবং যাবৎ অপরাপর আসামীরা ধৃত না হয়, নজীর তলব না হয়, তাবৎকাল আসামী পাগ্‌লা হাজতে নজরবন্দী থাকে।" এই বোলেই ফৌজদার সাহেব একবার ঘড়ির দিকে নেত্রপাতের পর চঞ্চলভাবে সট্‌ কোরে পিছনের একটা কামরায় উঠে গেলেন।

বেলা দুই প্রহর ২টা। সে দিনের মত এজলাস ভঙ্গ হলো। আদালত শুদ্ধ তামাসগীর্‌ দর্শকেরা সকলেই যে যার ক্ষুব্ধমনে বিদায় হলেন। সদারং লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে আর কাহারো প্রতি মুখ তুলে চাইলেন না, পূর্ব্বমত আরদালীরা সজোরে ধাক্কা দিতে দিতে পাগ্‌লা হাজত চালানী গাড়ীর কাছে নিয়ে এলো।

কয়েদী খাটুনী আসামী চালানী ভিক্টোরিয়া মার্ কামারা আব্বী জুড়ীর গাড়ীতে আগুপাছু চার জনা সার্জ্জন, তাঁরাই সদারঙকে কয়েদী কাচ পোরিয়ে হাতে হাতকড়ী পায়ে বেড়ী দিয়ে গাড়ীতে তুলে দিলে, সেই সঙ্গে অপরাপর দায়মালী আসামীরাও চালান হলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বায়ুবেগে গাড়ীখানি অদৃশ্য হলো।

সদারং গাড়ীর একটী কোণে অবসন্ন-প্রায় বোসে পোড়্‌লেন। দুই হাত চক্ষে চাপা দিয়ে মাথাটা কাঠে ঠেশ্ রেখে সাশ্রুনয়নে করুণার্দ্র স্বরে বোল্লেন, "জগদীশ! এই কি আমার পরিণামের চরমফল ফোল্লো! যে আশায় কন্যা, পুত্র, গৃহ-সংসার সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে, সেই পতিপ্রাণা সতীর জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতেও তিলার্দ্ধ কুণ্ঠিত নই, যে নিরুদ্দিষ্ট প্রেম-প্রতিমা প্রণয়িনীর অন্বেষণে নানাস্থানী হলেম! অনাথ বন্ধো! অবশেষ কি-না তাবৎ যত্ন, আয়াস, কষ্ট, সকল-ই বিফল হলো! কোথায় কন্যা, পুত্র, পুত্রবধূ, কোথায় আমার গৃহ-সংসার, কোথায় জ্ঞাতি কুটুম্ব, কোথায় বা বন্ধু বান্ধব রৈলেন! হায় হায়! কে আমার এমন শত্রুতা আচরণ কোল্লে, দয়াময়! দুরাত্মাদের কুচক্রে সোণার সংসারে জলাঞ্জলী দিয়ে বিরাগী হয়ে এখানে বিনাদোষে এই ফেরে পোড়্‌লেম,—বিনাপরাধে এবার পাগ্‌লা গারদে নিশ্চয়ই প্রাণে মর্‌বো!—ক্ষতি নাই!" আবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন, "বাবা বিনোদ! মা আমার বিমলা!—প্রাণেশ্বরি!—এখন কোথায় তোমরা?—পাপীয়সি! নর-রাক্ষসি! এখন কোথায় তুমি?—চণ্ডালিনি! চণ্ডালিনি!! চণ্ডালিনি!!!"

মস্কিল-আসান স্তবক।

"মন্ত্রং বা সাধয়েয়ং শরীরং বা পাতয়েয়ম্।"

প্রিয়পাঠক! এতদিনে (সা-জুম্মা পীর সাহেবের দোয়াগীর পীর ফকীর বাওয়া,—মণ্ডলাপীর সেলামতি রাখ্যে বাওয়া,—শোর বিদায় আদায়ের শিন্নির সম্বল কর বাওয়া!—ম—স্কি—ল্—আ—সা—ন্!) আমার "মজার কথা" নামাভিহিত পরম কৌতুকাবহ আখ্যাত দ্বিতীয়পর্ব্ব মগ্‌ডালে শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপ পূর্ব্বক সমারূঢ় হ'লেম। প্রথম পর্ব্বাবসানের মধ্যস্তবকে সত্যপীরের যে ভাবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞেয় অঙ্গীকার আছে, দৈবায়ত্ত সাংসারিক ভবিতব্য দুর্ব্বিপাকবশতঃ সেই দুরারোহ প্রতিপন্নত্ব আশা আধুনিক কৃতসাঙ্কেতিক কার্য্যে পরিণত। যুগধর্ম্মানুগামী নৈসর্গিক কর্ম্মক্ষেত্রের গতিই নৈমিত্তিক বিচিত্রময়! যে কুহক কর্ম্মের মাহাত্ম্যে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি স্বীয় দুহিতার প্রণয়ানুরক্ত, সেই কর্ম্মের প্রাধান্য বুদ্ধিতে আবার তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা,—বিধাতা। যে ইন্দ্রজাল গ্রহচক্রে চক্রপাণি মহাবিরাট-মূর্ত্তি পুরুষোত্তম গণ্ডকীশৈলে বজ্র-শিলাকীট রূপে অবতারিত, আবার

সেই কর্ম্মগতিকে তিনি কমলাকান্ত, অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা সর্ব্বভূতাত্মা!—যে কার্য্যের সাহায্যে দেবাদিদেব মহাদেব স্বেচ্ছামতে স্বহস্তে কালকুট ভক্ষণে নীলকণ্ঠ, আবার সেই কর্ম্মের ব্যাঘাতে তিনি দিগম্বর বেশে শূল পিণাক হস্তে মহাকালরুদ্র রূপে সর্ব্বসংহর্ত্তা! যে কর্ম্মের লালসায় শচীপতি সহস্রযোনি সহস্রাক্ষ, আবার সেই কর্ম্মের তাচ্ছল্যে তিনি দেবরাজ পুরন্দর। যে কর্ম্মের উপদেশে দিবার পর রাত্রি নিয়তই পরিবর্ত্তিত, সেই বিশ্ব-বিমোহিনী ঐশীকোপদিষ্ট ভ্রান্তি-কার্য্যের অনুষ্ঠানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ষড়রিপুর দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ নিবন্ধন ভব সংসারের ঐহিক পারত্রিক-বাঞ্ছিত অনন্ত সুখময় দ্বিতীয় পর্ব্বরূপ অহিমাংসের অম্বল সুস্বাদু কেমন, যদিও তার বিশেষ আস্বাদ পেলেন বটে, তথাচ আশানুরূপ পরিতোষপ্রদ তৃতীয় পর্ব্বরূপ মৃগশূকর মাংসের কাবাব যতদিন রসনার তারতম্যের বৈলক্ষণ্য দূর কোচ্চে, ততদিন কিছুই আপনাদের হৃদয়গ্রাহী হবে না,—হবার নয়!

অতএব পাঠক মহাশয়! এক্ষণে আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয়, আর অবলম্বন। সহকার-তরু যেমত মহাদ্রুম আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হয়, ভাবুন আমিও তদ্রূপ

আপনকার আশ্রিত! পূর্ব্বকথিত সংসারের ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটী যার উর্ব্বরা কর্ম্মফলা ভূমি অহরহ অপক্ষপাতী নবন্যাসের সহায়, রসাকর্ষী ইতিহাস মূলক "মজার কথা" তাহার ফলোপযোগী ফলন্ত বৃক্ষ। দৈবী কর্ম্মগতিকে তাহার বিষময়—সুধাময় ফল! সাধুর অমৃত, অসাধুর গরল। সেই অদৃষ্টচক্রের শুভাশুভ চরমফল পরলোকের সাক্ষী, অপর কল্পনাসিদ্ধ ইহলোকের পাপ-কণ্টক!

দুষ্টের দশবুদ্ধি।—জলধি-মন্থিত সুধার লাগি সুরাসুরের যুদ্ধের বিরাম নাই; সৃষ্টি, স্থিতি, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলগামী।—মোহিনীমূর্ত্তির আবির্ভাব! ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত রণক্ষেত্রে সহসা অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি দৃষ্টে দেবাসুর উভয় পক্ষেই বিমোহিত,—সংগ্রামে হতবীর্য্য, নিরস্ত! অমৃতাধার হরণ, ধর্ম্মাত্মা সুরকুলের অমরত্ব লাভ!—তুল্যাংশী অসুরদলের দারুণক্ষোভ! নৈরাশ-চিত্তে লোভ, সেই লোভে রাহুদৈত্যের ছদ্মবেশ, অমৃত ভোজনে কার্য্যসিদ্ধি, অমরত্ব লাভ!

লোভে পাপ।—সেই পাপকর্ম্ম কখনই ঢাকা থাকে না,—প্রকাশ হতেই চায়! দিবানিশাপতির ইঙ্গিতে, পরাৎপরা ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির আদেশমতে সুদর্শন চক্রে রাহুদৈত্যের মাথাটা সেইদণ্ডেই স্বতন্ত্র হ'য়ে গেলো,

মুণ্ডুটা রাহু, মথাকাটা আর কবন্ধ মূর্ত্তিখানা কেতু গ্রহ সৃজন হ'লো।

পাপে মৃত্যু।—সেই স্বভাব ম'লেও যায় না, এটী বাস্তবিক কথা।—চক্রীর চক্রচ্ছেদিত রাহুমুখ ব্যাদান হ'য়ে থাক্‌লো, অবসরমতে অদ্যাপিও সেই কবন্ধ কাটামুণ্ড বৈরনির্যাতন সঙ্কল্পে চন্দ্রসূর্য্য গ্রাসোদ্যত হয়, অমৃত পানেই কাটামুণ্ডের এত তেজ, এত দর্প, এতাধিক দম্ভ বলবতী। প্রতিকার নাই, নিস্তার নাই।—অতএব যে হতভাগ্য কাম্যসুখ উপভোগ কোত্তে কোত্তে রাহুদৈত্যের ন্যায় সমধিক লোভ পরবশ হ'য়ে, সুধাফল ভক্ষণে কপট ছদ্মবেশে উপস্থিত হবে, সে নরাধম পামর অচিরাৎ ইহলোকে পাপ-অধর্ম্ম-পঙ্কে লিপ্ত হবে, অবশেষ পরলোকে অনন্ত ক্লেশ, নিদারুণ পরিতাপাগ্নিতে দগ্ধীভূত হ'য়ে নিরয়গামী হ'বেই হবে,—নিস্তার নাই,—সন্দেহ নাই!

দ্বিতীয়পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

ভূমিকা।

"Be not deceived: I have veil'd my look,
I turn the trouble of my countenance
Merely upon myself. Vexed I am,
Of late, with passions, of some difference,
Conceptions only proper to myself;
Which give some soil, perhaps, to my behaviours;—
But let not therefore my good friend be agrieved."

Shakspeare.

"সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে অস্ত্র রসবৎ ফলে।
কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥"

পাঠক মহাশয়! আজকাল বঙ্গভাষায় অনেকেই প্রায় সরস্বতীর বরপুত্র হোয়ে উঠেচেন,—এবং ঘরে বোসে বোসে কেবল শাদার উপর কালী চড়াচ্চেন!—তা আমি কেন বৃথা সময় নষ্ট কোচ্চি, এই সময়ে কেন সেই "মজার কথাটা" প্রকাশ কোরে দিইনা!—আমিও তো তাঁর একটী ক্ষুদ্র বরকন্যা!—তা সাধ যায় মোর মোল্লা হোতে,—কিন্তু সিন্নির বেলাই তো গোল্‌মাল!—আঃ!—তার আর ভাব্‌না কি!—"লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন"—যখন এক বিষয়ে আসরে নামা গেছে,—তখন ভালই হোক,—আর মন্দই হোক্,—আর দশ জনে শ্লেষই দিন্, কিন্তু আমার "মজার কথাটা" তবুও একবার শোনাবো!—আর এতদিন যে সে কথা প্রকাশ করি নাই,—কেবল মনের মতন মানুষ পাই নাই বোলে!—ঐ যে কথায় বলে, "কারেই বা কই, কেই বা শোনে সই!"—তা এখন বল্‌বার যথোচিত মানুষ পেয়েছি। এক্ষণে আমি তবে প্রত্যেক হপ্তায় হপ্তায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো, আর আমার মনে একটা বড্‌ডো "মজার কথা" আছে, আপনার নিকট ব্যক্ত কোর্‌বো,—কিন্তু

মাঝে মাঝে এক একটা হুঁ দেবেন্,—তা হোলেই এ অধিনী * * আপনার নিকট চিরবাধিত হবে।

পাঠক মহাশয়! আমি,আপনার "মজার কথা" বোল্‌তে যেয়ে,যদি কোে মহাত্মার স্বভাবের ছবি স্পষ্টরকম্ সাম্‌নে পড়ে,—এ অধিনী তার দায়ী নন্!- বস্তুতঃ উচিৎবাদী হোতে যেয়ে, অনেকে অনেক তাড়া হুড়ো ও খোস্তা কুড় বাহির কোর্‌বেন,—স্বীকার করি।—কিন্তু আমার—"সত্যপীর" দাদার মে মত!—অধিক আর কি বোল্‌বো; শ্রীমতী—শুদ্ধ যে ধান ভান্‌তে শিবে গীত কোর্‌বেন, এমত নয়।—এমন কি আবশ্যক হোলে আপনার হাঁড়ির খব পর্য্যন্তও দিতে ছাড়্‌বেন না।—তা প্রিয় পাঠক!—এক্ষণে আর আমা নাম ধামে আপনকার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই।—কি জানি,—যদি কোে মহাপুরুষ অষ্টবজ্র একত্র হোতে দেখে, হেড্ পাজল্ কোরে তাঁবু খাটান্,- তা হোলেই প্রতুল!—আর যদি কখন মহরমের জাগরণ উপলক্ষে মৌলা পীরের দর্‌গাতলায় যান্,—তা হোলে কখন না কখন আমার সঙ্গে সাক্ষা হোতে পার্‌বে।—আর আমার এবম্প্রকার রহস্য ও ভণ্ডামির কারণ,—আপনা পরিশেষে জ্ঞাত হবেন,—কোনো সন্দেহ নাই!—তবে এক্ষণে এই পর্য্য দেখা শুনো,—কিছু মনে কোর্‌বেন না,—কারণ,আপনাদের "মুস্কিল-আসান্" আমার ভরসা ও একমাত্র সিন্নির সম্বল।

২৩শে কার্ত্তিক, ভূতচতুর্দ্দশী
হিজ্‌রী ১২৯১।৯২ সাল।

শ্রীমতী,—সত্যপীর!
সাং দর্‌গাতলা মগ্‌ডালে

নির্ঘণ্ট পত্র।

শ্রীশ্রীমতী সত্যপীরের পালা।

রাগিণী যেমন কর্ম্ম!—তাল তেমনি ফল!

অদৃষ্টের ফল বল কেহ কি পারে খণ্ডাতে।
প্রবাহিত নদীস্রোত রহে কি বালীর বাঁধেতে॥
লক্ষ্মীরূপা সরস্বতী, পতি যার রঘুপতি, কি তার হইল গতি,
অশোকের বনেতে।
প্রিয়জন প্রেমমূর্ত্তি, পূজে যেবা দিবারাতি, ধরায় অতুল রূপে,
কে পারে ভুলাতে;—
এমন যে কুরুকুল, সমূলে হলো নির্ম্মূল, যদুবংশ ধ্বংস হলো,
কন্যা মুনির শাঁপেতে।
দেখি পূর্ণ শশধরে, নলিনী কি হাস্য করে, সুরম্য সরসী হেরে,
কি চাতকী কভু ধায়;—
দময়ন্তী রাজবালা, অদৃষ্টের কত জ্বালা, সহিল সে কুলবালা,
বিজন বনেতে।
দুরাচার পাপমতি, পাসরিছে পাপস্মৃতি, নিভেছে তাপিত হৃদি,
গত তাপানল,—
পাণ্ডব রাজমহিষী, রূপসী দ্রৌপদী শশী, বিরাটের হলো দাসী,
প্রাক্তণের ফলেতে।
ঈশ্বর সেনের পুত্রে বলে, পাপ অদৃষ্টের ফলে, ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়;
ভণে বেদান্ত বেদেতে।

শোন! শোন!!

এক মজার কথা!!!

অতি আশ্চর্য্য!!!

অবতরণিকা।

এ আবার কি?—মজার কথা!!!—কি মজা?—কিসের মজা?—মজা তো ভারি!—মজা কলা নাকি?—হুঁ!—পয়সা ঠকাবার আর জায়্গা নেই!—এখন কোথাও কিছু না পেয়ে,—কি না, অবশেষ এক মজার কথা!!!

কস্যচিত

শ্রী,—গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি!

"অঁ্যা!—অঁ্যা—মশাইরা উপহাস করেন ক্যান!—নিক্‌বো ভাল,—নিক্‌বো ভাল!—নিন্!—নিন্!—ভিতরে মজা আছে, ঠোক্‌বেন না!—নেড়া বেলতলায় আর কবার যায়!—ভাল, সাত দিন আন্তর দুটো কোরেই পয়সা খরচ কোরে দেখুন তো!—ভাল,—কি মন্দ!—তা হোলে আমারও কলা বিক্রী হবে,—আর আপনাদেরও "রথে কি ঠাকুর" প্রত্যক্ষ দেখা হবে!—দোহাই মশাই!—নিন্!—নিন্!—আপনা-দের দুট্টী পায়ে পড়ি মশাই!

ভবদীয় একান্ত

ছিনে জোঁক্!

আদ্য স্তবক।

"মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদাঃ।
সজ্জনাঃ গুণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ॥"

পাঠক মহাশয়! আমার এই নবীন সাহিত্যটী এক্ষণে এক প্রকার অমাবস্যার মধুচক্র :—এখন এটী ভোয়া! মধুর লেশ মাত্রও নাই!—কিন্তু তাই বোলে ভাঙ্গা হবে না!—কারণ, আবার এর পর বিন্দু বিন্দু কোরে মধু জোম্‌বে ;—পূর্ণচন্দ্রোদয়ে কত ফেটে ফেটে পোড়্‌বে,—তখন ফুরসুৎ ক্রমে এইখানে হাঁ কোরে মুখ পাৎবেন, বিস্তর পোড়্‌বেনা; ফোঁটা ফোঁটা পোড়্‌বে, তখন জান্‌বেন সবুরের মেওয়া কেমন পরিপক্ক ও সুমধুর। কিন্তু আমার এই মধুচক্রে অনেক মরকট্‌রূপী মহাত্মারা খোঁচা মেরে উল্লেখ কোরেচেন, যে "মজার কথার গ্রন্থকার ভাষা-তস্কররূপী মধুপের বেশ ধারণ করিয়াছেন!" এই প্রস্তাবনাটী গ্রন্থকারের পক্ষে যথার্থ ও আদরণীয়! কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে এটী সম্পূর্ণ ভ্রম ও ঈর্ষার একমাত্র উদ্দেশ। কারণ তাঁহাদিগের কি বিদ্যাসাগরসঙ্কলিত বাঙ্গালাভাষার সঙ্গে কোনো সংশ্রব নাই! যদিস্যাৎ না থাকে, তবে বোধ হয় তাঁহারা কিষ্কিন্ধ্যানগরী হইতে অভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালাভাষা গন্ধমাদনের ন্যায় শূন্যমার্গে আনয়ন করিয়া থাকিবেন; সন্দেহ নাই। তাহাতেই দাসরথিসম্ভব মহামহিম বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালানুবাদরূপ অমূল্য প্রবালমালা তাঁহারা কণ্ঠে ধারণ করত দুইহস্তে হস্তে কর্ত্তন পূর্ব্বক অম্লানবদনে ছড়াচ্ছেন, আর আমি খুঁটে ২ কুড়ুচ্চি।

অপরিচিত শ্রীমতী—সভ্যপীর!

সাং হিঁয়া কাঁহানাহি।